সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

কালিদাস

GIFTED BY
RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION.

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

REFERENCE

সংপাদকমণ্ডলী ঃ
ডঃ মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য / ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

891.208

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯
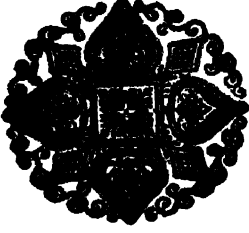
প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮শে মে, ১৯৫৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য ঃ এক খণ্ড ৩৫ ০০ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
Vol. II.

প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। একথাও আমার মনে হইয়াছে, সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে হাস্যকর অপচেষ্টা চলিয়াছে, 'নবপত্রে'র সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশনা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ।

যে গভীর আগ্রহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল কবি-কর্ম সুধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত অথচ স্থানাভাবে পরিকল্পিত আটটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, সেই সব কাব্য ও নাটক আরও দশটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

অনুবাদক

কালিদাস	:	মেঘদূতম্	:	ডঃ মুরারিমোহন সেন
কালিদাস	:	অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	:	জ্যোতিভূষণ চাকী
কালিদাস	:	কুমারসম্ভবম্	:	ডঃ মুরারিমোহন সেন

প্রকাশকের নিবেদন

সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার মুহূর্তে যে সত্যের উপলব্ধি হচ্ছে তা এই যে সঙ্কল্পে যদি ফাঁকি না থাকে তার জয় অনিবার্য ; আজ নবপত্র জয়ী—নিশ্চয়ই তার সঙ্কল্পে কোন ফাঁকি ছিল না।

যে দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষামহলে উপেক্ষিতা, অতীতের বিলুপ্ত ঐশ্বর্যের স্মৃতিমাত্র নিয়ে জনজীবনে যে কোন রকমে আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার সাহিত্য-সম্পদকে বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার নিয়েই আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। আজ সগর্বে ঘোষণা করছি বাঙলার পাঠক-সমাজ আমাদের এই উদ্যমকে বিপুল সমাদরে গ্রহণ করেছেন—বাঙলার বাইরে থেকেও যে সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত—আমরা আনন্দিত !

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে আমরা বলেছিলাম, 'যেন তেন প্রকারেণ' কতকগুলো বই গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য, আমাদের বিস্মৃত সাহিত্য সম্পদের সুসম্পাদিত ও শোভন সংস্করণ বংশানুক্রমে বাঙালীর ঘরে ঘরে রক্ষিত হোক।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশকালেও আমরা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছি—প্রধান বাধা বিদ্যুৎ শক্তির অনিয়মিত সরবরাহ। তবু সব বাধা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ড গ্রাহকদের হাতে তুলে দিলাম। আশা করি, ১৯৭৮-এর মধ্যেই আমরা প্রস্তাবিত আটটি খণ্ড সমাপ্ত করতে পারব ; স্থানাভাবে এই আটটি খণ্ডে যেসব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হবে না অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা সেইগুলি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এই বৃহৎ পরিকল্পনার উপদেষ্টারূপে আমরা পেয়েছি পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে—এই আশাতীত সৌভাগ্যে আমরা ধন্য। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুবাদ কর্মে, ভূমিকা রচনায় ও অন্যান্য রূপ পরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়ক-রূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনের ভাষা-শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত-বিভাগীয় অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রীডার, সংস্কৃত ও বাঙলার অধ্যাপক ডক্টর মুরারিমোহন সেন। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ডটির প্রকাশনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীজগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ব্রতীশ ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি চাকী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ, শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

কালিদাস

মেঘদূতম্

ভূমিকা

কবি কালিদাস

ইংরেজী শিক্ষিত কালিদাসপ্রেমীদের কণ্ঠে কালিদাস সম্পর্কে একটি প্রশস্তিবাক্য শোনা যায়—'Kalidas is the Shakespeare of India'; এর অর্থ যদি আমরা এইভাবে বুঝে নিই যে ভারতের কবি কালিদাস সেক্সপীয়রের মতোই প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন—তাহলে স্বদেশপ্রীতির ভাবালুতাই ব্যক্ত হবে, সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে না। এর যথার্থ তাৎপর্য এই—পাশ্চাত্য সাহিত্যে সেক্সপীয়রের যে-স্থান সেই স্থানই ভারতীয় সাহিত্যে অধিকার করে আছেন মহাকবি কালিদাস। বস্তুত সেক্সপীয়রের সঙ্গে কালিদাসের তুলনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কালিদাস যে সংস্কৃত-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এতে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই! অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন কবি ও মনীষী এই বিরাট প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। কয়েকটি সুন্দর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট কালিদাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিবব জায়তে!

'মধুর ভাবে আনত ফুলে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমনি কালিদাসের বাণীপ্রকাশের পর কে না আনন্দভোগ করে?' কালিদাস সম্পর্কে একটি সুভাষিত বিদগ্ধমহলে উচ্চারিত হয়ে থাকে—

পুরা কবীনাং গণনা প্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্য কবেরভাবাদ্
অনামিকা সার্থবতী বভুব।

পুরাকালে যখন একবার কবিদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল তখন কালিদাস প্রথম কবি বলেই কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন—তারপর যখন আর তার তুল্য দ্বিতীয় কবি দেখা যায় নি তখন দ্বিতীয় অঙ্গুলীর 'অনামিকা' (নামহীনা) নাম যথার্থই হয়েছে বলতে হবে।

জয়দেব কালিদাসকে বলেছেন 'কবিকুলগুরু'—'ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ' এই জাতীয় প্রশংসাপত্র কালিদাস আরও অনেক সংস্কৃত কবি ও সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছেন। বাঙলার কবিও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন—কবি মধুসূদন বলেছেন—'কবিতানিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি!' রবীন্দ্রনাথ তো কালিদাসের কালে জন্ম নেবার বাসনাই অকপটে ব্যক্ত করেছেন। কালিদাস বন্দনায় বিদেশের মনীষীরাও নীরব থাকেন নি। জার্মানীর কবি গ্যেটে, দার্শনিক হামবলডট্, উইলিয়ম জোন্স, স্যার মনিয়ের উইলিয়মস্, ডক্টর রাইডার, ডক্টর সিলভিয়ান লেভি প্রভৃতি সবাই অকৃপণভাবে এই ভারতীয় কবি-নাট্যকারের উদ্দেশ্যে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। অধ্যাপক ল্যাসেন কালিদাসকে বলেছেন—'The brightest Star in the firmament of Indian poetry'—ভারতের কাব্যাকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র!'

কিন্তু এসব কথার প্রয়োজন কোথায়? সাহিত্যের আদালতে কালিদাসকে এইসব সাক্ষ্যের জোরে প্রতিষ্ঠিত করার কোন স্পর্ধাই আমাদের নেই। কেননা, গত দেড় হাজার বছরেরও অধিক কাল কালিদাস আপন প্রতিভাতেই স্বপ্রকাশ হয়ে আছেন—প্রদীপ দেখিয়ে সূর্যদর্শন হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, কোন্ গুণে কালিদাস-কাব্যের এই কালজয়িতা? গুণ নিশ্চয়ই আছে—তাদের মধ্যে প্রধান হলো কালিদাস-রচনার আশ্চর্য প্রসাদগুণ ও সৌকুমার্য—কবির প্রকাশরীতির শুচিতা ও স্বচ্ছতা। তাঁর রচনায় পুরাণের শিথিলতা নেই, পরবর্তীযুগীয় কাব্যের প্রসাধন বাহুল্য নেই। তাঁর রচনা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত, প্রকাশ সংক্ষিপ্ত হয়েও সুস্পষ্ট!

এই প্রকাশভঙ্গীর সরলতা এবং ভাষার স্বচ্ছপ্রবাহ স্বভাবতই পাঠকের মন আকর্ষণ করে; অবশ্য অন্য আকর্ষণও সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, বিশেষ করে যথাযোগ্য সুন্দর ও সার্থক উপমা। কালিদাসের শব্দসম্পদ সুনির্বাচিত—বাক্য গঠনে জটিলতা নেই, দীর্ঘ সমাসের জড়তা নেই, অনুপ্রাস ও অন্যান্য অলঙ্কার সজ্জার আতিশয্য নেই!

আধুনিক সমালোচক বলেন, কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে প্রকৃতি। কালিদাস প্রধানত প্রকৃতির কবি। নিসর্গ বর্ণনায় সংস্কৃত-সাহিত্যে কালিদাস অদ্বিতীয়—শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে বর্ণনার এই মন্ত্রশক্তির যে-পরিচয়, তা চিরকাল রস-পিপাসুকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে। পরবর্তীকালে যাঁরা 'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য' বলে কাব্যের সংজ্ঞানিরূপণ করছেন তাঁরা জানেন, ধ্বনিগুণেও কালিদাসের স্থান কোথায়। কালিদাস ভাষায় যা বলেছেন তার অনেক বেশী তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে কালিদাস ছিলেন বৈদর্ভীরীতির কবি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৈদর্ভীরীতির দশটি গুণ—

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তি সমাধয়ঃ।

শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। এই দশটি গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন—ছিলেন বলেই সকল দেশের সকল কালের হৃদয় তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। কালিদাস যখন কাব্য রচনা করেছিলেন তখনও অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম অনুশাসন কবির কণ্ঠরোধ করতে পারে নি। তাঁর সম্পর্কে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা যে তিনি খুবই সহজে লিখতে পারতেন, যেন কোথাও কোন চেষ্টা নেই, যেন কোন কিছুর জন্যই তাকে ভাবতে হয় না, যেন সবকিছুই 'অযত্নসিদ্ধ'। সেক্‌সপীয়র নাকি একবার বলেছিলেন—কোন এক লাইন লিখে তাকে কাট্‌তে হয় নি। কালিদাস সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে।

পরিমিতিবোধ কালিদাসীয় আর্টের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলব—তার বেশী একটি কথাও নয়। এ-বিষয়ে পরবর্তীকালের লেখক বাণ বা ভবভুতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য যে-কোন সংস্কৃত পাঠকের কাছেই ধরা পড়বে। তাছাড়া অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে আর একটি কথাও গোপন থাকবে না। তা হলো, বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের ভিত্তিতে অজস্র সাধারণ সত্যের উপস্থাপনা। এইসব উক্তি উদ্ধৃতির যোগ্য। কালিদাস এই জাতীয় অসংখ্য বাণী রচনায় সংস্কৃত-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন—সংস্কৃতানুরাগী পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই এইসব সূক্তি উদ্ধৃত করেন, হয়ত কালিদাস এর রচয়িতা তা না জেনেই।

উপমার কথা নাই বা বললাম। কালিদাসীয় উপমার একটি বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটি বিদগ্ধ মহলে প্রচলিত কোন্ শক্তিতে? সেই শক্তির রহস্য এইখানেই। কালিদাসের উপমা তাঁর কথা বলার স্বাভাবিক ভাষারই অঙ্গ, পৃথক কোন অলঙ্কার নয়। এইসব উপমা জীবন থেকে আহৃত, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত; আর সেইজন্যই আমাদের চিত্তহারী।

শিল্পী কালিদাস অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতি লংঘন করেন নি একথা সত্য, তবু আর্টই তাঁর কাছে বড়। নিয়মের মর্যাদা রাখতে গিয়ে তিনি কোথাও তাঁর শিল্পবোধকে ক্ষুণ্ণ করেন নি।

কোন্ গুণে কালিদাস সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যমণি হিসেবে বিরাজিত রয়েছেন এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা সুরু হয়েছিল। একটা কথা বারবারই মনে হয়েছে, কালিদাসীয় কাব্যগুণের সমালোচনায় কোনক্রমেই ব্যাকরণের 'তম' বা 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় পরিহার করে ভাষা প্রয়োগ করা চলে না।

এর মানেই হলো, প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া যে সংস্কৃত-সাহিত্যে কালিদাসের জুড়ি নেই। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কে কোন কথাই শেষ কথা নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক সাহিত্যের একটি গুণ এই যে তারা একই সময়ে জাতীয় এবং সর্বজাতীয়। স্থান ও সময়ের পরিধি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা চলে না।

মনীষী রাধাকৃষ্ণণ্ কালিদাসকে বলেছিলেন 'ভারতাত্মার প্রতিনিধি'। এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। কবি কালিদাস ভারতের সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকারকে আত্মসাৎ করে, তাকে আপন শিল্পবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত করে, তাকে এক বিশ্বজনীন তাৎপর্যে মহিমান্বিত করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষা সরল হয়েও আভিজাত্যমণ্ডিত। তাঁর কল্পনা পর্বতশিখরে, গৃহে, রাজসভায় ও অরণ্যাশ্রমে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করেছে; তাঁর উদার কবিদৃষ্টি সর্বত্র চরিত্র সন্ধান করে ফিরেছে একই সহানুভূতির সঙ্গে। স্বর্গের দেবসভা থেকে অন্তরীক্ষের যক্ষ-কিন্নরের রাজ্য ছাড়িয়ে, মর্তের রাজপ্রাসাদ থেকে জালোপজীবী ধীবর পর্যন্ত চিত্রাঙ্কনে তাঁর অকৃপণ তুলিকা! এই কবির সাহিত্যে আমরা পাই কারুণ্য, প্রেম, শক্তি, সৌন্দর্য ও মানবতার এক দুর্লভ প্রদর্শনী।

অথচ আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন একজন প্রতিভাধর শিল্পী সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। যতটুকু জানি তা অনেকাংশে অনুমাননির্ভর—তাঁর রচনার সাক্ষ্যে সমর্থিত; যেখানে সাক্ষ্য দুর্লভ, সেখানে জনশ্রুতি একমাত্র অবলম্বন—তার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।

তবে কয়েকটি কথা কালিদাস সম্পর্কে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করা যেতে পারে। এত বড় কবি ছিলেন বলেই হয়ত গভীর আত্মবিশ্বাসেরও অধিকারী তিনি ছিলেন—নিজের রচনার শক্তি ও গৌরব সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

তদেব সর্গঃ করুণার্দ্রচিত্তৈ
নর্ মে ভবদ্ভিঃ প্রতিষেধনীয়ঃ।

'যদি তোমাদের এমন হৃদয় থেকে থাকে যা করুণায় বিগলিত হয়, আমার রচিত এই সর্গটি তোমরা উপেক্ষা করো না।'

দিঙ্নাগের দল হয়ত বলবেন, এটি স্পর্ধার উক্তি। কিন্তু এ-মত গ্রহণীয় হতে

পারে না। মহাকবি কালিদাস ছিলেন বিনয়ের অবতার। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের সূচনায় তিনি বলেছেন 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ'—সেই বিশাল সূর্যবংশই বা কোথায় আর আমার মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি কবিই বা কোথায়? আমি কেমন করে সেই বংশমহিমা বর্ণনা করতে পারব?

মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

আমি বুদ্ধিহীন তবু কবিখ্যাতি লাভের কামনা আমার জেগেছে। আমার অদৃষ্টে রয়েছে উপহাস! ফল রয়েছে কত উঁচুতে আর বামন হয়েও সেই ফল আহরণে উদ্যত হয়েছি।

কালিদাস কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন? দৈনন্দিন জীবনে তিনি ছিলেন পরম শৈব। শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী নাটকের নান্দীশ্লোকগুলিতে কবি শিবের বন্দনা করেছেন। তিনি জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এ-কথাও বলেছেন—ভক্তিই সহজতম পথ। রঘুবংশ কাব্যের সূচনা-শ্লোকেও তিনি উমাশঙ্করের বন্দনা করেছেন—'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ'। অবশ্য ধর্মের ধারণায় কালিদাস কোন মতে সঙ্কীর্ণ ছিলেন না, অন্যান্য মতের মর্যাদাও তিনি দিয়েছেন। রঘুবংশ কাব্যে দেবতাদের কৃত বিষ্ণুর স্তব এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে আদি দেবতা হিসেবে ব্রহ্মার প্রশস্তি রয়েছে।

কাব্য পাঠের পর

মেঘদূত পাঠে রসজ্ঞ পাঠকের মনে এ-কথা জাগতে পারে—সমালোচক মহলে কাব্যটি নিয়ে যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, সেই অনুপাতে বিচার-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কাব্যটি একটি রূপক; ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি ত্রিবিধ বিরহের কথা বলেছেন—বর্তমানের সঙ্গে অতীতের জীবনধারার বিচ্ছেদ, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ ও একটি সর্বব্যাপী মানসলোক থেকে নির্বাসিত মানবাত্মার বিচ্ছেদ—এই ত্রিবিধ বিচ্ছেদের কথাই যেন কবি তাঁর কাব্যে বলতে চেয়েছেন। কালিদাসের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কালিদাসের কাব্যকে এক অভিনব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা মেঘদূতের অনুকরণে লেখা কাব্যগুলির কথা বলছি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতকে কবি কৃষ্ণমূর্তি 'যক্ষোল্লাস' নামে একটি কাব্য রচনা করে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন 'অভিনব কালিদাস' এই নামে। তাঁর রচিত কাব্যের বিষয়বস্তু ও ছন্দ অনুকরণ করে আরো অনেক কাব্য রচিত হয়েছিল—শিলাদূত, চেতোদূত, নেমিদূত। আরও পরে রচিত হয়েছে কাকদূত, ইন্দ্রদূত। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক 'মেঘদূত' কাব্যের আবেদন ছিল সর্বব্যাপী।

শুধু এ-দেশে নয়, সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা Macdonell এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—জার্মান কবি ও নাট্যকার শীলার রচিত 'মারিয়া স্টুয়ার্ট'-এর উৎস কালিদাসের মেঘদূত। তিনি বলেছেন—'The idea is applied by Schiller in his Maria Stuart where the Capt've Qeen of Scott revokes on the clouds as they fly southwords to greet the lands of her youth.' Maria

Stuart রচিত হয়েছিল ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে।

অবশ্য কালিদাসের আগে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনদেশীয় কবি সিন্‌কান (Hsinkan)-এর রচনাতেও মেঘদূতীয় কল্পনার আভাস মিলবে। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তির ইংরেজী অনুবাদ এখানে উদ্‌ধৃত হলো :

'O floating clouds that swim in heaven above
Bear on your wings these words to him I love
Alas ! You float along nor heed my pain
And leave me here to love and long in vain.'

ঠিক যেন যক্ষেরই কাতর প্রার্থনা—'সন্দেশং মে হর !'—আমার সংবাদ বহন করে নিয়ে যাও ! তবে এখানে যক্ষের বার্তা বহন করতে হবে প্রিয়ের কাছে, প্রিয়ার কাছে নয়।

সন্ধান করলে মেঘদূত কাব্যে কিছু নৈতিক উপদেশও মিলবে—সে উপদেশ এই : ভালবাসার মোহে কর্তব্যে শিথিল হয়ো না, হলেই শাস্তি অনিবার্য। অলকার সেই যক্ষ ছিল স্ত্রৈণ ; তার ফলে উদাসীনতা দেখা দিল কর্তব্য কর্মে—শাস্তি হলো এক বছরের জন্য নির্বাসন !

খুঁজলে তত্ত্ব আরও মিলবে। কবি এই কাব্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন সর্বত্র -পুরাণে, দর্শনে, অলঙ্কারে এমনকি ভূগোলেও। পাঠক মেঘের হাত ধরে দীর্ঘ পথযাত্রায় নিসর্গের যে গহনলোকে প্রবেশ করেছেন সেখানে কবি কোথাও ভূগোলের ভুল করেন নি। রামগিরি থেকে সোজা উত্তর পথে যাত্রা—প্রথমে উচ্চ এবং কর্ষিত মালভূমি। মেঘ বর্ষণ না করলে সেই মালভূমিতে ফসল ফলবে না। বর্ষণের পরে সেই তপ্ত ভূমি থেকে যে-সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে তারই ঘ্রাণ নিতে-নিতে উত্তর দিকেই কিছুদূর এগিয়ে যাবে। তারপর একটু পশ্চিমে অর্থাৎ বাঁদিকে ঘুরে যেতে হবে মেঘকে। সামনে পড়বে আম্রকূট পর্বত—চারধারে আম্রকানন আর কুঞ্জবন—এখানে একটু বিশ্রাম করলে ক্ষতি নেই, বর্ষণেও কোন অসুবিধে নেই ; বরং বর্ষণের ফলে মেঘের দেহ লঘু হবে, গতিও হবে দ্রুত। মেঘ দেখতে পারে বিন্ধ্যের পদমূলে রেবা নদী ; বিশীর্ণা রেবার বুকেও মেঘকে বর্ষণ করে যেতে হবে।

এরপর পাহাড়ের শ্রেণী—নদ, নদী, পার্বত্য প্রদেশ। দশার্ণ—দশার্ণের রাজধানী বিদিশা, বিদিশার পাদবাহিনী বেত্রবতী নদী ; বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' নামক পাহাড়, সেখানে নিভৃত গুহা—সেখানে বিশ্রাম করে আবার যাত্রা। তবে এবার সোজা উত্তরে নয়, একটু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেঁকে—কেননা ঐ পথেই আছে উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনীর পথে যাবার সময় পশ্চিমে থাকবে নির্বিন্ধ্যা নদী—নদী পার হয়ে অবন্তী, অবন্তীর রাজধানীর নামই তো উজ্জয়িনী বা বিশালা। উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে মহাকালের মন্দির।

এরপর একটু এগিয়ে গেলে গম্ভীরা নদী, নদী পার হয়ে দেবগিরি, দেবগিরির পরে আর একটি নদী—নদীর নাম চর্মবতী।

চর্মণ্বতী পার হয়ে যাত্রা হবে সোজা উত্তর দিকে। পথে দশপুর গ্রাম, ব্রহ্মাবর্ত দেশ, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী নদী—তীর্থভূমি কনখল।

এরপর ধীরে-ধীরে হিমালয়ে আরোহণ !

—হিমালয়ে কৈলাস, মানস সরোবর !

—আর কৈলাসের কোলেই অলকা। যক্ষের 'কামনার মোক্ষধাম'!

কিন্তু আশ্চর্য কবির লিপিকৌশল! এই দীর্ঘ পথযাত্রায় মেঘ একা; তবু সে যেন একা থাকে নি। এখানে পাষাণের বুকেও সহৃদয়তার আমন্ত্রণ—সবকিছুর সঙ্গে পথিক মেঘের প্রীতির সম্পর্ক। শীর্ণা নদীর বুকে জলধারা ঢেলে দিয়েছে—পূর্ণা নদীর বুক থেকে জল সংগ্রহ করে সে নিজেকে পূর্ণ করে নিয়েছে; কোথাও বন্ধুর মতো বিশ্রাম করেছে, কোথাও বা দহনতপ্ত উপত্যকায় ছায়া বিস্তার করেছে। মেঘ কোন কথা বলে নি, কিন্তু সে কি সত্যই নীরব? পাঠকচিত্তও তো সঙ্গে চলে, কোথাও ক্লান্তিবোধ করে নি।

কালিদাসের কাল

তারিখ, সাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতো আমরা বিবাদ করব না, তার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, কালিদাসের আবির্ভাব-কাল নিয়ে গবেষকবর্গের কল্পনা এত উদ্দাম যে সত্যের স্থিরতা সেখানে আশা করা কঠিন। এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত কয়েকটি সাল এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী—হিপ্পোলাইট ফশে (প্যারিস)।

(২) খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী—স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ এবং আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত।

(৩) খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক—ল্যাসেন।

(৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক—কে. বি. পাঠক।

(৫) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক—ফারগুসন; ম্যাকসমূলার ভাণ্ডারকর; কান।

এরপর কালিদাস সপ্তম শতকের কবি—এই মতের সমর্থক দলও আছেন। খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে যুক্তিও বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এই মত বৈচিত্র্যের গহন অরণ্যে একবার প্রবেশ করলে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে-চেষ্টায় বিরত হয়ে আমরা শুধু কালিদাসের আবির্ভাব সম্পর্কে সাধারণভাবে গৃহীত অনেকটা নিরাপদ একটি মতবাদের কথাই এখানে উল্লেখ করব।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ এই মতই সমর্থন করে এসেছেন যে কালিদাস, এক বা একাধিক, গুপ্ত রাজার আমলে বর্তমান ছিলেন। গুপ্তযুগ মোটামুটিভাবে ৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ এই মত প্রকাশ করেছেন যে কবি নিম্নলিখিত গুপ্ত রাজাদের মধ্যে প্রথম দু-জনের আমলে নিশ্চয়ই বর্তমান ছিলেন—তৃতীয় রাজার আমলেও তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহ করা চলে না—

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৫৭-৪১৩ খৃষ্টাব্দ)
প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৩-৪৫৫ খৃষ্টাব্দ)
স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৮০ খৃষ্টাব্দ)

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং প্রথম কুমারগুপ্ত—দু-জনেই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মিঃ স্মিথ বলেছেন—'It is not unlikely that the earliest works of Kalidasa may have been composed before 413 A. D., that is to say, while Chandragupta II was on the throne; but I am inclined to regard

the reign of Kumargupta I (413 455) as the time during which the poet's later works were composed, and it seems possible, that the whole of his literary career fell within the limits of that reign. It is also possible that he may have continued writing after the accession of Skandagupta'. অর্থাৎ 'এটা অসম্ভব নয় যে কালিদাসের প্রথম যুগের কাব্যগুলো রচিত হয়েছিল ৪১৩ খৃষ্টাব্দের আগেই যখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালেই (৪১৩-৪৫৫ খৃষ্টাব্দ) কবির পরবর্তী কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। তাঁর সমস্ত কবিজীবন এই রাজত্বের সময় সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। এও সম্ভব যে স্কন্দগুপ্তের আমলেও তাঁর রচনাধারা অব্যাহত ছিল।'

দুটি প্রস্তরলেখের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি অইহোল প্রস্তরলেখ (৬৩৪ খৃষ্টাব্দ), অন্যটি মান্দাসোর প্রস্তরলেখ (৪৭২ খৃষ্টাব্দ)। প্রথমটিতে কালিদাস বিশ্রুত কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন—'স জয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাস-ভারবিকীর্তিঃ' ; দ্বিতীয়টিতে বৎসভট্টি রচিত প্রশস্তিশ্লোকে লেখক কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার থেকে ভাব ও ভাষা আহরণ করেছেন। সুতরাং কালিদাস ৪৭২ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ববর্তী। এর সঙ্গে, 'কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভায় "নবরত্নের" অন্যতম রত্ন ছিলেন'—এই জনশ্রুতিকে মর্যাদা দিলে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন মিলবে। আসল কথা, সাহিত্যবিচারে ভক্তিবাদ অচল ; কেননা, ভক্তিবাদ পদে পদেই যুক্তিবাদকে লঙ্ঘন করে চলে। কালিদাসের যেসব ভক্ত খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতককে কবির আবির্ভাব কাল বলে নির্দেশ করেছেন তাঁরা ভুলে গেছেন খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের অনেক পরে পাণিনির হাতে লৌকিক সংস্কৃত গঠিত হয়েছিল। ভারতের উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার অভিমত—খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক ; কিন্তু এই মতও ভাষাতত্ত্ব বিরোধী। কালিদাসের রচনায় প্রাকৃতের যে ক্রমবিবর্তনের রূপ ফুটে উঠেছে, খৃষ্টপূর্ব শতকে তা অপ্রত্যাশিত। ভাসের আবির্ভাবকাল মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে—খৃষ্টীয় প্রথম শতকে। তাহলে দুশো বছরের আগেকার কবি তাঁর নাটকে কোন্ মন্ত্রবলে ভাসের নাম উল্লেখ করে গেলেন সেই কথাটিই ভেবে দেখতে হবে।

কালিদাসের রচনা

কালিদাস নিজের রচনা সম্পর্কে কোথাও কিছু বলেন নি—তাই কিছু অল্পধী কবির দল তাদের রচনার কর্তৃত্বভার তাঁর উপরে চাপিয়েছেন। সুতরাং কোন্‌টি কালিদাসের রচিত কোন্‌টি নয় তাই নিয়ে বিতর্কের সীমা নেই। আসল আর নকল কলিদাস নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে—দ্বাদশ শতকের আলঙ্কারিক রাজশেখর তিন কালিদাসের কথা বলেছেন—('শৃঙ্গারে ললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ী কিমু ?')

সুতরাং অন্য দুই কালিদাস নিজেদের অকীর্তির বোঝা আদি কালিদাসের হাতে তুলে দিয়ে আড়ালে আত্মগোপন করেছেন এটা যেমন সম্ভব, তেমনি অন্য নামধারী নিকৃষ্ট কবিরাও স্বকীয় কাব্যের প্রচলনলোভে একটি বৃহৎ নামের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-ও তেমনি প্রত্যাশিত।

কিন্তু যেসব রচনা কলিদাসেরই বলে নিঃসংশয়িতরূপে সমালোচক মহলে এবং

বিদগ্ধ সমাজে গৃহীত হয়েছে, এখানে তাদেরই উল্লেখ করা হলো —

১. অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।
সাত অঙ্কে সমাপ্ত নাটক ; নাট্যবস্তু—দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেমোপাখ্যান।

২. বিক্রমোর্বশীয়ম্
পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত নাটক ; নাট্যবস্তু—পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমোপাখ্যান।

৩. মালবিকাগ্নিমিত্রম্
পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত নাটক ; বিষয়—অগ্নিমিত্র ও মালবিকার প্রেমকাহিনী।

৪. রঘুবংশম্
এই মহাকাব্যের বিষয় সূর্যবংশীয় নরপতিদের বর্ণনা ; ঊনিশ সর্গে সমাপ্ত।

৫. কুমারসম্ভবম্
এই মহাকাব্যের বিষয়—শিব ও পার্বতীর পরিণয়, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম। সতেরো সর্গে সমাপ্ত ; কিন্তু সমালোচক মহলের মতে এই মহাকাব্যের প্রথম আটটি সর্গ কালিদাসের রচিত—বাকী সর্গগুলো অন্য কবির রচনা !

৬. মেঘদূতম্
ভর্তৃশাপে নির্বাসিত এক যক্ষকর্তৃক মেঘের সাহায্যে বিরহিণী প্রিয়ার নিকটে বার্তা প্রেরণের কাহিনী।

মোট তিনটি নাটক ও তিনটি কাব্যের রচয়িতা কালিদাস। কোনটির পর কোনটি রচিত হয়েছিল তা বলা কঠিন ; কঠিন এইজন্যে যে লিখিত কোন সাক্ষ্য নেই। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে একটি ক্রম নির্দেশ করা যেতে পারে—

নাটক—মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়ম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

কাব্য—কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ : ছয়টি গ্রন্থেরই একটি সম্ভাব্য রচনাক্রম এইভাবে হতে পারে ঃ

১ কুমারসম্ভব
২. মালবিকাগ্নিমিত্র
৩. বিক্রমোর্বশী
৪. মেঘদূত
৫. অভিজ্ঞান শকুন্তলা
৬. রঘুবংশ

শেষ তিনটি গ্রন্থ মহাকবি কালিদাসের পরিণত প্রতিভার পরিচয় বহন করে, এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই।

মেঘদূত

রামায়ণে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের দৌত্যভার গ্রহণ করেছিল। সে যে রামচন্দ্রেরই দূত একথা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করবার জন্য তাকে একটি আংটি অভিজ্ঞানরূপে নিয়ে যেতে হয়েছিল সীতার কাছে। মেঘদূত কাব্যেও দূতরূপী মেঘকে অভিজ্ঞান নিতে হয়েছিল তবে সে কোন অলঙ্কার নয়—যক্ষের একটি গোপন কথা ! উত্তর মেঘের ৫০নং শ্লোকে এই গোপন কথা বলা হয়েছে—

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি।

একদিন রাতে তুমি আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, তুমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলে। আমি বারবার তোমাকে প্রশ্ন করলাম, কাঁদছ কেন? তুমি তখন হেসে বললে—শঠ! আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম, তুমি অন্য এক নারীর সঙ্গে বিহার করছ!

ওগো মেঘ, তুমি এই কথাটি তাকে বোলো, বললেই তার বিশ্বাস হবে আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি—কেননা, এই ঘটনা আমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না!

বাল্মীকির অনুসরণে এ-এক অভিনব অভিজ্ঞানের আয়োজন। মহাভারতেও নল এক হংসকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন দময়ন্তীর কাছে। জাতকের কাহিনীতেও আছে—এক বিপন্ন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর কাছে দূত পাঠিয়েছেন, দূতের পদে অভিষিক্ত এক কাক। লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যেও সে-যুগে দূতকাব্যের এক জোয়ার জেগেছিল—পবনদূত, পিকদূত, চন্দ্রদূত, পদাঙ্কদূত—তারপর মনোদূত, হংসদূত, ভক্তিদূত প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশখানা দূতকাব্য সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারে বর্তমান। সবগুলি রচনাতেই যে-কাব্যগুণ রয়েছে তা নয়—মন্দাক্রান্তা ছাড়া অন্য ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকতর খ্যাত দূত-কাব্যগুলির মধ্যে ধোয়ী রচিত পবনদূত (দ্বাদশ শতক), বেদান্তদেশিকের হংসসন্দেশ (ত্রয়োদশ শতক), রূপগোস্বামীর হংসদূত (ষোড়শ শতক), কৃষ্ণানন্দের পদাঙ্কদূত (সপ্তদশ শতক) উল্লেখযোগ্য। আলঙ্কারিক ভামহ এই জাতীয় দূতকাব্য রচনার উপর কটাক্ষ করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন এ-জাতীয় কল্পনা 'অযুক্তিমৎ'—অর্থাৎ যুক্তিহীন। কিন্তু মনে হয়, কবিদল এই কটাক্ষপাতে কর্ণপাত করেন নি। খুব সম্ভবত ধোয়ীর পবনদূত কালিদাসের মেঘদূতকাব্যের সর্বপ্রথম অনুকরণ!

মেঘদূত খণ্ডকাব্য, বিরহকাব্য, দূতকাব্য, গীতিকাব্য—যা-ই বলি না কেন, তাতে মেঘদূত কাব্যের পরিচয় দেওয়া হয় না। এক অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের সাধন-প্রেরণায় কালিদাস তাঁর সৃষ্টি করেছেন—সেই সৃষ্টির যে-মাধুর্য তা শাস্ত্রীয় বিধির বন্ধনে ধরে রাখবে কে? তাকে তত্ত্বের আলোকে বিচার করবে কে? 'মার্গং তাবচ্ছৃণু' এই কথা বলে বিরহী যক্ষ যে দীর্ঘ পথের নির্দেশ দিয়েছে—সেই সানুমান আম্রকূট, রেবা, দশার্ণ, বিদিশা, উজ্জয়িনী, নির্বিন্ধ্যা, বিশালা, শিপ্রা, গম্ভীরা, দশপুর, ব্রহ্মাবর্ত, কনখল—এ সবই কি শুধু ভারতের ভূগোল-কথা? এতো কালিদাসেরই দেখা জগৎ; কিন্তু যে দৃষ্টিপ্রদীপে উদ্ভাসিত করে কবি একটি সামান্য মৃৎপিণ্ডেরও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন তাঁকে 'বুর্জোয়া' কবি বলে সরিয়ে রাখা চলবে না, 'রোমাণ্টিক' বলে উন্নাসিক হওয়া চলবে না। কালিদাসের কাব্য বুঝতে হবে রসিকের মন নিয়ে, রসশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত তন্ময়ী-ভবনের যোগ্যতা সে মনের বিধিদত্ত সম্পদ; উপলব্ধি করতে হবে যক্ষের দৃষ্টি দিয়ে—যে-দৃষ্টিতে যক্ষের মনে হতো তার প্রিয়া 'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ' বিধাতার আদি সৃষ্টি! সে দৃষ্টি না থাকলে আগাগোড়া মেঘদূত কাব্যখানিকেই মনে হবে কবির প্রলাপোক্তি। চতুর্থ শতকের কবি কালিদাস নিশ্চয়ই 'মেহনতি' মানুষের জন্য কাব্য রচনা করেন নি, তিনি তাঁর কাব্যসম্ভার নিয়ে এসেছেন রসিকজনের আসরে!

এমনি এক সন্ধানী ও মরমী দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন মেঘদূতকে। ফলে সৃষ্টি হলো নূতন মেঘদূত! তিনি এই কাব্যে দেখলেন ত্রিবিধ বিরহের রূপ—

১ অতীতের অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরী থেকে বিরহবিচ্ছিন্ন বর্তমান—
২. কেবল অতীত-বর্তমান নয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শী বিরহ। আমরা যার সঙ্গে মিলিত হতে চাই, সে আছে নিজেরই মানস সরোবরের অগম্য তীরে—সেখানে কল্পনাকে দূত পাঠাতে পারি, কিন্তু সশরীরে যাবার উপায় নেই।
৩. একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে মানুষেরা এক হয়ে ছিল, আজ তারা সব বাইরে চলে এসেছে—আবার আমরা সেই মানসলোকে মিলিত হবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে বিরাট পৃথিবী!

কালিদাস মেঘদূতকাব্য রচনাকালে এই ত্রিবিধ বিরহের কথা ভেবেছিলেন কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমাদের বক্তব্য, কালিদাস রোমান্টিক কবি; রোমান্টিকতার আলোকেই এই কাব্যের যথাযথ বিচার সম্ভব।

তবে নৈরাশ্যের কারণ নেই। জীবনের বীজ যেখানে আছে তা চিরকাল মানুষকে সঞ্জীবিত করবেই। কবি সমালোচক মোহিতলালের ভাষায় বলি—'তাই বহুকাল পরে বাঙ্‌লা কবিতায় কালিদাস আবার নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, শত মল্লিনাথেও এতকাল যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তাহা একজন কবির দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। মেঘদূতের কবিস্বর্গকে বাঙালী আজ যেমন করিয়া জয় করিয়া লইতে পারিয়াছে তেমন করিয়া আর কেহ কখনও পারে নাই। আমরাই স্বপ্নলোকে শিপ্রানদীপারে উজ্জয়িনীর প্রায়ান্ধকারে "পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে" খুঁজিতে বাহির হইয়াছি এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া সেই দেশে উত্তীর্ণ হইয়াছি—যেখানে এই বিংশ শতাব্দীর অতি জাগ্রত চেতনাও স্বপ্নরসে অবশ হইয়া পড়ে, আমরা যেন জাতিস্মর হইয়াই পূর্বজন্মকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই আজিকার দিনে কালিদাস শুধু বাঁচিয়া আছেন বলাই যথেষ্ট নয়, বলিতে হইবে—কালিদাসের পুনর্জন্ম হইয়াছে।'

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

মেঘদূত কাব্যের দুইটি বিভাগ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ; একটিতে প্রয়াণ, অপরটিতে প্রাপ্তি। একটিতে দীর্ঘ যাত্রাপথের বর্ণনা, অপরটিতে কামনার মোক্ষধাম অলকাদর্শন। পূর্বমেঘে কবির বক্তব্য—'মার্গং তাবৎ শৃণু'; উত্তরমেঘের জন্য সঞ্চিত আছে যক্ষের বার্তা—'সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্'।

কিন্তু পূর্বমেঘে ও উত্তরমেঘে কবি অন্য ধরনের সূক্ষ্ম পার্থক্যও রাখতে চেয়েছেন। পূর্বমেঘে প্রকৃতিই প্রধান। উত্তরমেঘে কবিকল্পনার কেন্দ্র যক্ষপ্রিয়া; এখানেও প্রকৃতি এসেছে, তবে এখানে সে নারীর দেহসজ্জার উপকরণ। উত্তরমেঘে কবি ঘোষণা করেছেন—সমগ্র প্রকৃতিরাজ্যে কোথাও যক্ষপ্রিয়ার অনুরূপ সম্পূর্ণ প্রতিমা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘে কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী। এই বিভাগ সুপরিকল্পিত এবং সার্থক।

কোন-কোন গবেষক এই বিভাগ তুচ্ছ করেছেন; তাঁরা বলেছেন 'This division

is arbitrary' অর্থাৎ এই বিভাগ খেয়াল-খুশী মতোই করা হয়েছে। সংস্কৃত টীকাকারের ভাষাতেই শুধু বলি—'তন্ন, সাধারণবুদ্ধিবিরোধিত্বাৎ' অর্থাৎ এই উক্তি অচল, কেন না এটি সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী।

মেঘদূতের ছন্দ ও বাঙ্‌লা অনুবাদ

সমগ্র মেঘদূত কাব্যের বাণীরূপ মন্দাক্রান্তা ছন্দের সঙ্গে একীভূত—ছন্দ থেকে বাণীকে বিশ্লিষ্ট করা চলে না। ছন্দ এই কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—থেকে থেকে নিঃশ্বাস পতনের মতো প্রথমে চার অক্ষরে, তারপর ছয় অক্ষরে, শেষে সাত অক্ষরে এর যতি। চার-ছয়-সাত এইভাবে মন্দগতি সে উঠতে থাকে; গভীরতম দুঃখ প্রকাশের জন্য মন্দাক্রান্তা যোগ্য বাহন—

হ স্তে লী লা | ক' ম' ল' ম' ল' কে | বা ল' কু ন্দা নু বি দ্ধ ম্

সংস্কৃত ছন্দ মাত্রেই অক্ষর বিন্যাসে গুরুলঘু নিয়মে আবদ্ধ—স্বাধীনতা নেই। মন্দাক্রান্তা ছন্দেও প্রথম চার অক্ষর গুরু, পরে পাঁচ অক্ষর লঘু, দশম ও একাদশ গুরু, দ্বাদশ লঘু, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ গুরু, পঞ্চদশ লঘু, ষোড়শ গুরু, সপ্তদশ গুরু। এই ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা সতের।

সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণে অক্ষরের হ্রস্বদীর্ঘ বিধি মেনে চলতে হয়—না মানলে ছন্দপতন! বাঙলায় এই বিধি নেই, হ্রস্ব বা দীর্ঘ বর্ণ একই মাত্রায় উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাই এই ছন্দের বাঙলা রূপায়ন কঠিন। ছন্দোরাজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চেষ্টা করেছিলেন মেঘদূতকে বাঙলায় রূপায়িত করতে, পরে তিনি অগ্রসর হন নি। তিনি হয়ত বুঝেছিলেন যান্ত্রিকভাবে হয়ত ছন্দকে আনা যেত কিন্তু কালিদাসের মেঘদূতকে আনা যেত না। রবীন্দ্রনাথও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গীত। বাঙলায় সেই দীর্ঘ ধ্বনিগুলিকে দুই মাত্রায় বিশিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করান যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না।

শুধু 'মেঘদূত' নয় সাধারণভাবে সংস্কৃত-কাব্যের বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনমতে বানানো যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পর্যায়ে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে; কিন্তু তাতে ধ্বনিসঙ্গীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত-কাব্যে এই ধ্বনিসঙ্গীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশী বই কম নয়।'

বিশ্লেষণ করলে মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি চরণে যতিভেদে তিনটি অংশ পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে ত্রিপদী ছন্দে বাংলায় মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করেছেন ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; এরও আগে অনুবাদ করেছিলেন ঠকবি নরেন্দ্র দেব। কিন্তু এঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথ কথিত মূলের মর্যাদা সম্পর্কে ভাবেন নি, সুতরাং আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মেঘদূতে প্রেম ও নারী

কালিদাস তাঁর সকল কাব্যেই কাম ও প্রেমের বিভেদ রেখার উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছেন;

রাখতে গিয়ে যে প্রেমের দর্শন তিনি গড়ে তুলেছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। এই কারণেই তাঁর রচনায় কামসর্বস্ব দেহবিলাস লাঞ্ছিত হয়েছে, জয়ী হয়েছে তপস্যাপূত নির্মল প্রেম। কুমারসম্ভবে রূপবিলাস পরাজিত হয়েছে, কাম ভস্মীভূত হয়েছে,—মহেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তপস্বিনী উমা; শকুন্তলায় মর্তের ধূলিধূসরিত প্রেম স্বর্গের তপোবনে তাঁর প্রার্থিতকে খুঁজে পেয়েছে—মেঘদূতেও কর্তব্যবিমুখ ভোগপঙ্কিল প্রেম অভিশপ্ত হয়েছে।

সকল ক্ষেত্রেই প্রেমকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে—কবি দুঃখের দহনে প্রেমকে করেছেন জ্যোতির্ময়। এ-প্রেম অধ্যাত্মগন্ধী তবু বাস্তব। সংস্কৃতে এমন প্রেমের কল্পনা দুর্লভ! কালিদাস 'বৈরাগ্যশতক' রচনা করেন নি—তাঁর বক্তব্য, নরনারীর প্রেম ত্যাগের সৌন্দর্যে মহিমান্বিত হোক, সকলের কল্যাণ কামনায় পবিত্র হোক।

মেঘদূত কাব্যে নারীরা আছেন নেপথ্যে, যে-নারীকে নিয়ে কাব্যের সূচনা তিনিও আছেন অন্তরালে। অন্য রমণীদের কথাও আছে, তবে তাদেরও আমরা দেখেছি মেঘের রথ থেকে ক্ষণিকের জন্য। নীচে বেতসকুঞ্জ সারি সারি সাজানো—সেখানে দেখেছি সরলা সিদ্ধাঙ্গনাদের, মেঘ দেখে যারা ভেবেছিল ঝড় এসে বুঝি বা গিরিশৃঙ্গকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তখন সেই মেঘের রথ থেকেই দেখেছি কৃষক রমণীদের—ওদের দৃষ্টিতে কোন কটাক্ষ নেই, শুধু অন্তরে গভীর প্রীতি ও ভালবাসা। 'নীচৈঃ' পর্বতের নির্জন গুহাগৃহগুলিতে দেখেছি বিলাসিনী বরাঙ্গনার দল।

কিন্তু এখানেই নারী প্রদর্শন শেষ হয় নি। বেত্রবতী নদীর দুই তীরে আর এক সুন্দরীর দল এসেছে ফুল তুলতে। উজ্জয়িনীর রমণীদের চঞ্চল ও মধুর কটাক্ষ থেকেও বঞ্চিত হই নি। যক্ষের কথাটা মনে ছিল—'লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি'; ওদের কটাক্ষ যদি না উপভোগ কর তবে তোমার চোখ থেকেও নেই।

উজ্জয়িনীতে সুন্দরী রমণীর অভাব নেই। গন্ধবতীর তীরে মহাকালের মন্দিরে দেখেছি নৃত্যরতা দেবদাসীদের, আর দেখেছি উজ্জয়িনীর অন্ধকার রাজপথে অভিসারিকার দল—সঙ্কেত স্থানে যাবার জন্যে ওরা পথে বেরিয়ে এসেছে। দশপুর নগরের বধূদের স্নিগ্ধ রূপও উপভোগ করেছি।

শিল্পী কালিদাসের তুলিতে একটির পর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেছে—তবু লাবণ্যের এই ছায়াছবি মন মুগ্ধ করে।

সর্বশেষ চিত্র যক্ষপত্নীর চিত্র—উমা-শকুন্তলার পাশে রাখার যোগ্য। এই রমণী বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া—পতির সঙ্গে মিলনের কামনায় একটি একটি করে দিন গুণে যাচ্ছে।

মেঘদূত প্রেমকাব্য; আদিরস এর প্রধান উপজীব্য। কিন্তু আদিরসের বর্ণনায় কবির লেখনী সংযত।

সূক্তিরত্নাবলী

মেঘদূত কাব্যে রত্নোজ্জ্বল ভাবগর্ভ বাণী খুঁজে বেড়াতে হয় না। সার্বজনীন সত্যের মহিমায় দীপ্ত—এমনি কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

পূর্বমেঘ

১. কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু (শ্লোক—৫)—চেতন ও অচেতনের বিচারে কামার্ত ব্যক্তিরা অক্ষম। ওরা তাই কৃপার পাত্র!

২. যাচ্‌ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা (শ্লোক—৬)—যে বড় তার কাছে প্রার্থনা করে না পেলেও দুঃখ নেই, ক্ষুদ্রের কাছে প্রার্থনা পূর্ণ হলেও তা কাম্য নয়।
৩. রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় (শ্লোক—২০)—ধর্ম, অর্থ, বিদ্যা—সকল ক্ষেত্রে 'পূর্ণতা' গৌরবের কারণ। অন্তঃসারশূন্য (অপূর্ণ) হলে তার গৌরব কোথায়?
৪. কেবা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ (শ্লোক—৫৫)—নিষ্ফল কর্মে নির্বোধের মতো প্রবৃত্ত হতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য।

উত্তরমেঘ

৫. সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ (শ্লোম—১৯)—সূর্য বিদায় নিলে কমল তার নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে না।
৬. প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা (শ্লোক—৩২)—যাদের অন্তরাত্মা কোমল প্রায়ই দেখা যায় তারা করুণাময় হয়ে থাকে।
৭. নীচৈ গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ (শ্লোক—৪৮)—মানুষের অবস্থা চক্রধারার মতো, কখনও নীচে পড়ে আবার কখনও বা উপরে ওঠে।
৮. প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব (শ্লোক—৫৩)—মহতের স্বভাবই এই যে কাজের দ্বারা তাঁরা প্রার্থনার উত্তর দেন—কথা বলে নয়।

মেঘদূত

পূর্বমেঘ

কর্তব্যে অবহেলার জন্য এক প্রেমিক যক্ষ অভিশপ্ত হয়েছিল[১]—এক বছরের জন্য তাকে পত্নী বিরহিত জীবন যাপন করতে হবে রামগিরি আশ্রমে। অভিশাপের ফলে যক্ষের সমস্ত মহিমা থেকেই সে বঞ্চিত হলো।

অলকা থেকে রামগিরি![২] এই রামগিরিতেই বনবাসের সময় রামসীতা এক সঙ্গে বাস করেছিলেন! এখানকার জল সীতার স্নানে পবিত্র, শ্যামল তরুর ছায়ায় স্নিগ্ধ! এই তীর্থেই সুরু হলো যক্ষের নির্বাসিত জীবন।১

কয়েক মাস কেটে গেল! বিরহ দুঃখে শীর্ণ যক্ষের বাহু থেকে স্বর্ণবলয় খসে পড়ল![৩] তারপর এল আষাঢ়ের প্রথম দিন[৪]! এই দিন সে দেখল শৈলনিতম্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ এক খণ্ড মেঘ! তার কাছে মনে হলো, এক প্রমত্ত হস্তী যেন শৃঙ্গের আঘাতে-আঘাতে মত্ত হয়ে উঠেছে তার ভূমিখননের খেলায়! সে এক রমণীয় দৃশ্য!২

ঐ মেঘ তার হৃদয়ের কামনা উদ্দীপ্ত করে দিল—অশ্রুবাষ্প কোনমতে হৃদয়ের মধ্যেই দমন করে সে মেঘের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইল! মেঘদর্শনে সুখী ব্যক্তিরও চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে—কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক যার প্রিয়া দূরবর্তী—তার তো কথাই নেই।৩

শ্রাবণ মাস আসন্ন[৫]। যক্ষ তার বিরহিণী প্রিয়ার প্রাণ রক্ষা করবার জন্য মেঘের সাহায্যে নিজের কুশল সংবাদ পাঠাতে আগ্রহী হলো। সে তখন কুর্চি ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে মেঘকে অভ্যর্থনা জানাল আর প্রসন্ন চিত্তে ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যে তার কুশল জিজ্ঞাসা করল।৪

কিন্তু মেঘ তো জড় পদার্থ—ধূম, জ্যোতি, জল ও বায়ুর সমষ্টি! আর সংবাদ যে বহন করে নিয়ে যাবে তার প্রয়োজন সমর্থ ইন্দ্রিয়। মেঘের তো ঐসব কিছুই নেই—তবে সে যক্ষের দূত হয়ে যাবে কেমন করে? যক্ষ এইসব কিছুই না ভেবে মেঘকে তার প্রার্থনা জানাল। যারা কামার্ত—চেতন-অচেতনে ভেদজ্ঞান তাদের কাছে আশা করা যায় না[৬]।৫

বক্তব্যের সূচনায় মেঘের একটু স্তুতি চাই! যক্ষ বলল—ওগো মেঘ, আমি জানি তুমি পুষ্কর এবং আবর্তক মেঘের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ[৭], তুমি ইন্দ্রের প্রধান সহচর, তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী রূপগ্রহণ করতে পার! অদৃষ্টবশে আমার প্রিয়া আজ দূরবর্তী, তাই তোমার কাছে আমি প্রার্থী হয়ে এসেছি; গুণবান ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় তবে তাও ভালো—অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা সফল হলেও তা বরণীয় হতে পারে না।৬

যারা সন্তপ্ত তাদের তো তুমিই একমাত্র শরণ! আমি ধনপতি কুবেরের ক্রোধে প্রিয়ার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমার সংবাদ তুমি প্রিয়ার নিকটে বহন করে নিয়ে যাও। তোমাকে যেতে হবে অলকায়; অলকা যক্ষরাজগণের বিলাসভূমি—অন্যদিকে তীর্থভূমিও বটে! নগরের বাইরে উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বর মূর্তি—তার ভালশোভিত চন্দ্রের দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে আছে নগরের সমস্ত অট্টালিকা।৭

বায়ুপথে তোমাকে উড়ে যেতে দেখলে প্রোষিতভর্তৃকা নারীদের মনে আশার সঞ্চার হবে, এইবার বুঝি মিলনকাল আসন্ন—তারা এলোচুলের প্রান্তভাগ তুলে নিয়ে তোমাকে দেখবে। আমার মতো পরাধীন ব্যক্তি ছাড়া আর কে আছে যে তোমার উদয়ে তার বিরহ-ব্যাকুলা প্রিয়াকে উপেক্ষা করবে ?৮

অনুকূল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত গর্বিত চাতক তোমার বাম দিকে মধুর কূজনে মত্ত। আকাশে মালার মতো সজ্জিত হয়ে বলাকাদল নয়নমনোহর তোমার সেবা করবে, কেন না তোমার সঙ্গে তাদের ক্ষণপরিচয়, তুমি আড়াল রচনা না করলে বকমিথুন মিলিত হবার অবকাশ পেত না।৯

বাধাহীন গতিতে এগিয়ে গেলে আমার পতিব্রতা পত্নীকে—তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখতে পাবে। সে মিলনের আশায় এখন দিন গুণছে; নিশ্চয় সে এখনও জীবিত আছে, কেন না, বৃন্ত যেমন ফুলকে ধরে রাখে, আশাও তেমনি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। এই আশার বন্ধন বিরহকালে নারীর ভঙ্গুর হৃদয়কে ধরে রাখে।১০

তোমার যে গর্জনে ভূমি ভেদ করে ভুকন্দলী ফুল বেরিয়ে এসে ঘোষণা করে—এইবার পৃথিবী 'অবন্ধ্যা' অর্থাৎ শস্যশালিনী হবে, তোমার সেই শ্রবণমধুর গর্জন শুনে মানস-যাত্রী রাজহংসের দল মুখে মৃণালখণ্ড বহন করে কৈলাস পর্যন্ত তোমার সঙ্গী হবে।১১

এইবার তোমার প্রিয়বন্ধু ঐ রামগিরি পর্বতকে আলিঙ্গন করে বিদায় গ্রহণ কর। ঐ পর্বতের মেখলা সর্ব মানবের পূজ্য শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নে অঙ্কিত। কালে-কালে তোমার সান্নিধ্যলাভ করেই দীর্ঘবিরহের তাপ উহার সর্বাঙ্গ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে।১২

তোমার যাবার যোগ্য পথের সন্ধান বলে দিচ্ছি, এরপর শ্রবণমধুর সংবাদটিও তুমি শুনতে পাবে। যেতে-যেতে যখনই তুমি একটু ক্লান্ত হবে তখন শিখরে-শিখরে একটু বিশ্রাম করে যেয়ো; যখনই মনে হবে জলবর্ষণের ফলে একটু ক্লান্ত হয়েছ তখন একটু হাল্কা জল পান করে নিয়ো।১৩

তুমি যখন আকাশ পথে যাবে তখন সরলা সিদ্ধাঙ্গনাগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে দেখবে। দেখবে আর ভাববে—এইতো! ঝঞ্ঝার বেগে কোন পাহাড়ের চূড়া উড়ে যাচ্ছে বুঝি! দিকে-দিকে দিঙ্নাগ আছে, তারা হয়ত তোমার পথরোধ করতে আসবে—তুমি তাদের এড়িয়ে যেয়ো। তোমার যাত্রা স্বরু হবে এই সরস বেতস কুঞ্জ থেকে আকাশপথে সোজা উত্তর মুখে।১৪

বিভিন্ন বর্ণের রত্ন একসঙ্গে মেশালে যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর ইন্দ্রধনু পর্বতের উপরে স্থিত বল্মীকের স্তূপ থেকে ধীরে-ধীরে উঠবে। তুমি যখন উত্তর দিকে যাত্রা করবে তখন তোমার দেহে লগ্ন হবে সেই ইন্দ্রধনু। তখন তোমার দেহে কত শোভা বাড়বে, বল তো! কৃষ্ণ যেমন সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ তাঁর মোহন চূড়ায় সাজিয়ে গোপাল বেশে সাজতেন তোমার সজ্জাও হবে ঠিক তেমনি!১৫

কৃষিফল তো তোমারই অধীন—তাই জনপদবধূরা তোমার দিকে প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। এরা সরল, ভ্রূবিলাস বা কটাক্ষ এরা জানে না—সেই দৃষ্টিতে থাকবে গভীর আগ্রহ, তোমার মনে হবে, দৃষ্টিতেই ওরা যেন তোমাকে পান করে ফেলবে! এইভাবে তুমি হলকর্ষিত উচ্চভূমির উপরে উঠবে—কর্ষণের ফলে সেই ভূমি হবে সৌরভময়, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে; সেই সৌরভ আঘ্রাণ করতে করতে একটু বেঁকে পশ্চিম দিকে যেয়ো—তারপর আবার উত্তরের যাত্রা চলবে'' !১৬

একটু বেঁকে পশ্চিমে যেতেই তোমার চোখে পড়বে আম্রকূট পর্বত। এরই অরণ্য সম্পদ দাবানলে দগ্ধ হবার সময় তোমারই বর্ষণে সেই দাবদাহ নির্বাপিত হয়েছিল। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখে কৃতজ্ঞ আম্রকূট বেশ আদর করেই মস্তকে বহন করবে। উপকারের কথা মনে রেখে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বন্ধুকে আশ্রয়দানে বিমুখ হয় না আর এই পর্বত তো উন্নত !১৭

পরিপক্ব আম্রের কাননে শোভিত এই পর্বতের শিখরে স্নিগ্ধ কেশপাশের মতো শ্যামবর্ণ তুমি ! যখন সেখানে অধিষ্ঠিত হবে তখন আকাশ থেকে দেবদম্পতীরা দেখবেন, ঐ শৃঙ্গ যেন পৃথিবীর স্তনের মতো শোভিত। চারদিকে পাণ্ডুবর্ণ মধ্যে শ্যামবর্ণ—এ-দৃশ্য হবে দেবদম্পতীরও দর্শনীয় ।১৮

ঐ আম্রকূটের কুঞ্জবনে বনচরবধূরা বাস করেন। তুমি মুহূর্তকাল সেখানে থেকে কিছু বর্ষণ কোরো—বর্ষণের পর নিশ্চয়ই তোমার গতি লঘু হবে ; তখন তুমি দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হোয়ো ;[১১] তখন দেখতে পাবে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা নদী প্রবাহিতা। বিন্ধ্যগাত্রে রেবার বিচিত্র ধারা দেখলে মনে হবে যেন হস্তীর দেহে বিচিত্র রেখায় রচিত সজ্জা !১৯

ওগো মেঘ, তুমি তো সেখানে বর্ষণ করবেই ; কিন্তু বর্ষণের পর যখন হালকা হবে তখন গজমদধারায় সুবাসিত রেবার জলধারা পান করে নিয়ো। তুমি সারবান হলে বায়ু আর তোমাকে যেখানে খুশী উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যে লঘু সে-ই সর্বাংশে রিক্ত, যে পূর্ণ তার গৌরব সর্বত্র ।২০

পথে যেতে-যেতে তোমার বর্ষণের ফলে কদম্বফুল ফুটে উঠবে—সবুজ ও পাংশু-বর্ণের মিলনে তাদের অপূর্ব শোভা ! সেই ফুলের কেশর অর্ধেক উদ্গত ! কোথাও নদীর তীরে-তীরে ভুঁই চাঁপা ফুটে উঠবে ; কোথাও বা বনভূমি দগ্ধ হয়েছিল, তোমার বর্ষণে মাটি থেকে এক মধুর গন্ধ উঠতে থাকবে—সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে-করতে চিত্রিত হরিণগুলি তোমার বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে ! তারাই বলে দেবে সবাইকে—কোন্ পথে তুমি গিয়েছ !২১

বর্ষণের সময় ভূমিতে পড়বার আগেই চাতক জলপান করে—এইসব জলবিন্দু গ্রহণে নিপুণ চাতকদের দেখতে-দেখতে সিদ্ধেরা এক, দুই করে গুণে যাচ্ছেন মানস-যাত্রী সারিবদ্ধ বলাকার দল ! এমন সময় হঠাৎ মেঘের গর্জন ! চকিত, ভীত ও কম্পিত সিদ্ধাঙ্গনারা সঙ্গে-সঙ্গে দয়িতের বক্ষে আশ্রয় নেবে ! অযাচিত এই আলিঙ্গনে খুশী হয়ে সিদ্ধেরা নিশ্চয়ই তোমাকেই সমাদর করবেন ![১২] তাছাড়া, আলিঙ্গনাবদ্ধ সিদ্ধমিথুনদের দেখে তোমারও আনন্দ হবার কথা !২২

ওগো বন্ধু, আমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তুমি দ্রুত পথ চলবে আমি জানি, তবু মনে হয়, কুরচিফুলের সুগন্ধে আমোদিত পর্বতে-পর্বতে তোমার কিছু বিলম্ব হতে পারে। কুরচিফুলের সুগন্ধের কথা ছেড়ে দিলেও, আকাশে তোমাকে দেখে সাদা সাদা জলভরা চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে ময়ূরের দল যখন স্বাগত-সম্ভাষণ জানাবে তখন তুমি কষ্ট হলেও একটু তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করো ।২৩

এরপর তোমার যাত্রাপথে পড়বে সুন্দর দশার্ণ দেশ। তুমি দশার্ণে উপস্থিত হলে মানস-যাত্রী সেই রাজহংসের দলও সেখানে কিছুদিন থেকে যাবে। দশার্ণের চারদিকে শ্যাম জম্বুবন—তাদের ফল পরিপক্ব, বাইরে পাণ্ডুছায়াভরা কেতকীর বেড়াঘেরা উপবন।

তুমি সেখানে এলে কেতকীর কুঁড়ি ফুটে উঠবে। গ্রামের মধ্যে পথের পাশে বৃক্ষে-বৃক্ষে গৃহবলিভুক্ পক্ষীরা নীড়নির্মাণে রত।২৪

দশার্ণ দেশেরই বিখ্যাত রাজধানী **বিদিশা**, সেখানে গেলে তোমার বিলাসী হৃদয়ের কামনা পূর্ণ হবে! সেখানে **বেত্রবতীর** স্বাদুজল খানিকটা পান করে নিয়ো—তোমার মনে হবে ঐ নদীরূপিণী নায়িকা ভ্রূভঙ্গে তোমাকে নিষেধ করছে, তার কণ্ঠস্বর ব্যক্ত হবে চঞ্চল ঊর্মির কলধ্বনিতে—ওদিকে শোনা যাবে তীরোপান্তে তোমারও মৃদু গম্ভীর গর্জন।২৫

বিদিশা নগরীর উপকণ্ঠেই এক সুন্দর পাহাড়—নাম **নীচৈঃ**; সেই পাহাড়ে বিশ্রাম নেবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরো। তোমার সংস্পর্শে এলে সেখানে প্রস্ফুটিত কদম্ব পুলকিত হয়ে উঠবে। সেখানে নির্জন গিরিগুহায় যৌবনবিলাসী প্রেমিকের দল বিলাসিনী রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়—তাদের সুবাসিত অঙ্গের পরিমলে গিরিগুহা-গুলি সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠে।২৬

পাহাড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার তুমি যাত্রা করবে। বননদীর দুই তীরে দেখতে পাবে যূথিকার ঝাড়—সেখানে তুমি তোমার নূতন জলকণা একটু বর্ষণ করে যেয়ো। যে-রমণীরা সেই পুষ্পবনে পুষ্পচয়ন করতে আসে—তারা রৌদ্রে ক্লান্ত; ঘাম ঝরে পড়ছে—ঘাম মুছতে গিয়ে তাদের কর্ণে পরিহিত পদ্মফুলে লাগছে। তুমি তাদের ছায়া দিলেই তাদের ক্ষণপরিচিত বন্ধু। তাই পুষ্পচয়নকারিণীদের প্রসন্ন এবং কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তুমি অভিনন্দিত হবে।২৭

উত্তরে তোমার যাত্রা, কিন্তু সোজা উত্তরে গেলে চলবে না। পথ একটু বাঁকা হলেও তোমাকে উজ্জয়িনী দেখে যেতে হবে।[৩] উজ্জয়িনীর বিশাল অট্টালিকার ক্রোড়ে একটু বসে যেয়ো—প্রণয়ে বিমুখ হয়ো না! সেখানে উজ্জয়িনীর পুরললনাদের কি সুন্দর অপাঙ্গদৃষ্টি! বিদ্যুৎ বিকাশের মতো নৃত্যময় সেই দৃষ্টিই যদি ভোগ না করলে তবে তোমার জীবন ব্যর্থ।২৮

পথে **নির্বিন্ধ্যা** নদী। তরঙ্গে-তরঙ্গে কলকল শব্দে ছুটে যাচ্ছে, সঙ্গে চলেছে হংসের শ্রেণী—উহারা যেন নদীর মেখলা। হংসের কলরব, জলের কলধ্বনি যেন সেই মেখলার মৃদু ঝঙ্কার! বাধাহীন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে নদীর আবর্ত—ঐ আবর্ত যেন নদীসুন্দরীর নাভিকূপ। তুমি একটু নেমে এসে এর রস আস্বাদন করে যেয়ো। অনেক কথা বলবার শক্তি ওর নেই—ভাবের বিলাসই নারীর প্রণয়ভাষণ।২৯

ওগো সুন্দর! তোমার বিরহে **সিন্ধু** নদী শুকিয়ে হয়েছে এক গাছি বেণীর মতো! তার জলের ধারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম! দুই তীরের তরু থেকে জীর্ণ পাতা খসে পড়েছে বলেই তার জলের ধারা পাণ্ডুবর্ণ! বিরহ দশায় তোমার অতীত সৌভাগ্যের কথাই সে যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই নদী যাতে তার কৃশতা ত্যাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা তুমিই কোরো। (তুমি বর্ষণ করলেই সে কূলপ্লাবী হয়ে উঠবে)।৩০

এরপর তুমি যাবে **অবন্তী** দেশে; এখানকার গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন কাহিনীতে সুদক্ষ—সেখান থেকে যাবে সম্পদে ও সৌন্দর্যে বিশাল 'বিশালা' (উজ্জয়িনী, অবন্তীর রাজধানী) নগরীতে। তোমার মনে হবে, বহুপুণ্যফলে যাঁরা স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁরা সবটুকু পুণ্য ক্ষয় হবার আগেই ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে এবং আসবার সময় স্বর্গের সৌন্দর্য-ময় এক অংশ সঙ্গে এনেছেন।৩১

এই বিশালায় প্রভাতে শিপ্রার তরঙ্গবাহী শীতলবায়ু বিকশিত পদ্মের গন্ধে মিশে সৌরভময় হয়ে ওঠে। সেই বায়ুতে ভেসে আসে সারসদলের মদকল মধুর ধ্বনি। রমণীদের স্তুতিনিপুণ প্রিয়তমের মতো সেই শিপ্রাবায়ু রাত্রির রতিশ্রমে ক্লান্ত প্রিয়ার গ্লানি দূর করে দিচ্ছে।৩২

এই উজ্জয়িনীর রমণীরা ধূপ জেবলে কেশসংস্কার করে, সেই সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া জানালার পথে বাহিরে এসে তোমার দেহের পুষ্টিসাধন করবে; সেখানে গৃহে-গৃহে পালিত ময়ূরগুলি বন্ধুপ্রীতি বশত তোমাকে দেখে আনন্দে নৃত্য (তাল-সমাশ্রিত নৃত্য) করবে। প্রাসাদগুলিতে তুমি দেখতে পাবে সুন্দরী রমণীদের পায়ের আলতার চিহ্ন। এই উজ্জয়িনীর প্রাসাদে-প্রাসাদে তুমি পথের ক্লান্তি দূর করতে পারবে।৩৩

উজ্জয়িনীতে গন্ধবতী নদীর তীরে চণ্ডিকাপতি মহেশ্বরের মন্দির—সেই পবিত্র মন্দিরে তুমি যেয়ো। মহেশ্বরের কান্তি নীল—তুমিও নীল, তাই তাঁর অনুচর প্রমথগণ তোমার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করবে। মন্দিরের পাশে এক উদ্যান, নদীর বায়ু এসে সেই উদ্যান কম্পিত করে—সেই বায়ু গন্ধবতীর পদ্মগন্ধে আর জলকেলিরত তরুণীদের দেহগন্ধে সুবাসিত।৩৪

ওগো মেঘ, যদি অন্য কোন সময়ে মহাকালের মন্দিরে উপস্থিত হও, তবে যতক্ষণ সূর্য দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে ততক্ষণ অপেক্ষা কোরো। সন্ধ্যায় যখন আরতি হবে তখন তুমি একটু গম্ভীর ধ্বনি কোরো, তোমার সেই গর্জনেই ঢাকের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, আর তুমি দেবসেবার ফল লাভ করবে।৩৫

সেই মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করে, মহাকালকে চামর ব্যজন করে; তালে-তালে পাদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে মেখলায় ঝঙ্কার ওঠে; তারা ধীরে-ধীরে চামর ব্যজন করে—সেই চামর বিচিত্র রত্নখচিত; ক্রমে তাদের হস্ত ক্লান্ত হয়ে আসে। প্রিয়তমের নখক্ষতযুক্ত অঙ্গাবশেষে তোমার বিন্দুবিন্দু বর্ষণ পেলে তারা তৃপ্ত হবে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে—মনে হবে যেন অসংখ্য ভ্রমর তোমার দিকে ছুটে আসছে।৩৬

এরপর ত্রিলোচনের দীর্ঘবাহুতুল্য বনরাজি সমন্বিত বনে তোমার মণ্ডলসহ তুমি ব্যাপ্ত হও। নববিকশিত জবার মতো তুমি সন্ধ্যাকালীন রক্তিমবর্ণ ধারণ কর। এইভাবে ত্রিলোচনের নৃত্যারম্ভে তাঁর সিক্ত নাগচর্মের জন্য আগ্রহ নিবারণ কোরো। (তিনি জলবিন্দুবর্ষী তোমাকে রক্তবিন্দুবর্ষী নাগচর্ম মনে করে শান্ত চিত্তে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হবেন)। গিরিনন্দিনীর হৃদয় শান্ত হবে—তিনি শান্ত দৃষ্টিতে তোমার শিবভক্তি দেখে তুষ্ট হবেন।৩৭

উজ্জয়িনীর রাজপথে সূচিভেদ্য অন্ধকারে অভিসারিকার দল চলেছে দয়িতের কাছে, সেই সময়ে তোমার বিদ্যুৎ যেন একটু ঝলসে ওঠে—সেই বিদ্যুৎকে মনে হবে কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখার মতো স্নিগ্ধ, সেই আলোকেই ওদের পথ দেখিয়ে দিয়ো। কিন্তু বর্ষণ কোরো না, কিংবা গর্জনও কোরো না। ওরা যে ভীষণ ভীরু।৩৮

বারবার ঝলসিত হতে-হতে নিশ্চয়ই তোমার বিদ্যুৎপ্রিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়বেন[১৪], তাই সেই রাত্রি কোন প্রাসাদের উপরে চিলেঘরে কাটিয়ে দিয়ো—যেখানে পারাবতের দল ঘুমিয়ে আছে। সূর্যোদয় হলেই আবার তুমি পথ চলতে সুরু কোরো—জানো তো, বন্ধুর প্রয়োজন সাধনের ভার নিয়ে কেউ পথে বিলম্ব করে না।৩৯

সেই সময়ে শত প্রণয়ী আসবেন, খণ্ডিতা নায়িকাদের[১৫] কাছে এসে তাদের চোখের

জল মুছিয়ে দেবেন—তাই তুমি আবার সূর্যের পথ রোধ কোরো না। তিনিও তো নলিনীর অশ্রু মুছিয়ে দিতে ফিরে আসছেন, তুমি পথরোধ করলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।৪০

পথে পড়বে **গম্ভীরা** নদী, তার স্বচ্ছ হৃদয়ের মতো জলে তুমি ছায়াময় দেহে প্রবেশ করতে পারবে। তোমার সেই ছায়ায় পুঁটি মাছগুলি লাফাতে থাকবে, মনে হবে তোমার দিকে গম্ভীরা যেন শ্বেতকটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করছে—তুমি ধৈর্য-সাগর জানি, তবু তার ঐ কটাক্ষ ব্যর্থ করে দিয়ো না। একটু জল বর্ষণ করে যেয়ো।৪১

গম্ভীরার স্রোতের উপর হেলে পড়েছে নীলবর্ণের বেতস লতাগুলি। জলের টানে ওরা নড়ছে। দুই তীর উন্মুক্ত, তোমার মনে হবে গম্ভীরা যেন তার নিতম্ব থেকে স্খলিত বসন কোনরকমে দুইহাতে টেনে রেখেছে। তুমি যখন তার উপরে লম্বমান হয়ে থাকবে তখন ওখান থেকে চলে আসা সহজে সম্ভব হবে না! পূর্বে যিনি আস্বাদ পেয়েছেন তেমন ব্যক্তি কি করে এমন 'অনাবৃত জঘনা' নারীকে উপেক্ষা করে যাবেন?৪২

তোমার বর্ষণে উচ্ছ্বসিত ধরণীর বুক থেকে এক মধুর সুগন্ধ চারদিক পূর্ণ করবে। জলধারার ধ্বনিতে বায়ু রমণীয় বড় বড় হাতি শুঁড়ের সাহায্যে সেই বায়ু গ্রহণ করবে, ডুমুরের বন সেই বায়ুর স্পর্শে ধীরে-ধীরে পেকে উঠবে। গম্ভীরাকে ছেড়ে যখন তুমি দেবগিরির দিকে যেতে উদ্যত হবে তখন সেই শীতল বায়ু তোমার সেবা করবে।৪৩

সেই দেবগিরিতে কার্তিকেয় নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। তুমি পুষ্পমেঘের রূপ গ্রহণ করে অজস্র পুষ্পের বর্ষণে তাঁকে স্নান করিয়ো—আকাশগঙ্গার জলে সেই পুষ্প সিক্ত করে নিয়ো। দেবরাজ ইন্দ্রের সেনানী রক্ষার জন্যে বালেন্দুশেখর মহেশ্বর যে তেজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন তাই কার্তিকেয় রূপে আবির্ভূত।৪৪

কার্তিকেয়ের সেবার পর তাঁর ময়ূরটিকেও একটু নাচিয়ে যেতে হবে। উমা এই ময়ূরকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন—চন্দ্রক-আঁকা তার পালক আপনিই খসে পড়লে পদ্মফুলের অলঙ্কার ফেলে দিয়ে তিনি কর্ণে পরিধান করেন—মহেশ্বরও তাঁর দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকান, তাঁর ললাটচন্দ্রের দীপ্তিতে ময়ূরের চোখ দুইটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তুমি তোমার গম্ভীর গর্জন কোরো, পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে তা দ্বিগুণিত হবে—তাতেই ময়ূর নৃত্য সুরু করবে।৪৫

শরবনজাত এই কার্তিকেয়কে আরাধনা করে আবার তুমি যাত্রা করবে। আকাশ পথে সিদ্ধমিথুন বীণা হাতে আসবেন—তারা তোমার জলকণার ভয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াবেন। একটু অগ্রসর হয়ে নিচে '**চর্মণ্বতী**' নদী ; যেন রাজা রন্তিদেবের কীর্তিই পৃথিবীতে স্রোতোমূর্তিতে পরিণত হয়েছে[১৩]। তুমি ওকে সম্মান দেখাতে গিয়ে একটু বিলম্ব কোরো।৪৬

তুমিও শ্যামবর্ণ—যেন কৃষ্ণের বর্ণ তুমি অপহরণ করেছ। তুমি যখন জল সংগ্রহ করতে এই নদীর উপরে ঝুঁকে পড়বে—উপর থেকে সিদ্ধগণ তাদের আকাশবিহারী দৃষ্টি নত করে দেখবেন—যেন এক ছড়া মুক্তার মালা, মধ্যে একটি ইন্দ্রনীল মণি! চর্মণ্বতী নদী প্রসারিত হলেও দূর হতে দেখাবে এক গাছি সূক্ষ্ম সূত্রের মতো!৪৭

সেই চর্মণ্বতী নদী পার হয়ে যাও, পথে পড়বে **দশপুর নগর**! সেই নগরের বধূগণ কৌতুহলবশে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। তাদের সুন্দর চোখের ভ্রূলতা-বিন্যাস সবারই পরিচিত। তাদের চোখের দীপ্তিতে কৃষ্ণসার মৃগের শোভা! সেই চোখ তুলে

তারা যখন চেয়ে থাকবে তখন মনে হবে যেন শ্বেতবর্ণের কুন্দ-কুসুম ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর অনুগামী হয়েছে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের পঙ্‌ক্তি।৪৮

এরপর 'ব্রহ্মাবর্ত' দেশ—এই দেশ অতিক্রম করে যখন যাবে তখন তার উপর পড়বে তোমার স্নিগ্ধ ছায়া! ব্রহ্মাবর্তের পর ক্ষত্রিয়যুদ্ধের স্মরণসূচক কুরুক্ষেত্র! তুমি যেমন অজস্র বর্ষণে পদ্মদল ছিন্ন করে দাও, তেমনি গাণ্ডীবধারী অর্জুন এই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় রাজাদের মুখের উপর শত-শত তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেছিলেন।৪৯

বন্ধুপ্রীতিবশত যুদ্ধবিমুখ হলধারী বলরাম রেবতীনয়ন-প্রতিবিম্বিত সুরাপাত্র তুচ্ছ করে যে নদীতীরে অবস্থান করেছিলেন—সেই সরস্বতী নদী তোমার পথে পড়বে। সেই সরস্বতীর পবিত্র জল তুমি যদি পান কর তবে তুমি অন্তরে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, শুধু বর্ণেই থাকবে কালো।৫০

সরস্বতী পার হয়ে কনখলের পথে! কনখলের কাছেই হরিদ্বারে গঙ্গা হিমালয়ের দেহে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছেন; তোমার মনে হবে সগর রাজার পুত্রগণ যেন এই সিঁড়ি বেয়েই স্বর্গে উঠেছিলেন! খাদে-খাদে জমান ফেনা গঙ্গার হাসি, তরঙ্গরূপ বাহু দিয়ে তিনি যেন শিবের জটা আকর্ষণ করেছেন! সতীন গৌরীর ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করেই যেন গঙ্গা কলধ্বনিতে হেসে উঠেছেন।৫১

তুমি যদি দিগ্‌গজের মতো দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে গঙ্গার নির্মল স্ফটিকের মতো শুভ্র জল পান করতে চেষ্টা কর তাহলে তোমার কালো ছায়া গঙ্গার সাদা জলে পড়বে—মনে হবে যেন অন্য কোন স্থানে (ত্রিবেণী ছাড়া) গঙ্গা-যমুনার মিলন ঘটেছে।৫২

এরপর গঙ্গার উৎপত্তি স্থল হিমালয়ের শিখর! সেই শিখর তুষারে আচ্ছন্ন বলেই শ্বেতবর্ণ। সেখানে কস্তুরী মৃগের দল এসে বসে—তাদের নাভির কস্তুরী গন্ধে পর্বতের শিলা সুরভিত হয়ে ওঠে। পথের ক্লান্তি দূর করবার জন্য তুমি যখন সেখানে গিয়ে বসবে তখন মনে হবে—ত্রিলোচনের শ্বেত বৃষ কোথাও নরম মাটিতে উৎখাত কেলি করে এসেছে, কিছু পঙ্ক তার শৃঙ্গে লেগে আছে!৫৩

প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে দেবদারুর শাখায়-শাখায় সংঘর্ষ বাঁধবে—তাতে জ্বলে উঠবে দাবানল—দাবানলের স্ফুলিঙ্গ বাতাসে উড়ে এসে পড়বে চমরী মৃগের পুচ্ছের উপরে—পুচ্ছ পুড়তে থাকবে। তখন তুমি সহস্রধারায় বারিবর্ষণ করে হিমালয়ের পৃষ্ঠ শান্ত কোরো। যারা মহৎ তাদের সম্পদ তো বিপন্নকে রক্ষা করবার জন্যই সঞ্চিত থাকে!৫৪

হিমালয়ের শরভ মৃগগুলি বিচরণ করে, ওদের পথ তুমি ছেড়ে দিয়ো। তবু যদি তারা ক্রোধে লাফিয়ে তোমাকে দ্রুত লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করে তাহলেই তাদের পা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তুমি তখন শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়ো। ব্যর্থ কাজে মত্ত হলে কে না লাঞ্ছিত হয়?৫৫

হিমালয়ের প্রস্তরে চন্দ্রশেখরের পদচিহ্ন স্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে, সিদ্ধগণ সকল সময়ে নানা উপচারে সেই পদচিহ্নের পূজা করে থাকেন। তুমি ভক্তিনম্র চিত্তে সেই চিহ্ন প্রদক্ষিণ করে যেয়ো। যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ চিহ্ন দর্শন করেন তাঁদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, মৃত্যুর পরে তাঁরা চিরকালের জন্য প্রমথগণের পদলাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।৫৬

হিমালয়ে বাঁশের ছিদ্র বাতাসে পূর্ণ হয়—তাই মধুর শব্দ নির্গত হতে থাকে।

কিন্নরীদল মিলিত হয়ে শিবের ত্রিপুরবিজয় কাহিনী ঘোষণা করে। সেখানে যদি তুমি তোমার মন্দ্রধ্বনি কর আর যদি সেই ধ্বনি গুহায়-গুহায় ধ্বনিত হয়ে মৃদঙ্গ ধ্বনির মতো শোনায় তবে ওদের শিবসঙ্গীত সার্থক ও সম্পূর্ণ হবে।৫৭

হিমালয়ের পাদদেশে সেইসব বিশেষ-বিশেষ স্থান পার হয়ে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে—পথে পড়বে আর একটি পর্বত। তার নাম **হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চরন্ধ্র**। পরশুরাম বাণের আঘাতে ঐ রন্ধ্রপথ নির্মাণ করেছিলেন তাই ওটি যেন তার 'যশোবর্ত্ম'! ঐ পথে তুমি সোজা চলতে পারবে না, একটু বাঁকা হয়ে দেহবিস্তার করে তোমাকে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে হবে। তখন তোমার শোভা হবে বামনরূপে বলিকে ছলনা করতে উদ্যত বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ চরণের মতো!৫৮

এইভাবে উপরের দিকে যেতে-যেতে তুমি হবে **কৈলাস পর্বতের** অতিথি! ঐ পর্বতের তুষারে ঢাকা শৃঙ্গগুলি এত স্বচ্ছ যেন মনে হয় দর্পণ—সুর সুন্দরীরা ঐ দর্পণেই প্রসাধন করেন! ঐ পর্বতের সানুদেশ শিথিল হয়ে গেছে রাবণের বাহুর আলোড়নে! আকাশ জুড়ে রয়েছে পর্বতের অজস্র শৃঙ্গ—তুষারে আচ্ছন্ন, তাই কুমুদের মত শ্বেতবর্ণ! দেখলে মনে হবে, কৈলাসনাথ শিবের অট্টহাসিই যেন পুঞ্জীভূত শৃঙ্গের আকারে বর্তমান!৫৯

কজ্জলের গুটি ভাঙলে তার মধ্যে যে স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ—সেই বর্ণের আভা তোমার; হস্তীর দন্ত সদ্য খণ্ডিত করলে যে শ্বেতবর্ণ সেই বর্ণের আভা কৈলাসের। সানুদেশে যখন তুমি লগ্ন হবে তখন মনে হবে বলরামের স্কন্ধে যেন একটি শ্যামল উত্তরীয় স্থাপিত হলো! সেই সৌন্দর্য সকলে স্তিমিত নয়নে দর্শন করবে।৬০

হরপার্বতীর ক্রীড়াশৈল কৈলাস! এখানে যদি শম্ভু তাঁর বাহুর সর্পবলয় খুলে রেখে গৌরীর সঙ্গে পাদচারণা করতে থাকেন তবে তুমি সামনে গিয়ে ভক্তির ভঙ্গীতে মণিময় তটের তটদেশে সিঁড়ির মতো নিজেকে স্থাপন করে তাদের উপরে উঠতে সাহায্য করো। তবে সে সময়ে তোমার জলরাশি নিজের মধ্যে রুদ্ধ করে রাখতে হবে!৬১

সখে, সেখানে অবশ্য সুরসুন্দরীদের হাতের বলয়ের কঠিন আঘাতে তোমার দেহ থেকে জলের ধারা নামবে—মনে হবে যেন ধারাযন্ত্রময় গৃহ থেকে অবিরলধারায় বর্ষণ হচ্ছে! যদি তাদের হাত থেকে মুক্তি না পাও তবে শ্রুতিকঠোর গর্জন করো—তারা ক্রীড়ায় মত্ত, ঐ গর্জনেই তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হবে।৬২

ঐ কৈলাসেই **মানস সরোবর**—স্বর্ণকমলে ভরা! এর জল তুমি পান কোরো। ক্ষণকাল তোমার জলভরা দেহের কোমল অংশ ঐরাবতের মুখে বিছিয়ে দিও, তাতে ওর প্রীতি জন্মাবে। তারপর কল্পতরুর কচি পল্লব ক্ষৌমবস্ত্রের মতো বাতাসে কম্পিত কোরো। এইভাবে বিচিত্র ললিতক্রীড়ায় তুমি কৈলাসকে উপভোগ কোরো।৬৩

এই কৈলাসের কোলেই **অলকা**! তুমি কামচারী, ইচ্ছেমতো যেখানে খুশী যেতে পার—অলকা দেখে চিনতে পারবে না এমন নয়। অলকার পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে; তোমার মনে হবে, কোন নায়িকা তার প্রণয়ীর কোলে শুয়ে আছে, তার সূক্ষ্ম বস্ত্র বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে কৈলাসের প্রাসাদগুলিতে মেঘ জমে—সেই মেঘ থেকে বুদ্বুদসহ বারিধারা ঝরে পড়ে। তোমার মনে হবে যেন কোন নায়িকার মুক্তাজাল খচিত অলকদাম!৬৪

॥ পূর্বমেঘ সমাপ্ত ॥

GIFTED BY
RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

উত্তরমেঘ

অলকার প্রাসাদগুলি কয়েকটি বিশেষ গুণে প্রায় তোমারই সমান! তোমার মধ্যে বিদ্যুৎ আছে, সেখানেও বিদ্যুতের মতো দীপ্তিময়ী সুন্দরী রমণীরা আছেন! তোমার মধ্যে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর বিকাশ হয়, প্রাসাদগুলিতেও নানাবর্ণের চিত্র রয়েছে। প্রাসাদগুলি সঙ্গীত উপলক্ষ্যে মৃদঙ্গের ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। তোমার মধ্যেও সেই স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ধ্বনি! প্রাসাদের মণিময় মসৃণভূমি তোমার মতোই জলময় বলে মনে হয়। তোমার মতোই সেই প্রাসাদগুলিও উচ্চ এবং আকাশচুম্বী।১

অলকার বধূদের হস্তে লীলাকমল,' কেশপাশে কুন্দপুষ্প, লোধ্রপুষ্পের পরাগে মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। তাদের কবরীর দুই পাশে নববিকশিত কুরুবক ফুল, দুই কর্ণে সুন্দর দুইটি শিরীষ ফুল আর সীমান্তে বর্ষাগমে বিকশিত কদম্ব!২

যে অলকার বৃক্ষগুলি কখনও পুষ্পহীন হয় না—মধুলোভী উন্মত্ত ভ্রমরকুল চারিদিকে গুঞ্জন করতে থাকে! সেখানে সরসীতে পদ্মফুল নিত্য বিকশিত হয়; হংস শ্রেণী তাদের বেষ্টন করে থাকে—মনে হয় যেন সরসী মেখলা পরেছে। যেখানে গৃহময়ূরগুলির পুচ্ছ সর্বদাই দীপ্তিময়—তাদের কেকাধ্বনিতে চারদিক মুখর হয়ে উঠে। সেখানে সন্ধ্যা অত্যন্ত সুন্দর—সকল সময় জ্যোৎস্নায় আলোকিত—অন্ধকারের লেশমাত্রও থাকে না।৩

যেখানে আনন্দ থেকে নয়নে অশ্রু দেখা দেয়—অন্য কোন কারণে নয়; যেখানে মদনের পুষ্পশরের আঘাতেই যত দুঃখ, অন্য দুঃখ সেখানে নেই; সেই দুঃখেরও অবসান ঘটে প্রিয়জন কাছে এলেই। যেখানে প্রণয়-কলহ ছাড়া অন্য কোন বিচ্ছেদ নেই—যৌবন ছাড়া যক্ষদের অন্য কোন বয়সও নেই!৪

যে অলকায় প্রাসাদের শ্বেতমণি নির্মিত ভূমিতে বিচিত্র কুসুম ছড়ান—মনে হয় যেন আকাশের তারকার ছায়া ভূমিতে লুণ্ঠিত! সেইখানে উত্তম নারী সংসর্গে যক্ষগণ মধুপান করছেন—মধুপানের সময় তোমার গম্ভীর মন্দ্রের ন্যায় মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনিতে সেই ভোগভূমি মুখরিত হয়ে থাকে।৫

সেই অলকায় মন্দাকিনীর তীরে যক্ষকন্যাগণ খেলায় মত্ত। স্বর্ণবেণুর মতো বালুকামুষ্টি নিক্ষেপ করে মণি লুকিয়ে ফেলতে হবে, তারপর ছুটে গিয়ে সেই মণি খুঁজে বার করতে হবে—এই খেলা। এই যক্ষকন্যাগণ রূপে দেবতাদেরও প্রার্থনীয়। খেলা যখন চলতে থাকে তখন মন্দাকিনী জলসিক্ত শীতল বাতাস তাদের সেবা করে, তীরস্থিত মন্দারতরুর ছায়ায় তাদের রোদের তাপ নিবারিত হয়।৬

সেখানে ভোগরতা সুন্দরীগণ যখন আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—তাদের পট্টবসন সহজেই খসে পড়ে—কটিদেশের বসনগ্রন্থি শিথিল হয়ে আসে—সেই শিথিল গ্রন্থি অনুরাগহেতু চঞ্চল হস্তে আকর্ষণ করেন তাদের প্রিয়তমগণ। তখন লজ্জায় বিমূঢ়া সুন্দরীগণ একমুষ্টি চূর্ণ পদার্থ নিয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ শিখা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেন, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়! কেন না, এ যে রত্নপ্রদীপ—নেভানো যায় না!৭

অলকায় উচ্চ প্রাসাদগুলির উপরের তলার ঘরগুলিতে সুন্দর-সুন্দর চিত্র সজ্জিত রয়েছে। বাতাসের বেগে মেঘখণ্ডগুলি সেখানে প্রবেশ করে নূতন জলকণায় চিত্রগুলি নষ্ট করে দেয়; তারপর শঙ্কিত হয়ে মেঘের দল জানালার পথে পালিয়ে যায়—যেন

উদ্গীর্ণ ধোঁয়া জানালার পথে বেরিয়ে যাচ্ছে।৮

অলকার রতিমন্দিরে শয্যার উপরে মণির ঝালর, সেখানে চন্দ্রকান্তমণি ঝোলান। রাত্রিতে মেঘের অবরোধ থেকে মুক্ত চাঁদের কিরণ এসে পড়ে চন্দ্রকান্ত মণির উপর—তখন তা থেকে বিন্দু-বিন্দু শীতল জলকণা ঝরতে থাকে। শয্যায় প্রিয়তমের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রতিশ্রান্তা রমণী—ঐ জলকণার বর্ষণে তার অঙ্গ জুড়োয়।৯

অলকার কামী ব্যক্তিদের গৃহে অক্ষয় রত্ন বর্তমান। কুবের-ভবনের বাইরে 'বেভ্রাজ' নামে যে উপবনটি আছে সেখানে তাঁরা এসে বিচিত্র গল্প বলে সময় কাটান—তাঁদের সঙ্গে থাকেন অপ্সরা ও কিন্নরের দল। কিন্নরগণ মধুর কণ্ঠে অলকাপতি কুবেরের যশোগাথা গান করেন।১০

অলকায় রাত্রির অন্ধকারে অভিসারিকার দল যখন যাত্রা করেন তখন দ্রুতগতির ফলে তাহাদের অলক থেকে মন্দার কুসুম খসে পড়ে; চন্দন প্রভৃতির দ্বারা দেহে অঙ্কিত লতা-পাতার ছাপ ঝরে পড়ে; কোথাও কর্ণের স্বর্ণালঙ্কার ধুলায় লুটায়, কোথাও স্তন থেকে মুক্তার মালা, কোথাও আবার স্তনের চাপে হার ছিঁড়ে পথে পড়ে! তাই সূর্যোদয়ে সবাই বুঝতে পারে, কোন্ পথে রমণীগণ তাদের নৈশ অভিসার করেছিলেন।১১

সেই অলকায় কুবের ভবনের বাইরের উপবনে আছেন চন্দ্রশেখর—তিনি কুবেরের সখা। ভয়ে মদন তার ভ্রমর পঙ্‌ক্তির গুণবিশিষ্ট পুষ্পধনু নিয়ে সেখানে যান না। সেখানকার চতুরা সুন্দরীগণ কামিজনের প্রতি চঞ্চল সভ্রূভঙ্গ এবং অব্যর্থ কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন তাতেই মদনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে।১২

সেই অলকায় রমণীদের সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ একমাত্র কল্পবৃক্ষই যুগিয়ে থাকেন—বিচিত্র বসন ও অলঙ্কার, নয়নে বিভ্রমসৃষ্টির অনুকূল সুরা, পল্লবসহ নববিকশিত পুষ্প, চরণকমলের উপযোগী আলতা।১৩

সেই অলকাতেই কুবেরের গৃহের উত্তরে আমার গৃহ দূর থেকেই দেখা যায়। ইন্দ্রধনুর সুন্দর তোরণে শোভিত সেই গৃহ। কাছেই একটি ছোট মান্দারতরু—আমার স্ত্রী সেই তরুটিকে পালিত পুত্রের মতোই স্নেহে বর্ধিত করেছেন। গাছটি এত নিচু যে হাত দিয়েই তার পল্লবের নাগাল পাওয়া যায়।১৪

আমার গৃহে একটি দীঘি আছে; মরকতশিলায় তার সোপান নির্মিত। স্নিগ্ধ বৈদূর্য মণিময় মৃণালের উপরে স্বর্ণকমল বিকশিত। এই দীঘির জলে বাস করে হংসদল—বর্ষাকালে তোমার দর্শনে ক্লান্তি দূর হয় বলে আর নিকটবর্তী মানস সরোবরে যায় না।১৫

সেই দীঘির তীরে এক ক্রীড়া পর্বত; কোমল ইন্দ্রনীল মণিতে তার শিখর নির্মিত। স্বর্ণের কদলীতরুতে তার চারদিক বেষ্টিত এবং এই কারণেই দর্শনীয় সেই পর্বতটি আমার গৃহিণীর অত্যন্ত আদরের; তোমার নীলদেহের চারদিকে যখন বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হতে থাকে তখন সেই পর্বতের কথাই আমি অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে স্মরণ করি।১৬

এই ক্রীড়াশৈলে কুরুবক গাছের বেড়ায় ঘেরা একটি মাধবী কুঞ্জ আছে; কুঞ্জের নিকটেই দুইটি তরু—একটি রক্তাশোক, বাতাসের বেগে এর পল্লব কম্পমান। অন্যটি বকুল, দেখতে খুবই সুন্দর। অশোক আমার মতোই তোমার সখীর অর্থাৎ আমার প্রিয়ার বামচরণের আঘাত প্রার্থনা করছে—অন্যটিও আমারই মতো তোমার সখীর মুখের মদিরার প্রার্থনা জানাচ্ছে।১৭

এই তরু দুইটির মধ্যে একটি স্বর্ণনির্মিত দাঁড়—দাঁড়ের মূল অংশ কচি বাঁশের বর্ণের মতো সবুজ মণির দ্বারা বাঁধান—উপরে স্ফটিকের দাঁড় বসান। দিনের অবসানে তোমার বন্ধু নীলকণ্ঠ ময়ূর এসে সেই দাঁড়ের উপরে বসে আর আমার প্রিয়া হাততালি দিয়ে তালে-তালে তাকে নাচাতে থাকেন—তাঁর অলঙ্কারের মধুর ধ্বনিতে নৃত্যের তাল আরও মধুর হয়ে ওঠে।১৮

এইসব লক্ষণের কথা মনে রেখে আর আমার গৃহদ্বারের দুই পাশে আঁকা একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম দেখে আমার গৃহ তুমি চিনতে পারবে। আমার অভাবে সেই গৃহ আজ নিশ্চয়ই শ্রীহীন—সূর্য অস্তমিত হলে পদ্মের কি আর সেই সৌন্দর্য থাকে?১৯

দ্রুত নেমে আসার জন্য তোমাকে হস্তিশাবকের মতো ক্ষুদ্র আকারে প্রথমে যে ক্রীড়া-শৈলের কথা বলেছি সেই ক্রীড়াশৈলের সুন্দর সানুদেশে এসে বসতে হবে; তারপর তোমার বিদ্যুতের আলো মৃদুভাবে গৃহের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। জোনাকির শ্রেণী যেমন মিট্‌মিট্ করে জ্বলে ঠিক সেইরকম মৃদু বিদ্যুতের চোখে তুমি দেখবে।২০

তুমি যাকে দেখতে পাবে তিনি তন্বী, তিনি শ্যামা, পক্ক দাড়িম্ব বীজের মতো সূক্ষ্ম শিখর যুক্ত তাঁর দাঁত, পক্ক বিম্বফলের তুল্য তার অধর, ক্ষীণকটি, গভীর নাভি, নিতম্বের গুরুভারে শিথিল গতি, স্তনভারে সামান্য আনত—তোমার মনে হবে যুবতী সৃষ্টিতে তিনিই বিধাতার প্রথম আদর্শ।২১

তাকেই জানবে আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ! আমি তার সহচর, দূরে পড়ে আছি—চক্রবাককে হারিয়ে চক্রবাকীর মতোই সে একা—বেশী কথা বলে না। বালিকা বয়সের এই দিনগুলি তার কেটে যাচ্ছে কঠিন বিরহে, গাঢ় উৎকণ্ঠায়—আমার আশংকা, তুষার পীড়িত কমলের মতোই তার সৌন্দর্য এখন অন্যরূপ হয়ে গেছে।২২

অবিরল অশ্রুপাতে তার নয়ন স্ফীত ও দীপ্তিহীন, ঘনঘন নিশ্বাসের উষ্ণতায় তার ওষ্ঠাধর মলিন, লম্বিত কেশপাশে মুখ ঢাকা, তাই অপ্রকাশিত—করতলে ন্যস্ত প্রিয়ার মুখ দেখলে তোমার মনে হবে, তুমি ঢেকে রাখলে চাঁদের যে দশা ঘটে, সেই দশাই তার হয়েছে।২৩

আমার প্রিয়াকে হয়ত তুমি দেখবে আমারই কল্যাণে পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত কিংবা আমার বিরহক্লিষ্ট রূপ কল্পনা করে সে তারই ছবি আঁকছে—কিংবা হয়ত সে পিঞ্জরস্থ মধুরবচনা সারিকাকে প্রশ্ন করছে—ওগো রসিকে! তুমি তো তার প্রিয় ছিলে, তার কথা তোমার মনে পড়ে কি?২৪

হয়ত দেখবে, মলিনবসনা আমার প্রিয়া কোলের উপর বীণা রেখে গান করছে—সেই গান আমারই নাম ও কুলের পরিচয়ে ভরা। সেই গানের পদ সে নিজেই রচনা করছিল। কিন্তু তুমি দেখবে গাইতে গিয়ে বীণার তার চোখের জলে সিক্ত হচ্ছে—বার বার মুছে নিয়ে সে চেষ্টা করছে তবু নিজেরই রচিত সুর আর মনে করতে পারছে না।২৫

হয়ত বা দেখবে দরজার সামনেই এক বেদীর উপর বিরহের দিন থেকে আরম্ভ করে প্রতিদিন একটি করে ফুল রাখতে-রাখতে এতদিনে যত ফুল জমে উঠেছে—তা সে গুণে দেখছে বিরহ শেষ হতে আর কত মাস বাকী!' হয়ত বা দেখবে ধ্যানে আমাকে কল্পনা করে আমার সঙ্গ সে উপভোগ করছে। প্রিয়ের সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন এইসব উপায়ের সাহায্যেই বিরহিণী নারী চিত্তবিনোদন করে থাকেন।২৬

দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে তাই তখন তোমার সখি বিরহব্যথায় ততটা

পীড়িত হয় না। রাত্রিতে চিত্ত বিনোদনের কোন উপায় নেই তাই আশঙ্কা হয়, সেই সময়ে সে গুরুতর দুঃখ ভোগ করে থাকে। আমার সংবাদ দিয়ে তাকে সুখী করবার জন্য রাত্রিতে সৌধবাতায়নে বসে সেই সাধ্বীকে দেখো, দেখবে সে ভূমিশয্যায় নিদ্রাহীন অবস্থায় পড়ে আছে।২৭

মানসিক ক্লেশে সে আজ শীর্ণা—বিরহশয্যায় এক পাশে সে শুয়ে আছে। পূর্ব-দিগন্তে যেমন ক্ষীণ চন্দ্রলেখা দেখা যায় তেমনি তার দেহও আজ ক্ষীণ। মিলনের দিনে আমার সঙ্গে সে ইচ্ছেমতো প্রমোদে রাত কাটাত—সে রাত কেটে যেত মুহূর্তের মতো! বিচ্ছেদের দিনে তাকে সেই রাত উষ্ণ অশ্রুজলে কাটাতে হচ্ছে – বিরহের দুঃখে তা কত দীর্ঘ!২৮

বাতায়ন পথে চাঁদের জোৎস্না ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে! পূর্বপ্রীতিহেতু সেইদিকে তাকিয়ে আবার তার ব্যথিত দৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। গভীর দুঃখে জলভরা চোখ সে বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না--তার দুই চোখ তখন না-বোজা, না-খোলা। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলপদ্ম যেমন না-ফোটা, না-খোলা অবস্থায় থাকে এও ঠিক তেমনি।২৯

তুমি দেখবে তার অধর পল্লব উষ্ণ নিশ্বাসে মলিন—তৈলরহিত স্থানে তার সিঁথির দুই পাশের কেশপাশ নিশ্চয়ই রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। সেই অলক গণ্ড পর্যন্ত ছড়ান। স্বপ্নেও যদি আমার সঙ্গলাভ ঘটে এই আশায় সে নিদ্রা কামনা করে কিন্তু দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ থাকে, তাই নিদ্রারও কোন সম্ভাবনা থাকে না।৩০

বিরহের সেই প্রথম দিনে মালা বর্জন করে যে কেশপাশ বাঁধা হয়েছিল, শাপের অবসানে শোক থেকে মুক্ত হলে আমিই তা খুলে দেব; সেই কেশপাশের ভারে সে ক্লিষ্ট; নখ কাটা হয়নি—সে নখেই সে তার রুক্ষ এবং অগোছাল বেণী গণ্ডদেশ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে!৩১

অঙ্গের আভরণ সে খুলে ফেলেছে—গভীর দুঃখে বারবার সে তার কোমল দেহলতা শয্যাতলে এগিয়ে দিচ্ছে। তাকে দেখলে তোমারও নিশ্চয়ই নবজলময় অশ্রু বর্ষণ হবে—কেননা, যাঁদের হৃদয় করুণাসিক্ত তাঁরাই অন্যের দুঃখে অভিভূত হয়ে থাকেন।৩২

তোমার সখির মন যে আমাতে অনুরক্তা তা জানি বলেই প্রথম বিচ্ছেদে তার এমন অবস্থা হয়েছে বলে আমার ধারণা। পত্নীপ্রেমের সৌভাগ্যে আমি কোন রকম বাচালতা প্রকাশ করছি না। আমি যা বলছি তা সত্য কিনা তুমি অচিরেই দেখতে পাবে।৩৩

তার চূর্ণ কুন্তল এসে পড়েছে নয়নের কোণে, সেই নয়নে আবার কাজল নেই। মদিরা ছেড়েছে তাই সেই নয়নে কোন ভ্রূভঙ্গী নেই। তুমি কাছে গেলে তার চোখের ওপরের অংশ স্পন্দিত হতে থাকবে; তোমার মনে হবে যেন জলে নিচে মৎস্যের বিক্ষোভে বিকশিত পদ্মের পাপড়িগুলি কাঁপছে!৩৪

তোমাকে দেখলে সরস কদলী স্তম্ভের মতো তার সেই বাম উরু কেঁপে উঠবে—সেই উরুতে এখন আর আমার নখক্ষতের চিহ্ন পড়ে না। আগে কোমরে যে মুক্তার ঝালর সে পরত তাও সে ত্যাগ করছে—সম্ভোগের শেষে সেই ক্লান্ত উরুতে আমি 'সংবাহন' করতাম"!৩৫

ওগো মেঘ, যদি সেই সময়ে দেখ যে সে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে তবে গর্জন না করে পেছনে এসে প্রহরকাল প্রতীক্ষা কোরো। হয়ত স্বপ্নে আমাকে দেখছে কিংবা

গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এই সময় ঘুম ভেঙ্গে গেলে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ আমার কণ্ঠ থেকে তার বাহুলতার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে—তা যেন না হয়।৩৬

প্রভাতে তোমার জলস্পর্শে শীতল বাতাস বইতে থাকলে যেমন মালতী ফুলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে তেমনি তোমার জলকণায় শীতল সমীরণ তার গায়ে লাগলেই তার ঘুম ভাঙবে! তোমার বিদ্যুৎকে তখন আড়ালে রেখো। তুমি যখন বাতায়নে এসে বসবে তখন তোমার দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। তুমি ধীর, গুড়গুড় ধ্বনিতে আমার মানিনী প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করবে!৩৭

তুমি বলবে, অয়ি অবিধবে! আমি তোমার পতির মিত্র অম্বুবাহ! তোমার স্বামীর কতকগুলো সংবাদ হৃদয়ে বহন করে এনেছি। যখন প্রবাসী পতিরা বিরহিণীদের বেণী বন্ধনের জন্য অধীর হয়ে গৃহের দিকে যাত্রা করে তখন আমিই গম্ভীর ও মধুর ধ্বনি করে চলি যাতে তারা বিলম্ব না করে।৩৮

এই কথা বলা মাত্র 'পবনপুত্র হনুমান রামের সংবাদ নিয়ে অশোকবনে সীতার নিকটে গেলে তিনি যেমন সাগ্রহে তার দিকে চেয়েছিলেন'—আমার প্রিয়াও তেমনি সাগ্রহে এবং উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তোমাকে দেখবে—তোমাকে অভ্যর্থনা করবে—মন দিয়ে তোমার কথা শুনবে। বন্ধুর মুখে প্রিয়তমের সংবাদ লাভ আর প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন—এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।৩৯

হে আয়ুষ্মান্! আমার অনুরোধে এবং নিজের কল্যাণের জন্য তুমি তাকে এই কথা বোলো—'রামগিরি আশ্রমবাসী তোমার প্রিয়তম সুস্থ আছে। তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন সে তোমার কুশল প্রশ্ন করে আমাকে পাঠিয়েছে।' প্রাণীর বিপদ খুবই সুলভ—তাই আগে কুশল প্রশ্ন করাই সঙ্গত।৪০

তোমার মতো তার দেহও ক্ষীণ, বিরহতাপে তোমার দেহ তপ্ত তারও ঠিক তাই, তোমার জন্য তার যেমন উৎকণ্ঠা তেমনি অনন্ত উৎকণ্ঠা তোমার, তোমার যেমন উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস সে-ও উষ্ণশ্বাসের তাপে দগ্ধ। আজ তোমার সহচর দূরবর্তী—প্রতিকূল দৈবের বশে তার পথও বন্ধ! আজ সঙ্কল্পের মধ্য দিয়েই মনে-মনে নিজেকে মেশাতে চায়!৪১

তাকে বোলো—'সখিদের সামনে যে কথা প্রকাশ্যে বলা চলে সেই কথাও শুধু তোমার মুখস্পর্শের লোভেই কানে-কানে বলবার জন্য যে উন্মুখ হয়ে উঠত—আজ সে এত দূরে যে সেখানে কথা পৌঁছোয় না, দৃষ্টিও চলে না। আজ সে-ই তার উৎকণ্ঠায় ভরা হৃদয়ের কথা আমার মুখে তোমাকে বলে পাঠিয়েছে।৪২

প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার দেহশোভা, হরিণীর চকিত চোখে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার মুখশ্রী, ময়ূরের কলাপগুচ্ছে তোমার কেশপাশ আর ক্ষীণকায়া নদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গে তোমার ভ্রূভঙ্গী—সব কিছুতেই তোমার সাদৃশ্য আংশিকভাবে দেখতে পাই; কিন্তু হায়, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কোন একটি বস্তুতে খুঁজে পাই না।৪৩

আমি পাথরের উপরে লাল গিরিমাটি দিয়ে প্রণয়কলহে কুপিতা তোমার মূর্তি আঁকি আর তার সঙ্গে তোমার চরণে পতিত আমার নিজের চিত্রটিও আঁকতে যাই, কিন্তু পারি না—সঞ্চিত চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ ভাবে চিত্রেও মিলন হয়, নিষ্ঠুর বিধাতা বুঝি তাও সইতে পারে না!৪৪

স্বপ্নে তোমার দেখা পেলে গাঢ় আলিঙ্গনের কামনায় শূন্যে হাত বাড়িয়ে তোমাকে

ধরতে যাই। তখন আমার দশা দেখে বনদেবতাগণ মুক্তাবিন্দুর ন্যায় স্থূল অশ্রুবিন্দু তরুপল্লবে বর্ষণ করেন।৪৫

তুষার গিরির যে সমীরণ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে, বায়ুপ্রবাহে দেবদারুর ছোট-ছোট কুঁড়ি থেকে নির্গত ক্ষীরের সুগন্ধে যে বায়ু সুরভিত—সেই বায়ু আমি আলিঙ্গন করি, মনে ভাবি, তোমার সকল অঙ্গ হয়ত সেই বায়ু স্পর্শ করে থাকবে।৪৬

ত্রিযামা রাত্রি আমার কাছে দীর্ঘযামা—ভাবি, কি করলে তা নিমেষের মতো সংক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ; ভাবি, সকল অবস্থাতেই দিনের তাপ কি করে কমবে ! কিন্তু এ প্রার্থনা তো আমার পূর্ণ হবার নয় ! হে চটুলনয়নে ! তোমার বিরহ বেদনার প্রখর উত্তাপে আমার হৃদয় নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে !৪৭

আমি অনেক ভেবে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিয়েছি। তাই, ওগো কল্যাণী, তুমিও একেবারে কাতর হয়ে পড়ো না। কার ভাগ্যে চিরস্থায়ী সুখ বা চিরস্থায়ী দুঃখ ঘটে—মানুষের অবস্থা চক্রের প্রান্তভাগের মতোই কখনও উপরে কখনও বা নিচে আবর্তিত হতে থাকে।৪৮

নারায়ণ যেদিন শেষ নাগের শয্যা ত্যাগ করে উঠবেন সেদিনই আমার শাপের অবসান হবে। চোখ বন্ধ করে কোনরকমে অবশিষ্ট চারিটি মাস কাটিয়ে দাও ! সেই পরিণত শরতের জ্যোৎস্নায় ঢাকা রাত্রিতে বিরহকালে যত কামনা পোষণ করেছি সব পূর্ণ করব।৪৯

সে আরও বলেছে—'একদিন শয্যায় আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে তুমি ঘুমোচ্ছিলে, হঠাৎ তুমি চীৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে জেগে উঠলে। আমি যখন বারবার এর কারণ জানতে চাইলাম তখন তুমি মৃদু হেসে বলেছিলে—'লম্পট ! আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি অন্য কোন রমণীর সঙ্গে বিহার করছ !'৫০

ওগো অসিত নয়না, এই সব অভিজ্ঞান তোমাকে দেওয়ার ফলে তুমি বুঝতে পারবে—আমি কুশলেই আছি। আমার নিন্দা শুনলেও তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না। লোকে বলে, যে কোন কারণেই হোক, বিরহে প্রেমের ক্ষয় হয়। কিন্তু আসলে বিরহে ভোগের অভাবে ইষ্টপাত্রে স্নেহ সঞ্চিত হয়ে অপরিমেয় প্রেম রাশিতে পরিণত হয়।৫১

ওগো মেঘ, প্রথম বিরহে পীড়িতা তোমার সখিকে এইভাবে আশ্বস্ত কোরো। ত্রিলোচনের বৃষের দ্বারা উৎখাত সেই কৈলাস শিখর থেকে শীঘ্র ফিরে এসো তবে আসবার সময় তার কোন স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এসো আর তার কুশল সংবাদ দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কোরো। প্রভাতে কুন্দ ফুল যেমন বৃন্ত থেকে শিথিল হয়ে পড়ে—আমারও সেই অবস্থা !৫২

হে সৌম্য, তোমার বন্ধুর এই কাজটি করবে বলে স্বীকার করলে তো ? অবশ্য 'করবো'—এই রকম উত্তর না পেয়েও আমি ভাবছি না, কারণ চাতক যখন তোমার কাছে জল প্রার্থনা করে তখন নীরব থেকেই তুমি জলদান কর। মহৎ ব্যক্তিদের ধর্মই এই—তাঁরা ঈপ্সিত কাজ সম্পন্ন করেই উত্তর দিয়ে থাকেন।৫৩

ওগো মেঘ, আমি তোমার কাছে অনুচিত প্রার্থনা করেছি। বন্ধুত্বের জন্যই হোক্ বা এই বিপন্নের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিতেই হোক আমার এই সংবাদ বহনের কাজটি তুমি করে দাও। তারপর নববর্ষার শ্রীতে পূর্ণ হয়ে তোমার ঈপ্সিত দেশগুলিতে ভ্রমণ কোরো। আমার মতো তোমার যেন ক্ষণকালের জন্যও বিদ্যুৎপ্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ না ঘটে'।৫৪

॥ উত্তর মেঘ সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

পূর্বমেঘ

১. মেঘদূত কাব্যের নায়কের কোন নাম নেই—না থেকে ভালোই হয়েছে। তাতে কোন বিশেষ বিরহীর বিরহ দুঃখ নয়—সর্বজনীন হৃদয়ের বেদনাই যেন ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবি বলেছেন, এই নায়ক অভিশপ্ত—অপরাধ, কর্তব্যে অসতর্কতা। কিন্তু শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। প্রভুর শাপে যক্ষ এখন 'অস্তংগমিতমহিমা'—অর্থাৎ সমস্ত অলৌকিক শক্তি থেকে সে তার নির্বাসিত জীবনে বঞ্চিত। মূলে 'আশ্রমেষু' এই বহুবচনের প্রয়োগ লক্ষণীয়—বিরহার্ত হৃদয় কোথাও শান্তি পায় নি, তাই এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে তাকে অবিরাম বাসা-বদল করতে হয়েছিল। তাছাড়া রামগিরি আশ্রম রাম-সীতার পুণ্য প্রেমস্মৃতি বিজড়িত—বিরহী যক্ষকে সেই মিলন-স্মৃতির মধ্যেই দিন কাটাতে হবে! শাস্তিকে কঠোর করার ব্যবস্থা!

২. অলকা থেকে রামগিরি—দূরত্ব অনেক! কিন্তু এই দীর্ঘ পথের প্রতিপদে সৌন্দর্য ছড়ান। পথ সংক্ষিপ্ত করার দিকে কবির লক্ষ্য নাই, পাঠক লক্ষ্য করবেন যক্ষ মেঘকে দূতপদে অভিষিক্ত করে বাঁকা পথেই তাকে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু পথের প্রচুর আকর্ষণও রেখে গেছেন যাতে দূত বিরক্তি বোধ না করে, পাঠকেরও ক্লান্তি না আসে।

৩. 'মেঘদূত' কাব্যের যখন সুরু তখন যক্ষের কান্তা-বিরহিত জীবনে আট মাস কেটে গেছে—কেন না, উত্তরমেঘে বলা হবে 'শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো'—আর বাকী চার মাস কাটিয়ে দাও। এই আট মাসে যক্ষের বিরহক্লিষ্ট মনের অবস্থা কেমন, তা অনুমান করা যায়; কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দেহের অবস্থার কথা, মূলে আছে 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' অর্থাৎ বিরহীর হাতে যে সোনার বালা ছিল—তা খসে পড়েছে। মনিবন্ধ অলংকারশূন্য। সুতরাং তার দেহটাও কৃশ হয়েছে। শকুন্তলার বিরহে দুষ্যন্তেরও এমনি দশা হয়েছিল—'প্রকপ্রকোষ্ঠে শ্লথং বিভ্রং কাঞ্চনমেকবলয়ম্'।

৪. আষাঢ়ের প্রথম দিনে যক্ষ দেখেছিল পর্বতের সানুদেশে উন্মত্ত মেঘের ক্রীড়া। মূলে আছে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। কেউ কেউ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' এই পাঠ গ্রহণ করেছেন—সেই ক্ষেত্রে অর্থ হবে—'আষাঢ় মাস গত হলে পর'। কিন্তু 'প্রথমদিবসে' পাঠটিই সাধারণভাবে গৃহীত। ক্ষেমেন্দ্র এই পাঠই সমর্থন করেছেন।

টীকাকার মল্লিনাথও 'প্রথম দিবসে' এই পাঠটিকে বর্জন করেছেন।

৫. আষাঢ়ের প্রথম দিন যখন এসেছে, শ্রাবণের আর দেরী কোথায়? 'নভস্' শব্দের অর্থ আকাশ এবং শ্রাবণ মাস—অমর কোষে আছে—'নভঃ খং শ্রাবণো নভাঃ'।

৬. যক্ষ কি জানতেন না মেঘ জড়বস্তু, সংবাদ বহন করবার যোগ্যতা তার নেই? তবু যে বিরহোন্মত্ত তার কাছে সুস্থ মস্তিষ্কের পরিকল্পনা আশা করা যায় না। সংস্কৃত-সাহিত্যের পাতায় এই ধরনের উন্মত্ততার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে।

রামায়ণে পত্নীবিরহে রামচন্দ্র অশোকতরুকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—তুমি অশোক অর্থাৎ শোকহীন, আমাকেও প্রিয়াদর্শনের দ্বারা তোমার মতোই 'অশোক' করে দাও। বিক্রমোর্বশী নাটকে উর্বশীকে হারিয়ে বিক্রম পর্বতকেও অনুরোধ জানিয়েছেন—'দেক্‌খাবহি মহ পিঅঅম মহিহরব' হে পর্বত, আমার প্রিয়তমাকে দেখিয়ে দাও।

৭. মেঘকে দূত করে বহু দূরবর্তী অলকায় পাঠাতে হবে। কিন্তু মেঘ যাবে কেন? সুতরাং একটু স্তুতিবাদ প্রয়োজন। আলোচ্য শ্লোকে যক্ষ কিছু প্রশস্তি বাক্য রচনা করে মেঘকে প্রসন্ন করতে চেয়েছে—'তুমি অতি মহৎ বংশের সন্তান, ভুবন বিখ্যাত পুষ্কর এবং আবর্তক নামক মেঘের বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি ইন্দ্রের প্রধান পুরুষ, তুমি কামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী রূপ তুমি গ্রহণ করতে পার। না, এখানেও শেষ নয়—শ্লোকের শেষ চরণে যক্ষ বলেছে—'যিনি গুণবান তার কাছে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হওয়াও ভালো, অধমের কাছে প্রার্থনা করে, যদি তা সফলও হয় তাতে গৌরব কোথায়? দেখা যাচ্ছে, যক্ষ বিরহে উন্মত্ত হলেও তার কাজে শৃঙ্খলা আছে, সে কাজ গুছিয়ে নিতে জানে।

৮ 'ভ্রাতৃজায়া' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ-হোলো যক্ষের দিক থেকে মেঘের সঙ্গে একটু আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা। মেঘকে তারই ভ্রাতৃজায়ার কাছে সংবাদ বহন করে নিয়ে যেতে হবে সুতরাং তারও আর আপত্তি করবার কোন কারণ হাতে থাকল না।

৯. মল্লিনাথ তাঁর টীকায় বলেছেন এখানে একটি অন্য অর্থের ধ্বনি রয়েছে। নিচুল নামক একজন রসিক কবি ছিলেন—তিনি কালিদাসের বন্ধু। কেউ কালিদাসের কাব্যে দোষ আবিষ্কার করলে তিনি সেই দোষ খণ্ডন করতেন। দিঙ্‌নাগাচার্য ছিলেন এইরকম দোষ সন্ধানী একজন সমালোচক। যক্ষ মেঘকে বলছেন—ওগো মেঘদূত! আমার কাব্যে যারা দোষ খুঁজে বেড়ায় সুরসিক নিচুলই তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন, তুমি মাথা উঁচু করে চলে যেয়ো, আর দিঙ্‌নাগাচার্যের দল যাই বলুক না কেন—তুমি তাদের এড়িয়ে যেয়ো, দৃক্‌পাত করো না।

১০. মূলে আছে, 'কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ ব্রজ লঘুগতিঃ' অর্থাৎ একটু বেঁকে পশ্চিম দিকে যেয়ো। এখানে মেঘকে একটু পশ্চিমে সরে এসে পরে উত্তরে যেতে বলা হয়েছে। কেন? যদি সোজা উত্তরে যায় তবে কালিদাসের প্রিয় দেশগুলি দেখান যাবে না। সেই আম্রকূট, রেবা, বিদিশা, শিপ্রা, বেত্রবতী, অবন্তী, উজ্জয়িনী। —সব অ-দেখা থেকে যাবে!

সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন। মেঘ যদি সোজা উত্তরে অলকায় যায় তবে সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের পুষ্পক রথ যে-পথে অযোধ্যায় ফিরেছিল, কতকটা সেই পথেই যেতে হবে। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সে পথের বর্ণনা কবি করেছেন—সেই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করবার আগ্রহ কবির ছিল না—তাই এই পথ ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত মেনে নিলে একথাও মানতে হয় যে রঘুবংশের পরে মেঘদূত রচিত হয়েছিল। কিন্তু বিদগ্ধ মহল একথা মানবেন না॥

আসল কথা, কবি মেঘকে নূতন পথে নিয়েছেন সে-পথে অনেক দ্রষ্টব্য আছে বলেই। ঐ পুরাতন পথে মেঘকে আকর্ষণ করার মতো বিলাসের উপকরণ কোথায় ?

১১. যক্ষের দূত মেঘ এখন আম্রকূটে। আম্রকূটের কুঞ্জবনে বনচরবধূরা বাস করেন ; গ্রীষ্মের খরতাপে কুঞ্জগুলির অবস্থা শোচনীয়—তুমি একটু বর্ষণ করে যেয়ো। বর্ষণের পর তুমি রিক্ত হবে, কাছে রেবা নদী, একটু জল পান করে নিয়ো। যক্ষের হয়ত আশঙ্কা ছিল বর্ষণের পর মেঘ হালকা হলে বায়ুর বেগে সে অন্যত্র চালিত হতে পারে, ফলে লক্ষ্যস্থলে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠবে। তাই এই জলগ্রহণের পরামর্শ। যক্ষের আর একটি চিন্তাও ছিল, বর্ষণের পর একটু লঘু হলে সে দ্রুতগতিতে যেতে পারবে। মেঘের দ্রুতগতি যক্ষের নিশ্চয়ই কাম্য।

১২. সিদ্ধগণ কেন মেঘের সমাদর করবেন ? সিদ্ধাঙ্গনারা সরল এবং ভীরু। আকাশে কালো মেঘের বুকে শুভ্র বলাকার দল উড়ে যাচ্ছে মানস সরোবরের দিকে। সিদ্ধাঙ্গনারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে এক, দুই, তিন,—এইভাবে গুণে যাচ্ছে। এমন সময় মেঘের গর্জন ! সঙ্গে-সঙ্গে ভীত হয়ে দয়িতের বুকে তারা আশ্রয় নিচ্ছে—যক্ষ বলছে—'তোমার গর্জনের ফলেই তো এই আলিঙ্গনের তৃপ্তি ; সুতরাং সিদ্ধগণ কৃতজ্ঞ হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।'

১৩. মেঘের যাত্রাপথে দশার্ণ এক সুন্দর দেশ—দশার্ণদেশের রাজধানী বিদিশা। এখানে মেঘের বিলাসী হৃদয়ের কামনা পূর্ণ হবে—সে বেত্রবতী নদীর জল খানিকটা পান করে নিতে পারবে ? বিদিশার কাছেই 'নীচৈঃ' পাহাড়, এই পাহাড়ে মেঘ বিশ্রামের জন্য থামবে। মেঘ গেলেই তো কদম্ব বিকশিত হয়ে উঠবে—নির্জন গিরিগুহায় বিলাসিনী রমণীর দল তাদের প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে আসে তাদের অঙ্গের পরিমলে গুহাগুলি হবে লোভনীয়। মেঘ সেখানে একটু অপেক্ষা করে যায়।

এরপর আবার উত্তরে যাত্রা—কিন্তু সোজা উত্তরে গেলে চলবে না। পথ একটু বাঁকা হলেও তাকে উজ্জয়িনী দেখে যেতে হবে। দশার্ণ দেশের বিদিশার একটু দক্ষিণ-পশ্চিম উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী অবন্তীর রাজধানী—অন্য নাম 'বিশালা'।

১৪. মূলে আছে, 'খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ' অর্থাৎ যার বিদ্যুৎরূপিণী ভার্যা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। বিদ্যুৎ মেঘের ভার্যারূপে কল্পিত। এর আগে যক্ষের একটা অনুরোধ ছিল—'উজ্জয়িনীর রাজপথে গভীর অন্ধকারে অভিসারিকার দল যাবে তাদের প্রিয়ের কাছে, অন্ধকারে যেতে তাদের অসুবিধে বলেই মেঘ যেন বিদ্যুতের চমকে তাদের পথ দেখিয়ে দেয়। এইভাবে বার-বার বিলসনের ফলে বিদ্যুৎ-প্রিয়ার ক্লান্ত হয়ে পড়বার কথা। সুতরাং মেঘ যেন কোন এক প্রাসাদের ছাদে রাতটা কাটিয়ে যায়।

১৫. যে-নায়িকা নায়কের অন্য রমণীর সম্ভোগচিহ্ন দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন—তাকে বলা হয় 'খণ্ডিতা' নায়িকা।

এই শ্লোকে যক্ষের বক্তব্য—উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখরে রাতটা কাটিয়ে তুমি সূর্যোদয় হলেই যাত্রা করো। তুমি আবার সূর্যের পথ বন্ধ করো না—তা হলে

নায়ক ভাববে সূর্যোদয়ের দেরী আছে, খণ্ডিতা প্রিয়ার কাছে পরে গেলেও চলবে—তাহলে খণ্ডিতার মানভঙ্গেও বিলম্ব ঘটবে।

১৬. রাজা রন্তিদেব গোমেধযজ্ঞ করতে গিয়ে সুরভি গাভীর কন্যাদের হত্যা করেছিলেন—তাদেরই রক্তের স্রোত 'চর্মণ্বতী' নদীরূপে প্রবাহিত।
চর্মণ্বতী বিন্ধ্যপর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত এবং রাজপুতনার মধ্যবাহিনী।

উত্তরমেঘ

১. লীলাকমল—প্রাচীন যুগের সুন্দরীদের ফুলের সাজসজ্জা। হাতে লীলাকমল—এ-কমল সজ্জার চেষ্টার জন্য অথবা খেলার জন্য। হাতে তাদের সকল সময় পদ্মফুল—সে হাত নড়লে মনে হবে, পদ্মফুলই নড়ছে। 'কুমারসম্ভবে আছে—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' (২য়)। হাতে লীলাকমল, কেশের স্তবকে কুন্দফুলের লহর, মুখ প্রসাধিত লোধ্রফুলের পরাগে, কবরীর দুইপাশে নূতন ফোটা কুরুবক ফুল আবার দুইকানে দুইটি শিরীষ ফুল; সীঁথির মুখে নব কদম্ব—এই হলো অলকাবাসিনী বধূদের ফুলের সাজসজ্জা। লক্ষ্য করতে হবে এই ফুলগুলি একই সময়ে ফোটে না। অলকায় ছয় ঋতু একই সময়ে বিরাজমান তাই শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্ব—সেখানে একই সময়ে সুলভ।

২. 'দোহদ' শব্দটির অর্থ গর্ভিনীর মনোরথ, বা সাধ। কিন্তু যে-তরু পুষ্পবিকাশে উন্মুখ তারও সাধের প্রয়োজন হয়। অশোকতরুর সাধ সুন্দরীর বামচরণের আঘাত, আর বকুলের সাধ রমণীর মুখের মদিরা—'পাদাঘাতাৎ অশোকো বিকশতি বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ।'
অলকায় যক্ষ যে-গৃহে বাস করত তার সামনে একটি ক্রীড়াশৈল। এখানে একটি মাধবীকুঞ্জের কাছে দুইটি তরু—একটি রক্তাশোক; এখনো আমার প্রিয়ার বামচরণের আঘাত প্রার্থনা করছে, আর একটি বকুল—আমার প্রিয়ার মুখমদিরার আশায় আজও প্রতীক্ষমাণ।

৩. যক্ষ তার বিরহী জীবনে প্রিয়ার কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু বিরহীর কল্পনা এই, বিরহের দিন থেকে আরম্ভ করে তার প্রিয়া দরজার একপাশে রোজ একটি একটি করে ফুল জমিয়ে রেখেছে, আজ হয়ত সেইগুলি গুণে দেখছে—বিরহের আর কয় মাস বাকী আছে? শেষান্ মাসান্—অর্থ অবশিষ্ট মাস। ৪৯নং শ্লোকে যক্ষের বার্তায় আছে—'শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা'—চার মাস কোন রকমে চোখ বুজে কাটিয়ে দাও। যক্ষপত্নীর দিন গণনার ছবি আমরা পেয়েছি পূর্বমেঘের দশম শ্লোকে।

৪. 'সংবাহন' শব্দটির অর্থ—হস্তের সাহায্যে সুখকর অঙ্গ মার্জনা। সম্ভোগের মৃদু সংবাহনের স্মৃতি বিরহীকে ব্যাকুল করেছে।

৫ঃ মেঘের কণ্ঠে 'অবিধবে'! এই সম্বোধন তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্বোধন শুনেই যক্ষপত্নী বুঝতে পারবে, তার পতি এখনও জীবিত। এতে স্বভাবতই তিনি আশ্বস্ত হবেন এবং মন দিয়ে দূতবাক্য শুনবেন।

৬. মেঘ যে তার পতির কাছ থেকেই এসেছে তার প্রমাণ কি ? আলোচ্য শ্লোকটিই সেই প্রত্যয়সূচক। এখানে যা বলা হয়েছে তা যক্ষ ছাড়া আর কারও জানবার কথা নয়। এই গোপনতম কথাটি শুনে যক্ষপত্নীর আর সন্দেহ থাকবে না। তিনি বিশ্বাস করবেন এই মেঘ তার স্বামীর কাছ থেকেই দূত হয়ে এসেছে।

৭. যে বিরহের দুঃখ নিজে ভোগ করেছে তার মুখে এর চেয়ে বড় শুভ কামনা আর কি হতে পারে ! 'তোমার বিদ্যুৎপ্রিয়ার সঙ্গে তোমার যেন বিচ্ছেদ না হয়— এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।'

৮ মেঘদূত-এর মোট শ্লোকসংখ্যা সম্পর্কে গোলযোগ দেখা যায়। ডক্টর সুশীলকুমার দে সম্পাদিত 'মেঘদূত' গ্রন্থে পূর্বমেঘ, উত্তরমেঘ এই বিভাগ উপেক্ষিত ; সেখানে সবশুদ্ধ ১১১টি শ্লোক মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু ফুট নোটে যেসব শ্লোক দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা ১৯—মোট ১৩০ ; বসুমতী সাহিত্য সংস্করণে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় যে মেঘদূত প্রকাশিত হয়েছিল তাতে শ্লোক-সংখ্যা পূর্বমেঘ ৬৩, উত্তরমেঘ ৫৪ ; ডক্টর হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অনুবাদ গ্রন্থে পূর্বমেঘ ৬৩, উত্তরমেঘ ৫৭ ; অন্যান্য সংস্করণেও কিছু না কিছু পার্থক্য দেখেছি। কিন্তু এসব গবেষকদের কাজে লাগবে—রসপিপাসু অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারেন।

আমরা বসুমতী সাহিত্য সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করেছি। শুধু পূর্বমেঘে ২১ সংখ্যক শ্লোকের পর ২২ সংখ্যক শ্লোক আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মেঘদূতম্

পূর্ব্বমেঘঃ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥১॥

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা-বিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥৩॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্ ।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি-প্রমুখ-বচনং স্বাগতম ব্যাজহার ॥৪॥

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥৫।

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥৬॥

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ ! প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতি-ক্রোধ-বিশ্লেষিতস্য ।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিত-হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥৭॥

আমারূঢ়ং পবন-পদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ। ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥৮॥

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণ-পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥৯॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী—
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥১০॥

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্ বিস-কিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥১১॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥১২॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্র-পেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥১৩॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥১৪॥

রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥১৫॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণ-সুরভি-ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥১৬॥

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিঃ পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥১৭॥

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধ-বেণী-সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥১৮॥

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূ-ভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গ-দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥১৯॥

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥২০॥

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূত-প্রথম-মুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥২১॥

অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়াসহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥২২॥

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্‌যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥২৩॥

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈ গৃহবলিভুজামাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যাম-জম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি-হংসা দশার্ণাঃ ॥২৪॥

তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥২৫॥

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়-পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্য-স্ত্রী-রতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥২৬॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন-নদী-তীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥২৭॥

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥২৮॥

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥২৯॥

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাঽসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহ-তরু-ভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যে ন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥৩০॥

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥৩১॥

দীর্ঘীকুর্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ॥৩২॥

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুম-সুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিত-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিতেষু ॥৩৩॥

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজো-গন্ধিভির্গন্ধবত্যা
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি-স্নান-তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥৩৪॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর ! মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥৩৫॥

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরসনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥৩৬॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥৩৭॥

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥৩৮॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥৪০॥

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যান্
মোঘীকর্তুং চটুল-শফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥৪১॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্ ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে ! লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥৪২॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধা-গন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্র-ধ্বনিত-সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥৪৩॥

অত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘী-কৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোম-গঙ্গা-জলার্দ্রৈঃ ।
রক্ষা-হেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥৪৪॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্র-প্রেম্ণা কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করোতি ।
ধৌতাপাঙ্গং হর-শশি-রুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণ-গুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥৪৫॥

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধ-দ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥৪৬॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন-গতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥৪৭॥

তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতা-বিভ্রমাণাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎ কৃষ্ণ-সার-প্রভাণাম্‌ ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকর-শ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্‌ দশপুরবধূ-নেত্র-কৌতূহলানাম্‌ ॥৪৮॥

ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্র-প্রধন-পিশুনং কৌরবং তদ্‌ ভজেথাঃ ।
রাজন্যানাং শিত-শর-শতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্‌ মুখানি ॥৪৯॥

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমর-বিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে ।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥৫০॥

তস্মাদ্‌ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙ্‌ক্তিম্‌ ।
গৌরীবক্ত্র-ভ্রূকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দু-লগ্নোর্মি-হস্তা ॥৫১॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিক-বিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত-যমুনা-সঙ্গমেবাভিরামা ॥৫২॥

আসীনানাং সুরভিত-শিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রম-বিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্র-ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাত-পঙ্কোপমেয়াম্‌ ॥৫৩॥

তঞ্চেদ্‌ বায়ৌ সরতি সরল-স্কন্ধ-সঙ্ঘট্ট-জন্মা
বাধেতোল্কা-ক্ষপিত-চমরী-বাল-ভারো দবাগ্নিঃ ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারা-সহস্রৈ-
রাপন্নার্তি-প্রশমন-ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্‌ ॥৫৪॥

যে সংরম্ভোৎপতন-রভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্‌
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্‌ ।
তান্‌ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্‌
কে বা ন স্যুঃ পরিভব-পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥৫৫॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ-ন্যাসমর্দ্ধেন্দু-মৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণ-বিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থির-গণ-পদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥৫৬॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥৫৭॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥৫৮॥

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থ-সন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশ-বনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদ-বিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্ট-হাসঃ ॥৫৯॥

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদ-দশন-চ্ছেদ-গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত-নয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥৬০॥

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগ-বলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥৬১॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুর-যুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে! ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়া-লোলাঃ শ্রবণ-পরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥৬২॥

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম-কিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈ র্জলদ! ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥৬৩॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত-গঙ্গা-দুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্টবা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈ-র্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥৬৪॥

॥ ইতি পূর্বমেঘঃ ॥

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুত্বন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত-মুরজাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥১॥

হস্তে লীলাকমলমলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥২॥

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংস-শ্রেণী-রচিত-রশনা নিত্য-পদ্মা নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্য-ভাস্বৎ-কলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমো-বৃত্তি-রম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥৩॥

আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রযোগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥৪॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রী-সহায়াঃ ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীর-ধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥৫॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টি-নিক্ষেপ-গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥৬॥

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিত-শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু ।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন-প্রদীপান্
হ্রী-মূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥৭॥

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ ।
শঙ্কা-স্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদশা যত্র জালৈ-
ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি ॥৮॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম-ভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরত-জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ ।
ত্বৎসরোধাপগম-বিশদৈশ্চপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুট-জল-লব-স্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তঃ ॥৯॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্ত-কণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতি-যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্ ।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতা-বারমুখ্যা-সহায়া
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥১০॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দার-পুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্ন-সূত্রৈশ্চ হারৈঃ
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥১১॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্ বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্-পদজ্যম্ ।
সভ্রূভঙ্গ-প্রহিত-নয়নৈঃ কামি-লক্ষ্যেষ্বমোঘৈ
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥১২॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্ ।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥১৩॥

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যঃ সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন ।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥১৪॥

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধ-সোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য-নালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে কৃত-বসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্তামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥১৫॥

তস্যাস্তীরে রচিত-শিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়া-শৈলঃ কনক-কদলীবেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে ! চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিত-তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥১৬॥

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য ।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥১৭॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগের্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥১৮॥

এভিঃ সাধো ! হৃদয়-নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা ।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥১৯॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্য-সানৌ নিষণ্ণঃ ।
অর্হস্যন্তর্ভবন-পতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিত-নিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥২০॥

তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যেক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥২১॥

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্ ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥২২॥

নূনং তস্যাঃ প্রবল-রুদিতোচ্ছূন-নেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ-ক্লিষ্ট-কান্তের্বিভর্তি ॥২৩॥

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-ব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর-বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥২৪॥

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য ! নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন-সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্
ভুয়োভুয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥২৫॥

শেষান্ মাসান্ বিরহ-দিবস-স্থাপিতস্যাহবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্ত-পুষ্পৈঃ ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণ-বিরহেম্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥২৬॥

স ব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে ।
মৎ-সন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥২৭॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষন্নৈক-পার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র-শেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥২৮॥

পাদানিন্দোরমৃত-শিশিরান্ জালমার্গ-প্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নীব স্থল-কমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥২৯॥

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ড-লম্বম্ ।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়ন-সলিলোৎপীড়-রুদ্ধাবকাশাম্ ॥৩০॥

আদ্যে বদ্ধা বিরহ-দিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্ ।
স্পর্শ-ক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিন-বিষমামেকবেণীং করেণ ॥৩১॥

সা সন্ন্যস্তাভরণবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্ ।
ত্বামপ্যস্ত্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যম্
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥৩২॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি ।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥৩৩॥

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥৩৪॥

বামশ্চাস্যাঃ কর-রুহ-পদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ
মুক্তাজালং চির-পরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্ত-সংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥৩৫॥

তস্মিন্ কালে জলদ ! যদি সা লব্ধনিদ্রা-সুখাস্যা
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব ।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্ন-লব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত-ভুজ-লতা-গ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥৩৬॥

তামুত্থাপ্য স্বজল-কণিকা-শীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিত-নয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥৩৭॥

ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে ! বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং তৎ-সমীপম্ ।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥৩৮॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য ! সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥৩৯॥

তামায়ুষ্মন্ ! মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে ! পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভ-বিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥৪০॥

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়-তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥৪১॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদানন-স্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥৪২॥

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি ! সাদৃশ্যমস্তি ॥৪৩॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া—
মাত্মানং তে চরণ-পতিতাং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥৪৪॥

মামাকাশপ্রণিহিত-ভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো—
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরু-কিসলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥৪৫॥

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলরপুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতি-সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ! ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥৪৬॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থা-বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে ! দুর্লভ-প্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগ-ব্যথাভিঃ ॥৪৭॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎ কল্যাণি ! ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্‌ ।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥৪৮॥

শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্‌ মাসান্‌ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ।
পশ্চাদাবাং বিরহ-গণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥৪৯॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা ।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব ! রময়ন্‌ কামপি ত্বং ময়েতি ॥৫০॥

এতস্মান্‌ মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্‌ বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিত-নয়নে ! ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা—
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিত-রসাঃ প্রেম-রাশীভবন্তি ॥৫১॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাত-কূটান্নিবৃত্তঃ
সাভিজ্ঞানপ্রহিত-কুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃ-কুন্দপ্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥৫২॥

কচ্চিৎ-সৌম্য ! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্‌ ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি ।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥৫৩॥

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্‌ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশ-বুদ্ধ্যা ।
ইষ্টান্‌ দেশান্‌ জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥৫৪॥

॥ ইতি শ্রীমহাকবি কালিদাসকৃতৌ মেঘদূতকাব্যে উত্তরমেঘঃ ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

ভূমিকা

কালিদাসের সর্বস্ব

যদি একটি গ্রন্থে ভারতের মন ও মননকে পেতে হয় তবে শকুন্তলা পড়তে হবে, যদি একটি গ্রন্থে কালিদাসের সমগ্র পরিচয় পেতে হয়, তাহলে শকুন্তলা পড়তে হবে। সত্যি, কালিদাসের সর্বস্ব এই নাটকটি,—কালিদাসস্য সর্বস্বং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। গ্যয়টে এই নাটকটি পড়ে ১৭৯১ সালে লিখেছিলেন—

"Willst du die Blüte des frühen die Früchte des spätern Jahres,
Willst du, was reizt und entzückt, willst du was sättig and nährt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem, Namen begriefen,
Nenn'ich, Sakontala, dich, und so ist alles gesagt.'

প্রভাতের ফুল আর বর্ষশেষের ফল যদি কেউ একত্রে দেখতে চান, যা মুগ্ধ করে, যা প্রসন্ন করে, যা তুষ্টি এবং পুষ্টি আনে তা যদি একত্রে পেতে চান, একটি নামে যদি স্বর্গ আর মর্ত্যকে মেশাতে চান তাহলে, শকুন্তলা, আমি তোমারই নাম করছি, আর তা হলেই সব কথা বলা হয়ে যায়।

কবিই কবিকে বোঝেন ভাল। তাই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সম্বন্ধে এই বিশ্ববন্দিত কবির উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টের এই উক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বরাগ হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক।' এই উক্তির আলোকে গ্যয়টের কবিতাটির তাৎপর্য সহজ হয়ে আসে। তারুণ্যজনিত চপলতায় যে-প্রণয় তারই পরিশুদ্ধি ঘটে দুঃখদহনের মধ্যে দিয়ে। দুর্বাসার শাপ এই পরিশোধনে সহায়ক হয়েছে, মর্ত্যকে স্বর্গের রাখিবন্ধনে বেঁধেছে। শুধু বৈদর্ভীরীতির বাঙ্‌নৈপুণ্যে নয়—বক্তব্যে, উপস্থাপনে এবং সর্বোপরি জীবনবোধে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

কাহিনীর উৎস ও রূপান্তর

শকুন্তলা-কাহিনীর উৎস মহাভারতের আদিপর্ব। দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে পথ ভুলে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এসে একাকিনী শকুন্তলার সান্নিধ্য পেলেন। শকুন্তলার মুখ থেকেই তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনলেন। গান্ধর্বমতে তিনি শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলেন। তাঁদের সন্তান রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে এই শর্তে শকুন্তলা বিবাহে সম্মতি দিলেন। নয় বছর পর তিনি তাঁর পুত্র সর্বদমনকে নিয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা লোকনিন্দার ভয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু দৈববাণী হলো 'ইনি তোমারই পরিণীতা, এঁকে গ্রহণ করো।' রাজা তখন তাঁকে গ্রহণ করেন, লোকলজ্জার ভয়েই যে তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে-কথাও স্বীকার করলেন।

মহাভারতের এই নীরস কাহিনীকেই কালিদাস তাঁর অপূর্ব কল্পনায় নাট্যরূপ দিয়েছেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কবির মানসকন্যা, যাঁদের বাদ দিয়ে শকুন্তলাকে কল্পনাই করা যায় না। লোকলজ্জার ভয়ে পত্নীপ্রত্যাখ্যান দুষ্যন্তকে কলঙ্কিতই করে, কিন্তু

দুর্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্টতা তাঁকে সেই কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছে। শাপের নৈতিকতাও সমগ্র নাটকটিকে এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের বৃত্তান্ত কবির নিজস্ব সৃষ্টি। ষষ্ঠ অঙ্ক হলো দুষ্যন্তের দাহ ও চিত্তশুদ্ধির পর্ব, সপ্তম অঙ্ক হলো ঋষির আশীর্বাদপূত পবিত্র মিলনপর্ব।

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডেও শকুন্তলা-বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু কালিদাসের কোন ঋণ নেই তার কাছে। বরং এই পুরাণে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ বর্ণিত কাহিনীই অনুসৃত। পদ্মপুরাণ কালিদাসের অনেক পরে রচিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

কটঠজাতকের একটি কাহিনীর সঙ্গে শকুন্তলা-কাহিনীর মিল আছে। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বনে ভ্রমণ করতে-করতে একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখে মোহিত হলেন এবং তাঁকে বিবাহ করলেন। বোধিসত্ত্ব সন্তানরূপে বালিকার গর্ভে এলেন। রাজা বিদায় নেবার সময় তাঁকে একটি আংটি দিয়ে বলে গেলেন—মেয়ে হলে আংটি বেচে তাকে মানুষ করবে, ছেলে হলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ছেলেই হলো। একটু বড় হলে ছেলের তাগিদেই মা তাকে আনলেন রাজার কাছে। কিন্তু তিনি ইচ্ছে করে না-চেনার ভাণ করলেন। অনেক পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটি প্রতিপন্ন করল তাঁর সন্তানত্ব। রাজা গ্রহণ করলেন তাকে আর তার মাকে।

আংটির ব্যাপারটা কালিদাস এই কটঠজাতক থেকে নিয়ে থাকতে পারেন। তবে বলাই বাহুল্য, তাকে তিনি সম্পূর্ণ অন্য তাৎপর্যে কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন।

কাহিনী-বিন্যাস

নটীর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে নান্দীপাঠের পর সূত্রধার একটি ঋতুসঙ্গীতের সূত্রে সুকৌশলে মৃগানুসারী দুষ্যন্তকে মঞ্চে আনলেন। রথচারী দুষ্যন্ত সম্মুখে পলায়মান মৃগকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়তে যাবেন এমন সময় তাপসেরা জানালেন ওটি আশ্রমের মৃগ তাই অবধ্য। এটি মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। তারা দুষ্যন্তকে অনুরোধ করলেন আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করতে। ওরা জানালেন মহর্ষি এখন আশ্রমে নেই তবে তিনি তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসেবার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। রাজা সারথিকে অপেক্ষা করতে বলে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সমবয়সী তিনটি বালিকা আলবালে জল সেচন করছেন। গাছের আড়াল থেকে তিনি তাদের দেখতে লাগলেন। সখীদের সম্বোধন থেকে জানলেন, ওঁদের মধ্যে একজনের নাম শকুন্তলা। কী অপূর্ব রূপ তাঁর। বিমুগ্ধ হলেন রাজা। একটি ভ্রমর বারবার উড়ে এসে শকুন্তলার মুখে পড়ায় তিনি ভীত হয়ে বললেন, 'বাঁচাও, বাঁচাও'। সখীরা ঠাট্টা করে বললেন, 'রাজা দুষ্যন্তকে ডাকো'। রাজা ঐ সুযোগে আত্মপ্রকাশ করে সেখানে ছুটে এলেন। সখীরা ব্যস্ত হলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। শকুন্তলা আশ্রমবিরোধী চাঞ্চল্য অনুভব করলেন মনে। দুষ্যন্ত নিজেকে রাজপুরুষ বলে পরিচয় দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানলেন, শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। আসলে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা-নামে এক অপ্সরার গর্ভজাত কন্যা। রাজা মনে-মনে ভাবলেন, ক্ষত্রিয়কন্যা যখন তখন নিঃসন্দেহে পরিণয়যোগ্যা। ইতিমধ্যে সংবাদ এল, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত সসৈন্যে এসেছেন বলে আশ্রমে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। একটি বুনো হাতি আশ্রমে

ছুটে এসে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করবার আশ্বাস দিয়ে রাজা উঠলেন। শকুন্তলা পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধেছে আর গাছের শাখায় বল্কল আটকে গেছে এই ছুতো করে রাজাকে দেখতে-দেখতে সখীদের সঙ্গে কুটিরে গেলেন। রাজা সম্মুখে চললেন কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইল পিছনে। (প্রথম অঙ্ক)

রাজা নিভৃতে বিদূষককে বললেন শকুন্তলার কথা। বিদূষক মন্তব্য করলেন, 'রাজামশাই দেখছি তপোবনকে প্রমোদ-উদ্যান করে তুললেন।' আর কোন অজুহাতে আশ্রমে আর একবার যাওয়া যায় কি-না সে-কথা রাজা ভাবতে বললেন বিদূষককে। কিন্তু যাবার সুযোগ এল ইতিমধ্যে। দুজন ঋষিকুমার এসে জানালেন রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই মহারাজ যদি কয়েক রাত আশ্রমে থেকে যান তাহলে ভাল হয়। রাজা সম্মত হলেন, হাতে স্বর্গ পেলেন তিনি। এদিকে রাজধানী থেকে রাজমাতার আদেশ এসেছে: 'পুত্রপিণ্ডপালন' উপবাসব্রতে দুষ্মন্তকে যেতে হবে। উভয়সংকটে পড়লেন দুষ্মন্ত—একদিকে ঋষির আদেশ আর অন্যদিকে মায়ের আদেশ, কোনটিই লঙ্ঘন করবার নয়। শেষপর্যন্ত বিদূষকের শরণাপন্ন হলেন তিনি: 'মা তোমাকে সন্তানের মতোই দেখেন। তুমিই গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করো আমার।' বিদূষক ব্যাপারটাকে মহানন্দ মনে করে সানন্দে রাজী হলেন। দুষ্মন্ত সাবধান করে দিলেন ঠোঁটকাটা বিদূষককে—'বন্ধু, শকুন্তলার কথা আমি পরিহাস করে বলেছিলাম, সত্যি বলে মনে করো না কিন্তু।' (দ্বিতীয় অঙ্ক)

তপস্যার বিঘ্ন তো দূর করলেন দুষ্মন্ত, কিন্তু শকুন্তলাকে না দেখে তিনি যে আর থাকতে পারছেন না। কিন্তু কোথায় গেলে দেখতে পাবেন তাঁকে? হয়তো লতাকুঞ্জেই, তাই তিনি সেই দিকেই চললেন। হ্যাঁ, তাঁর অনুমানই ঠিক, নারীকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে কুঞ্জের ভিতর থেকে। শকুন্তলা অসুস্থ। সখীদুজন কারণ বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে শকুন্তলাকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হল: 'যেদিন থেকে সেই রাজর্ষিকে দেখেছি—' আর বলবার দরকার নেই। সখীরা বুঝলেন শকুন্তলার অনুরাগ কী গভীরতায় এসেছে। সখীদের পরামর্শে পদ্মপত্রে প্রণয়-পত্র রচনা করবেন শকুন্তলা, ফুলের মধ্যে লুকিয়ে তা রাজার হাতে পৌঁছে দেবেন সখীরা। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। রাজা নিজেই এলেন শকুন্তলার সামনে। সখীরা হরিণশিশুকে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন এই ছুতো করে বেরিয়ে গেলেন কুঞ্জ থেকে। গৌতমী এদিকেই আসছেন শকুন্তলা তার ইঙ্গিত দিতেই রাজা আত্মগোপন করলেন লতাকুঞ্জের আড়ালে। (তৃতীয় অঙ্ক)

রাজা গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। বলে গেলেন শিগ্‌গিরই লোক পাঠাবেন শকুন্তলাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে গেল, তবু রাজার কাছ থেকে কেউ এল না। শকুন্তলা পতিচিন্তায় অন্যমনা হয়ে রইলেন। এদিকে দুর্বাসা এলেন, হাঁক দিয়ে শকুন্তলার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু শকুন্তলার হুঁশ নেই, তিনি পতিচিন্তায় মগ্না। দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন: যার কথা তুমি ভাবছ সে তোমাকে চিনতেও পারবে না। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছুটে গিয়ে দুর্বাসার পায়ে পড়লেন। দুর্বাসা শাপ ফিরিয়ে নিলেন না, তবে অভিজ্ঞান দেখালে শাপের প্রভাব দূর হবে এই আশ্বাস দিলেন। কথাটা দুজন সখীর মধ্যেই থাকল শুধু, শকুন্তলাকে তাঁরা কিছুই বললেন না।

ইতিমধ্যে কণ্ব আশ্রমে ফিরলেন। তিনি এক আকাশবাণীতে সব জানতে পেরেছেন। তিনি শকুন্তলার বিবাহ অনুমোদন করলেন এবং তাঁকে পতিগৃহে পাঠাবার আয়োজন করলেন। ঠিক করলেন, শার্ঙ্গরব আর শারদ্বত এই দুই শিষ্য এবং তাপসবৃদ্ধা গৌতমী সঙ্গে যাবেন। তপোবনপ্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শকুন্তলার তাই পা উঠছে না। সমস্ত তপোবনপ্রকৃতিও কাতর হয়েছে শকুন্তলার বিচ্ছেদে। হরিণ-শিশুটিও আঁচল ধরে টানছে শকুন্তলার। কিন্তু যেতে তো হবেই। কণ্বমুনি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন শকুন্তলাকে আর দুষ্যন্তের কাছেও পাঠালেন তাঁর আদেশবাণী। শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলেন। (চতুর্থ অঙ্ক)

শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে শার্ঙ্গরব, শারদ্বত আর গৌতমী রাজধানীতে এলেন রাজার কাছে। শার্ঙ্গরব রাজাকে তাঁর পরিণীতা অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে গ্রহণ করতে বললেন। আকাশ থেকে পড়লেন দুষ্যন্ত। তিনি মনে করতে পারলেন না শকুন্তলা তাঁর পরিণীতা। শকুন্তলা বজ্রাহত হলেন। ক্রুদ্ধ হলেন শার্ঙ্গরব। শারদ্বত শকুন্তলাকে প্রমাণ দিতে বললেন। শকুন্তলার মনে পড়ল, অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার কথা ঃ রাজা যদি চিনতে না পারেন আংটিটা দেখাবি তাঁকে। শকুন্তলা আংটি খুলতে গিয়ে দেখলেন, আংটি নেই। এবার রাজা তীব্র আক্রমণ করলেন কটাক্ষ আর বিদ্রূপে। অবমানিতা শকুন্তলা নিরুপায় হয়ে এবারে তাঁদের ক্ষণিক মিলনের কয়েকটি অন্তরঙ্গ কথা রাজাকে শোনালেন, তা শুনে রাজার যদি মনে পড়ে সব কথা। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না রাজার। ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়লেন শকুন্তলা। শারদ্বত বললেন, 'গুরুর আদেশে শকুন্তলাকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। আপনি গ্রহণ বা বর্জন যা ইচ্ছে করুন।' পুরোহিত বললেন, 'গণকেরা বলেছেন দুষ্যন্তের পুত্র রাজচক্রবর্তি-লক্ষণযুক্ত হবে। যতদিন এঁর সন্তান না হয় ততদিন ইনি আমার গৃহেই থাকুন। নবজাতক লক্ষণযুক্ত হলে প্রতিপন্ন হবে ইনি যথার্থই মহারাজের পরিণীতা।' দুষ্যন্ত এ-পরামর্শে সম্মত হলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে শকুন্তলা চললেন পুরোহিতের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই জানা গেল এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি শূন্য থেকে এসে শকুন্তলাকে নিয়ে গেছেন। রাজা মুখে বললেন বটে 'এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই' কিন্তু মনে-মনে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন তিনি। (পঞ্চম অঙ্ক)

রাজার নামাঙ্কিত একটা আংটি নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। রক্ষীরা এক জেলেকে ধরেছে। জেলে বলছে, একটা রুইমাছ কাটতে গিয়ে তার পেট থেকে সে এই আংটিটা পেয়েছে। কিন্তু রক্ষীদের ধারণা সে চুরিই করেছে। রাজার কাছে আংটিটা নিয়ে যেতেই তাঁর মনে পড়ে গেল সব কথা। পরিণীতা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার দুঃখে তিনি ভেঙে পড়লেন। শকুন্তলা আসন্নসত্ত্বা ছিলেন একথা মনে পড়ায় তাঁর মর্মবেদনা তীব্রতর হলো, কারণ অপুত্রক ছিলেন তিনি। বিষাদমগ্ন রাজাকে সুকৌশলে উদ্দীপিত করে তুললেন ইন্দ্র-সারথি মাতলি। মাতলি দুষ্যন্তকে জানালেন দেবরাজের আমন্ত্রণ। দানববিজয়ে দুষ্যন্তের সাহায্যপ্রার্থী তিনি। দুষ্যন্ত সাড়া দিলেন এ-আমন্ত্রণে।

(ষষ্ঠ অঙ্ক)

ইন্দ্রশত্রুকে পরাজিত করে সগৌরবে ফিরছিলেন দুষ্যন্ত। সারথি মাতলির কাছ থেকে জানলেন অদূরেই হেমকূট পর্বত—যেখানে মহর্ষি মারীচের আশ্রম। ইন্দ্রের

জনক-জননী মারীচ ও অদিতিকে বন্দনা করার জন্যে সেই আশ্রমেই নামলেন তিনি। স্বর্গও তুচ্ছ এই আশ্রমের সৌন্দর্যের কাছে। দুষ্যন্ত এসেছেন, মহর্ষি মারীচকে এই সংবাদ দিতে গেলেন মাতলি। ইতিমধ্যে দুষ্যন্ত একটি বালককে দেখতে পেলেন। একটি সিংহশিশু নিয়ে খেলছিল সে। স্নেহে উচ্ছ্বসিত হলো দুষ্যন্তের হৃদয়। ছেলেটির সঙ্গিনীদের কাছ থেকে শুনলেন, বালকটি পুরুবংশীয় এবং তার মায়ের নাম শকুন্তলা। চমকে উঠলেন দুষ্যন্ত—তবে কি এটি তাঁর নিজেরই সন্তান! এদিকে, ছেলেটির হাতের রক্ষাকবচটি খুলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, দুষ্যন্ত সেটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতেই সঙ্গিনী তাপসীরা চেঁচিয়ে উঠল, একি! দুষ্যন্তকে তাঁরা বললেন, বাবা-মা ছাড়া আর-কেউ যদি এ-রক্ষাকবচ স্পর্শ করে তবে তা সাপ হয়ে তাকে কামড়াবে। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলতে এক তাপসী ছুটে গেলেন শকুন্তলার কাছে। শকুন্তলা এগিয়ে এলেন। দুষ্যন্ত সবিস্ময়ে তাকালেন শকুন্তলার দিকে। ক্ষমাপ্রার্থী হলেন তিনি। বললেন, এক মোহ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, তাই তাঁকে চিনতে পারেন নি তিনি। বড় পবিত্র এক নীরবতা। শকুন্তলার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন দুষ্যন্ত। এবারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মারীচ আর অদিতির চরণ-বন্দনা করলেন তিনি। আশীর্বাদ করলেন তাঁরা। দুর্বাসার শাপের কথাও ওঁদের মুখে শুনলেন তাঁরা। শকুন্তলার মনে আর কোন মালিন্য রইল না। ঋষি কণ্বের কাছে পাঠানো হলো দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার এই মিলনবার্তা। (সপ্তম অঙ্ক)

চোখ মেলে দেখা

কী দেখছেন, কীভাবে দেখছেন তা থেকে কবিকে বোঝা যায়। কালিদাসের দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত। রম্যকে দেখতে তিনি সর্বদা সজাগ। রম্যকে তিনি শুধু দেখেন না তাঁকে চিরন্তন করে রাখেন রম্যতর বাণীবন্ধে। দুষ্যন্ত চলেছেন রথে, মৃগকে অনুসরণ করে। ধাবমান মৃগটিকে আমরা যেন চোখের সামনে দেখছি। তার ভয়, তার পিছু ফিরে তাকানো, তার শূন্যে লাফিয়ে চলা—সব যেন প্রত্যক্ষ। রাশ ছেড়ে রথের গতি বাড়িয়ে দেবার পর ছুটন্ত ঘোড়ার বর্ণনাটি আশ্চর্য সজীব ঃ বিস্তারিত দেহ, নিশ্চল চামর, উত্তোলিত কর্ণ, উৎক্ষিপ্ত ধূলি ; আর সেই সঙ্গে রথের গতির আশ্চর্য বর্ণনা। দ্রুতগতিতে যে-দৃষ্টিবিভ্রম তার কী নিখুঁত ছবি। সত্যি, ছবির পর ছবি। এ-কবিও যেন 'ছবি লেখেন'।

রাজা সারথিকে বললেন, এ-যে তপোবনের প্রান্তভূমি কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। সারথি বললেন, কি বুঝলেন? রাজা বললেন—কেন, দেখছ না? ঐ যে গাছতলায় নীবার ধান, ও তো শুকপাখিদের মুখ থেকে খসে পড়া, ঐ যে চকচকে পাথরগুলো, ইঙ্গুদী ফল ভাঙতে-ভাঙতেই ওগুলো অমন হয়েছে। ঐ যে হরিণগুলো শব্দ শুনেও পালাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ঐভাবেই অভ্যস্ত। জলাশয়ের পথ বলে দিচ্ছে বল্কল থেকে ঝরে পড়া জলের রেখা।

কী অপূর্ব ছবি!

জলসেচনে ক্লান্ত শকুন্তলাই হোন্ আর 'মেদচ্ছেদকৃশোদর-বপু' দুষ্যন্তই হোন—সব যেন নিখুঁত শিল্পীর আঁকা। হরিণের ঘুম ভাঙছে। যজ্ঞবেদীর আঙিনায় আঁচড় কেটে সে উঠছে, পিছন দিকটা ঐ উঁচু হয়ে উঠল তারপর দেহটা বিস্তারিত

হলো। বনদেবীরা হাত বাড়িয়ে শকুন্তলার জন্যে দিচ্ছেন পরিচ্ছদ, অলংকার আর প্রসাধনী। সবই তাকিয়ে দেখবার মতো সে ছবি।

মেঘ-পথে নেমেছে আকাশযান। দুষ্যন্ত মাতলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, দেখুন আপনার রথের চাকার প্রান্তগুলো জলকণায় ভিজে উঠেছে, চাকার শলাকাগুলোর ফাঁক দিয়ে চাতকপাখিরা বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াগুলো বিদ্যুৎ-প্রভায় রঞ্জিত হচ্ছে—এসবই জলভরা মেঘলোকে আমাদের গতি সূচিত করছে। নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন—খুব দ্রুত নিচে নামার জন্যে পৃথিবীকে বিচিত্র মনে হচ্ছে। দেখুন, পাহাড়গুলো যেন মাথা তুলে উঁচু দিকে উঠে আসছে, তাদের চূড়ো থেকে পৃথিবী যেন ক্রমে নিচুদিকে নামছে। গাছের মূল আর কাণ্ডগুলো ক্রমশ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে পাতার মধ্যে থেকে তারা যেন বেরিয়ে আসছে, আর সংকীর্ণ নদীগুলোর যে-জলরাশি অদৃশ্য ছিল তা কাছে আসায় এখন বিস্তৃত বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে ছুঁড়ে আমার পাশে আনছে। —কী আশ্চর্য বর্ণনা! শুনলে মনে হয় শূন্য থেকে এভাবে নিচে নামার অভিজ্ঞতা নিশ্চয় ছিল কবির। না-কি সবই কল্পনার চোখে দেখেছেন কবি। দুষ্যন্তের চোখে শুধু নারীদেহের ছবিটিই ধরা পড়ে না, বিপুলা এ-পৃথিবীর বিচিত্র ছবিও তাঁর চোখ এড়ায় না। কালিদাস চোখ দিয়ে মেলে এইভাবেই দেখেছেন মানুষ আর প্রকৃতিকে আর ছবির পর ছবি ফুটিয়ে চলেছেন। বলেন্দ্রনাথের ভাষায় বলি: 'এইগুলি একখানি ছবি নহে—ইহারই এক-একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্তা পর্যন্ত যেন তুলি দিয়ে আঁকা যায়।'

প্রকৃতি

প্রকৃতি সমস্ত কবিকৃতির এক প্রধান অবলম্বন। এদেশ ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতি শুধু বর্ণনীয় বিষয় নয় বা মানুষের চিন্তা ও কর্মধারার পটভূমিমাত্র নয়, প্রকৃতি এক চৈতন্যসত্তা হিসেবে মানুষের সঙ্গে নিত্যসম্পর্কিত। বৈদিক যুগেই ধ্বনিত হয়েছে ধরিত্রীর সঙ্গে মানুষের এই একাত্মতার বাণী—

মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।—

আমার মা এই পৃথিবী, আমি পৃথিবীর সন্তান।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যেও দেখি অরণ্যের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। 'কদম্ব! যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্।' —হে কদম্ব। যদি জান বলো শুভাননা সীতা কোথায়। কুরবক, বকুল, অশোক, তাল, সকলকেই সম্বোধন করে রাম সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করছেন। বনের পশুপাখি সকলের কাছেই তাঁর জিজ্ঞাসা। মূক প্রকৃতি তাঁর এই দুঃখে সাড়া দিয়েছে। মৃগেরা কথা বলেনি বটে, কিন্তু হঠাৎ উঠে দক্ষিণমুখী হয়ে আকাশের দিকে দেখাতে লাগল তারা যেদিকে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে।

বাল্মীকির উত্তরসূরী প্রকৃতিপ্রাণ কালিদাসও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই অন্তরঙ্গতাকে বিচিত্র কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

অনসূয়া শকুন্তলাকে যখন বললেন, 'আমার মনে হয় আশ্রমের গাছগুলো তোর চেয়ে বেশি প্রিয় তা না হলে মহর্ষি নবমল্লিকার মতো কোমল তোকে আলবালে জল-

সেচনের কাজ দেবেন কেন?' শকুন্তলা বলেছেন, 'পিতা আদেশ করেছেন বলেই যে জল দিচ্ছি তা নয় এই গাছগুলোর উপর আমারও যে ভ্রাতৃস্নেহ।'

বকুলগাছ পল্লব-অঙ্গুলি দিয়ে যেন শকুন্তলাকে ডাকে, নবমল্লিকাকে তিনি নাম দেন 'বনজ্যোৎস্না'। বনজ্যোৎস্নাকে তিনি সহকার-তরুর সঙ্গে মিলিত করতে চান। 'বন-জ্যোৎস্না' নামটি কি শকুন্তলারই দেওয়া যায় না? সমস্ত বনটিকেই তো তিনি আলো করে আছেন। তাই তো শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় বনদেবীরা তাঁর জন্যে দিলেন ক্ষৌমবস্ত্র, লাক্ষারস আর নানারকম অলংকার। শকুন্তলার গমনানুমতি দেবে কারা শকুন্তলার সহোদরস্থানীয় তরু। তাদের সম্বোধন করে কণ্বমুনি বললেন 'তোমাদের জল না দিয়ে যিনি জলপান করতেন না, ভূষণপ্রিয় হয়েও স্নেহে যিনি তোমাদের পল্লব-ভঙ্গ করতেন না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় যাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না, আজ সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছেন। তোমরা সকলে অনুমতি দাও।'

তরা কি নিরুত্তর রইল? না। কোকিলেরা ডেকে উঠল তক্ষুনি। কণ্বমুনি বুঝলেন, কোকিলরবের মধ্যে দিয়েই তারা অনুমোদন জানিয়েছে। স্বামীর কাছে যাবার জন্যে শকুন্তলা খুবই ব্যাকুল, তবু তপোবন ছেড়ে যেতে তার পা উঠছে না। প্রিয়ংবদা জানালেন শুধু শকুন্তলাই যে তপোবন-বিচ্ছেদে কাতর তা নয় বনের গাছপালা পশুপাখি সবই শকুন্তলা-বিচ্ছেদে কাতর: মৃগের মুখ থেকে খসে পড়ছে তৃণগুচ্ছ, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, লতাগুলো পাণ্ডুপত্র ত্যাগ করে যেন অশ্রুমোচন করছে।

লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে আলিঙ্গন করে শকুন্তলা বললেন—'শাখা-বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করো, আজ থেকে আমি দূরবর্তিনী হলাম।' এই লতাকে তিনি সমর্পণ করলেন অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার হাতে। মৃগবধূটি গর্ভবতী। শকুন্তলা বললেন, 'তাত, এর নির্বিঘ্নে প্রসব হলে সে-সংবাদ দিও আমাকে।'

মৃগশিশু আঁচল টেনে বাধা দিচ্ছে—শকুন্তলাকে যেতে দেবে না সে। কণ্ব বললেন, 'এই মৃগটিকেই আদরে সোহাগে বড়ো করেছিলে তুমি, তোমার সেই পালিত পুত্র তোমার গতিরোধ করছে।'

সমস্ত প্রকৃতি যেন এই মৃগশিশুর রূপ ধরে শকুন্তলার গতিরোধ করছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কী অন্তরঙ্গ চিত্র! সানুমতী বলেছিল 'শকুন্তলা যে শরীরভূতা'। তপোবন প্রকৃতিও যেন তারই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে—'শকুন্তলা যে শরীরভূতা।' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে: অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে তা বোধ করি সংস্কৃত-সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বলাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা পাঠকের এত কার্য সাধন করিয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।'

উপমা

কবিরা উপমাতেই কথা বলেন বেশি। উপমাময় কাব্যজগৎ। তবু যখন বলি 'উপমা কালিদাসস্য' তখন এই ভেবেই বলি যে কালিদাসের উপমা নিরুপমা। কালিদাস গতানুগতিক উপমা একেবারেই দেন নি তা নয়, তবে তাঁর বেশির ভাগ উপমাই সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত। বিশেষ করে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক উপমাপ্রয়োগে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে। উপমা বলতে উপমাগর্ভ উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি ইত্যাদি অলঙ্কারকেও ধরছি। এই নাটকটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বহু অংশেই উপমাত্মক অলঙ্কারের প্রয়োগ আছে। তবে তাকে ঠিক অলঙ্কার বলতে ইচ্ছে হয় না, কারণ ওটা বহিরঙ্গের জিনিস। কালিদাসের উপমা একেবারেই অন্তরঙ্গ, বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, ভাবের সঙ্গে একাত্ম।

শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্ত বললেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞ-বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

এখানে বর্ণনীয় শকুন্তলার রূপ। বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্তের শৈবালবিদ্ধা কমলিনীকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে কলঙ্কচিহ্নিত শশাঙ্কছবিকে। উপমান-দুটি সুন্দর সন্দেহ নেই কিন্তু উপমেয়টি তার চেয়ে সুন্দর। উপমা পেলাম ব্যতিরেক পেলাম। কিন্তু তাই বড়ো হয়ে উঠল না। বিশেষকে সামান্য দিয়ে সমর্থন করা হলো— যা সুন্দর তার সবই তো অলংকার। এই বক্তব্যই তিনি তুলে ধরলেন। বড়ো করে, উপমা এল বটে কিন্তু স্বপ্রয়োজনে নয়, অন্য প্রয়োজনে। সে-প্রয়োজন সিদ্ধ করে সে যেন বিদায় নিল, রেখে গেল সৌন্দর্যছবি আর সেই সঙ্গে একটি প্রশ্ন—'যে সুন্দর মাটি ছেড়ে, সোনা পরে কেন?' কিন্তু এহো বাহ্য। সব ছাপিয়ে দেখা দিল দুষ্যন্তের কামনার ছবিটি।

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

শরীর সামনের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু চঞ্চল চিত্ত যাচ্ছে পিছন দিকে, পতাকার পট্টবস্ত্র যেমন পিছনে যায় তেমনি। এখানে উপমেয় শরীর আর উপমান হলো পতাকাদণ্ড, তেমনি উপমেয় চঞ্চল মন আর উপমান পতাকার পট্টবস্ত্র। উপমান-নির্বাচনের নৈপুণ্য আমাদের বিস্মিত করে। পট্টবস্ত্রের কম্পনের মধ্যে আমরা দেখি দুষ্যন্তের হৃদয়-স্পন্দন। পতাকার ব্যাপারটি রাজকীয়। তাই রাজার মুখে এই উপমাটি হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপযোগী।

কার মুখে কোন্ উপমা মানায় উপমাবিজ্ঞানে তা একটি চিন্তনীয় বিষয়। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যাপারটা উপমাতেও আছে।

শকুন্তলার রূপবর্ণনায় দুষ্যন্ত বললেন—

অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।

অধরে কিশলয়ের বর্ণ, কোমলতার অনুকরণ করছে বাহুদুটি, ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন তার অঙ্গে বাঁধা।

আমরা অহরহ 'অধর-পল্লব' বলি, 'বাহুলতা' বলি, 'প্রস্ফুট যৌবন' বলি। তাই এখানে উপমায় নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এখানে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার তা হলো, শকুন্তলা বৃক্ষলতার সঙ্গে একাত্ম। তাই কিশলয়, বিটপ আর কুসুমকে উপমান হিসেবে নিয়ে কবি সুকৌশলে ঐ একাত্মতাকে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছেন। শকুন্তলা এদের সহোদরা তাই সদৃশা।

অর্থো হি কন্যা পরকীয়া এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।

কণ্বমুনির মুখে এই উপমাত্মক বাক্যটি যেন সমস্ত পিতৃহৃদয়ের কথা। কন্যা যেন গচ্ছিত ধনের মতোই। যার ধন তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এক অস্থিরতা।

শকুন্তলাবিচ্ছেদে বিচলিত দুষ্যন্ত যখন মনোবেগকে তটপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করেন "(মনো মে ঘাম তটপ্রপাতঃ) তখন তার মধ্যে শুনি ক্রমাগত পার-ভাঙার শব্দ যা আসলে দুষ্যন্তের বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার।

মারীচাশ্রমে এসে বেশি কথা বলতে হয় নি দুষ্যন্তকে। তার মোহ বা ভ্রান্তিকে বোঝাতে একটি উপমাই হয়েছে যথেষ্ট। 'স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া।' অন্ধের মাথায় ফুলের মালা দিলেও সে তা সাপ মনে করে ছুড়ে ফেলে দেয়।

নগরে এসে শার্ঙ্গরব তার মনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে একটি উপমার আশ্রয় নিলেন। নির্জনতার সঙ্গে চিরপরিচিত বলে জনাকীর্ণ শহরকে তাঁর মনে হচ্ছে অগ্নি-বেষ্টিত গৃহের মতো। ('জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব') একটি উপমায় সব কথা বলা হয়ে গেল তাঁর।

শারদ্বতও উপমার মালা গেঁথেই এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাব বর্ণনা করছেন : তৈলাক্তকে স্নাত, অশুচিকে শুচি, সুপ্তকে জাগ্রত, বদ্ধকে স্বচ্ছন্দগতি যেমন করে দেখে সুখাসক্ত (নগরের) মানুষকেও আমি সেই চোখে দেখছি—এই উপমায় ঋষির পরিচিত জগতের ছবিটিও ভাস্বর হয়ে রইল।

হাত বাড়ালেই এমনি কত উদাহরণ।—যা এক-একটি টুকরো চিন্তার স্ফুলিঙ্গ। কালিদাসের উপমায় আমরা কবির এক বিরাট মনোভূমির পরিচয় পাই যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি এক অলক্ষ্য সূত্রে গ্রথিত, আর যেখানে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ এক অখণ্ড চেতনায় স্পন্দিত।

পরিমিতি

পরিমিতি পরিণত মনেরই পরিচয় দেয়। কালিদাসের এই নাটকের পরিমিতিবোধ আমাদের বিস্মিত করে।

অনসূয়া যখন বিশ্বামিত্র-মেনকার বৃত্তান্ত শুরু করে বিশেষ একটি জায়গায় থামলেন, তক্ষুনি দুষ্যন্ত বললেন 'পরস্তাদবগম্যত এব'—পরেরটুকু তো বোঝাই যাচ্ছে। যেখানে জুগুপ্সা সেখানে নীরবতাই শ্রেয়।

দুষ্যন্ত শকুন্তলার মুখটি তুলে ধরেছেন। শকুন্তলা সঙ্গে-সঙ্গে বলছেন, পৌরব রক্ষ বিনয়ম্।

লতামণ্ডপে শকুন্তলা আর দুষ্যন্তের মিলনমুহূর্তটিকে কবি দীর্ঘ করেন নি। গৌতমী সমাগতা হয়েছেন।

দুর্বাসার শাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিও ঘটেছে বিষ্কম্ভকে, মূল অঙ্কে নয়। দুর্বাসার আসা, শাপ দেওয়া, চলে যাওয়া, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার অনুরোধ ইত্যাদি ঘটনা মুহূর্তেই ঘটে গেছে, অথচ তার প্রতিক্রিয়া চলেছে নাটকের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত।

পুনর্মিলনের দৃশ্যটি কত সংক্ষিপ্ত, অথচ কত মর্মস্পর্শী। সর্বদমন যখন জিজ্ঞেস করছে, 'মা। ও কে.' শকুন্তলা বললেন, 'বাছা আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর্।'

বহু কথাই ঐ এক কথায় বলা হলো। শকুন্তলার অশ্রুভাষাতেও অনেক কথা প্রকাশ পেল, সেই অশ্রু মুছিয়ে দিলেন দুষ্যন্ত। সমস্ত মালিন্যও যেন সেই সঙ্গে মুছে দিলেন তিনি।

কি সংলাপে, কি ঘটনাবিন্যাসে, এক আশ্চর্য পরিমিতিবোধ নাটকের রসপুষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

ইঙ্গিতময়তা

'মৃদু মৃগশরীরে বাণ ছুঁড়বেন না, তুলারাশিতে আগুন দেবেন না।' এ-যেন শকুন্তলা-কামনা থেকে রাজাকে নিবৃত্ত করবারই ইঙ্গিত।

'ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ'—

প্রকারান্তরে মত্ত গজ যেন কামোন্মত্ত দুষ্যন্তকেই বোঝাচ্ছে।

চক্রবাকবধূকে আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্। —শকুন্তলার প্রতিই ইঙ্গিত। শকুন্তলা যেন সত্বর দুষ্যন্তকে অন্তরিত হতে বলেন। কারণ সমাগতা রজনী; অর্থাৎ গৌতমী আসছেন।

আগামী ঘটনার ছায়াপাত হয়েছে অনেক কথায়। কণ্বের শচীতীর্থে যাওয়া শকুন্তলার অমঙ্গল প্রতিরোধের জন্যে। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে শকুন্তলার জীবনে কোন অমঙ্গল ঘটতে চলেছে। প্রথম অঙ্কে বৈখানসের আশীর্বাদ এবং চতুর্থ অঙ্কে তাপসী এবং কাশ্যপের আশীর্বাদ আগে থেকেই সর্বদমনের জন্মের ইঙ্গিত দেয়। পঞ্চম অঙ্কে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নেমে এসেছিল শকুন্তলাকে নিতে। তারই আভাস যেন ছিল প্রথম অঙ্কের 'প্রভাতরলং জ্যোতিঃ'র উল্লেখে। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলা বললেন, 'সখী! দেখ, পদ্মপত্রান্তরিত সহচরকে না দেখে, কাতর হয়ে চক্রবাকী বিলাপ করছে।' —একথা যেন পঞ্চমাঙ্কে মোহাচ্ছন্ন দুষ্যন্তের সামনে দাঁড়িয়ে শকুন্তলার বিলাপকেই আভাসিত করছে।

এইভাবে অনেক কথাতেই আভাস-ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে নাটকের বহু অংশে।

অতিপ্রাকৃত

এই নাটকে প্রকৃতির যেমন বিশেষ একটি ভূমিকা আছে তেমনি আছে অতিপ্রাকৃতেরও। শকুন্তলা নিজেই অপ্সরা-সম্ভূতা। আশ্রমের বিঘ্ন ঘটিয়েছে রাক্ষস ও দৈত্যেরা। দুষ্যন্তের বিস্মৃতির কারণ দুর্বাসার শাপ। এক জ্যোতির্মূর্তি এসে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেলেন প্রত্যাখ্যাতা কন্যাকে। অপ্সরা সানুমতী তিরস্করিণী-বিদ্যায় দুষ্যন্তের পশ্চাত্তাপ প্রত্যক্ষ করছেন। মাতলি স্বর্গ থেকে দুষ্যন্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন কাছে

থেকে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। মাতলি স্বর্গ থেকে দুষ্যন্তের কাছে আসছেন ইন্দ্রের বার্তা নিয়ে, তিনিও তিরস্করিণীর আশ্রয় নেন প্রয়োজনে। দুষ্যন্ত স্বর্গে যাচ্ছেন আবার স্বর্গ থেকে ফিরছেন আকাশপথে। সর্বদমনের রক্ষাকবচ বাবা-মা ছাড়া অন্যে স্পর্শ করলে সাপ হয়ে কামড়ায়। এসবই হলো অতিপ্রাকৃত। কিন্তু কবি সুকৌশলে স্বর্গমর্ত্যকে এমন করে বেঁধেছেন যে সব ঘটনাই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। দৈব বা প্রকৃতি মানুষের সুখে-দুঃখে তার সহায় হয় এই চেতনার স্বাক্ষর প্রাচীন কবিদের সমস্ত রচনায় পাওয়া যাবে। অপমানিতা সীতা যেমন বলেন 'ধরণী দ্বিধা হও', শকুন্তলাও তেমনি বলেন, 'ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্'—ভগবতি বসুধা, তুমি আমাকে বিবর দাও। পতিগৃহে যাবার আগে শকুন্তলাকে সাজাবার জন্যে অলংকার চাই, পরিচ্ছদ চাই, প্রসাধন চাই। তরুরাই তা দিয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণেও দেখা গিয়েছে তরুদের এই সহধর্মিতা। ভরতের যোগ্য আতিথ্যের জন্যে ভরদ্বাজমুনি নদী আর অরণ্যের কাছেই চেয়েছিলেন ভোজ্য, পেয় ও ভূষণ। বিষয়টাকে অতিপ্রাকৃত না বলে বলতে ইচ্ছে হয় সমপ্রাকৃত, অর্থাৎ প্রকৃতিকে 'সম' বা একান্ত আপন মনে করা বা স্বজনসম্বন্ধস্থাপন। কবিরা এই অভিন্ন দৃষ্টিতেই পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছেন।

চরিত্র

চরিত্রসৃষ্টিতে কালিদাস আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মানব-মনের গভীরে তিনি ডুব দিতে জানেন বলে তাঁর নাট্যচরিত্রগুলো হয়েছে জীবন্ত, নাট্যশাস্ত্রের বাঁধা ছকে তারা ঠিক চলে নি। তাঁর চরিত্রচিত্রণের প্রধান কথা হলো স্বাভাবিকতা, সজীবতা এবং বিচিত্রতা।

দুষ্যন্ত—সুন্দর শরীরে সুন্দর মন, যে মনে সত্য, সাহস আর সংযমের বসতি—এই হলো রাজা দুষ্যন্ত। পরিভাষা ব্যবহার করলে তাঁকে বলা হবে ধীরোদাত্ত নায়ক।

যৌবনদীপ্ত দুষ্যন্ত মৃগয়ায় দুর্ধর্ষ, সর্বার্থ তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু 'আশ্রমের মৃগ' একথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রশ্মি সংযত করেন তিনি, বিনীতবেশে প্রবেশ করেন আশ্রমে। কিন্তু তাঁর বাসনা-অশ্বের রশ্মি কি তিনি সংযত করতে পারলেন? শেষ পর্যন্ত পারলেন না। সেই প্রভা-তরল জ্যোতির দুর্বার আকর্ষণে হার মানলেন তিনি। নিজে সংযত হবার চেষ্টা তিনি করেছেন ঠিকই, ক্ষত্রিয় কন্যা জেনেই তিনি বাসনাকে উদ্দীপিত হতে দিয়েছেন, পরিহার্য বস্তুতে পৌরবের মন ধাবিত হয় না। তাছাড়া যাঁরা সৎ, সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণের নির্দেশই তাঁদের বড়। 'সৎ' মানে নীতিবোধ যাঁর আছে, যাঁর মন শুভবুদ্ধিতে সজাগ, যাঁর মন পরিশীলিত বা সুসংস্কৃত। হ্যাঁ, দুষ্যন্তের এ সব গুণই আছে, তাই এমন মানুষের প্রবৃত্তি কুপথগামী হয় না।

কিন্তু ঐ শান্ত আশ্রমে এসে চিত্তচাঞ্চল্যকে তিনি দমন করতে পারলেন না, ভবিতব্য বলে যাকে ধরে নিলেন তা কিন্তু দণ্ডের বিধান নির্দিষ্ট করে রাখল তাঁর জন্যে। দুর্বাসার শাপ তো আসলে তাঁরই বিস্মৃতিকে বয়ে আনল।

প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যে দুষ্যন্তচরিত্রের পরিচয়টা ভাল করে ফুটল। রূপকে তিনি অস্বীকার করলেন না, করলেন রূপবতীকে, কারণ—পরিণীতা বলে তিনি তাঁকে মনে করতে পারছেন না। পারিষদদল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে অবাক হলো।

কিন্তু যত দৃঢ়ই হোন তিনি শকুন্তলার চোখের জল আর ঋষি-তনয়দের সুতীব্র ব্যঙ্গ আর তিরস্কার তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলল নিজের সিদ্ধান্তে। দুর্বাশার শাপ সত্য, কিন্তু সত্যের প্রভাবও তো দুর্বার।

স্মৃতি-ফিরে-পাওয়া অশ্রুচোখ দুষ্যন্তকে দেখলাম আর-এক রূপে। অনুতাপের দহনে সোনা হয়ে উঠছেন তিনি। তাঁর শিল্পিসত্তা উঠেছে জেগে। চিত্রে যেন প্রাণসংযোগ করছেন তিনি। ছবি কেবলি ছবি নয়। সানুমতীও অবাক।

কিন্তু শুধু শকুন্তলা নয়, শকুন্তলার সন্তানকেও যে তিনি প্রবলভাবে চান, তাঁর অপুত্রকতার বেদনা বিশেষ ঘটনায় তীব্র হয়ে ওঠে। যার অঙ্গে সন্তানের ধুলো লাগল না ধিক্ সে-অঙ্ককে। একথা তিনি পরে বলেছেন।

মিলনদৃশ্যে তাঁর বিস্মরণকে ব্যাখ্যা করেছেন উপমার আশ্রয়ে। নিজেকে বলেছেন অন্ধ। মালাকে সাপ ভেবে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ যুক্তিতর্ক নয়, আজ শুধু সমর্পণ। দুষ্যন্ত পায়ে পড়েন শকুন্তলার। কালিদাসকে ধন্যবাদ তিনি ধীরোদাত্ত নায়ককে নাট্যশাস্ত্রের ছকে ঢালেন নি, তাঁর ধৈবতের সঙ্গে কোমল রেখাব মিলিয়ে এক অপূর্ব চরিত্ররাগের সৃষ্টি করেছেন।

শকুন্তলা—পাখির পক্ষ-ছায়ায় সে প্রথম লালিত তাই সে শকুন্তলা। কণ্বমুনি তাকে পালন করেছেন, তাই তিনি পালক-পিতা, কিন্তু সমস্ত বনভূমিই তাঁর মাতৃভূমি, তরুলতা, পশুপাখি সবার সঙ্গে সমভাবেই তিনি লালিত। তাই তরুলতায় তাঁর সোদর স্নেহ। তাই লতাকে আলিঙ্গন করেন তিনি, গাছে জল না দিয়ে তিনি জল পান করেন না, ভূষণ ভালবেসেও স্নেহে পাতাটি ছেঁড়েন না। হরিণশিশু তাঁকে আঁচল ধরে টানে, বলে—যেতে দেব না। সমস্ত অরণ্য প্রকৃতি রোদন করে ওঠে তার বিচ্ছেদে। যাবার মুখে হরিণীর নির্বিঘ্ন প্রসবের সংবাদ দিতে বলেন তিনি। বিধাতা অলক্ষ্যে হাসেন—অন্তঃসত্ত্বা তুমি, তোমার নির্বিঘ্ন প্রসবের খবর নেবে কে?

শকুন্তলা সরলা কিন্তু লজ্জাশীলা। লজ্জাই তাঁকে রূপবতী করেছে। পুষ্পবাণ লাগল এই লজ্জাশীলার দেহে। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না তবু। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাছেও নিজে থেকে মনের কথা বলতে পারেন নি তিনি।

শকুন্তলা একা নিজের এক-তৃতীয়াংশ। অনসূয়া-প্রিয়ংবদাই যেন তাঁকে সম্পূর্ণ করেছেন। ওঁরাই যেন শকুন্তলার আসল অভিজ্ঞান। ঐ অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে ছিল না বলেই হয়তো রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ তো তাই বলেছেন।

লজ্জাশীলা হলেও প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে শেষ চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হন নি। রাজাকে কপট বলতেও তাঁর দ্বিধা হয় নি। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ধরিত্রীকে বলেছেন—বিবরং দেহি। পতিচিন্তায় পাপ নেই। কিন্তু পাপ ছিল কর্তব্যচ্যুতিতে। কণ্বমুনি শকুন্তলার উপরেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন অতিথি-পরিচর্যার। অতিথি এলেন, কিন্তু শকুন্তলা পতিচিন্তায় প্রায় সংজ্ঞাহীন। তাই দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দিলেন। বিচ্ছেদের দহনে 'পয়োধরবিস্তারয়িতৃ-যৌবন' রূপান্তরিত হলো পবিত্র তাপসমূর্তিতে। সপ্তম অঙ্কের শকুন্তলা যেন স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি।

—ও কে, মা ?

—বাছা, নিজের অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

এই ছোট্ট জবাবটুকুর মধ্যে দিয়েই বলা হলো অব্যক্ত ইতিহাসটি।

শকুন্তলার আসল পরিচয়টি পরিহাসচ্ছলে কিন্তু দুষ্যন্তই দিয়েছিলেন—দ্বাবপি যুবামারণ্যকৌ—হরিণ শিশু আর তুমি দুজনেই যে আরণ্যক, তাই তুমি ডাকলে যে কাছে আসবে এতে আর অবাক হবার কী আছে ?

দুষ্যন্তকে একথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন শকুন্তলা। দুষ্যন্ত তাঁর নিজের কথা নিজেই ভুলে বসেছিলেন, আমরা কিন্তু ভুলব না—শকুন্তলা তপোবন-প্রকৃতির কন্যা, তাই তপোবন থেকে তিনি তপোবনেই আশ্রিতা হয়েছিলেন, মাঝে ছিল ক্ষণিকভ্রান্তির দুঃসহ দহনের মরুপ্রান্তর।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা—এঁদের কথা এক সঙ্গেই বলতে হয়, কারণ আলাদা করে এঁদের ভাবাই যায় না। তফাত তো আছেই, অনসূয়া হয়তো একটু ভাবনা-চিন্তা করে কথা বলতে পারেন বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, প্রিয়ংবদা হয়তো একটু বেশি আবেগপ্রবণ। বাক্‌পটু হলেও অনসূয়ার মতো কাজের কথা হয়তো তিনি চট্‌ করে ভাবতে পারেন না। কিন্তু এসব পার্থক্য মনেই পড়ে না যখন দেখি শকুন্তলার জন্যে এঁরা নিজেদের কী আশ্চর্যভাবে ভুলতে পারেন। শকুন্তলার দুর্দৈব প্রশমনের জন্যে এঁদের কী ঐকান্তিক চেষ্টা। অগ্নিশর্মা ঋষিকে শাপ ফিরিয়ে নেবার জন্যে কী অসাধ্য সাধনা ! বুকে আগুন চেপে শকুন্তলার বিদায়-আয়োজনকে পূর্ণ করবার কী নিবিড় আকুতি।

—সখী, বনতোষিণীকে তোদের হাতে দিয়ে গেলাম।

—কিন্তু আমাদের কার হাতে দিয়ে গেলি ?

বাঁধভাঙা কান্নাকে এই প্রশ্নের মধ্যে সংহত করেছেন দুই সখী। কণ্বমুনি অবশ্য এঁদের কথাও ভাবেন—'ইমে অপি প্রদেয়ে।' কিন্তু তাঁদের কী হলো পরে আমরা জানি না। নাটকে তার প্রয়োজনও নেই, তবু শকুন্তলাকে যাঁরা পূর্ণ করে রেখেছিলেন, সেই আত্মভোলা দুই তরুণী তাপসীর জন্যে আমাদের অশ্রুসজল হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ এঁদের বলেছেন কাব্যের উপেক্ষিতা। সত্যিই তাই। তবু মনে হয় আমাদের কল্পনার উপর কালিদাসের হয়তো অবিশ্বাস ছিল না। তাই অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে আমাদের হৃদয়মঞ্চেই রেখে দিয়েছেন, নাট্যমঞ্চে আনেন নি। ভালই হয়েছে, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দুঃখ হয়তো আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু সেই সংবাদ শুনে অনসূয়া প্রিয়ংবদার বিদীর্ণ হৃদয়ের ছবি যদি কালিদাসের লেখনীতে রূপায়িত হতো আমরা তা সহ্য করতে পারতাম না।

মহর্ষি কণ্ব—মহর্ষি কণ্ব সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ পেলাম মুনিতনয়ের মুখে : শকুন্তলার প্রতিকূল দৈব প্রশমিত করার জন্যে সোমতীর্থে গিয়েছেন তিনি ! পালিতকন্যা শকুন্তলার জন্যে তিনি চিন্তিত। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ভাষায় শকুন্তলা কণ্বের জীবন-সর্বস্ব। আশ্চর্য ঔদার্য তাঁর। শকুন্তলা স্বেচ্ছায় দুষ্যন্তকে পতিত্বে বরণ করেছেন তা জানতে পেরে তাঁর দুঃখ বা ক্ষোভ হয় নি, তিনি প্রসন্ন চিত্তে তা অনুমোদন করেছেন ; বলেছেন, 'ধূমাকুল চোখ হলেও তাপসের ঘৃতাহুতি

অগ্নিতেই সমর্পিত হয়েছে।' কন্যাকে পুষ্পসজ্জায় সাজানোর জন্যে তিনি নিজে আদেশ দিয়েছেন 'শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমমাহর'।

শকুন্তলার বিচ্ছেদে মহর্ষির চোখেও জল! তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, কন্যাবিচ্ছেদে বনবাসী তাপসেরই যদি এ-অবস্থা হয় তাহলে গৃহীরা না জানি কী দারুণ দুঃখ ভোগ করেন!

মহর্ষি বনবাসী কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। শকুন্তলা পরিণীতা একথা জানবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাঁকে পতিগৃহে পাঠাবার আয়োজন করলেন, শকুন্তলাকে তিনি যে উপদেশ দিলেন তাতে সংসার সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়টি ফুটে ওঠে! বিচ্ছেদ-কাতরা শকুন্তলাকে তিনি যখন বলেন, 'সংসারে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হযে, নানা গুরুতর কাজে ব্যস্ত থেকে সন্তানের জননী হয়ে আমার বিরহজনিত দুঃখ তুমি ভুলেই যাবে', তখন মনে হয় কাশ্যপ সংসারেরই মানুষ, তপোবনের নয়। দুষ্যন্তের প্রতি তাঁর বার্তাটিতে দেখি তাঁর গভীর ন্যায়বোধ। নিজের কন্যা বলে শকুন্তলার জন্যে দুষ্যন্তের কাছে তিনি বেশি অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেন না, অন্য মহিষীদের সঙ্গে তিনি তাঁকে সমদৃষ্টিতে দেখুন এই তাঁর নির্দেশ। এরপর চরিত্রমাধুর্যে যদি শকুন্তলা কোন বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিতা হন, স্বজনেরা তাতে আনন্দিতই হবেন, কিন্তু সেটা নিয়তির কথা, বধূ-বন্ধুদের, আগে থেকে বলবার কথা নয়—ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ভবিষ্যৎজীবন সম্বন্ধেও যে তিনি উদাসীন নন তা বোঝা যায় ওঁদের সম্বন্ধে তাঁর একটি ছোট্ট কথায়—'ইমে অপি প্রদেয়ে'।

মহর্ষি কাশ্যপ এক আশ্চর্য চরিত্র। তিনি স্বাধীন-কুশল-তপস্বী, কিন্তু শুষ্ক সন্ন্যাসী নন। প্রকৃতির দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। শকুন্তলাকে বিদায় দিতে তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন তরুদের কাছ থেকে, পাখির ডাক শুনে তাকে সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর বলে মনে করেন। ভূমার দিকেই তাঁর হাত বাড়ানো, কিন্তু ভূমিকে তিনি ভোলেন নি।

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত—অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি, শার্ঙ্গরব-শারদ্বতও তাই। দুজনেই কণ্বশিষ্য। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সমপ্রাণা হলেও এক ছাঁচে ঢালা নয়, শার্ঙ্গরব শারদ্বতও তেমনি তপোবান্ধব সতীর্থ হলেও দুজনের চারিত্রিক বৈষম্য লক্ষণীয়।

চতুর্থ অঙ্কে শুধু শার্ঙ্গরবকেই পাচ্ছি। নেপথ্যে ধ্বনিত হলো:

গৌতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায় ('গৌতমি, শার্ঙ্গরবদের বলো শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে)

বলা বাহুল্য, এ কণ্বের কণ্ঠ। যাত্রার আয়োজনের সময় আরও একবার তিনি বললেন, 'শার্ঙ্গরব কোথায়?'

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 'শার্ঙ্গরবই শিষ্যদের মধ্যে প্রধান! দুষ্যন্তকে তাঁর আদেশ জানাবার ভার তিনি শার্ঙ্গরবের উপরই দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করে শার্ঙ্গরব নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে শার্ঙ্গরবের কথাগুলো তাঁর প্রবীণতা এবং অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। শকুন্তলাকে

বিদায় দিতে সকলেই যখন তাঁর সঙ্গে চলছিলেন তখন শার্ঙ্গরব বললেন, উদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্। অত্র সংদিশ্য প্রতিগন্তুমর্হতি (স্নেহপাত্রকে কোন জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া উচিত এমন শোনা যায়। আমরা তো সরোবরের তীরে এসেছি! এইখানেই প্রয়োজনীয় আদেশাদি দিয়ে আপনি ফিরে যান)। কণ্বমুনি তাঁর কথা মেনে নিয়ে বললেন, তাহলে এই ক্ষীরগাছের ছায়ায় দাঁড়ানো যাক।

মুনি যখন বললেন, আমরা বনবাসী বটে, তবে লৌকিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নই, তখন শার্ঙ্গরব বললেন—ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম (যাঁরা ধীমান তাঁদের অজ্ঞাত কিছু নেই) এ তো প্রজ্ঞার কথা।

পঞ্চম অঙ্কে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত দুজনেই আছেন। রাজগৃহে এসে তাঁদের প্রতিক্রিয়া দুজনে দুভাবে প্রকাশ করলেন। শার্ঙ্গরব বললেন তাঁর জনাকীর্ণ রাজগৃহ দেখে মনে হচ্ছে যেন তাতে আগুন লেগেছে। আর শারদ্বত বললেন, তৈলাক্তকে দেখে স্নাতের, অশুচিকে দেখে শুচির, জাগ্রতকে দেখে সুপ্তের, বদ্ধকে দেখে স্বৈরগতির যে রকম মনের অবস্থা হয় তাঁরও তাই হয়েছে। একজনের কথায় আশ্রমের নির্জনতালব্ধ শান্তির ইঙ্গিত, আর একজনের কথায় শুচিতার। দুজনের কথায় শুচিতার। দুজনের বক্তব্যকে মেলালেই আমরা নাগরিক আর আরণ্যক জীবনের মৌলিক পার্থক্যটাকে উপলব্ধি করতে পারি।

পঞ্চম অঙ্কের প্রত্যাখ্যানদৃশ্যে শার্ঙ্গরবকে দেখি উত্তেজিত। রাজাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে তিনি কুণ্ঠিত নন, তীব্র ব্যঙ্গাত্মক তাঁর কথা:

চোরের চুরি করা ধন যা সে নিয়ে যেতে পারেনি তাই তার সামনে এনে ধরা হয়েছে, এখন চোর কিনা সাধু সাজছে!

আজন্ম শঠতা যে জানল না, তার কথাই হল অবিশ্বাস্য আর ছল-কপটতার বিজ্ঞান যারা অধ্যয়ন করেন তাদের কথাই কিনা সত্য!

কী তীব্র আক্রমণ! কী তীব্র ব্যঙ্গ!

শারদ্বত কিন্তু অনেক ধীর এবং বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন। কথা কাটাকাটি করাটা তার পছন্দ নয়। তিনি বললেন, আমরা গুরুর আদেশ পালন করছি। এখন রইলেন শকুন্তলা। তাঁকে তিনি গ্রহণ করুন না করুন, সে তাঁরই ইচ্ছা:

শারদ্বত! কিমুত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ। প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্।

কিন্তু শার্ঙ্গরবের ক্রোধ তো অন্যায় নয়, এ ক্রোধ নৈতিক। কালিদাসের ভাষাতেই বলা যেতে পারে উষ্ণত্বমগ্ন্যাতপসম্প্রযোগাৎ শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য—জলের প্রকৃতিতে আছে শৈত্য, কিন্তু তাপ দিলে তাতে উষ্ণতা দেখা যায়। শার্ঙ্গরবও ধীর, স্থির, কিন্তু রাজার আচরণ তাঁকে উত্তপ্ত করেছে।

শার্ঙ্গরব অত্যন্ত দুঃখে একটি কথা বলেছিলেন—

অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ। এ কথা কি আজকের সমাজেও প্রযোজ্য নয়?

বিদূষক মাধব্য—'হায়! মৃগয়াপাগল রাজার বন্ধু হয়ে কী কষ্টই না ভোগ করছি!' —দ্বিতীয় অঙ্কের উদ্বোধনেই আমরা মাধব্যকে পেলাম। মৃগয়া থেকে রাজাকে নিবৃত্ত করার ফন্দি আঁটছেন তিনি:

অঙ্গভঙ্গ বিঅলো বিঅ চিট্‌ঠিস্‌সং।
জই এব্বং বি ণাম বিস্‌সমং লহেঅং—

হাত-পা যেন অনড় এই ভাব দেখিয়ে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তাতে যদি একটু বিশ্রাম পাই!

শকুন্তলার কথা ইতিমধ্যেই শুনেছেন তিনি। এও এক সমস্যা। * তাঁর ভাষায়ঃ গণ্ডস্‌স উবরি পিণ্ডও সংবুত্ত (গোদের উপর বিষফোঁড়া)। কারণ রাজা আর রাজধানী ফেরবার নাম করছেন না।

বিদূষককে একনজরে চিনে নিতে ভুল হয় না। কৌতুক কথায় তিনি প্রথমেই পাঠকের মন জয় করেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে তার রঙ্গপ্রিয় মেজাজটা আরও সুন্দর ফোটে! রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গায়ের ব্যথার কারণ কী?' মাধব্য বললেন, 'নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন চোখে জল গড়াচ্ছে কেন?'

রাজা সকলকে চলে যেতে বলে (মাধব্যের ভাষায় 'শেষ মাছিটি পর্যন্ত তাড়িয়ে') মাধব্যের কাছে শকুন্তলা প্রসঙ্গ তুললেন! তিনি মন্তব্য করলেনঃ খেজুর খেতে-খেতে মুখে অরুচি হলে মুখ বদলাবার জন্যে তেঁতুল খেতে যেমন সাধ হয় আপনারও তেমনি।—এ-মন্তব্যে একটা রূঢ় সত্য হাসির প্রলেপ পেল। মাধব্যের উপমান-নির্বাচনে ভোজনরসিক মানুষটাকেও আমরা পেলাম (আলঙ্কারিকরা বলেন বিদূষককে একটু পেটুক হতে হবে)।

মাধব্যের কৌতুককথা শোনবার জন্যেই রাজা তাকে ডাকেন না, তাঁর কাছে পরামর্শই চানঃ আর-একবার কোন্ ছুতো করে আশ্রমে যাওয়া যায়? শুধু তাই নয় তাঁকে রাজার প্রতিনিধিত্বও করতে হলো। আশ্রমের বিঘ্ন-দমনে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে অথচ মায়ের আহ্বানে রাজধানীতেও তো তাঁর যাওয়া প্রয়োজন। রাজা বিদূষককেই ভ্রাতৃকৃত্য করতে অনুরোধ করেন। সানন্দে সম্মত হন তিনিঃ 'তা হলে যুবরাজের মতোই যাব আমি।' ভাগ্যিস্ গেলেন মাধব্য, শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়-ব্যাপারটিতে যেন সাহায্যই করলেন অনুপস্থিতি দিয়ে। আর যেহেতু ব্যাপারটাকে রাজা 'পরিহাসবিজল্পিতং' বলেছেন তাই অন্তঃপুরে রটনারও তো আর ভয় নেই। পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকার কাছেও যেতে হলো তাঁকে, না হলে প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটিতে রাজাকে যদি মনে করিয়ে দেন মাধব্য। ষষ্ঠ অঙ্কে মাধব্যই হলেন মাতলির আক্রমণস্থল, তা না হলে যে দুষ্যন্ত উদ্দীপিত হন না ক্রোধে। দেখা যাচ্ছে বিদূষককে দিয়ে নাট্য প্রয়োজন সিদ্ধ করে নিচ্ছেন নাট্যকার। তাই অভিজ্ঞানশকুন্তলমের বিদূষক রাজার ভাঁড়ই নন শুধু, রাজাকে নানাভাবে সাহায্য করে নাট্যগতিকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করেছেন তিনি!

সহজ কথা যায় না লেখা সহজে

কালিদাস যে অনায়াসে ঠিক কথাটি বলতে পারেন তার পিছনে আছে কঠিন সাধনা। অল্পের মধ্যে বহুকে ধরতে, বাক্যের দেহ ছাপিয়ে আত্মাকে প্রকাশ

করতে তার জুড়ি মেলা ভার। 'অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্' 'আলিখিত ইব' 'সর্বঃ রক্ষঃ', 'কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্' 'অয়ে লব্ধং নেত্রনির্বাণম্', 'চক্ষুষা পরিষ্বজমান ইব' ইত্যাদি অসংখ্য টুকরো কথা কখনও দুঃখে, কখনও কৌতুক কটাক্ষে, কখনও বা বোধের অতলতায় প্রবচন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সামান্য' দিয়ে 'বিশেষ'কে এবং 'বিশেষ' দিয়ে 'সামান্য'কে সমর্থন করে কবি এই নাটকে যে-সব সুবচন ব্যবহার করেছেন তাতে বক্তব্যের সঙ্গে বাচনভঙ্গির মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। এইসব সুবচনের একটি বর্ণানু-ক্রমিক তালিকা দেওয়া হলো। কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে কালিদাসের বাণীকে তুলনা করেছেন মধুররসার্দ্র মঞ্জরীর সঙ্গে। আমরা কালিদাসের ভাষাতেই বলি সে-মঞ্জরী যথার্থই 'শ্রোত্র-পেয়'।

বর্ণানুক্রমে এ-নাটকের কিছু সুভাষিত

অতিস্নেহঃ পাপশঙ্কী (অতিস্নেহ খারাপটাই আগে ভাবে)।

(অথবা) ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র (ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্র)।

অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি (শ্রেয় অলঙ্ঘ্য)।

অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্ (পরস্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়)।

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব (কন্যা পরের ধনই বটে)।

অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ (জনশাসনে যাঁরা নিযুক্ত তাদের বিশ্রাম নেবার উপায় নেই)।

অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ (কামীদের মনোবৃত্তি কায়কৃত চেষ্টাকে অনুকরণ করে)।

অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ (প্রার্থিতবিষয়ের সিদ্ধি কী বিঘ্নময় !)।

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ (বিদ্বজ্জনের সন্তুষ্টি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ প্রয়োগকৌশলকে সুপ্রযুক্ত মনে করি না)।

ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি (প্রিয়জনের প্রবাস-জনিত দুঃখ নারীদের পক্ষে সহ্য করা অত্যন্ত সুকঠিন)।

উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা (মহতের প্রার্থনা ঊর্ধ্বসঞ্চারিণী)।

উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ (মানুষেরা উৎসবপ্রিয়)।

উদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্যঃ। (স্নেহাস্পদকে জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হয়)।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা কৌতুহলকে নাশ করে)।

ক ইদানীং শরীরনির্বাপয়িত্রীং শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি (কে আর শরীরের তাপনাশিনী শারদীয় জ্যোৎস্নাকে আচ্ছাদনে আড়াল করে)।

কষ্টং খল্বনপত্যতা (নিঃসন্তানতা সত্যিই কষ্টকর)।

কামী স্বতাং পশ্যতি (কামীরা সবকিছু মনের মতো করেই দেখে)।

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ (যাদের আকৃতি সুন্দর কী তার অলঙ্কার নয় ?)।

কো নামোষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি (কে আর উষ্ণোদকে নবমল্লিকা সেচন করে ?)।

কোঽন্যো হুতবহাদ্দগ্ধুং প্রভবতি (আগুন ছাড়া আর দগ্ধ করবে কে ?)।

গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডিকা সংবৃত্তঃ (এ যে দেখি গোদের উপর বিষফোঁড়া !)।

গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া (গুণবানকেই কন্যাদান করা উচিত)।

গুর্বপি বিরহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহয়তি (বিচ্ছেদ দুঃখ গুরুতর হলেও আশার বন্ধনই তা ধারণ করে থাকে)।

চূতকলিকাং দৃষ্টৈবোন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি (আমের মুকুল দেখে কোকিলা উন্মুখ হয়)।

ছায়া ন মূর্ছতি মলোপহতপ্রসাদে শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা (মালিন্যযুক্ত কোন কিছুতেই প্রতিবিম্ব পড়ে না, নির্মল দর্পণতলেই তা সহজে পড়ে)।

জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নিঃ (ইন্ধনকে চালিত করলেই অগ্নি জ্বলে ওঠে)।

তমস্তপতি ঘর্মাংশো কথমাবির্ভবিষ্যতি (সূর্য যখন ভাস্বর তখন অন্ধকার কি করে আসবে ?)।

ত্রিশঙ্কুরিবান্তরালে তিষ্ঠ (ত্রিশঙ্কুর মতো মাঝখানে থাকো)।

ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং দুহিতরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ (মা-বাবা স্বামীর বিচ্ছেদ-দুঃখে দুঃখিত কন্যার দিকে তাকাতেই পারেন না)।

ন খলু ধীমতাং কশ্চিদবিষয়ো নাম (যাঁরা ধীমান তাঁদের অজানা কিছুই নেই)।

ননু প্রবাতেঽপি নিষ্কম্পা গিরয়ঃ (প্রবল বাতাসেও গিরিগুলো নিষ্কম্পা)।

ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ (ধরাতল থেকে প্রভাতরল জ্যোতি উদিত হয় না)।

লব্ধাবসরোপসর্পণীয়া রাজানঃ (রাজারাজড়ার কাছে সুযোগ বুঝে যেতে হয়)।

প্রায়ঃ স্বমহিমানং ক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জন্তুঃ বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ (শিক্ষিতদের চিত্ত সবল হলেও নিজেদের উপর তাদের প্রত্যয় থাকে না)।

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ (নম্রতরুরা ফলাগমে নুয়ে পড়ে)।

ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি (জন্মান্তরের সৌহার্দ্য ভাব বা বাসনায় সংহত হয়ে থাকে)।

মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ (মনোরথগুলো হলো কেবল পার ভেঙে পড়ার মতো)।

রাজরক্ষিতানি তপোবনানি নাম (তপোবন রাজাদের রক্ষণীয়)।

লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ (যে চায় সে শ্রীকে নাও পেতে পারে, কিন্তু শ্রী যা চান তা তাঁর দুর্লভ হয়ে ওঠে না)।

বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে (খোঁচা দিলে সাপ ফণা তোলে)।

বিবক্ষিতং হ্যনুক্তমনুতাপং জনয়তি (যা বলার তা না বলতে পারলে অনুতাপ হয়)।

বিকারং খলু পরমার্থতোঽজ্ঞাত্বা নারম্ভঃ প্রতীকারস্য (বিকারের কারণ ঠিক ঠিক না জানলে প্রতীকারের চেষ্টা করা যায় না)।

বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম (বিনীত বেশেই তপোবনে প্রবেশ করা উচিত)।

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ (সজ্জনদের সংশয়ের ক্ষেত্রে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রধান)।

সর্বঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি (সকলেই নিজের লোককে সুন্দর দেখে)।

সর্বঃ প্রার্থিতমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ (সবাই প্রার্থিত লাভ করে সুখী হয়)।

সর্বঃ স্বগন্ধেষু বিশ্বসিতি (সবাই নিজের লোকদের বিশ্বাস করে)।

সহজং কিল যদ্বিনিন্দিতং ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্ (যা সহজাত, নিন্দিত হলেও সে-কাজ বর্জনীয় নয়)।

সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদ্যবতরতি (সাগর ত্যাগ করে কোথায় বা মহানদী অবতরণ করে)।

সিধ্যন্তি কর্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্ (ভৃত্যেরা যে মহৎ কাজে সিদ্ধি লাভ করে, তা প্রভুদের সম্ভাবনাগুণেই করে থাকে)।

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্ (মেয়েদের পটুতা শিক্ষানিরপেক্ষ)।

স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি (প্রিয়জনদের মধ্যে দুঃখ ভাগ করে নিলে সে দুঃখ সহনীয় হয়)।

স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ (সিদ্ধিমান্ পুরুষদের কুশল তাঁদের ইচ্ছাধীন)।

হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ (হাঁস দুধটুকুই খায়, দুধমেশানো জল ত্যাগ করে)।

কুশীলব

পুরুষ চরিত্র

দুষ্যন্ত	—	হস্তিনাপুরের রাজা
মাধব্য (বিদূষক)	—	রাজার ভাঁড়
সর্বদমন (ভরত)	—	রাজার শিশুপুত্র
সোমরাত	—	রাজপুরোহিত
সূত	—	রাজসারথি
বাতায়ন	—	কঞ্চুকী
রৈবতক	—	দ্বাররক্ষী
শ্যাল	—	নগররক্ষীদের প্রধান
সূচক ও জানুক	—	দুজন নগররক্ষী
করভক	—	রাজমাতার দূত
ভদ্রসেন	—	সেনাপতি
বৈতালিকদ্বয়	—	
কাশ্যপ (কণ্ব)	—	আশ্রমপ্রধান মহর্ষি, শকুন্তলার পালকপিতা
শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস, গৌতম, নারদ	—	মহর্ষির শিষ্য
মারীচ	—	দেবর্ষি, দেব ও দানবের পিতা
গালব	—	কাশ্যপশিষ্য
সূত্রধার	—	নাট্যপরিচালক

স্ত্রী-চরিত্র

শকুন্তলা—নায়িকা, বিশ্বামিত্র-মেনকার কন্যা, কাশ্যপের পালিত কন্যা
অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা—শকুন্তলার দুই সখি
গৌতমী—কণ্বমুনির আশ্রমের প্রধানা তাপসী
অদিতি—মারীচপত্নী, দেব ও দানবের মাতা
সানুমতী—অপ্সরা, শকুন্তলা বান্ধবী
পরভৃতিকা ও মধুরিকা—দুষ্যন্তের দুজন উদ্যানপালিকা
চতুরিকা—রাজ-পরিচারিকা
যবনী—রাজার মৃগয়া-কালীন পরিচারিকা
প্রতিহারী—দ্বার-রক্ষিণী
নটী—সূত্রধারপত্নী

উল্লিখিত চরিত্র

ইন্দ্র	—	দেবরাজ
জয়ন্ত	—	ইন্দ্রপুত্র
কৌশিক	—	বিশ্বামিত্র, শকুন্তলার পিতা
দুর্বাসা, নারদ	—	ঋষি
মার্কণ্ডেয়	—	ঋষিপুত্র, সর্বদমনের খেলার সাথী
পিশুন	—	প্রধানমন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ
বৃদ্ধশাকল্য	—	মারিচাশ্রমের বৃদ্ধ তাপস
পৌলোমী	—	ইন্দ্রপত্নী
মেনকা	—	অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা
হংসপদিকা, বসুমতী	—	দুষ্যন্তপত্নী, দুষ্যন্ত জননী

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

প্রথম অংক

যে-মূর্তি বিধাতার প্রথম সৃষ্টি (জল), যে-মূর্তি বিধিমতে আহুত ঘৃত (দেবতাদের কাছে) বহন করে (অগ্নি), যে-মূর্তি স্বয়ং হোতা, যে-মূর্তি দুটি দিন ও রাত দুই কালকে নির্দিষ্ট করে (সূর্য ও চন্দ্র), শব্দগুণ যে-মূর্তিটি সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে আছে (আকাশ), যে-মূর্তিকে সমস্ত প্রাণীর উৎস বলা হয় (পৃথিবী), যে-মূর্তির জন্যে সমস্ত প্রাণীরা প্রাণবান (বায়ু), প্রত্যক্ষ সেই আটটি মূর্তিতে পরিচিত শিব তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন ![1]

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধার—(নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) আর্যে, যদি বেশ-রচনা শেষ হয়ে থাকে তাহলে এদিকে এসো !

(প্রবেশ করে)

নটী—আর্যপুত্র, এই-যে আমি।

সূত্রধার—আর্যে, প্রেক্ষাগৃহে প্রধানত গুণিজনেরাই সমবেত হয়েছেন। আজকে তো আমরা কালিদাসের লেখা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামে নতুন নাটক উপহার দেবো তাঁদের। তাই প্রত্যেক অভিনেতার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

নটী—আপনার নিপুণ তত্ত্বাবধানে কোথাও তো কিছু ত্রুটি নেই।

সূত্রধার—আর্যে, তোমাকে সত্যি কথা বলি। যতক্ষণ না বিশ্বজ্জন পরিতুষ্ট হচ্ছেন ততক্ষণ প্রয়োগকৌশলকে যথাযথ বলে মেনে নিতে পারব না। শিক্ষিতের মনে যত জোরই থাকুক নিজের উপর অবিশ্বাস কিছুটা থাকবেই।

নটী—সত্যি তাই। তাহলে এরপর কী করব তার নির্দেশ দিন।

সূত্রধার—এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে শ্রুতিমধুর কিছু পরিবেশন করা ছাড়া আর কীইবা বলার আছে! তাই সদ্য-সমাগত উপভোগ্য গ্রীষ্মকালকে অবলম্বন করে গান করো। এই সময়ে দিনগুলি শেষের দিকে খুবই রমণীয়, যখন জলে অবগাহন অত্যন্ত সুখকর, বনবায়ু পাটলফুলের সংসর্গে সুরভিত, ঘন ছায়ায় সহজেই ঘুম আসে।[2]

নটী—গাইছি তাহলে— (গান ধরলেন)

মৌমাছিরা একটু-একটু করে চুম্বন করে যাচ্ছে এমন কোমল-পরাগ শিরীষফুল-গুলোকে মেয়েরা আলতোভাবে তুলে নিয়ে অলংকার হিসেবে কানে দিচ্ছে।

সূত্রধার—আর্যে! চমৎকার গেয়েছ। কী আশ্চর্য। শ্রোতৃবর্গের মন গানের সুরে বাঁধা পড়েছে, সমস্ত রঙ্গভূমি যেন চিত্রপটে আঁকা। তাহলে এখন কোন্ প্রকরণ অবলম্বনে (নাটকের বিশেষ একটি শ্রেণী) এঁদের পরিতুষ্ট করব ?

নটী—কেন, আপনি তো প্রথমেই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নামে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবার আদেশ দিলেন !

সূত্রধার—আর্যে ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। এই মুহূর্তে আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম।[3] কারণ—

দ্রুত ধাবমান এই সারঙ্গ (মৃগ) যেমন রাজা দুষ্যন্তকে দূরে ছুটিয়ে নিয়ে গেল,

তোমার গানের মনোহারী সারঙ্গ-রাগও[৪] আমাকে তেমনি প্রসঙ্গ থেকে সবলে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

(প্রস্তাবনা)

(তারপর রথে করে ধনুর্বাণ হাতে মৃগের অনুসরণ করতে-করতে রাজার প্রবেশ এবং সেই সঙ্গে সারথির প্রবেশ।)

সূত—আয়ুষ্মন্, আপনি ধনুকে বাণ জুড়ে কৃষ্ণসার মৃগের দিকে চেয়ে আছেন, এই মৃগকে এইভাবে অনুসরণ করতে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সাক্ষাৎ পিনাকপাণি[৫] শিবকেই দেখছি।

রাজা—সারথি! এই সারঙ্গ আমাদের অনেক দূর আকর্ষণ করে এনেছে। এ-দেখি এখন সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে রথের দিকে চোখ রেখে-রেখে কেবলই ছুটে চলেছে, তীর এসে লাগবার ভয়ে শরীরের পিছনের দিকটা অনেকখানি আগের দিকটায় কুঁকড়ে এনেছে, পরিশ্রমে হাঁ-করা মুখ থেকে খসে-পড়া আধোচিবানো ঘাসে পথ ছেয়ে গেছে। দেখ খুব জোরে-জোরে লাফিয়ে ওঠায় শূন্যেই বেশি করে চলছে, মাটিতে চলছে না বললেই হয়। আমি একে অনুসরণ করে চলেছি তবু একে কেন দেখাই যাচ্ছে না বল তো?

সারথি—আয়ুষ্মন্, জমিটা উঁচুনিচু বলে আমি লাগাম টেনে রথের গতি থামিয়ে এনেছি। এই জন্যে হরিণটার দূরত্ব গিয়েছে বেড়ে। এখন আপনি সমভূমিতে এসে পড়েছেন বলে হরিণটার নাগাল পেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

রাজা—লাগাম ছাড় তাহলে।

সূত—তাই ছাড়ছি মহারাজ। (রথের গতিবেগ দেখে) মহারাজ দেখুন, দেখুন, লাগাম ছাড়ায় শরীরের সামনের দিকটা সম্পূর্ণ মেলে দিয়েছে ঘোড়াগুলো, ওদের মাথার কেশরপ্রান্তগুলো একেবারেই কাঁপছে না, নিস্পন্দ কানগুলো খাড়া হয়ে আছে। ওদের নিজেদের চলার বেগে যে ধুলো উড়ছে তা পিছনেই পড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে হরিণটার গতিবেগ সহ্য করতে না পেরেই যেন ওরা ছুটে চলেছে।[৬]

রাজা—সত্যি, ওরা সূর্য আর ইন্দ্রের অশ্বকেও যেন (গতিবেগে) ছাড়িয়ে চলেছে। রথবেগে যা দেখতে খুব ছোট বলে মনে হচ্ছে হঠাৎ তা বেশ বড় দেখাচ্ছে, যা সত্যিই ছাড়া-ছাড়া তাকে মনে হচ্ছে গায়ে-গায়ে লেগে থাকা, যা আসলে বাঁকা তাকে দেখে মনে হচ্ছে সোজা। মুহূর্তের জন্যেও কোন-কিছুই আমার দূরে নেই, পাশেও পাচ্ছি না। সারথি, এই আমি একে মারছি দেখ।

(শরসন্ধান অভিনয় করলেন)

(নেপথ্যে) রাজন্, এ-আশ্রমের মৃগ। একে মারবেন না, মারবেন না।

সারথি—(শুনে এবং দেখে) মহারাজ, এই কৃষ্ণসার মৃগ আর আপনার বাণনিক্ষেপের নাগালের মাঝখানে তপস্বীরা এসে পড়েছেন।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) তাহলে ঘোড়া থামাও।

সারথি—এই থামিয়েছি। (রথ থামালেন)

(তারপর দুজনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন এক তপস্বী) তপস্বী (হাত উঠিয়ে)—তুলোর পাঁজায় আগুন দেবার মতো মৃগের কোমল দেহে তীর ছুঁড়বেন না।

কোথায় এই হরিণশিশুদের নিতান্ত ক্ষণিক জীবন আর কোথায় আপনার বজ্রকঠিন তীক্ষ্ণ বাণ! তারই লক্ষ্যে স্থির আপনার বাণ সংবরণ করুন।[৭] আর্তদের রক্ষা করবার জন্যেই আপনাদের অস্ত্র, নির্দোষকে আঘাত করবার জন্যে নয়।[৮]

রাজা—এই বাণ সংবরণ করলাম। (তাই করলেন)

তপস্বী—পুরুবংশপ্রদীপ আপনার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক। যে আপনার পুরুবংশে জন্ম তাঁর পক্ষে এই তো যথাযোগ্য আচরণ। আপনি এই রকম গুণান্বিত পুত্র লাভ করুন যিনি ক্ষমতায় হবেন একচ্ছত্র।[৯]

রাজা—(প্রণাম করে)। আশীর্বাদ মাথায় নিলাম।

তপস্বী—রাজন্, আমরা সমিধ্ সংগ্রহে বেরিয়েছি। ওই কুলপতি কাশ্যপের মালিনী-তীরবর্তী আশ্রম, না-হয় আপনি আশ্রমে প্রবেশ করে অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন। তা ছাড়া, বাধাবিঘ্ন নিবারিত হওয়ায় তপস্বীদের যে-যাগযজ্ঞ রম্যরূপ নিয়েছে তা দেখে জানবেন—ধনুর্গুণের আঘাতে চিহ্নিত আপনার বাহু জন-পালনে কতটা সফল হয়েছে।

রাজা—কুলপতি কি এখানে ?

তপস্বী—সম্প্রতি কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথিসেবার ভার দিয়ে এঁরই প্রতিকূল দৈব প্রশমিত করবার জন্যে সোমতীর্থে গিয়েছেন।[১০]

রাজা—যাই, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি তাহলে। তিনিই মহর্ষিকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা জানাবেন।

তপস্বী—তাহলে যাচ্ছি আমরা (শিষ্যদের নিয়ে প্রস্থান)।

রাজা—সারথি! ঘোড়া ছোটাও। পুণ্যাশ্রম দর্শন করে নিজেদের পবিত্র করি।

সূত—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (আবার রথবেগ দেখতে লাগলেন)।

রাজা—(চারদিক তাকিয়ে) সারথি, না বললেও বেশ বোঝা যাচ্ছে এ-হচ্ছে তপোবনের পরিধি।

সূত—কী করে ?

রাজা—দেখছ না, এখানে শুকপাখিদের কোটরের মুখ থেকে গাছের নিচে ঝরে পড়ছে নীবার ধান। কোথাও কোনও মসৃণ পাথরের খণ্ডগুলো বলে দিচ্ছে এখানে ইঙ্গুদীফল ভাঙা হয়। (কেউ কোন ক্ষতি করবে না) এমন বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ায় হরিণেরা সরে যাচ্ছে না, (রথের) শব্দ সহ্য করছে। বল্কলের প্রান্ত থেকে ঝরে-পড়া জলের রেখায় অঙ্কিত হয়েছে জলাশয়ের পথ।

সারথি—সবই ঠিক।

রাজা—(একটু ভিতরে গিয়ে) তপোবনবাসীদের যেন ব্যাঘাত না হয়। এখানেই রথ থামাও, নেমে পড়ি।

সারথি—লাগাম ধরেছি। আপনি অবতরণ করুন, মহারাজ।

রাজা—সারথি, বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করা উচিত। এগুলো ধরো তো। (সারথির কাছে অলঙ্কার ও ধনুক দিয়ে) সারথি, যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা করে আমি না ফিরি ততক্ষণ ঘোড়াগুলোর পিঠ জলে ভেজাও।

সারথি—তাই করছি। (প্রস্থান)

রাজা—(পরিক্রমা করে এবং দেখে) এইটি আশ্রমের দ্বার। যাই, প্রবেশ করি! (প্রবেশ করে, বিশেষ একটি লক্ষণ সূচিত করে) এই আশ্রমের পরিবেশ শান্ত (নাম ও গুণ প্রধান) কিন্তু আমার বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে এর ফল (সম্ভাবনা) কোথায় ? অথবা ভবিতব্যের দ্বার বোধহয় সর্বত্র (উন্মুক্ত)।

(নেপথ্যে—এদিকে, এদিকে, সখিরা।)

রাজা—(কান পেতে) এ কি, কুঞ্জের দক্ষিণে যেন আলাপ শোনা যাচ্ছে। তবে ওখানেই যাই। (পরিক্রমা করে এবং দেখে) এদিকে দেখছি তপস্বী কন্যারা নিজেদের বহন-ক্ষমতানুযায়ী গাছে জল দেবার কলসি নিয়ে চারাগাছগুলোতে জল দিতে এইদিকেই আসছে। সত্যি, এঁরা দেখতে কী সুন্দর! আশ্রমবাসী কারো আকৃতি যদি এমন হয় যে রাজ-অন্তপুরেও তা দুর্লভ তাহলে বলতে হবে গুণমাধুর্যে বনলতা উদ্যান-লতাকে পরাজিত করেছে। যা হোক, এই ছায়ার আড়ালে অপেক্ষা করি। (দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।)

(তারপর সখিদের নিয়ে যথাবর্ণিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—এদিকে, এদিকে, সখিরা।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, পিতা কাশ্যপের কাছে এই আশ্রমের গাছগুলো তোর চেয়ে প্রিয় বলে মনে হয়। কারণ, নবমল্লিকা ফুলের মতো কোমল তুই, তোকেই কিনা এবমুলে জল দেবার কাজের ভার দিয়েছেন তিনি।

শকুন্তলা—ওগো অনসূয়া, এ যে শুধু পিতার দেওয়া কাজ তা তো নয়। এদের উপর আমার যে ভাইয়ের মতো স্নেহ।

(এই বলে গাছে জল দেবার অভিনয় করলেন)

রাজা—ইনিই তাহলে সেই কণ্বদুহিতা। পূজনীয় কাশ্যপ ঠিক সুবিবেচক নন, এঁকে তিনি আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

যিনি এই স্বভাবসুন্দর দেহকে তপস্যার উপযুক্ত করে তুলতে চান তিনি নিশ্চয়ই নীলপদ্ম পাতার প্রান্ত দিয়ে শমীগাছের লতা ছেদন করতে চেষ্টা করছেন।

যা হোক। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্তা শকুন্তলাকে দেখি।

(দেখতে লাগলেন)

শকুন্তলা—(একটু থেমে) সখি অনসূয়া, খুব আঁট করে বল্কল বেঁধে প্রিয়ংবদা আমাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। একটু আলগা করে দে তো বাঁধনটা।

অনসূয়া—দিচ্ছি। (একটু আলগা করে দিলেন)

প্রিয়ংবদা—(সহাস্যে) এ-ব্যাপারে তুই বরং তোর যৌবনকেই দোষ দে, যে-যৌবন স্তনবিস্তারের জন্যে দায়ী।

রাজা—সত্যি, বল্কল ঠিক এর দেহের উপযুক্ত নয়। তবু তা যে অলঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি করছে না তা নয়।

শৈবালযুক্ত হলেও পদ্ম সুন্দরই থাকে। চাঁদের কলঙ্কচিহ্নও তার শোভাই বৃদ্ধি করে। এই তন্বী বল্কলে আরও মনোহারিণী—রমণীয়া, যেসব আকৃতি স্বভাব-সুন্দর—কোন্ জিনিসই বা তাদের অলঙ্কার না হয় ?

শকুন্তলা—(সামনে তাকিয়ে) বাতাসে নড়া পল্লবগুলোই ওর আঙুল, ঐ আঙুলের

সম্মুখেতে বকুলগাছ যেন আমাকে তাড়াতাড়ি কাছে যেতে বলছে। যাই তাকে আদর করি গে। (এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রিয়ংবদা—ওলো শকুন্তলা, এখানে একটু দাঁড়া তো।

শকুন্তলা—কেন রে ?

প্রিয়ংবদা—তুই (পাশে) এলে মনে হয় বকুল গাছটা যেন কোন লতার সঙ্গে পরিণীত।

শকুন্তলা—এইজন্যেই তোর নাম প্রিয়ংবদা।

রাজা—প্রিয়ংবদা প্রিয় (মন ভোলানো) কথা বললেও সত্যি কথাই বলেছেন। এঁর—অধর কিশলয়ের বর্ণে মণ্ডিত, কোমল শাখার মতোই বাহুদুটি, ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন এঁর অঙ্গে-অঙ্গে উচ্ছলিত।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, এই সেই আমগাছের স্বয়ংবর বধূ নবমল্লিকা, যাকে তুই নাম দিয়েছিস বনজ্যোৎস্না। একে ভুলে গিয়েছিস ?

শকুন্তলা—তাহলে নিজেকেও ভুলে যাব। (লতার কাছে গিয়ে এবং দেখে) ওলো, বড় ভালো সময়েই এই তরুলতা দুটির মিলন ঘটেছে। নতুন ফুলে বনজ্যোৎস্না যৌবনবতী আর পল্লবযুক্ত হওয়ায় আমগাছটিও উপভোগ্য।

(এই বলে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন)

প্রিয়ংবদা—অনসূয়া জানিস, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে খুব বেশি করে দেখছেন কেন ?

অনসূয়া—না, ঠিক ধরতে পারছি না। বল্ তো।

প্রিয়ংবদা—বনজ্যোৎস্না যেমন একটি যোগ্য তরুর সঙ্গে মিলিত হলো তেমনি 'আমিও নিজের মনের মতো বর পাব কিনা' এই ওর চিন্তা।

শকুন্তলা—এটা নিশ্চয় তোর নিজেরই মনের কথা। (এই বলে কলসি উপুড় করলেন)

রাজা—ইনি কি কুলপতির অসবর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ? অথবা, সন্দেহের কারণ নেই,

নিঃসন্দেহে ইনি ক্ষত্রিয়ের পরিণয়-যোগ্যা, কারণ, আমার পরিশীলিত মন এঁর প্রতি আসক্ত। সন্দেহের অবকাশ আছে এমন বিষয়ে সজ্জনদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই নির্দেশক। তবুও এঁকে ঠিকমতো জানতে হবে।

শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমে) জলসেচনে বাধা পেয়ে একটি ভ্রমর নবমল্লিকাকে ছেড়ে আমার মুখের দিকে আসছে।

(এ-কথা বলে ভ্রমর বাধা দিচ্ছে এমন অভিনয় করলেন)[২]

রাজা—(সস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখে) হে মধুকর, কোণ দুটো চঞ্চল এমন কম্পান্বিত চোখ দুটো বারবার স্পর্শ করছ তুমি, কানের কাছে উড়ে-উড়ে মৃদু গুঞ্জন করছ, যেন গোপন কথা বলছ কিছু, হাত নেড়ে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর রতিসর্বস্ব অধর (সুধা) পান করছ। আমরা বৃথাই তত্ত্ব খুঁজে মরি, তুমিই কৃতকৃত্য।

শকুন্তলা—এই বেহায়াটা এখনও বিদেয় হয় নি। অন্যদিকে যাই তবে। আরে, এদিকেও আসছে যে ? ওলো, এই হতচ্ছাড়া দস্যি ভ্রমরটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্ তোরা।

দুজনে—(সহাস্যে) আমরা রক্ষা করার কে ? দুষ্যন্তকে ডাকো। তপোবন তো রাজারাই রক্ষা করে থাকেন।

রাজা—আত্মপ্রকাশ করার এই হলো উপযুক্ত সময়। ভয় নেই, ভয় নেই, (অর্ধেক বলেই

স্বগত) আমিই যে রাজা তা যে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। যাক, এইভাবেই বলি তাহলে।

শকুন্তলা—একি, এদিকেও আমার অনুসরণ করছে যে !

রাজা—(অবিলম্বে এগিয়ে এসে) আঃ দুষ্টের দণ্ডদাতা পুরুবংশীয় একজন যখন পৃথিবী শাসন করছেন তখন সরল তপস্বি-কন্যাদের সঙ্গে কে দুর্ব্যবহার করছে ?
(সকলেই রাজাকে দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন)

অনসূয়া—আর্য, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আমাদের এই সখী এক দুষ্ট ভ্রমরের তাড়নায় কাতর হয়েছে। (এই বলে শকুন্তলাকে দেখালেন)

রাজা—(শকুন্তলার দিকে ফিরে) তপস্যার কুশল তো ?
(শকুন্তলা অপ্রতিভ হয়ে নীরব রইলেন)

অনসূয়া—এমন এক বিশেষ অতিথি লাভে তপস্যার কুশলই বলতে হবে। ওলো শকুন্তলা কুটীরে যা। ফলসমেত অর্ঘ্য আন। এইটিই হবে ওঁর পাদোদক।
(বলে ঘট দেখালেন)

রাজা—আপনাদের শিষ্টবাক্যেই আতিথ্য সম্পন্ন হয়েছে।

প্রিয়ংবদা আর্য ! তাহলে এই ছায়াশীতল ছাতিমগাছের বেদীতে একটু বসে বিশ্রাম নিন।

রাজা—আপনারাও তো এই কাজে (জলসেচনের কাজে) পরিশ্রান্ত।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, অতিথির পরিচর্যা করা আমাদেব কর্তব্য। আয় বসি।
(এই বলে বসলেন ও'রা)

শকুন্তলা—(স্বগত) এ'কে দেখে তপোবন-বিরোধী একটা আবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করছে, এ কেমন হলো ?

রাজা—(সকলকে দেখে) সমবয়স আর সমরূপের জন্যে সত্যি কী রমণীয় আপনাদের সৌহার্দ্য !

প্রিয়ংবদা—(একান্তে) অনসূয়া, কে ইনি ? কী মধুর ও সৌম্য মূর্তি। চতুর ও প্রিয় আলাপে এ'কে প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।

শকুন্তলা—(স্বগত) হে হৃদয়, চঞ্চল হোয়ো না। তুমি যা ভাবছিলে অনসূয়া ঠিক তাই বলছে।

রাজা—(স্বগত) এখন কেমন করে নিজের পরিচয় দিই, কেমন করেই বা আত্মগোপন করি ! যাক, এইভাবে বলি। (প্রকাশ্যে) পুরুবংশীয় রাজা যে আমাকে ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত করেছেন, সেই আমি যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান নির্বিঘ্ন কিনা তাই দেখতে তপোবনে এসেছি।

অনসূয়া—ধর্মচারীরা এবারে সহায় লাভ করলেন। (শকুন্তলা প্রণয়লজ্জা অভিনয় করছেন।)

দুই সখী (উভয়ের আচরণ লক্ষ্য করে একান্তে) ওলো শকুন্তলা, যদি আজ এখানে পিতা উপস্থিত থাকতেন—

শকুন্তলা—তাহলে কী হতো।

দুই সখী—এই বিশেষ অতিথিকে তাঁর জীবনের সর্বস্ব দিয়ে[১১] সম্মানিত করতেন।

শকুন্তলা—(কৃত্রিম ক্রোধে) দূর হ তোরা। কিছু একটা মনের মধ্যে রেখে কথা বলছিস। তোদের কথা শুনতে চাই না।

রাজা—আমি আপনাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই ;

দুই সখী—আর্য, এই অনুরোধ অনুগ্রহই বটে।

রাজা—ভগবান্ কাশ্যপ চিরব্রহ্মচারী বলে প্রকাশ। আপনাদের এই সখী তাঁর কন্যা, এ কী করে হলো ?

অনসূয়া—শুনুন আর্য। 'কৌশিক' এই গোত্র-নামে মহাপ্রতাপশালী এক মহর্ষি আছেন।

রাজা—আছেন শুনেছি।

অনসূয়া—তাঁকেই আমাদের প্রিয় সখীর জন্মদাতা বলে জানুন। ইনি পরিত্যক্তা হলে লালন-পালন করেছেন বলে কাশ্যপও এঁর পিতা।

রাজা—'পরিত্যক্তা' এই শব্দে আমার কৌতূহল হচ্ছে। একেবারে গোড়া থেকে শুনতে চাই।

অনসূয়া—শুনুন আর্য। প্রাচীনকালে সেই রাজর্ষি যখন নৈষ্ঠিক তপস্যায় রত তখন কী-এক কারণে ভয় পেয়ে দেবতারা মেনকা নামে এক অপ্সরাকে পাঠালেন তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে।

রাজা—অন্যের নৈষ্ঠিক সাধনায় দেবতাদের এই ভয় আছে বটে।

অনসূয়া—তারপর বসন্ত-সমাগমে তাঁর উন্মাদক রূপ দেখে—(অর্ধেক বলে লজ্জার অভিনয় করলেন)।

রাজা—পরের ঘটনা বোঝা-ই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ইনি অপ্সরার গর্ভজাত সন্তান।

অনসূয়া—হাঁ।

রাজা—এই তো স্বাভাবিক। মানবীদের মধ্যে এ-রূপের উদ্ভব কেমন করে সম্ভব হবে ? মর্ত্যে তো এমন প্রভাতচঞ্চল জ্যোতির (বিদ্যুতের) সৃষ্টি হয় না।

(শকুন্তলা মুখ নিচু করে রইলেন)

রাজা—(স্বগত) কী সৌভাগ্য! আমার মনোবাসনা পূরণের সম্ভাবনা আছে তা হলে।

প্রিয়ংবদা—(সহাস্যে শকুন্তলাকে দেখে, নায়কের দিকে ফিরে) আপনি যেন আবার কী বলতে চাইছেন, আর্য! (শকুন্তলা সখীকে আঙুল দেখিয়ে ভর্ৎসনা করলেন)

রাজা—আপনি ঠিকই ধরেছেন। সচ্চরিত্র শ্রবণের লোভে আমার আর-একটি বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে।

প্রিয়ংবদা—আপনি দ্বিধা করবেন না। তপস্বীদের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই।

রাজা—আপনাদের সখীর বিষয়ে জানতে চাই বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ইনি কি তপস্বিজনোচিত ব্রত উদ্‌যাপন করবেন, যা প্রণয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরোধী ? না কি, চোখ দুটো একেবারে ওদেরই মতন বলে প্রিয় হরিণবধূদের সঙ্গেই চিরকাল বাস করবেন ?

প্রিয়ংবদা—ধর্মাচরণেও ইনি অন্যের অধীন। পিতার সংকল্প অবশ্য, তাকে যোগ্য বরে প্রদান করা।

রাজা—(স্বগত) এই আকাঙ্ক্ষা তাহলে দুর্লভ নয়। হে হৃদয়, তুমি আশা পোষণ কর। সংশয়ের অবসান হলো এখন। তুমি যাকে অগ্নি মনে করছ, তা স্পর্শযোগ্য রত্ন।

শকুন্তলা—(যেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন এই ভাবে) অনসূয়া, আমি যাচ্ছি কিন্তু।

অনসূয়া—কেন ?

শকুন্তলা—প্রিয়ংবদা কী সব আবোলতাবোল বকছে, সব গিয়ে বলে দেব আর্যা গৌতমীকে। (এই বলে উঠে পড়লেন)

অনসূয়া—সখি ! বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন না করেই ইচ্ছেমতো চলে যাওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। (শকুন্তলা কিছু না বলেই প্রস্থানোদ্যতা হলেন)

রাজা—(স্বগত) আঃ কেন যাচ্ছেন ইনি ? (তাঁকে ধরতে গিয়ে নিজেকে সংযত করে) (স্বগত) প্রেমিকের মনের গতি দৈহিক আচরণের অনুরূপ হয়। হঠাৎ মুনি-কন্যাকে অনুসরণ করতে গেলাম বটে, কিন্তু শিষ্টাচার গতিরোধ করল। আসন থেকে না উঠলেও মনে হচ্ছে গিয়ে আবার ফিরে এলাম।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাকে থামিয়ে) ওলো, তোর চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

শকুন্তলা—(ভ্রূকুটি করে) কেন শুনি ?

প্রিয়ংবদা—দুবার গাছে জল দেওয়ার ব্যাপারে তুই কিন্তু আমার কাছে ঋণী। আগে ঋণ শোধ কর, তারপর যাবি। (এই বলে সকলে তাকে ফেরালেন)

রাজা—ভদ্রে, গাছে জল দেবার জন্যেই ওঁকে পরিশ্রান্ত লাগছে। কারণ এঁর—জলের ঘট তুলতে-তুলতে হাত দুটোর তালু রক্তবর্ণ হয়েছে, কাঁধদুটো নুয়ে পড়েছে, একটু বেশি রকম শ্বাস নেওয়ায় এখনও ওঁর স্তনকম্পন হচ্ছে। মুখের ঘাম কানের শিরীষফুল দুটোকে এঁটে ধরেছে। খোপার বাঁধন খুলে গেলে এক হাতে বাঁধার ফলে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তাই আমি ওঁকে ঋণমুক্ত করব। (এই বলে একটা আংটি দিতে উদ্যত হলেন) দুজনে আংটিতে মুদ্রিত নাম পড়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন। আমাকে ভুল বুঝবেন না। এটা রাজ-উপহার।

প্রিয়ংবদা—তাহলে আঙুল থেকে এ-আংটিটি বিচ্ছেদ না হওয়াই ভাল। আপনার কথাতেই ইনি ঋণমুক্ত হলেন। (একটু হেসে) ওলো শকুন্তলা, এঁর কৃপায় অথবা মহারাজের কৃপায় তুই ঋণমুক্ত হলি। এখন যা।

শকুন্তলা—(স্বগত) যদি নিজেকে সামলাতে পারি (তবে তো যাব)। (প্রকাশ্যে) তুই ছেড়ে দেবার বা ধরে রাখবার কে শুনি ?

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে, মনে-মনে) আমি যেমন এঁর প্রতি আকৃষ্ট, ইনিও কি তেমনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ? আমার ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনাই তো দেখতে পাচ্ছি। কারণ—যদিও ইনি আমার কথার উত্তরে কথা বলছেন না, কিন্তু আমি যখন কথা বলছি তখন কান পেতে শুনছেন। বটে, আমার মুখের সামনে ইনি থাকছেন না ! কিন্তু অন্য কিছুর দিকে বেশিক্ষণ দৃষ্টিনিবদ্ধও রাখছেন না।

(নেপথ্যে) তপস্বীরা শুনুন, তপোবনের সকলকে রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হোন। মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন রাজা দুষ্যন্ত, উনি খুব কাছেই এসে পড়েছেন। তাঁর (সৈন্যসামন্তের) ঘোড়ার খুরে অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তরঙের ধুলো উড়ছে। আশ্রমের তরুশাখায় মেলে দেওয়া জলে-ভেজা বল্কলগুলোতে পঙ্গপালের মতো এসে পড়ছে সেই ধুলো। তাছাড়া—একটা হাতি (রাজার) রথ দেখে ভয় পেয়ে তপস্যার মূর্তিমান বিগ্রহের মতো তপোবনে প্রবেশ করছে।[১৭] তীব্র আঘাতে একটা গাছের কাণ্ডে তার একটা দাঁত গেঁথে গেছে। কোল দিয়ে সে যে-সব

লতা ছিঁড়ে ছুটে এসেছে তা তার গায়ে বলয়ের মতো ঘিরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন জালে জড়িয়ে পড়েছে। হরিণের দল তাকে দেখে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

রাজা—(স্বগত) ছি ছি! পুরজনেরা আমার খোঁজে তপোবনের বিঘ্ন ঘটিয়েছে! থাক, আমি ফিরে যাচ্ছি।

সখীরা—আর্য, এই অরণ্যবাসীর সংবাদে আমরা বিচলিত বোধ করছি। আমাদের কুটিরে যাবার অনুমতি দিন।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) আপনারা যান। আমিও দেখছি যাতে আশ্রমের ব্যাঘাত না হয়।

(সকলে উঠল)

দুই সখী—আর্য, অতিথিসেবা আমরা ঠিকমতো করতে পারি নি। আপনাকে আবার যেন দেখতে পাই একথা বলতে আমাদের লজ্জা হচ্ছে।

রাজা—না না, তা বলবেন না। আপনাদের সঙ্গে যে দেখা হলো এতেই আমি পুরস্কৃত।

শকুন্তলা—অনসূয়া, নতুন কুশাংকুর আমার পায়ে বিঁধেছে আর বল্কলটাও কুরুচির ডালে জড়িয়ে গিয়েছে। একটু দাঁড়া তো, ততক্ষণে আমি বল্কলটা ছাড়িয়ে নিই। (এই বলে বল্কল ছাড়াবার ছুতো করে দেরি করল আর রাজাকে দেখতে-দেখতে সখীদের সঙ্গে চলে গেল)।

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে)। নগরে ফিরে যেতে আমার তেমন ইচ্ছেই হচ্ছে না। যাই সৈনিকদের জন্যে তপোবনের কাছাকাছি শিবির স্থাপনেব ব্যবস্থা করি। শকুন্তলার বিষয় থেকে নিজেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারছি না। আমার শরীরটা যাচ্ছে আগে, পিছনে ছুটছে অস্থির মন, বাতাসের প্রতিকূলে চীনা-রেশমের পতাকা নিয়ে গেলে যেমন হয় তেমনি। (দণ্ডটি যায় আগে আব পিছনে যায় বস্ত্রাংশটি)।

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রথমঅঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় অংক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর বিষণ্ণ বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক[১]—(নিঃশ্বাস ফেলে) কী দুর্ভাগ্য আমার! এই মৃগয়া-পাগল রাজার বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। এই হরিণ, এই শুয়োর, এই বাঘ এমনি করে দুপুরেও বনে-বনে ঘুরছেন, গ্রীষ্মে পাতা কমে যাওয়ায় যেখানে ছায়া নেই বললেই চলে। পাতা গলে-গলে পাহাড়ী নদীর জল কেমন কটু আর লাল হয়ে গিয়েছে, তাই খেতে হচ্ছে। সময়ে অসময়ে শূলে-পোড়ানো মাংসই বেশির ভাগ খেতে হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে ছুটে-ছুটে শরীরের গাঁটগুলো ব্যথায় টন-টন করছে, রাতেও ঘুমোতে পারি না তাই। তারপর আবার খুব ভোরে পাখি-শিকারীদের বন ঘিরে ফেলার চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু এতেও কষ্টের শেষ নেই, হয়েছে গোদের উপর বিষফোঁড়া!

কালকে আমরা একটু পিছিয়ে পড়ায় হরিণের পিছু নিয়ে মহারাজ আশ্রমে প্রবেশ করলেন আর আমারই দুর্ভাগ্য যেন তাঁকে তাপসকন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়ে দিল। এখন তো নগরে যাবার নামও করছেন না। এসব ভাবতে ভাবতে আমার চোখের উপর ভোর হয়ে গেল। কী আর করি, তাঁকেই দেখি. উনি এতক্ষণে প্রাতঃকৃত্য আর প্রসাধন সেরে ফেলেছেন। (পরিক্রমা করে, দেখে) এই যে এই দিকেই আসছেন প্রিয় বয়স্য, ওঁকে ঘিরে রয়েছে যবনীরা, ওদের হাতে ধনুক. গলায় বনফুলের মালা। যা হোক, বিকলাঙ্গদের মত হয়ে থাকি, যদি এরকম করেও একটু বিশ্রাম জোটে কপালে। (এই বলে হাতের লাঠিটায় গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)।

(তারপর এইভাবে পরিচারিকাপরিবৃত হয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—(মনে মনে) প্রিয়া সহজলভ্যা নয় জানি, তবু আমার মনোভাব দেখে আশ্বস্ত। কামনা অপূর্ণ থাকলেও দুজনের পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি দেয়।
(মৃদু হেসে) নিজের মনোভাব অনুসারে প্রিয়জনের মনোভাব কল্পনা করে প্রণয়-প্রার্থীরা এইভাবেই প্রতারিত হয়। অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেও তাঁর সে দৃষ্টিতে ছিল অনুরাগ, নিতম্বভারে তাঁর সে যে মৃদুমন্দ গমন, তা যেন বিলাসভাব প্রকাশের জন্যেই। 'যেন না' বলে বাধা পাওয়াতে একটু যেন হিংসে করেই সখীকে যা বলেছিল—মনে হচ্ছে সেসবের একমাত্র লক্ষ্য ছিলাম আমিই। কী আশ্চর্য! প্রেমিক সবকিছুই নিজের অনুকূলে কল্পনা করে থাকে।

বিদূষক—(সেইভাবে থেকে) বয়স্য, হাত-পা আর চলছে না। তাই শুধু কথাতেই জয় ঘোষণা করছি : জয় হোক, জয় হোক আপনার!

রাজা—তোমার গা-ব্যথার কারণ কি শুনি?

বিদূষক—নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে চোখ দিয়ে কেন জল পড়ছে জিজ্ঞেস করছেন?

রাজা—ঠিক বুঝলাম না।

বিদূষক—বয়স্য, বেতগাছ যে কুঁজোর ভূমিকা অভিনয় করে সে কি নিজের ইচ্ছায়, না নদীবেগই তার কারণ?

রাজা—নদীবেগই তার কারণ।

বিদূষক—আমার ব্যাপারেও আপনিই কারণ।

রাজা—কেন শুনি?

বিদূষক—এইভাবে রাজকাজে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ঘোর বনে ব্যাধের বৃত্তি নিয়েছেন আপনি? সত্যি বলছি। প্রত্যেকদিন জন্তু-জানোয়ারের পিছনে ছুটে ছুটে আমার শরীরের গাঁঠগুলোই যেন সরে গিয়েছে। অঙ্গচালনায় আমি একেবারেই অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই আমার উপর একটু সদয় হোন, একটা দিনের জন্যেও অন্ততঃ বিশ্রাম নিন।

রাজা—(মনে মনে) এ-ও একথাই বলছে। আমারও কাশ্যপকন্যার কথা মনে করে মৃগয়ায় বিতৃষ্ণা এসেছে। আমার প্রিয়ার সঙ্গে একস্থানে থেকে যারা (মৃগেরা) তাঁকে কি করে সুন্দর দৃষ্টিপাত করতে হয় তা শিখিয়েছে, ধনুকে বাণ জুড়েও আমি তাদের উপর তা ছুঁড়তে পারছি না।

বিদূষক—(রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) আপনি মনে মনে কী যেন ভাবছেন। আমার কথা দেখছি অরণ্যে রোদন হলো।

রাজা—(হেসে) কী আর ভাবছি বলো ? বন্ধুর অনুরোধ তো আর উপেক্ষা করা যায় না, তাই আজ বিশ্রামই নিচ্ছি।

বিদূষক—(খুশি হয়ে) দীর্ঘজীবী হোন !

(এই বলে যেতে চাইলেন)

রাজা—বয়স্য। একটু অপেক্ষা করো। আমার কথা এখনও শেষ হয় নি।

বিদূষক—বলুন তা হলে।

রাজা—বিশ্রামের সময়ে ছুটোছুটি করতে হবে না এমন একটা কাজে তোমাকে সহায় হতে হবে।

বিদূষক—সেটা কি মিঠাই খাওয়ার কাজ। তাহলে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

রাজা—কোন্ কাজে তোমাকে দরকার বলছি। এখানে কে আছ ? (প্রবেশ করে দৌবারিক প্রণাম করে) আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা—রৈবতক। সেনাপতিকে একটু ডেকে আনো তো।

সেনাপতি—(রাজাকে দেখে) মৃগয়ায় দোষ দেখা গেলেও মহারাজের ক্ষেত্রে কিন্তু তা কেবল গুণেই পরিণত হয়েছে। কারণ মহারাজ অরণ্যচারী মাতঙ্গের মতো শক্তিসার দেহ ধারণ করছেন। অনবরত ধনুর্গুণ আকর্ষণ করায় সে-দেহের পূর্বভাগ সুদৃঢ় হয়েছে, যা সূর্যের তেজ সইতে পারে। শ্রমে মোটেই ক্লান্ত হয় না ! যদিও তা (মৃগয়ায় একটানা পরিশ্রমে) একটু ক্ষীণ হয়েছে, তবু বিশালতার দরুণ তা তেমন বোঝাই যাচ্ছে না।

(এগিয়ে এসে) মহারাজের জয় হোক ! হিংস্র জন্তুদের আবাসগুলো কোথায় তা আমরা ইতিমধ্যে ধরে ফেলেছি। এই সময়ে আপনি এখানে ?

রাজা—আমার উৎসাহে ভাটা পড়েছে মাধব্যের কথায়, মৃগয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ।

সেনাপতি—(আড়ালে) বন্ধু, তোমার সংকল্পে স্থির থাকো। আমি একটু মহারাজের মন বুঝে দেখছি।

(প্রকাশ্যে) এ মূর্খ প্রলাপ বকছে। এ বিষয়ে তো আপনিই প্রমাণ। মেদ কমে যাওয়ায় পেটের স্থূলতাও যায় কমে, তাতে শরীর হালকা হয়ে কঠিন কাজের উপযুক্ত হয়। ভয়ে বা ক্রোধে প্রাণীদের মনে কেমন পরিবর্তন আসে তা চোখে পড়ে। ধাবমান লক্ষ্যে যদি বাণ ঠিক ঠিক গিয়ে পড়ে ধনুর্ধরের গুণপনাই তাতে প্রকাশিত হয়। মৃগয়াকে অনর্থক পাপ্ বলা হয়, এরকম আমোদ আর কিসে !

বিদূষক—(ক্রোধে) খুব উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না ? দূর হ এখান থেকে। মহারাজ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। তুই হতচ্ছাড়া বনবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের নাকে যার লোভ এমন এক বুড়ো ভালুকের মুখে গিয়ে পড়বি।

রাজা—সেনাপতিমশাই, আমরা আশ্রমের কাছাকাছি আছি। তাই আপনার কথা সমর্থন করতে পারছি না। আজ—শিঙ্ দিয়ে বার বার জল আলোড়িত করে মহিষেরা ডোবায় ডুব দিক, ছায়ায় দলবেঁধে বসে হরিণেরা রোমন্থন অভ্যাস করুক।

শুয়োরেরা নির্ভয়ে পুকুরের পাঁক থেকে ঘাসের মাথা ছিঁড়ুক। আর গুণ-শিথিল-করা আমার ধনুকও বিশ্রাম লাভ করুক।

সেনাপতি—মহারাজের যা অভিরুচি।

রাজা—তাহলে বন ঘিরে ফেলবার জন্যে যাঁরা আগেই বেরিয়েছেন তাদের নিবৃত্ত করুন। আমার সৈন্যরা যাতে তপোবনের কোন বিঘ্ন না ঘটায় সেইভাবে তাদের নিষেধ করে দেবেন। দেখুন—শান্তিপ্রধান তপস্বীদের মধ্যে একটা দাহিকাশক্তি লুকিয়ে আছে। সূর্যকান্তমণি সুখস্পর্শ, কিন্তু অন্য তেজে আক্রান্ত হলে সেই শক্তিকে (দাহিকাশক্তিকে) প্রকাশ করে।

বিদূষক—ওরে হতচ্ছাড়া, যা এবার। চুলোয় যাক ফুসলানি।

(সেনাপতির প্রস্থান)

রাজা—(পরিজনদের দিকে চেয়ে) তোমরা এবার মৃগয়ার সাজ খুলে ফেল। রৈবতক, তুমিও তোমার কাজে যাও।

পরিজনেরা—মহারাজের যা আদেশ। (এই বলে চলে গেল)

বিদূষক—আপনি দেখছি জায়গাটাকে একেবারে মাছি-হীন (নির্জন) করলেন। এখন এই শিলাতলে বসুন। গাছের ছায়া যেন উপরে চাঁদোয়া খাটিয়েছে। আমিও বেশ আরাম করে বসছি।

রাজা—তুমি আগে যাও।

বিদূষক—আপনি আসুন। (দুজনে পরিক্রমা করে গিয়ে বসল)

রাজা—মাধব্য, তুমি চোখ থাকতেও কানা, দেখবার মতো জিনিস তুমি দেখ নি।

বিদূষক—কেন, আপনি তো আমার সামনেই আছেন।

রাজা—সবাই নিজের লোককে ভালো দেখে। আমি সেই আশ্রমের অলঙ্কার শকুন্তলাকে মনে রেখে কথা বলছি।

বিদূষক—(মনে মনে) এঁকে সুযোগই দেব না প্রসঙ্গ তোলার।
(প্রকাশ্যে) বয়স্য, আপনি দেখছি শেষকালে একটা ঋষিকন্যায় আসক্ত।

রাজা—বন্ধু, পুরুবংশে জন্ম এমন কারো মন নিষিদ্ধ কোন-কিছুতে আসক্ত হয় না। মুনিকন্যা হলেও তিনি অপ্সরীর গর্ভজাত। পরে পরিত্যক্ত হলে মুনি তাঁকে পেয়েছেন। তিনি যেন একটি নবমল্লিকা ফুল, বৃন্তচ্যুত হয়ে যা অর্কতরুর উপরে পড়েছে।

বিদূষক—(হেসে) খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি হলে (মুখ বদলাবার জন্যে) যেমন তেঁতুল খেতে সাধ হয়, শ্রেষ্ঠরমণী-সম্ভোগের পর আপনার এই অভিলাষটিও তেমনি।

রাজা—তুমি এঁকে দেখো নি, তাই একথা বলছ।

বিদূষক—তা আপনাকে যা অবাক করেছে তাতো সুন্দর বটেই।

রাজা—বয়স্য, বেশি বলব কি? বিধাতার শক্তি এবং এঁর দেহসৌষ্ঠব বিবেচনা করে আমার মনে হয়, আগে ছবিতে এঁকে নিয়ে যেন এঁতে প্রাণ দেওয়া হয়েছে। অথবা সমস্ত সৌন্দর্য একসঙ্গে করে বিধাতা যেন এই অনন্য স্ত্রীরত্ন মনে মনে সৃষ্টি করেছেন।

বিদূষক—যদি তাই হয় তাহলে সমস্ত রূপসীরা এতদিনে পরাস্ত হলেন।

রাজা—আমার এও মনে হয়—তাঁর অকলঙ্ক এই রূপ যেন একটি ফুলের মত যার ঘ্রাণ এখনও কেউ পায় নি, ইনি যেন এমন একটি পল্লব কোন আঙুল যাকে ছিঁড়ে নেয় নি, ইনি যেন এমন নূতন-মধু যার রসাস্বাদন এখনও কেউ করে নি। ইনি যেন এমন পুণ্যের ফল যা এখনও অখণ্ডিত। জানি না এই রূপ ভোগ করবার জন্যে বিধাতা কাকে নির্বাচন করবেন।

বিদূষক—তা হলে শিগ্‌গিরই এঁকে রক্ষা করুন। যাতে ইঙ্গুদীতেলে চকচকে মাথাওয়ালা কোন মুনির হাতে ইনি না পড়েন।

রাজা—সে তো পরাধীন। তাছাড়া, তাঁর অভিভাবকও এখন (আশ্রমে) অনুপস্থিত।

বিদূষক—আচ্ছা, আপনার দিকে যে দৃষ্টি ইনি দিয়েছেন তাতে অনুরাগের লক্ষণ কতটা প্রকাশিত হয়েছে?

রাজা—মুনিকন্যারা স্বভাবতই সংযতপ্রকৃতি, তবুও আমি সামনে পড়লেই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, হেসেছেন, কিন্তু সে হাসি যেন অন্য কোন কারণে এমন ভাব দেখিয়েছেন। তাই শিষ্টাচারে সংযত তাঁর অনুরাগ তিনি ঠিক প্রকাশও করেন নি, অথচ গোপন করতেও পারেন নি।

বিদূষক - দেখামাত্রই তো তিনি আপনার কোলে উঠে বসবেন না।

রাজা—পরস্পর বিদায় নেবার সময় শালীনতা সত্ত্বেও তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ কয়েক পা গিয়েই তন্বঙ্গী অকারণেই থেমে গেলেন, ভান করলেন যেন কুশাঙ্কুর বিঁধেছে তাঁর পায়ে। আর পিছনে মুখ ফিরিয়ে বল্কল ছাড়াতে লাগলেন, যদিও গাছের শাখায় তা জড়িয়ে যায় নি।

বিদূষক—তাহলে (এই প্রেমের পথযাত্রায়) কিছু পাথেয় সংগ্রহ করুন। আপনি তপোবনকে উপবন করে তুললেন দেখছি![২]

রাজা—তপস্বীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চিনে ফেলেছেন। ভেবে দেখ কোন্ ছুতোয় আবার আশ্রমে যাব।

বিদূষক—আপনারা রাজা, রাজাদের আবার ছুতো কী? বলবেন নীবারধানের ষষ্ঠাংশ দিন।

রাজা—মূর্খ, এই তপস্বীরা আমাদের জন্যে একধরনের কর দেন যার মূল্য রত্নরাশির চেয়ে অনেক বেশি। দেখ—চতুর্বর্ণ থেকে যে ধন রাজারা পান তা নশ্বর, কিন্তু তপোবনবাসীরা তাঁদের তপস্যার যে ষষ্ঠাংশ[৩] আমাদের দেন তা অক্ষয়।

(নেপথ্যে)—আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা—(কান পেতে শুনে) ও, ধীর ও প্রশান্ত স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে এঁরা তপস্বী।

দৌবারিক—(প্রবেশ করে) জয় হোক মহারাজের। দুজন ঋষিকুমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা—তাহলে তাঁদের ভেতরে ডেকে আনো।

দৌবারিক—ডেকে আনছি। (বেরিয়ে গিয়ে আবার ঋষিকুমারদের নিয়ে প্রবেশ করে) এদিকে আসুন, এদিকে আসুন।

(দুজনে রাজাকে দেখে)

প্রথমজন—কী আশ্চর্য তেজোদীপ্ত এই রাজার মূর্তি, কিন্তু বিশ্বস্ত চিত্তে (নির্ভয়ে) এঁর কাছে যাওয়া যায়। ঋষিকল্প এই রাজার পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

কারণ—

ইনি সর্বভোগ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করেন, ইনিও জনগণের ত্রাণকর্মের সূত্রে প্রতিদিন তপস্যা সঞ্চয় করেন। চারণদের গাওয়া জিতেন্দ্রিয় এঁর স্তুতিগান স্বর্গ স্পর্শ করে। সে গানের বাণী 'ঋষি' এই পবিত্র শব্দ, শুধু তার আগে 'রাজ' এই শব্দটি যুক্ত (অর্থাৎ রাজর্ষি)।

দ্বিতীয়জন—ইনিই ইন্দ্রের সখা দুষ্যন্ত ?

প্রথমজন—হাঁ।

দ্বিতীয়জন—তাই

নগরতোরণের আগলের মত দীর্ঘ-বাহু ইনি যে সাগরের শ্যামপ্রান্তবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী একাই শাসন করেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। দৈত্যদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে দেবতারা এঁর বাণযুক্ত ধনুতে এবং ইন্দ্রের বজ্রে একইভাবে বিজয়ের আশা করে থাকেন।

দুজনে—(কাছে গিয়ে) রাজন্! জয়যুক্ত হোন।

রাজা—(আসন থেকে উঠে) আপনাদের দুজনকে অভিবাদন করি।

দুজনে—কল্যাণ হোক আপনার।

রাজা—(প্রণাম করে আশীর্বাণী গ্রহণ করে) আজ্ঞা করুন।

দুজনে—আপনি যে এখানে আছেন আশ্রমবাসীরা তা জানেন। তাঁরা আপনার কাছে প্রার্থনা করেন—

রাজা—কী আজ্ঞা করেন তাঁরা ?

দুজনে মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতির দরুন রাক্ষসেরা আমাদের যজ্ঞকাজের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তাই সারথিকে সঙ্গে নিয়ে আপনি কয়েকটি রাত আশ্রমেই থেকে যান এই তাঁদের ইচ্ছা।

রাজা—অনুগৃহীত হলাম।

(স্মিতহাস্যে) রৈবতক, আমার নাম করে সারথিকে গিয়ে বল, 'ধনুর্বাণযুক্ত রথ নিয়ে এস।'

দৌবারিক—মহারাজ যা আদেশ করেন।

দুজনে—(মহানন্দে) আপনি পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে চলেছেন, তাই আপনার পক্ষে এ তো খুবই স্বাভাবিক। পুরুবংশীয়েরা বিপন্নদের অভয়যজ্ঞে দীক্ষিত।

রাজা—(প্রণাম করে) আপনারা এগিয়ে যান। আমি এই এলাম বলে।

দুজনে—জয় হোক। (প্রস্থান)

রাজা—মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার কৌতূহল আছে ?

বিদূষক—প্রথমে খুবই ছিল। এখন রাক্ষসের সংবাদ শুনে বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

রাজা—ভয় করো না। আমার কাছেই তো থাকবে।

বিদূষক—এই (বলামাত্রই মনে হচ্ছে) রাক্ষস থেকে বেঁচে গেলাম।

দৌবারিক—(প্রবেশ করে) আপনার বিজয়-অভিযানের জন্যে রথ প্রস্তুত। এদিকে আবার পূজনীয়া রানী-মার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে করভক এসেছে।

রাজা—(সাগ্রহে) কী ! মা পাঠিয়েছেন ?
দৌবারিক—আজ্ঞে, তাই।
রাজা—তাহলে তাকে ডেকে আনো।
দৌবারিক—আজ্ঞে, আনছি।
(বেরিয়ে করভককে নিয়ে প্রবেশ করে) এই যে মহারাজ এখানে আছেন। এগিয়ে এসো তুমি।
করভক—জয় হোক মহারাজের ! দেবী আদেশ করছেন—আগামী চতুর্থ দিনে 'পুত্র-পিণ্ডপালন' নামে উপবাস হবে। সেদিন দীর্ঘজীবী তুমি এসে অবশ্যই আমাদের আনন্দবর্ধন করবে।
রাজা—একদিকে তপস্বীদের কাজ, অন্যদিকে গুরুজনের আদেশ। কোনটিই তো লঙ্ঘন করা যায় না। কী করি এখন ?
বিদূষক—ত্রিশঙ্কুর[৫] মত মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে থাকুন।
রাজা—আমি সত্যিই খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি। সামনে পাহাড়ের বাধা পেলে নদীর স্রোত যেমন দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তেমনি দুটো কাজ দু'জায়গায় বলে আমার মনও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।
(ভেবে) বন্ধু ! আমার মা তোমাকে নিজের ছেলের মতোই মনে করেন। তাই তুমি এখান থেকে নগরে গিয়ে আমি তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত আছি একথা জানিয়ে আমার প্রতিনিধি হয়ে মায়ের সন্তানের কাজ করতে পার।
বিদূষক—আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্ছি, তা মনে করবেন না তো ?
রাজা—(একটু হেসে) মহাব্রাহ্মণ। একি তোমাতে সম্ভব ?
বিদূষক—তা হলে আমি রাজার ছোটোভাইয়ের মতোই যাব।
রাজা—নিশ্চয়। তপোবনের অশান্তি দূর করতে হবে, তাই সমস্ত অনুচরদের তোমার সঙ্গেই পাঠাব ভাবছি।
বিদূষক—(সগর্বে) তাহলে তো এখন যুবরাজই বনে গেলাম।
রাজা—(মনে মনে) এই ব্রাহ্মণটি একটু কান-পাতলা। তাই হয়তো-বা আমার এই অভিলাষের কথা অন্তঃপুরে গিয়ে বলে দেবে। যা হোক, এইভাবে বলি—
(বিদূষকের হাত ধরে প্রকাশ্যে) বয়স্য, ঋষিদের কাজের গুরুত্ববোধেই তপোবনে প্রবেশ করেছি, সত্যিই সেই মুনিকন্যার উপর আমার অভিলাষ নেই।
দেখো—কোথায় আমরা (আমাদের মতো নাগরিক) আর কোথায় মৃগশিশুর সঙ্গে বেড়ে-ওঠা কামবিমুখ মানুষ। সখা, আমি যা বলেছি, পরিহাস করেই বলেছি।' সত্যি বলে মনে কোরো না যেন।
বিদূষক—আচ্ছা, ঠিক আছে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × তৃতীয় অঙ্ক × × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর যজমানশিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—(কুশ নিয়ে) রাজা দুষ্যন্তের কী বিপুল প্রভাব ! তিনি আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই আমাদের যজ্ঞীয় কাজকর্মের বাধা দূর হল। ধনুকে বাণ যোজনার তো কথাই ওঠে না, দূর থেকে শুধু ধনুকের টঙ্কারেই যে তিনি সব বাধা দূর করেন। যাক, যজ্ঞবেদীতে বিছানোর জন্যে এই কুশগুলো ঋত্বিকদের দিইগে এখন।

(চারদিক ঘুরে এবং তাকিয়ে শূন্যের উদ্দেশে)

প্রিয়ংবদা, কার জন্যে এই বেনা-মূলের প্রলেপ আর নালসুদ্ধ পদ্মপাতা নিয়ে যাচ্ছ ?

(যেন শুনতে পেয়েছেন এই রকম অভিনয় করে)

কী বললে ? গ্রীষ্মের তাপে শকুন্তলা খুব অসুস্থ বোধ করছেন ? তাঁর শরীর শীতল করার জন্যে ? তাহলে প্রিয়ংবদা, সযত্নে তাঁর পরিচর্যা করো। তিনি মাননীয় কণ্বের প্রাণস্বরূপা। আমিও এদিকে গোতমীর হাত দিয়ে যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠাচ্ছি। (এই বলে চলে গেলেন)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(তারপর কামার্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) তপস্যার প্রভাব কতখানি তা আমি জানি। আর এই বালিকাও পরাধীনা তাও জানি। তবু এঁর থেকে মনকে সরিয়ে নিতে পারছি না।

(প্রণয়-পীড়ার অভিনয় করে)

ভগবান পুষ্পধনু, কামার্তেরা তোমাকে আর চাঁদকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়ে থাকে। তোমার পুষ্পবাণ থাকা আর চাঁদের শীতল কিরণ থাকা দুটোই আমার মতো লোকের পক্ষে মিথ্যে দেখছি। কারণ চাঁদ ঐ হিমকিরণ দিয়েই অগ্নিবর্ষণ করছেন আর তুমিও তোমার পুষ্পবাণগুলোকে বজ্রের মতো কঠিন করে তুলছ।

(বিষণ্নভাবে পায়চারি করে) যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হয়েছে, পুরোহিতরাও আমাকে বিদায় দিয়েছেন, এখন কোথায় আমি আমার বিষণ্ন মনকে সান্ত্বনা দিই ?

(নিঃশ্বাস ফেলে) এখন প্রিয়দর্শন ভিন্ন অন্য কোন অবলম্বন নেই। যাই তাঁকেই অন্বেষণ করি। (সূর্য দেখে) এরকম দারুণ রোদের সময় শকুন্তলা প্রায়ই তাঁর সখীদের নিয়ে লতাকুঞ্জমণ্ডিত মালিনীতীরে আসেন। আমি সেখানেই যাই তাহলে।

(পরিক্রমা করে তাকিয়ে) তন্বী (শকুন্তলা) কিছুক্ষণ আগেই এই তরুণ তরু-বিথীর পথেই গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ—তিনি যে বৃন্তকোষগুলো থেকে ফুল তুলেছেন সেগুলো এখনও সংকুচিত হয় নি এবং যেখান থেকে তিনি নবকিশলয় ছিন্ন করেছেন সেই জায়গাগুলোও রসে-ভেজা দেখছি।

(বায়ুস্পর্শের অভিনয় করে) মিষ্টি হাওয়ায় জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। মালিনী নদীর তরঙ্গকণাবাহী পদ্মগন্ধি এই বায়ুকে কামতপ্ত দেহে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন

করতে পারা যায়। (পরিক্রমা করে, তাকিয়ে) এই বেতসলতায় ঘেরা নিকুঞ্জের প্রবেশদ্বারে পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে নতুন পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যার আগের দিকটা উঁচু আর পিছনের দিকটা নিতম্বের ভারবশত গভীর। যাক, ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখি। (পরিক্রমা করে, ঐরকমভাবে থেকে সানন্দে) কী আশ্চর্য! নয়নের পরম শান্তিকে পেয়ে গেছি। আমার প্রাণপ্রিয়তমা দেখছি ফুলবিছানো পাথরের ফলকে শুয়ে আছেন, দুই সখী তাঁর পরিচর্যা করছেন। যাক, এখন শুনি এদের মন-খোলা কথা। (এই ভেবে চেয়ে রইলেন)।

(তারপর দুইসখীকে নিয়ে যথাবর্ণিত শকুন্তলার প্রবেশ)

দুই সখী –(সস্নেহে হাওয়া করে) ওলো শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়া ভাল লাগছে তো?

শকুন্তলা—(সখেদে) তোরা আমাকে হাওয়া করছিস্ নাকি?

(সখীরা বিষাদ অভিনয় করে একে অন্যের দিকে চাইল)

রাজা—শকুন্তলা খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। (সন্দিগ্ধভাবে) তাহলে কি এটা বেশি রোদের জন্যেই, না কি আমি মনে মনে যা ভাবছি তাই?

(আশঙ্কা নিয়ে দেখে) তবে মনে হচ্ছে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

স্তনদুটিতে উশীরের অনুলেপন, মৃণালের একটি বলয়, তাও শিথিল। এত সন্তাপেও প্রিয়ার তাপিত দেহ কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কাম ও গ্রীষ্ম এ দুটির তাপের আধিক্য যদিও সমান বলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যুবতীদের উপর গ্রীষ্মের প্রকোপ এমন মধুর হয়ে দেখা দেয় না।

প্রিয়ংবদা—(আড়ালে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষির সঙ্গে প্রথম যে দেখা হল তারপর থেকেই শকুন্তলাকে কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। এই জন্যেই কি শকুন্তলার এই অস্বস্তি?

অনসূয়া—সখী, আমিও মনে মনে এই আশঙ্কাই করছি। যাক। ওকেই জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) সখী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তোর অসুখটা সত্যিই বড় রকমের।

শকুন্তলা—(শরীরের পূর্বার্ধ দিয়ে শয্যা থেকে উঠে) সখী, কী বলতে চাস বল্ তো?

অনসূয়া—সখী, শকুন্তলা, প্রণয়ঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু ইতিহাস বা নিবন্ধাদিতে কাম-সন্তপ্তদের যে অবস্থার কথা শোনা যায় তোরও তাই হয়েছে দেখছি। বল্ তো তোর সন্তাপের কারণটা কী? রোগের কারণটা না জেনে তো তার প্রতিকার করা যায় না।

রাজা—অনসূয়াও দেখছি ঠিক আমারই মত সন্দেহ করছে। তাহলে আমি নিজের মনের ইচ্ছে অনুসারেই বিষয়টাকে দেখছি না।

শকুন্তলা—(মনে মনে) আমার অস্বস্তিটা খুবই বেশি। তবু এখনও হঠাৎ এদের দুজনকে সব খুলে বলতে পারছি না।

প্রিয়ংবদা—সখী, ও ঠিকই বলেছে। তুই নিজের মনের উদ্বেগটাকে এমন করে অবহেলা করছিস কেন? দিন দিন তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস। শুধু লাবণ্যময়ী ছায়াটি তোকে ছেড়ে যায় নি।

রাজা—প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছেন। কারণ মুখমণ্ডলে গাল-দুটি খুবই শুকিয়ে গেছে,

বুকে স্তনদুটির কাঠিন্য হয়েছে শিথিল, কোমরটি দেখছি খুবই ক্ষীণ আর কাঁধদুটি পড়েছে নুয়ে। দেহকান্তি পান্ডুর। কামসন্তপ্তা শকুন্তলার অবস্থা শোচনীয় অথচ মনোরম, পাতার রস শুষে নেওয়ায় গ্রীষ্মের বায়ুর স্পর্শে মাধবী-লতার যেমন হয় ঠিক তেমনি।

শকুন্তলা—(নিঃশ্বাস ফেলে) সখী, আর-কাকেই বা বলব ? এখন বললে শুধু তোদের দুঃখের কারণই হবে।

সখীরা—তাই তো পীড়াপীড়ি করছি। প্রিয়জনের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নিলে সে দুঃখ সহ্য করা যায়।

রাজা—সুখে দুঃখে জীবনের চিরসঙ্গিনী সখীরা যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন এ বালিকা নিশ্চয়ই তাঁর মনোবেদনার কারণ না বলে পারবেন না। ইনি ফিরে ফিরে বহু-বার আমার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও ঠিক এই সময়টিতে ইনি কী বলেন তা শুনতে গিয়ে আমি বিচলিত বোধ করছি।

শকুন্তলা—সখী, যেদিন সেই তপোবনের রক্ষক রাজর্ষি আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন সেই দিন থেকেই— (অর্ধেকটা বলে লজ্জার অভিনয় করলেন)

দুজনে—বলে যা। প্রিয়সখী, বলে যা।

শকুন্তলা—সেদিন থেকেই তাঁকেই মনে মনে কামনা করে আমি এই অবস্থায় এসেছি।

রাজা—(সানন্দে) যা শোনার ছিল শুনলাম। গ্রীষ্মের শেষে মেঘাচ্ছন্ন দিন যেমন জীবলোকের তাপের কারণ হয়ে আবার সুখের কারণ হয়, কামদেবও তেমনি আমার সন্তাপের কারণ হয়েছিলেন কিন্তু তিনিই আবার তা দূর করলেন।

শকুন্তলা—তোমরা যদি অনুমোদন করো, তাহলে সেই রাজর্ষির করুণা যাতে পেতে পারি তারই চেষ্টা করো। তা না হলে অবশ্যই আমার জলাঞ্জলির ব্যবস্থা করো।[২]

রাজা—একথায় আমার সংশয় কেটে গেল।

প্রিয়ংবদা—(আড়ালে) অনসূয়া, ওর অনুরাগ অনেক দূর এগিয়েছে, আর অপেক্ষা করতে পারবে না। শকুন্তলা যাঁকে মন দিয়েছে তিনি পুরুবংশের অলংকার, তাই ওর আকাঙ্ক্ষা অভিনন্দনযোগ্য।

অনসূয়া—ঠিক বলেছিস।

প্রিয়ংবদা—সখী, ভাগ্যক্রমে তোরই যোগ্য হয়েছে এই আকাঙ্ক্ষা। সাগর ছেড়ে মহানদী আর কোথায় গিয়ে মিশবে ? আম্রতরু বিনা কে-ই বা পল্লবিত মাধবীলতার ভার বইবে ?

রাজা—বিশাখা-নামে দুই তারা যে সবসময় চন্দ্রলেখার অনুসরণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

অনসূয়া—কিন্তু এখন অবিলম্বে এবং গোপনে কিভাবে সখীর মনোবাসনা পূরণ করব আমরা ?

প্রিয়ংবদা—গোপনে কিভাবে করব সেটাই ভাবতে হবে, তবে তাড়াতাড়ি করাটা সহজই বলব।

অনসূয়া—কি করে ?

প্রিয়ংবদা—সেই রাজর্ষিও একে দেখেছেন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে, তাতেই ওঁর বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্য করছি এ কয়দিনে রাতজাগায় তিনি কৃশও হয়েছেন।

রাজা—(নিজের দিকে তাকিয়ে) সত্যিই তাই হয়েছে। কারণ রোজ রাতে বাঁ-হাতের উপরে নয়নপ্রান্তটি রেখে বসে থাকার ফলে হৃদয়বেদনার উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়ে হাতের সোনার-বালার মণিগুলোকে মলিন করেছে। (অনবরত রাত জাগায় বাহু হয়েছে কৃশ) তাই মণিবন্ধ থেকে সোনার-বালা নিচে নেমে পড়ছে। আর আমি সেটাকে বারবার তুলে দিচ্ছি। ধনুকের ছিলার আঘাতে বাহুতে যে দাগ পড়েছে বালাটি কিন্তু তা স্পর্শই করছে না।

প্রিয়ংবদা—(চিন্তা করে) সখী, ওঁর উদ্দেশে প্রেম-পত্র° লেখা হোক। আমি তা ফুলের ভেতর লুকিয়ে 'এটা নির্মাল্য' এই ছলনায় রাজার হাতে পেঁাছে দেব।

অনসূয়া—হ্যাঁ, এ-বুদ্ধিটা আমার ভালো লাগছে। শকুন্তলা কি বলে শুনি ?

শকুন্তলা—তোদের কোন্ কথা আমি মানি নি বল্ তো ?

প্রিয়ংবদা—তাহলে নিজের মতো কিছু ললিত পদবন্ধন চিন্তা করো দেখি।

শকুন্তলা—সখী, চিন্তা করছি কিন্তু অবজ্ঞার ভয়ে হৃদয় উঠছে কেঁপে।

রাজা—(সহর্ষে) ওগো ভীরু, যার কাছ থেকে তুমি অবজ্ঞা আশঙ্কা করছ, তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সে উৎসুক হয়ে আছে। যে যাচক, শ্রীলাভ তাঁর নাও হতে পারে, কিন্তু শ্রী স্বয়ং যাকে অনুগৃহীত করতে চান সে কি কখনও দুর্লভ হয় ?

সখীরা—সখী, তুমি নিজের গুণের অবমাননা করছ। শরীর জুড়ানো শরতের জ্যোৎস্নাকে কে আঁচল দিয়ে ঢাকে বলো ?

শকুন্তলা—(একটু হেসে) এই লিখছি। (এই বলে উঠে বসে চিন্তা করতে লাগলেন)

রাজা—(মনে মনে) নিমেষ-ভোলা চোখে প্রিয়াকে দেখছি, দেখার মতোই বটে। পদ রচনা করছেন ইনি। ওঁর একটি ভ্রূলতা উঠেছে উঁচু দিকে, রোমাঞ্চিত গালটিতে প্রকাশিত হচ্ছে আমার প্রতি এঁর অনুরাগ।

শকুন্তলা—ওগো, আমি গানের বিষয় চিন্তা করছি। কিন্তু লেখবার উপকরণ তো কাছে নেই।

প্রিয়ংবদা—শুকপাখির উদরের মতো স্নিগ্ধ এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তোল্।⁸

শকুন্তলা—(তাই করে) ওগো, এবারে শোন্ তোরা, ঠিক হলো কিনা।

দুজনে—মন দিয়ে শুনছি আমরা।

শকুন্তলা—(পড়লেন) হে নিষ্ঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানি না, তবে দিনরাত কামদেব তোমাতে একান্ত অনুগামী আমার অঙ্গগুলোকে অত্যন্ত তাপিত করছেন।

রাজা—(হঠাৎ সামনে এসে) হে তন্বী, কামদেব তোমাকে শুধু তাপিত করছেন, কিন্তু আমাকে যে দগ্ধ করছেন। দিন চাঁদকে যতটা ম্লান করে কুমুদিনীকে ততটা করে না।

সখীরা—(দেখে সানন্দে উঠে) আমাদের অবলম্বিত মনোরথকে স্বাগত জানাই।

(শকুন্তলা উঠতে চাইলেন)

রাজা—না, না, আয়াসের প্রয়োজন নেই। তোমার অঙ্গ অত্যন্ত বেদনায় কাতর, তা কেবল তোমার পুষ্পশয্যায় সংলগ্ন হয়েছে এবং মৃণাল বলয়গুলোকে পিষ্ট করেছে, ও অঙ্গ এখন লোকাচার পালনের যোগ্য নয়।

অনসূয়া—বন্ধু, এইদিকে শিলাখণ্ডের একটি প্রান্তকে অলংকৃত করুন।

(রাজা বসলেন। শকুন্তলা সলজ্জ হয়ে রইলেন)

প্রিয়ংবদা—আপনাদের দুজনের অনুরাগ দুজনের কাছেই প্রত্যক্ষ। তবু আমাদের সখীর প্রতি অনুরাগ আমাকে একটু বেশি বলিয়ে নিতে চায়।

রাজা—ভদ্রে, গোপন করবেন না কিছু। যা বলবার না-বলা রয়ে গেলে দুঃখ হয়।

প্রিয়ংবদা—রাজা, রাজ্যবাসী বিপন্নদের কষ্ট দূর করবেন এই আপনাদের ধর্ম।

রাজা—এর ওপরে কিছুই নেই ?

প্রিয়ংবদা—তাহলে বলি, আপনাকে উপলক্ষ করেই ভগবান কামদেব আমাদের প্রিয় সখীকে এই অবস্থায় এনেছেন। তাই অনুগ্রহ করে ওর জীবন রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।

রাজা—ভদ্রে, এ প্রার্থনা দুজনের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। আমি সবদিক দিয়ে অনুগৃহীত হলাম।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) ওলো, অন্তঃপুরের বিরহে কাতর রাজাকে এভাবে পীড়াপীড়ি না হয় না-ই করলি ?

রাজা—ওগো খঞ্জননয়না, আমার হৃদয়-সন্নিহিতা ! অন্যের প্রতি অনাসক্ত আমার হৃদয়কে যদি তুমি অন্যরকম মনে করো, তাহলে মদনবাণে হত আমি আবার হত হলাম।

অনসূয়া—বয়স্য রাজাদের বহু পত্নী থাকে বলে শোনা যায়। তাই আমাদের প্রিয়সখী যাতে বন্ধুজনের শোকের বিষয় না হয় তা দেখবেন।

রাজা—ভদ্রে, বেশি বলে কি হবে—বহু স্ত্রী থাকলেও আমার বংশের দুটি মাত্র গৌরব —একটি সাগর-ঘেরা পৃথিবী, অপরটি আপনাদের এই সখী।

দুজনে—নিশ্চিন্ত হলাম।

(শকুন্তলা আনন্দ প্রকাশ করলেন)

প্রিয়ংবদা—(দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) অনসূয়া। এই হরিণশিশুটি এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছে। মনে হচ্ছে উৎকণ্ঠিত হয়ে মাকে খুঁজছে।' আয়, ওকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি।

(দুজনে প্রস্থানোদ্যত)

শকুন্তলা—ওলো, আমি যে অসহায় হয়ে পড়লাম। তোরা কেউ অন্তত, আমার কাছে আয়।

দুজনে—পৃথিবীর যিনি সহায় তিনিই তোর কাছে রইলেন। (প্রস্থান)

শকুন্তলা—তবে চলেই গেল দেখছি।

রাজা—সুন্দরি ! উদ্বিগ্ন হোয়ো না। তোমার সখীদের জায়গায় এই সেবক আমি রয়েছি।

বল তো—

হে করভোরু, ক্লান্তিহরা জলবিন্দুতে যার বায়ু শীতল সেই পদ্মপাতার পাখায় হাওয়া দেব ? না, তোমার পদ্মরাঙা চরণদুটি কোলে নিয়ে যেভাবে তোমার ভালো লাগে সেই ভাবে তার পরিচর্যা করব ?

শকুন্তলা—পূজনীয়ের কাছে নিজেকে অপরাধিনী করতে চাই না। (এই বলে উঠে চলে যেতে চাইলেন)

রাজা—(শকুন্তলাকে ধরে) সুন্দরি! এখনও দিন শেষ হতে বাকি, তোমার শরীরের এই অবস্থা। যে পুষ্পশয্যায় পদ্মপাতা তোমার স্তনের আবরণ হয়েছে, তা ত্যাগ করে বেদনা-কাতর এই কোমল অঙ্গ নিয়ে রোদে যাবে কেমন করে?

(সবলে এঁকে নিবৃত্ত করলেন)

শকুন্তলা—হে পৌরব! শিষ্টাচার রক্ষা করুন।[৬] কামসন্তপ্তা হলেও আমি নিজেই নিজের প্রভু নই।

রাজা—হে ভীরু! গুরুজনের ভয় কোরো না। পূজনীয় কুলপতি ধর্মজ্ঞ, তিনি তোমার দোষ নেবেন না। তা ছাড়া—অনেক রাজর্ষি কন্যা গন্ধর্বমতে পরিণীতা হয়েছেন, পরে তাঁদের পিতারাও তা অনুমোদন করেছেন বলে শোনা যায়।

শকুন্তলা—আমাকে ছেড়ে দিন, আবার আমি সখীদের মত নেব।

রাজা—আচ্ছা, ছেড়ে দেব।

শকুন্তলা—কখন?

রাজা—সুন্দরি!

যেমন করে ভ্রমর নতুন ফুলের মধু আহরণ করে সেইভাবে তৃষ্ণার্ত আমি আগে তোমার অক্ষত কোমল অধরের স্বাদ গ্রহণ করি, তারপর।[৭]

(মুখ তুলতে চেষ্টা করলেন রাজা। শকুন্তলা বাধাদানের অভিনয় করলেন।)

(নেপথ্যে)—চক্রবাকবধূ! তোমার সহচরের কাছ থেকে বিদায় নাও। রাত্রি আগত।[৮]

শকুন্তলা—(শুনে, সসম্ভ্রমে)। পৌরব, আমার শরীরের অবস্থা জানতে নিশ্চয় আর্যা গৌতমী এদিকে আসছেন। আপনি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন।

রাজা তাই যাচ্ছি। (নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন)

(তারপর পাত্র হাতে নিয়ে গৌতমীর প্রবেশ)

সখীরা—এদিকে, এদিকে আসুন আর্যা গৌতমী।

গৌতমী—(শকুন্তলার কাছে এসে) তোমার শরীরের তাপ একটু কমেছে বাছা?

(এই বলে স্পর্শ করলেন)

শকুন্তলা—আর্যে, একটু কমেছে।

গৌতমী—এই কুশজলে তোমার শরীর নিরাময় হবে।

(এই বলে শকুন্তলার মাথায় জল ছিটোলেন)

বাছা, বেলা পড়ে এল। চলো, কুটীরে যাই।

(এই বলে চলতে লাগলেন)

শকুন্তলা—(স্বগত) হে হৃদয়! বাঞ্ছিত যখন অনায়াসেই এল, তখন তুমি সংকোচ ত্যাগ করতে পারো নি, এখন সখেদে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার তোমার এই সন্তাপ কেন? (কয়েক পা গিয়ে প্রকাশ্যে) হে সন্তাপহরা লতাকুঞ্জ, আবার সম্ভোগের জন্যে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

(এই বলে শকুন্তলা বিষণ্ণ হয়ে অন্যদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন)

রাজা—(আগের জায়গায় এসে) হায়, প্রার্থিত বিষয়ের সিদ্ধি কী বিঘ্নসংকুল! আঙুল দিয়ে সে বার বার তার ওষ্ঠ আবৃত করেছিল· নিষেধ করতে গিয়ে যে অক্ষর ('না, না') উচ্চারণ করেছিল তাতে মুখটা ব্যাকুল অথচ সুন্দর

হয়েছিল আর কাঁধের দিকে ঘুরেছিল। সুন্দর চোখের পাতা যার তার এমন মুখখানি আমি কোনভাবে তুলে ধরলেও চুম্বন করতে পারি নি।

এখন কোথায় যাব? আমার প্রিয়া যা ভোগ করে ত্যাগ করেছে সেই লতা-মণ্ডপেই কিছুক্ষণ কাটাব।

(চারদিকে চেয়ে) এই যে শিলাখণ্ডের উপর শকুন্তলার দেহপিষ্ট সুখশয্যা রয়েছে। নখ দিয়ে পদ্মপাতায় লেখা মলিন প্রেমপত্রও দেখা যাচ্ছে। শকুন্তলার হাত থেকে পড়ে-যাওয়া মৃণাল-বলয়ও তো আছে দেখছি! এসব জিনিসে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ায় এই বেতস-গৃহ শূন্য হলেও এখান থেকে হঠাৎ চলে যেতে পারছি না।

(আকাশে)—হে রাজন্‌। সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞ আরম্ভ হলে, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত বেদীর চারদিকে সান্ধ্য মেঘের মতো পিঙ্গলবর্ণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের নানারকম ছায়া বিচরণ করছে।

রাজা—(শুনে, সতেজে) হে তপস্বিগণ আপনারা ভীত হবেন না। আমি এই এলাম বলে।

(সকলের প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × চতুর্থ অঙ্ক × × × × × × × × × × ×

(তারপর পুষ্পচয়ন অভিনয় করে দুই সখীর প্রবেশ)

অনসূয়া—যদিও গান্ধর্ববিধি মতে শকুন্তলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়ে শকুন্তলা যোগ্য পতিলাভ করেছে বলে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়েছে, তবুও একটা চিন্তা থেকে যাচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—কিসের চিন্তা বল্‌ তো।

অনসূয়া—যজ্ঞশেষে, ঋষিরা বিদায় দিলে, রাজর্ষি নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে মিলিত হলে এখানে যা ঘটল তা তাঁর মনে থাকবে কিনা সেই চিন্তা।

প্রিয়ংবদা—এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত হ। অমন সুন্দর চেহারা যাঁদের তাঁরা গুণহীন হন না। তবে পিতা (কণ্ব) এ ঘটনা শুনে কী করবেন জানি না।

অনসূয়া—আমার মনে হয়, তিনি ব্যাপারটা অনুমোদনই করবেন।

প্রিয়ংবদা—কি করে বুঝলি?

অনসূয়া—সুপাত্রে কন্যাদান করতে হবে এ হলো গুরুজনদের প্রধান সংকল্প। সেটা যদি দৈবই ঘটিয়ে দেয় তাহলে তো গুরুজনেরা বিনা চেষ্টাতেই সফল হলেন বলতে হবে।

প্রিয়ংবদা—(সখীর দিকে চেয়ে) সত্যি তাই, সখী! পুজোর জন্যে যথেষ্ট ফুল তুলেছি।

অনসূয়া—কিন্তু প্রিয়সখী শকুন্তলার ভাগ্যদেবতাকে তুষ্ট করতে হবে যে।

প্রিয়ংবদা—ঠিক বলেছিস। (অভিনয়ে তাই করতে লাগলেন)।

(নেপথ্যে)—ওহে, এই আমি এসেছি।

অনসূয়া—(কান পেতে) সখী! যেন কোন অতিথির কণ্ঠ বলে মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—কেন কুটীরে তো শকুন্তলাই আছে। (মনে মনে) কিন্তু আজ ওর মন তো ওতে নেই।

অনসূয়া—থাক, এ ফুলেই যথেষ্ট হবে।

(নেপথ্যে)—আঃ, অতিথি অবমাননাকারিণি, অনন্য মনে যার কথা ভাবতে ভাবতে তপস্বী আমার উপস্থিতিও তোর নজরে এলো না, বার বার মনে করিয়ে দিলেও সে তোকে চিনতে পারবে না, পাগল যেমন আগে কী বলেছে তা মনে করতে পারে না, ঠিক তেমনি।[১]

প্রিয়ংবদা—হায় হায়, সর্বনাশ হলো। শূন্যমনা শকুন্তলা হয়তো পূজনীয় কারো কাছে অপরাধ করে ফেলেছে।

অনসূয়া—(সামনের দিকে চেয়ে) যে-সে লোকের কাছে নয়। সহজেই যাঁর ক্রোধের উদ্রেক হয় ইনি সেই দুর্বাসা মুনি। ঐ অভিশাপ দিয়ে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে চলে যাচ্ছেন।

প্রিয়ংবদা—আগুন ছাড়া আর দগ্ধ করতে পারে কে? পায়ে পড়ে ফিরাও ও'কে, এদিকে আমিও ও'র পাদ্যার্ঘের ব্যবস্থা করি।

অনসূয়া—তাই করছি। (প্রস্থান)

প্রিয়ংবদা—(কয়েক পা গিয়ে, যেন হোঁচট খেলেন এইভাব দেখিয়ে)। হায়, মনটা বিচলিত হওয়াতে হোঁচট খাওয়ায় আমার হাতের আঙুল থেকে ফুলের সাজিটা পড়ে গেল। (এই বলে ফুল কুড়োতে লাগলেন)

অনসূয়া—(প্রবেশ করে) সখী, স্বভাবতই যাঁর মন কুটিল তিনি কার অনুনয় শুনবেন? তবু কিছুটা সদয় হয়েছেন।

প্রিয়ংবদা—তাঁর পক্ষে এই যথেষ্ট। বল্ দেখি কি করে প্রসন্ন করলি ও'কে?

অনসূয়া—যখন কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না, তখন পায়ের উপর পড়ে বললাম, ভগবান, শকুন্তলা আপনার মেয়ের মতো, আপনার তপস্যার প্রভাব জানলে সে কখনও এমন করতে পারত না, তাই, এই প্রথম এবং একমাত্র অপরাধ মনে করে আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন।

প্রিয়ংবদা—তারপর, তারপর?

অনসূয়া—তারপর 'আমার কথা ফলবেই, তবে অভিজ্ঞান হিসেবে কোন অলঙ্কার দেখালে শাপ কেটে যাবে' এই বলতে বলতে নিজে অন্তর্হিত হলেন।

প্রিয়ংবদা—এখন তবে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যাবে। রাজর্ষি যাবার সময় নিজের নামখোদাইকরা আংটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শকুন্তলার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছেন। তাই প্রতিবিধানের উপায় শকুন্তলার নিজের হাতেই থাকবে।

অনসূয়া—সখী, এসো ওর মঙ্গলের জন্যে পুজো দিই।

(এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রিয়ংবদা—(দেখে) দেখ দেখ, বাঁ-হাতে মুখ চেপে ঠিক ছবির মতো বসে আছে প্রিয়

সখী। স্বামীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে ওর নিজের দিকেও হুঁশ নেই, অতিথিকে দেখা তো দূরের কথা।

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা, এ ব্যাপারটা শুধু আমাদের দুজনের মনের মধ্যেই থাকুক। স্বভাবকোমল প্রিয়সখীকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।

প্রিয়ংবদা—নবমল্লিকাকে কে আর উষ্ণজলে সেচন করে বল্ ?[২] (দুজনের প্রস্থান)

॥ বিষ্কম্ভক ॥

(তারপর সুপ্তোত্থিত শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—প্রবাস থেকে ফেরা পূজনীয় কাশ্যপ (কণ্ব মুনি) আমাকে সময় নিরূপণের আদেশ দিয়েছেন। বাইরে বেরিয়ে দেখি রাতের আর কত বাকি। (পরিক্রমা করে, তাকিয়ে) ওষধিপতি (চাঁদ) এক দিকে অস্ত যাচ্ছে, আর অন্য দিকে সূর্যদেব অরুণকে সামনে নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন। তেজোময় এই দুটি বস্তুর উদয়াস্ত লোককে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে (জীবনে) অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। আবার, চাঁদ অস্ত যাওয়াতে কুমুদিনীকে দেখেও আর চোখের তৃপ্তি নেই, তার শোভা এখন স্মৃতির বিষয়। প্রিয়-বিচ্ছেদজনিত অবলার দুঃখ সত্যিই অত্যন্ত দুর্বহ। ঊষা বদরীপত্রের উপরে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুকে রঞ্জিত করছে। ঘুম-থেকে-ওঠা ময়ূর কুশতৃণে তৈরি কুটীরের চাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর এই হরিণটি খুরের আঁচড়-লাগা বেদীপ্রান্ত থেকে উঠছে, শরীরটাকে টান করায় তার পিছন দিকটা উঁচু হয়ে উঠছে।

আর, অন্ধকার দূর করে যিনি পর্বতরাজ সুমেরুর শিরে কিরণ ছড়িয়ে বিষ্ণুর মধ্যম ধামটি (আকাশ) অধিকার করেছিলেন এখন তিনি (চন্দ্র) ক্ষীণরশ্মি হয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন। যাঁরা মহৎ তাঁদেরও অত্যুন্নতি পতনের কারণ হয়।

(যবনিকা নাড়িয়ে প্রবেশ করে)[৩]

অনসূয়া—যদিও সংসার-বিমুখ বলে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবু রাজা শকুন্তলার উপর ঘোর অবিচার করেছেন (একথা বলবই)।

শিষ্য—যাই, হোমের সময় হলো একথা গুরুকে জানাই।

অনসূয়া—ঘুম থেকে তো উঠেছি, কিন্তু কী করব ? আমার অভ্যস্ত কাজও করতে পারছি না, হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আছে। কামদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সত্যরক্ষায় যাঁর দৃঢ়তা নেই এমন মানুষের দিকে আমাদের সরলমনা সখীকে এগিয়ে দিলেন। (স্মরণ করে) অথবা দুর্বাসার এই শাপই সব অনর্থের মূল। তা না হলে ওরকম বলে গিয়ে এত দিনেও একটা পত্র দিলেন না। (চিন্তা করে) তাই এখান থেকে রাজাকে তাঁর নামাঙ্কিত আংটিটা পাঠাব। কিন্তু দুঃখব্রতী তপস্বীদের মধ্যে কাকে অনুরোধ করব ? সখীর উপরেই দোষ পড়বে, তাই বলব বলে সংকল্প করেও, প্রবাস থেকে ফেরা তাত কণ্বকে বলতে পারছি না যে শকুন্তলা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং আপন্নসত্ত্বা। এ অবস্থায় কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রিয়ংবদা—(প্রবেশ করে, সানন্দে) সখী, শিগ্‌গির আয়, শিগ্‌গির। শকুন্তলার যাত্রাকালীন মঙ্গলানুষ্ঠান করতে হবে যে।

অনসূয়া—(সবিস্ময়ে) সখী, বলিস কী ?

প্রিয়ংবদা—শোন, রাতে ভাল ঘুম হলো কিনা জানবার জন্যে শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম ।

অনসূয়া—তারপর, তারপর ?

প্রিয়ংবদা—স্বয়ং তাত কণ্ব ওকে আলিঙ্গন করে এইভাবে অভিনন্দিত করলেন—চোখে ধোঁয়া লাগলেও যজমানের আহুতি সৌভাগ্যক্রমে ঠিক আগুনেই গিয়ে পড়েছে। বাছা, যোগ্য শিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যা যেমন দুঃখের কারণ হয় না, (যোগ্য পাত্রে প্রদত্ত) তোমার জন্যেও তেমনি দুঃখ করতে হবে না। আজই ঋষিদের সঙ্গে তোমাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনসূয়া—কিন্তু কি করে তাত কণ্ব ব্যাপারটা জানলেন !

প্রিয়ংবদা—হোমগৃহে প্রবেশ করবার সময় এক ছন্দোবদ্ধ আকাশ-বাণীতে।

অনসূয়া—(সবিস্ময়ে) বল্ ।

প্রিয়ংবদা—(সংস্কৃত অবলম্বন করে) হে ব্রাহ্মণ, অগ্নিগর্ভ শমীতরুর মতো তোমার কন্যা জগতের কল্যাণের জন্যে দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করছে জেনো।

অনসূয়া—(প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) কী আনন্দ ! কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে আনন্দের সঙ্গে বিষাদ এসে মিশল।

প্রিয়ংবদা—আমরা দুজনে এ বিষাদ কাটিয়ে উঠব যা হোক করে। কিন্তু ও-বেচারী সুখী হোক।

অনসূয়া—তাহলে একটা কাজ কর দেখি, এই যে আমগাছের শাখায় ঝোলানো নারকেলের ঝাঁপিটা আছে ওর মধ্যে শকুন্তলার জন্যে, বেশ কিছুদিন সতেজ থাকবে এমন একটা বকুলফুলের মালা রেখে দিয়েছি। ওটা নিয়ে আয়। আর আমি এদিকে গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূর্বার শিস—এইসব মঙ্গলসজ্জার আয়োজন করি।

প্রিয়ংবদা—তাই কর্ ।

(অনসূয়ার প্রস্থান, প্রিয়ংবদা ফুল তোলার অভিনয় করতে থাকল)

(নেপথ্যে)—গোতমী, শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্যে শার্ঙ্গরবদের আদেশ করে।

প্রিয়ংবদা—অনসূয়া, শিগ্‌গির কর্, শিগ্‌গির কর্ ! হস্তিনাপুর যাবাব জন্যে।

অনসূয়া—আয় সখী, আমরা যাই।

(এই বলে দুজনের পরিক্রমা)

প্রিয়ংবদা—(তাকিয়ে) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবগাহন স্নান করেছে শকুন্তলা। নীবার ধান হাতে নিয়ে স্বস্তিবচন পাঠ করে শকুন্তলাকে অভিনন্দিত করছেন তাপসীরা। চল্ ওর কাছে যাই।

(এই বলে দু'জনে কাছে গেল)

তাপসীদের একজন—(শকুন্তলাকে) বাছা, স্বামীর বিশেষ সম্মানসূচক 'মহাদেবী' আখ্যা লাভ করো।

দ্বিতীয় জন—বাছা, বীর সন্তানের জননী হও।

তৃতীয় জন—বাছা, স্বামীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী হও।

(আশীর্বাদ দিয়ে গোতমী ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

সখী দুজন—(সামনে এসে) সখী, এই মঙ্গল-স্নান তোমাকে চিরসুখী করুক।
শকুন্তলা—সখী, তোদের স্বাগত জানাচ্ছি, আয় এখানে বোস্।
দুজনে—(মঙ্গলপাত্র নিয়ে বসে) ওলো, ঠিক হয়ে বোস্! এবারে মঙ্গলসাজে সাজাব তোকে।
শকুন্তলা—আজ এইটুকুই আমার কাছে অনেক। সখীদের হাতে সাজা এখন থেকে আমার কাছে দুর্লভ হয়ে উঠবে।

(এই বলে চোখের জল ফেললেন)

দুজনে—সখী, শুভ সময়ে কান্না ঠিক নয়।

(এই বলে চোখের জল মুছিয়ে সাজানোর অভিনয় করতে লাগলেন)

প্রিয়ংবদা—(বহুমূল্য) অলংকার পরবার মতোই তোর রূপ। তাই কিনা আমরা আশ্রমে যা জোটে তাই দিয়ে সাজাচ্ছি, এ তোর রূপের অপমান বে তো নয়।

(অলংকার হাতে নিয়ে প্রবেশ করে)

দুজন ঋষিকুমার—এই যে অলংকার। আপনারা ওঁকে সাজিয়ে দিন।
গৌতমী—বৎস নারদ, এ কোথা থেকে পেলে?
প্রথম জন—তাত কণ্বের প্রভাবে।
গৌতমী—এ কি তাঁর মানস সৃষ্টি?
দ্বিতীয় জন—না। শুনুন। তিনি আমাদের আদেশ দিলেন শকুন্তলার জন্যে গাছ থেকে ফুল আনতে। তারপর, এই তো—
একটি গাছ দিল চাঁদের মতো সাদামা ঙ্গলিক এই রেশমী কাপড়টি, আর একটি গাছ দিল পা-দুটি রাঙানোর মতো আলতা, অন্য গাছগুলো বন-দেবতাদের হাত দিয়ে আমাদের দিল এই অলংকারগুলো। তাদের মণিবন্ধ পর্যন্ত বাড়ানো হাতের তালুগুলো নবকিশলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।
প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলার দিকে চেয়ে) ওলো, এই অনুগ্রহ বলে দিচ্ছে স্বামীর ঘরে রাজসুখ ভোগ করতে পারবি।

(শকুন্তলা লজ্জার অভিনয় করল)

প্রথম জন—গৌতম, এসো, এসো, আমরা বনস্পতিদের এই সেবার কথা অভিস্নাত কণ্বকে গিয়ে বলি।
দ্বিতীয় জন—চলো। (প্রস্থান)
সখী দুজন—ওলো, অলঙ্কার তো কখনও আমরা পরি নি। ছবিতে যেমন দেখেছি তেমনি করে তোর অঙ্গে অলঙ্কার পরাচ্ছি।
শকুন্তলা—তোদের নৈপুণ্য আমি জানি।

(দুজনে অলংকরণের অভিনয় করতে লাগল)

(তারপর অভিস্নাত কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব—আজ শকুন্তলা চলে যাবে বলে আমার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন। অশ্রু দমন করতে গিয়ে আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ। দৃষ্টি চিন্তায় অসাড়। আশ্চর্য! যদি স্নেহে অরণ্যবাসী আমাদেরও এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে তাহলে গৃহীরা সদ্য কন্যাবিচ্ছেদের দুঃখে কতই না কষ্ট পায়![৪] (এই বলে পদচারণা করলেন)

সখী দুজন—ওলো, সাজানো তো শেষ হলো। এবারে রেশমী শাড়িজোড়া পরু দেখি।

(শকুন্তলা উঠে শাড়ি পরল)

গৌতমী—বৎসে, এই যে তোমার পিতা এসেছেন। তাঁর আনন্দে উপচে-পড়া চোখ যেন আলিঙ্গন করছে তোমাকে। আচার পালন করো (অর্থাৎ প্রণাম করো ওঁকে)।

(শকুন্তলা সলজ্জভাবে তাঁকে প্রণাম করলেন)

কণ্ব—বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির বহু সমাদৃতা ছিলেন তুমিও তেমনি স্বামীর অত্যন্ত প্রিয়া হও। শর্মিষ্ঠা যেমন পুরুকে পেয়েছিলেন তুমিও তেমনি সম্রাট-পুত্র লাভ করো।

গৌতমী—ভগবান্, এ আশীর্বাদ নয়, এ বরই।

কণ্ব—বৎসে! এই সদ্যোহুত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করো।

(সকলের পরিক্রমা)

কণ্ব—বৎসে, ঐ যে সমিধযুক্ত অগ্নি বেদীর চারিদিকে যার স্থান নির্দিষ্ট, যার প্রান্তে কুশ বিস্তীর্ণ, হোমগন্ধে যা পাপনাশী, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি তোমাকে পবিত্র করুক। (শকুন্তলা প্রদক্ষিণ করলেন)

বৎসে, এইবার প্রস্থান করো। (দৃষ্টিপাত করে) শার্ঙ্গরবেরা কোথায় ?

শিষ্যেরা—(প্রবেশ করে) ভগবন্, এই যে আমরা।

কণ্ব—তোমাদের এই ভগ্নীকে পথ দেখাও।

শার্ঙ্গরব—এদিকে, এদিকে।

(সকলে পরিক্রমা করল)

কণ্ব—হে সন্নিহিত তপোবন তরুগণ, তোমরা পান না করলে যে আগে জলপান করে না, অলংকারপ্রিয় হয়েও তোমাদের ভালবেসে যে একটি পল্লবও ছেঁড়ে না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময়ে যার আনন্দের সীমা থাকে না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।°

(যেন কোকিলের ডাক শুনছেন এমন অভিনয় করে)

শকুন্তলার আরণ্যবাসের বন্ধু গাছেরা তাকে (প্রস্থানেব) অনুমতি দিয়েছে, কোকিলের মধুর রবকেই তারা তাদের প্রত্যুত্তর হিসেবে ব্যবহার করেছে।

(আকাশে)

(শকুন্তলার) পথে পড়বে পদ্মপাতায় শ্যামল সরোবর। সেখানে রোদের তাপ হবে তরুছায়াতে প্রশমিত। সে-পথ হোক শুভ, সে-পথের ধুলো হোক পদ্ম-পরাগের মতো, তার বাতাস হোক শান্ত সুখকর।

(সকলে সবিস্ময়ে শুনলেন)

গৌতমী—আপনজনের মতো স্নেহশীল বনদেবীরা তোমার প্রস্থানকে অনুমোদন করলেন। এঁদের প্রণাম করো।

শকুন্তলা—(প্রণাম করে পরিক্রমা করলেন। আড়ালে) ওলো প্রিয়ংবদা, আর্যপুত্রকে দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হলেও আশ্রম ছেড়ে যেতে অত্যন্ত বেদনায় আমার পা উঠছে না।

প্রিয়ংবদা—তুই-ই যে তপোবনবিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনের কি অবস্থা হয়েছে দেখ্। হরিণের মুখ থেকে কুশতৃণের

গ্রাস গলে পড়ছে, ময়ূরেরা আর নাচছে না, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে লতারা যেন চোখের জল ফেলছে।[৬]

শকুন্তলা—আমার লতা-ভগিনী বনজ্যোৎস্নার কাছ থেকে বিদায় নেব।

কণ্ব—বৎসে, তার উপর যে তোমার সহোদরার মতোই স্নেহ তা আমি জানি। তোমার ডান দিকেই আছে সে।

শকুন্তলা—(কাছে এসে আলিঙ্গন করলেন) আম্রতরুর সঙ্গে মিলিত হলেও, তুমি এই-দিককার শাখা-বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করো। আজ থেকে আমি তোমার দূরবর্তিনী হলাম।

কণ্ব—বৎসে, তোমার জন্যে আগেই আমি উপযুক্ত বর মনে মনে চেয়েছিলাম। তোমার পুণ্য ফলেই তুমি তা পেয়েছ। এই নবমল্লিকাও আম্রতরুকে পেয়েছে। এবারে এর জন্যে, আর তোমার জন্যেও আমার চিন্তা নেই। যাক্, এখান থেকেই তুমি যাত্রা শুরু করো।

শকুন্তলা—(সখীদের কাছে গিয়ে) সখী, ওকে তোদের হাতে সঁপে যাই।

দুজনে—আমাদের কার কাছে সঁপে যাচ্ছিস্ বল্। (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)

কণ্ব—অনসূয়া, কেঁদো না। শকুন্তলাকে তো তোমরা দুজনেই সান্ত্বনা দেবে।

শকুন্তলা—তাত, গর্ভভারে মৃদুগতি যে হরিণবধূটি কুটীরের কাছে বিচরণ করছে, নির্বিঘ্নে তার প্রসব হলে সেই প্রিয় সংবাদটি দিয়ে কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন।

কণ্ব—বৎসে! একথা আমি ভুলব না।

শকুন্তলা—(চলতে গিয়ে যেন বাধা পেলেন এই অভিনয় করে) ওমা! ওটা যে আমার কাপড়ের সঙ্গে লেগে আছে ?

(এই বলে ফিরে তাকালেন)

কণ্ব—বৎসে!

যার মুখ কুশাগ্রে ক্ষত হলে ক্ষত শুকোবার জন্যে তুমি ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দিতে, শ্যামাক ধান্য মুঠোয় করে খাইয়ে যাকে তুমি বড়ো করেছ, তোমার সন্তানের মতো সেই মৃগই তোমার পথ ছাড়ছে না।[৮]

শকুন্তলা—বাছা, আমার পিছু পিছু আসছিস কেন? আমি যে তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। প্রসবের পর তোর মা মারা গেলে (আমার হাতেই) তুই বড়ো হয়েছিস। এখন আমি চলে গেলে তোকে দেখবেন আমার পিতা (কণ্ব)। তাই ফিরে যা।

(এই বলে কাঁদতে কাঁদতে পথ চললেন)

কণ্ব—বৎসে, কেঁদো না। স্থির হও। এদিকে পথের দিকে তাকাও।

তোমার চোখের পাপড়িগুলো উঁচুতে উঠেছে। ধৈর্য ধরে তুমি তোমার চোখের জলের ধারাকে সংযত করো, যা তোমার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে। ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ না বলে উঁচুনিচু পথে তোমার পা ঠিক মতো পড়ছে না।

শার্ঙ্গরব—ভগবন্, প্রিয়জনকে কোন জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই বিধেয়। এটা সরোবরের তীর। তাই এখানেই আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আপনি ফিরে যান।

কণ্ব—তা হলে এসো। এই ক্ষীর-তরুর ছায়ায় দাঁড়াই। (এই বলে সবাই পরিক্রমণ করে সেখানে গেলেন)

কণ্ব—(মনে মনে) দুষ্যন্তকে উপযুক্ত কোন্ বার্তা পাঠানো ঠিক হবে। (তাই ভাবতে লাগলেন)

শকুন্তলা—(আড়ালে) সখী, দেখ। পদ্মপাতার আড়ালে সহচরকে না দেখে আকুল হয়ে চক্রবাকী বিলাপ করছে। আমি তাহলে কঠিন কাজই করছি বল্।

অনসূয়া—সখী, একথা বলিস না। এই চক্রবাকীও প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত কাটায়, যে-রাত বিষাদে দীর্ঘায়িত বলে মনে হয়। আশার বন্ধন দুঃসহ বিরহ-বেদনাকেও লাঘব করে।

কণ্ব শার্ঙ্গরব। শকুন্তলাকে সামনে রেখে তুমি রাজাকে সম্বোধন করে বলবে

শার্ঙ্গরব—আদেশ করুন।

কণ্ব—সংযমই আমাদের সম্পদ, উচ্চবংশে তোমার জন্ম, তোমার উপর শকুন্তলার যে অনুরাগ বন্ধুজনের অজান্তেই তা ঘটেছে। এইসব ভাল করে বিবেচনা করে, অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে একে সমান দৃষ্টিতেই দেখবে। এরপর যা ওর ভাগ্যে আছে তাই হবে। বধূর স্বজনদের তা না বলাই ভালো।

শার্ঙ্গরব—এই বার্তা রাজাকে জানাবার জন্যে গ্রহণ করলাম।

কণ্ব—(শকুন্তলার দিকে চেয়ে) বৎসে! এবারে তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। বনবাসী হলেও লৌকিক ব্যাপারেও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে।

শার্ঙ্গরব—ভগবন্। যাঁরা প্রজ্ঞাবান্ কোন কিছুই তাঁদের অজানা থাকে না।

কণ্ব—এখান থেকে পতিগৃহে গিয়ে তুমি গুরুজনদের সেবা করবে, সপত্নীদের প্রিয়সখীর মতো দেখবে। স্বামী প্রতিকূল আচরণ করলেও ক্রোধে বিরুদ্ধতা কোরো না। দাসদাসীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হবে। ভোগেও গর্বিত হবে না। যুবতিরা এইভাবেই গৃহিণীপদ লাভ করে। যারা বিপরীত আচরণ করে, তারা কুলের পক্ষে পীড়ার মতো।

এ বিষয়ে গৌতমী কী মনে করেন?

গৌতমী—বধূদের এই তো আদর্শ। বাছা, উনি যা বললেন তা মনে রেখো।

কণ্ব—এসো বৎসে, আমাকে এবং তোমার সখীদের আলিঙ্গন করো।

শকুন্তলা—তাত, এখান থেকেই কি সখীরা ফিরে যাবে?

কণ্ব—বৎসে! এদেরও তো বিয়ে দিতে হবে; তাই এদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাবেন।

শকুন্তলা—(পিতাকে আলিঙ্গন করে) এখন পিতার কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, মলয়তট থেকে উন্মূলিত চন্দনলতার মতো অন্য কোথাও গিয়ে কি করে জীবনধারণ করব?

কণ্ব - বৎসে, তুমি এমন কাতর হচ্ছ কেন? উচ্চকুলে গৌরবময় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাচুর্যের ফলে নানারকম বড়ো বড়ো কাজে প্রতিমুহূর্তে ব্যস্ত থেকে এবং শিগ্গিরই প্রাচী যেমন সূর্যকে প্রসব করে তেমনি তুমিও পবিত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে আমাদের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ ভুলেই থাকবে।

(শকুন্তলা পিতার চরণে প্রণতা হলেন)

বৎসে ! যা আমার মনের ইচ্ছা তাই হোক ।

শকুন্তলা (সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, তোরা দুজনে আমাকে একসঙ্গে আলিঙ্গন কর্ ।

সখী দুজন—(তাই করে) সখী, যদি সেই রাজর্ষি তোকে চিনতে দেরী করেন, তাহলে তাঁকে তাঁরই নামাঙ্কিত এই আংটিটা দেখাস্ ।

শকুন্তলা—এই সংশয়ের কথা শুনে আমি কেঁপে উঠছি ।

সখী দুজন—সখী ! ভয় করিস্ না । অত্যধিক স্নেহ অমঙ্গল আশঙ্কা করে ।

শার্ঙ্গরব— তাকিয়ে) বেলা দ্বিতীয় প্রহর হয়েছে । তাড়াতাড়ি করুন ।

শকুন্তলা—(আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে এবং আশ্রমের দিকে তাকিয়ে) তাত ! আবার কবে তপোবন দেখতে পাব ?

কণ্ব শোনো ।

সসাগরা পৃথিবীর দীর্ঘদিন সপত্নী হয়ে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে এবং তার হাতে সমস্ত প্রজাদের ভার দিয়ে স্বামীকে নিয়ে আবার শান্তরসের আধার এই আশ্রমে আসবে ।

গৌতমী—বাছা, তোমার যাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে । পিতাকে এবার ফিরে যেতে বলো । তা না হলে উনি এইভাবেই বার বার কথা কইবেন ।

এইবারে আপনি ফিরে যান ।

শকুন্তলা—(আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে) আপনার শরীর তপশ্চারণায় কৃশ । আমার জন্যে বেশি ভাববেন না ।

কণ্ব—বৎসে, কুটীরের দুয়ারে তুমি যে নীবার ধান বুনেছ, তা আজ অঙ্কুরিত হচ্ছে । সেদিকে চেয়ে কেমন করে আমার শোক কমবে বলো ? যাও । তোমার পথ শুভ হোক ! (শকুন্তলা ও তাঁর সহগামীদের প্রস্থান)

সখী দুজন—(শকুন্তলাকে অনেকক্ষণ দেখে, করুণভাবে) হায়, হায়, শকুন্তলা গাছের আড়ালে পড়ে গেল । (তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না)

কণ্ব—(নিঃশ্বাস ফেলে) অনসূয়া ! তোমাদের সহচারিণী চলে গিয়েছে ! শোক দমন করে আমাকে অনুসরণ করো ।

সখী দুজন—তাত, শকুন্তলা-ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করছি ।

কণ্ব -ভালোবাসার জন্যেই এমন মনে হচ্ছে ।

(সবিষাদে পরিক্রমা করে)

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম । কারণ—

কন্যা পরেরই ধন । তাকে আজ স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার অন্তরের ভাব যেন লাঘব হল, মনে হচ্ছে গচ্ছিত ধন যেন অধিকারীর কাছে সমর্পণ করেছি ।

(সকলের প্রস্থান)

॥ চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × পঞ্চম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর আসনস্থ রাজা, বিদূষক ও পদমর্যাদা অনুসারে যতজন সম্ভব ততজন পরিজনের প্রবেশ। নেপথ্যে বীণাধ্বনি।)

বিদূষক—(কান পেতে) বন্ধু! সঙ্গীতশালার ভিতরের দিকে কান দাও। বীণায় স্বরসংযোগ শোনা যাচ্ছে, যার তাল আর লয় বিশুদ্ধ। মনে হয় শ্রদ্ধেয়া হংসপাদিকা স্বরসাধনা করছেন।

(আকাশে গীতধ্বনি)

হে মধুকর নতুন নতুন মধুতে লুব্ধ তুমি চূতমঞ্জরীকে ঐভাবে চুম্বন করে পদ্মে এসে বসামাত্রই পরিতৃপ্ত হয়ে, তাকে ভুলে গেলে কী করে ?[১]

রাজা—কী আবেগময় সঙ্গীত!

বিদূষক—বন্ধু হে, এই গানের বাণীর অর্থটা বুঝেছ কি ?

রাজা—(মৃদু হেসে) একবারই ওঁকে প্রণয় নিবেদন করে বিস্মৃত হয়েছি। তাই, বসুমতীকে নিয়ে মত্ত হয়ে আছি, এই ইঙ্গিত করে তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। বন্ধু, মাধব্য, হংসপাদিকাকে আমার কথায় বলো খুব সুকৌশলেই তিনি আমাকে তিরস্কার করছেন।

বিদূষক—তাই করছি। (উঠে) বন্ধু! সখীদের হাত দিয়ে তিনি আমার শিখাটি ধরিয়ে ঠেঙানি দেওয়াবেন, এ থেকে দেখছি আমার নিস্তার নেই, অপ্সরার হাতে আসক্তিহীন ঋষির যেমন নিস্তার নেই, তেমনি।

রাজা—যাও, রসিকজনের মতো একে সান্ত্বনা দাও।

বিদূষক—কী আর করি, যাই। (এই বলে প্রস্থান)

রাজা—(স্বগত) এ কী হল ? গানের বাণী শুনেই, প্রিয়জন থেকে বিযুক্ত না হলেও দেখছি মনটা অত্যন্ত বিচলিত হচ্ছে। অথবা সুন্দর কিছু দেখে, মধুর শব্দ শুনে, মানুষের যে মন কেমন করে তাতে মনে হয় নিশ্চয় তার মনে অজান্তেই আসে জন্মান্তরের কোন প্রিয় স্মৃতি যার মূল মনের অতি গভীরে নিবদ্ধ।[২]

(এই বলে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন)

(তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—হায়, কী অবস্থায় না এসেছি। রাজার অন্তঃপুরে প্রথা হিসেবে যে বেত্র-দণ্ড হাতে নিয়েছিলাম, দীর্ঘকাল পরে তা-ই কিনা হল আমার (বার্ধক্যের) অবলম্বন, চলতে গিয়ে আমার আজ পা টলে। ধর্মকাজ মহারাজের ফেলে রাখা উচিত নয়, একথা মানছি, কিন্তু এই একটু আগেই তিনি বিচারাসন ছেড়ে উঠেছেন। তাই কণ্বমুনির শিষ্যদের আসবার কথা তাকে গিয়ে বলতে উৎসাহ পাচ্ছি না, এতে কষ্টই দেওয়া হবে ওঁকে। অথবা, প্রজাশাসনের দায়িত্ব যাদের বিশ্রাম তাদের নেই। কারণ, সূর্য একবারই মাত্র তার (রথে) অশ্বযোজনা করেছেন, বায়ু দিনরাত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, অনন্তনাগ সর্বদাই পৃথিবীর ভার বহন করছেন, উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশভোগী রাজার ধর্মও এই।

যাক, কর্তব্য করি। (পরিক্রমা করে, দেখে) এই যে মহারাজ—নিজের সন্তানের মতো প্রজাদের শাসন করে শ্রান্ত মনে নির্জনতা উপভোগ করছেন, রোদের তাপে

তপ্ত হয়ে গজরাজ যেমন শীতল গুহায় আশ্রয় নেয় তেমনি। (সামনে গিয়ে) জয় হোক মহারাজের! হিমগিরির উপত্যকায় যে অরণ্য আছে সেখানকার অধিবাসী ঋষিরা এসেছেন কাশ্যপের বার্তা নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোকও আছেন। এখন শোনবার পর মহারাজ যা আদেশ করেন।

রাজা—(সবিস্ময়ে) কী বললেন? ঋষিরা কাশ্যপের বার্তা নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও আছেন?

কঞ্চুকী—আজ্ঞে, হাঁ, মহারাজ।

রাজা—তাহলে আমার কথায় উপাধ্যায় সোমরাতকে বলুন তিনি যেন বৈদিক বিধিতে এই আশ্রমবাসীদের সৎকার করে নিজেই তাঁদের নিয়ে আসেন। আমিও তপস্বীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত কোন জায়গায় ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

কঞ্চুকী—মহারাজ যা আদেশ করেন।

রাজা—(উঠে) বেত্রবতী, অগ্নিগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে আসুন মহারাজ।

রাজা—(পরিক্রমা করে, রাজকার্যজনিত ক্লান্তি অভিনয় করে) সকলেই অভীষ্টপূরণ হলে সুখী হয়, রাজার চরিতার্থতার পর-পরই আসে নানা বিঘ্ন।

সফলতা শুধু ঔৎসুক্যের অবসান ঘটায়, কিন্তু কষ্ট দেয় প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি। একটা বড় ছাতা হাতে নিলে যেমন রোদের চেয়ে ছাতাটা ধরে থাকার কষ্টই হয় বেশি তেমনি নিজের হাতে রাজদণ্ড ধারণ করলে শ্রম দূর করার চেয়ে (নিত্য নূতন) শ্রমের কারণই হয়ে পড়ে।

বৈতালিক—(নেপথ্যে) জয় হোক মহারাজের!

প্রথম—নিজের সুখে উদাসীন হয়ে আপনি প্রজাদের জন্যে প্রতিদিন ক্লেশ স্বীকার করছেন। অথবা, আপনার বৃত্তিই এইরকম। গাছ মাথায় তীব্র উত্তাপ অনুভব করে, কিন্তু ছায়া দান ক'রে আশ্রিতদের ক্লান্তি দূর করে।

দ্বিতীয়—আপনি রাজদণ্ড ধারণ করে বিপথগামীদের নিয়ন্ত্রিত করছেন, বিবাদ-বিসংবাদ প্রশমিত করছেন, (জনগণের) রক্ষার ব্যবস্থা করছেন। যখন অর্থের প্রাচুর্য থাকে তখন জ্ঞাতিরাও থাকে, তাদের বন্ধুকৃত্য (অর্থাৎ আপদে-বিপদে তাদের সাহায্যদান) কিন্তু আপনিই সম্পাদন করে চলেছেন।

রাজা—(শুনে) আমার মন ক্লান্ত ছিল, কিন্তু আবার নতুন হলাম যেন।

(এই বলে পরিক্রমা করলেন)

প্রতিহারী—এই যে অগ্নিগৃহের অলিন্দ। এক্ষুনি পরিষ্কার করায় সুন্দর দেখাচ্ছে, কাছেই হোমধেনুকেও রাখা হয়েছে। আপনি এই অলিন্দে আরোহণ করুন মহারাজ।

রাজা—(আরোহণ করে এবং প্রতিহারীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে) বেত্রবতী! ভগবান্ কাশ্যপ (কণ্ব) কেন আমার কাছে ঋষিদের পাঠালেন বল তো?

মুনিরা তপস্যা আরম্ভ করলে কোন বাধাবিঘ্নে তা পণ্ড হল না তো? না, তপোবনের প্রাণীর কোন ক্ষতি করেছে কেউ? নাকি আমার কোন কুকর্মের জন্যে লতায় ফুল ফোটা হয়েছে বন্ধ? এইরকম নানা সন্দিগ্ধ চিন্তায় আমার

মনকে অস্থির করে তুলছে অথচ নিশ্চিতভাবে কারণটা নির্ণয়ও করতে পারছি না।

প্রতিহারী—যে আশ্রমে আপনার বাহুবলে (সুশাসনে) শান্তি প্রতিষ্ঠিত সেখানে এসব হবে কী করে? আমার মনে হয় ঋষিরা আপনার সুকর্মে আনন্দিত হয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

(তারপর গোতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে সামনে নিয়ে মুনিদের প্রবেশ। এঁদের আগে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত।)

কঞ্চুকী—এদিকে, এদিকে আসুন আপনারা।

শার্ঙ্গরব—স্বীকার করছি এই ঋদ্ধিমান রাজা কর্তব্যচ্যুত (কখনও) হন নি, নিম্নবর্ণের কোন মানুষও কুপথে যায় নি। তবু সর্বদা নির্জনতার সঙ্গে পরিচিত বলে, এই জনবহুল গৃহ দেখে মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে চারদিকে।[৩]

শারদ্বত—নগরে প্রবেশ করে যে তোমার এরকম মনে হবে এতো খুবই স্বাভাবিক। আমিও—

স্নাত তৈলাক্তকে যেমন করে দেখে, শুচি অশুচিকে যেমন করে দেখে, জাগ্রত নিদ্রিতকে যেমন ক'রে দেখে, মুক্ত বদ্ধকে যেমন ক'রে দেখে এই ভোগে আসক্ত মানুষদের তেমনি ক'রে দেখছি।

শকুন্তলা—(একটা দুর্লক্ষণ অভিনয় করে) এ কি! আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন?

গোতমী—ষাট, ষাট, ও কিছু নয়, বাছা। তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমাকে সুখ দান করুন। (এই বলে পরিক্রমা করলেন)

পুরোহিত—(রাজাকে দেখিয়ে) হে তপস্বিগণ! বর্ণাশ্রমের রক্ষক মাননীয় মহারাজ আগেই আসন ছেড়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁকে দর্শন করুন।

শার্ঙ্গরব—হে মহাব্রাহ্মণ! নিঃসন্দেহে মহারাজের এই বিনয় অভিনন্দনযোগ্য। তবে আমরা এবিষয়ে উদাসীন। দেখুন না,

ফল এলেই গাছেরা পড়ে নুয়ে, নতুন জলের ভারে মেঘেরাও হয় নত, সজ্জনেরা সমৃদ্ধিতেও উদ্ধত হয় না। পরোপকারীদের স্বভাবই তো এই।

প্রতিহারী—মহারাজ, ঋষিদের মুখ প্রসন্ন দেখা যাচ্ছে। মনে হয় তাঁরা এমন কোন কাজের জন্যে এসেছেন যা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই।

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে) আর এই মাননীয়া মহিলা -

বিশীর্ণ পাতার মধ্যে কিশলয়ের মতো, ঋষিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে ইনি? মুখে তাঁর অবগুণ্ঠন, দেহলাবণ্য তেমন করে প্রকাশিত নয়।

প্রতিহারী—মহারাজ! কৌতূহলে-ভরা নানারকম অনুমান করছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। কিন্তু দেখবার মতো এঁর দেহসৌষ্ঠব।

রাজা—হোক। পরস্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়।

শকুন্তলা—(বুকে হাত দিয়ে, মনে মনে) হৃদয়, এভাবে কাঁপছে কেন? আর্যপুত্রের সেই প্রীতিপ্রবাহ স্মরণ করে শান্ত হও।

পুরোহিত—(সম্মুখে গিয়ে) মহারাজের কল্যাণ হোক! বিধিমতো এই তপস্বীদের সম্মানিত করা হয়েছে। এঁরা উপাধ্যায়ের (কণ্বমুনির) বার্তা এনেছেন। মহারাজ শুনুন।

রাজা—অবহিত হলাম।
ঋষিরা—জয় হোক, মহারাজ!
রাজা—আমি আপনাদের সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি।
ঋষিরা—আপনার ইষ্টলাভ হোক!
রাজা—মুনিদের তপস্যা নির্বিঘ্ন তো?
ঋষিরা—আপনি যেখানে রক্ষক সেখানে তপশ্চর্যায় বিঘ্ন হবে কেন? সূর্য যখন দীপ্যমান তখন অন্ধকার আসবে কেমন করে?
রাজা—তাহলে. আমার 'রাজা' এই পদবীটি সার্থক হল। জগতের মঙ্গলের জন্যে ভগবান কাশ্যপ কুশলে আছেন তো?
শার্ঙ্গরব—মহারাজ! যাঁরা সিদ্ধপুরুষ কুশল তাঁদের ইচ্ছাধীন। তিনি আপনার কুশল প্রশ্ন করে আপনাকে বলেছেন—
রাজা - কী আদেশ করেছেন তিনি?
শার্ঙ্গরব—'পরস্পর অঙ্গীকার করে আমার কন্যাকে আপনি যে বিবাহ করেছেন আমি সন্তুষ্টচিত্তে তা অনুমোদন করেছি। কারণ,
আপনাকে আমরা যোগ্যদের মধ্যে প্রধান বলে মনে করি, আর শকুন্তলাও মূর্তিমতী পুণ্যক্রিয়া (তপস্যা)। তাই সমগুণের বধূবরকে মিলিত করে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) বহুদিন পরে নিন্দা থেকে মুক্তি পেলেন। অতএব. এখন আপন্নসত্ত্বা এই সহধর্মিণীকে গ্রহণ করুন।'
গৌতমী—আর্য, আমি কিছু বলতে চাই, তবে আমারও বলার তেমন অবকাশ নেই কারণ—
এ-ও (শকুন্তলাও) গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলে নি, আপনিও স্বজনদের কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। নিজেরাই যেখানে নিজেদের বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে অন্যের বলারই বা কি থাকতে পারে?
শকুন্তলা—(মনে মনে) আর্যপুত্র না জানি কী বলেন (একথা শুনে)।
রাজা—(শুনে আশঙ্কিত হয়ে) এ সব কী বলছেন আপনারা!
শকুন্তলা—(মনে মনে) কথা নয়, আগুনই বলব।
শার্ঙ্গরব—সে কি! সংসারের রীতি-নীতি আপনারাই ভালো জানেন। যার স্বামী আছে সে যদি স্বজনদের ঘরেই একান্তভাবে বাস করে, সে পতিব্রতা হলেও লোকে তার সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবে। তাই সে স্বামীর প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয়ই হোক, স্বজনেরা তাকে স্বামীর কাছে রাখতে চান।
রাজা—কী বললেন? ইনি আমার পূর্বপরিণীতা?
শকুন্তলা—(সখেদে, মনে মনে) হৃদয়, তুমি যা আশঙ্কা করেছিলে এই হল।'
শার্ঙ্গরব—কৃতকার্যের প্রতি বিশেষ ধর্মবিরুদ্ধ কিছু করা কি রাজার উচিত?
রাজা—এই কল্পনা-প্রসূত অসৎ প্রস্তাবটি কী করে তুলছেন আপনারা?
শার্ঙ্গরব– যারা ঐশ্বর্যমত্ত তাদের মধ্যে এমন মতিভ্রম প্রায়ই দেখা যায় বটে।
রাজা—একথায় আমি বিশেষভাবে তিরস্কৃত হলাম।
গৌতমী—(শকুন্তলাকে) বাছা! কিছুক্ষণের জন্যে লজ্জা ত্যাগ করো। তোমার

অবগুণ্ঠন খুলে দিচ্ছি। তাহলে তোমার স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন।

(তাই করলেন)

রাজা—(শকুন্তলাকে ভালোভাবে দেখে, মনে মনে) এই অনিন্দ্যরূপ আপনা থেকেই এসেছে। এ'কে আগে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি, কি করি নি তা বুঝতে পারছি না। প্রভাতে তুষারগর্ভ কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন উপভোগও করতে পারে না, ছেড়েও যেতে পারে না, আমিও তেমনি এ'কে গ্রহণ করতে পারছি না, প্রত্যাখ্যানও করতে পারছি না।

(রাজা চিন্তান্বিত হয়ে রইলেন)

প্রতিহারী—(মনে মনে) রাজার কী ধর্মনিষ্ঠা! আপনা-আপনি এসে-পড়া এমন রূপ দেখে অন্য কে আর এত সব বিচার করে দেখত?

শার্ঙ্গরব—মহারাজ! চুপ করে রইলেন কেন?

রাজা—হে তপস্বিগণ! (অনেক) চিন্তা করেও আমি এ'কে গ্রহণ করেছি বলে মনে করতে পারছি না। তাই, গর্ভলক্ষণযুক্ত এ'কে কি করে গ্রহণ করব? তাহলে তো আমিই পরদারগামী বলে চিহ্নিত হব।

শকুন্তলা—(দর্শকদের দিকে মুখ করে, জনান্তিকে) ধিক্! ধিক্! আর্যের বিবাহেই সন্দেহ, এখন কোথায় আমার ঊর্ধ্বচারিণী আশা!

শার্ঙ্গরব—থাক্ তবে।

যে মুনি তাঁর কন্যার প্রতি আপনার অন্যায় আচরণকে অনুমোদন করেছেন, দস্যুকে দানের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তাঁর অপহৃত নিজের ধন তাকেই যিনি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন সেই মুনি আপনার অবমাননার যোগ্যই বটে।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব! তুমি এখন বিরত হও। শকুন্তলা! আমাদের যা বলার তা বলেছি। ইনি—মাননীয় মহারাজও তাঁর যা বলার বলেছেন। এবারে তুমিই তাঁকে এমন প্রত্যুত্তর দাও যা ওঁর বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে।

শকুন্তলা—(দর্শকদের দিকে ফিরে) ঐরকম অনুরাগ যখন এই অবস্থায় এসেছে, তখন মনে করিয়ে দিয়েই বা কী লাভ? অথচ নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও তো আমাকে করতে হবে।

(প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র! (বলেই থেমে গেলেন) পরিণয়েই যখন সন্দেহ তখন এ সম্বোধন ঠিক নয়। হে পুরুবংশীয়! এই স্বভাবসরল মানুষটিকে তপোবনে শপথ নিয়ে ঐভাবে প্রতারণা করে এখন এইসব কথা বলে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উপযুক্তই বটে!

রাজা—(কান ঢেকে) ছি! ছি!

কুলপ্লাবী নদী যেমন নির্মল জলকে আবিল করে এবং তটতরুকে ভূপাতিত করে, আপনিও তেমনি নিজের কুলকে কলঙ্কিত করে আমাকেও অধঃপতিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

শকুন্তলা—যাক, যদি সত্যিই পরদার-পরিগ্রহের আশঙ্কায় আপনিই এই আচরণ করে থাকেন তাহলে এই অভিজ্ঞান দেখিয়ে আপনার আশঙ্কা দূর করব।

রাজা—উত্তম প্রস্তাব।

শকুন্তলা—(আংটির জায়গাটা স্পর্শ করে) হায়, ধিক্ ! আমার আঙুলে সেই আংটিটি নেই। (এই বলে সখেদে গোতমীর মুখের দিকে চাইল)

গোতমী—শক্রাবতারে শচীতীর্থের জলকে যখন তুমি প্রণাম করছিলে সেই সময়েই নিশ্চয় তোমার আংটি খুলে গিয়েছে।

রাজা—ঐ যে বলা হয় স্ত্রী-জাতি প্রত্যুৎপন্নমতি, এ তাই।

শকুন্তলা—এখানেও নিয়তিই তাঁর প্রভুত্ব দেখালেন। আচ্ছা, আমি এবারে অন্য প্রমাণ দিচ্ছি।

রাজা—এবারে শোনবার মতো কিছু শোনা যাবে আশা করি।

শকুন্তলা—একদিন বেতস-লতাকুঞ্জে পদ্মপাতার পাত্রে জল ছিল আপনার হাতে।

রাজা—শুনলাম।

শকুন্তলা—সেই সময়ে আমার পালিত-পুত্র 'দীর্ঘাপাঙ্গ' নামে এক হরিণশিশু এল। ওই আগে পান করুক এই বলে তাকে আপনি সাধলেন কিন্তু অপরিচয়ের জন্যে সে আপনার হাতের কাছে এল না। তারপর আমি যখন জলটা নিলাম তখন সেই জলেই তার অনুরাগ দেখা গেল। তখন আপনি এইভাবে পরিহাস করে বললেন—স্বজাতিকে সকলেই বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই অরণ্যের প্রাণী কিনা, তাই।[৭]

রাজা—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মেয়েরা এই ধরনের নানারকম মিথ্যা-অথচ-মধুর কথা বলে বিষয়াসক্ত মানুষকে আকর্ষণ করে।

গোতমী—হে ঋদ্ধিমান্ ! এমন কথা বলবেন না। এ তপোবনে পালিত হয়েছে, ছলকপটতা কী তা জানে না।

রাজা—তাপসবৃদ্ধা ! মনুষ্যেতর স্ত্রীজাতিরও স্বভাবজাত পটুত্ব দেখা যায়, আর যাদের বুদ্ধি আছে এমন স্ত্রীলোকদের তো কথাই নেই। কোকিলারা আকাশে ওড়বার আগেই নিজেদের বাচ্চাদের অন্য পাখিদের দিয়ে লালন পালন করিয়ে নেয়।

শকুন্তলা—(সরোষে) অনার্য ! নিজের হৃদয়-বোধ দিয়েই সকলকে দেখছেন। আপনার অনুকরণে এমন (নীচ) আচরণ কে করবে, ধর্মের বেশধারণ করে তৃণাচ্ছাদিত গহ্বরের রূপ নেবে ?[৮]

রাজা—(মনে মনে) এঁর ক্রোধ দেখে মনে হচ্ছে তা কৃত্রিম নয়, আমার মনকেও যেন সন্দিগ্ধ করে তুলছে।[৯]

কারণ, বিস্মরণের দরুন আমার হৃদয় কঠিন হওয়ায় আমি গোপনে সংঘটিত প্রণয় অস্বীকার করলে উনি অত্যন্ত ক্রোধে আরক্তনয়না হলেন, কুটিল ভ্রূভঙ্গে কামদেবের ধনুটি যেন ভেঙে ফেললেন।

(প্রকাশ্যে) দুষ্যন্তের চরিত্র কেমন তা সবাই জানেন এমন কি প্রজাদের মধ্যেও পরস্ত্রী-লোলুপতা দেখা যায় না।

শকুন্তলা—খুব ভালোভাবেই আমি এখন স্বৈরিণী প্রতিপন্ন হলাম। হায় ! আমি পুরুবংশের প্রতি বিশ্বস্ততায় এমন একজনের হাতে গিয়ে পড়লাম যাঁর মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ। (এই বলে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন)।

শার্ঙ্গরব—যে চপলতা স্বকৃত এবং অনিয়ন্ত্রিত তা এই ভাবেই দগ্ধ করে। এই জন্যেই

গোপন মিলন ভেবে-চিন্তেই করতে হয়। যার মন জানা নেই তার সঙ্গে সম্প্রীতি হলেও তা শত্রুতার রূপ নেয়।

রাজা—শুনুন, এ'র প্রতি আস্থা স্থাপন করে আমাকে এভাবে পুঞ্জীভূত অভিযোগবাণে বিদ্ধ করছেন কেন?

শার্ঙ্গরব—(ব্যঙ্গ করে) আপনারা এ'র জবাবটা শুনলেন তো?

আজন্ম শাঠ্য যে জানলই না তার কথা গ্রাহ্য হল না, আর পরকে ঠকানো যাঁদের কাছে বিদ্যে হিসেবে শিখতে হয় তাঁরাই হলেন সত্যবাদী।

রাজা—হে সত্যবাদী! না হয় মানলাম আমরা এরকমই (প্রতারক), কিন্তু এই মহিলাকে প্রতারণা করে কি লাভ আমার?

শার্ঙ্গরব—নিপাত যাওয়া।

রাজা—এই নিপাত যাওয়াটা পুরুবংশীয়দের কাম্য, একথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হল না।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব! কথা কাটাকাটি করে আর লাভ কী? আমরা গুরুর আদেশ পালন করেছি, এবারে চল ফিরে যাই।

(রাজার প্রতি)

এ আপনার নিজের স্ত্রী। এ'কে আপনি গ্রহণ করবেন, না, বর্জন করবেন তা আপনি জানেন। স্ত্রীর উপরে স্বামীর প্রভুত্ব সর্বতোমুখী। গোতমী, আগে চলুন। (এই বলে প্রস্থান)

শকুন্তলা—একি! এই কপট লোকটি আমাকে প্রতারণা করছে। তোমরাও আমাকে ত্যাগ করছ? (এই বলে তাদের অনুগমন করতে লাগলেন)

গোতমী—(থেমে থেমে) বৎস শার্ঙ্গরব, করুণভাবে বিলাপ করতে করতে শকুন্তলা আমাদের অনুসরণ করছে। স্বামী নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, এখন ও-বেচারী করবে কী?

শার্ঙ্গরব—(সক্রোধে পিছনে ফিরে) রে পুরোভাগিনী! নিজের ইচ্ছে মতো চলছ?

(শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন)

শার্ঙ্গরব—শকুন্তলা!

যদি মহারাজ যা বলছেন তুমি তাই হও, তাহলে কুলকলঙ্কিনী তোমাকে দিয়ে পিতা কী করবেন? আর যদি নিজের ব্রতকে পবিত্র বলে জেনে থাক তাহলে পতিকুলে দাসীবৃত্তিও তোমার ভালো। তুমি থাকো, আমরা যাচ্ছি।

রাজা—হে, তপস্বী! এ'কে কেন প্রবঞ্চনা করছেন? চাঁদ কুমুদিনীকে এবং সূর্য পদ্মিনীকেই প্রস্ফুটিত করে। যাঁরা সংযমী পরদারস্পর্শে তাঁদের প্রবৃত্তি নেই।

শার্ঙ্গরব—মহারাজ! নানা কাজে বিব্রত থাকতে হয় বলে আপনি আগের ঘটনা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন, সেক্ষেত্রে ধর্মভীরু আপনার পক্ষে পত্নী-পরিত্যাগ ব্যাপারটি অসঙ্গত হচ্ছে না কি?

রাজা—আপনার কাছেই বিষয়টির ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করছি।

আমি মোহগ্রস্ত হতে পারি, ইনিও মিথ্যাভাষিণী হতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দেওয়ায় কোন্‌টা ঠিক হবে—আমি পত্নী ত্যাগ করব, না, পরস্ত্রী স্পর্শে কলঙ্কিত হব?

পুরোহিত—(বিচার করে) যদি এই করা যায়?

রাজা—আদেশ করুন আমাকে।

পুরোহিত ইনি প্রসব পর্যন্ত আমার গৃহেই থাকুন। যদি বলেন এ-কথা বলছি কেন ? তাহলে শুনুন. আপনার সম্বন্ধে ঋষিরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, প্রথমেই চক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দেবেন। সেই মুনি-দৌহিত্রে কণ্বমুনির দৌহিত্রে) যদি ঐ লক্ষণ থাকে তাহলে এঁকে অভিনন্দন জানিয়ে অন্তঃপুরে আনবেন। আর তা যদি না হয় তাহলে এঁকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

রাজা—গুরুদেব যা বলেন।

পুরোহিত—বৎসে. আমাকে অনুসরণ করো।

শকুন্তলা—হে ভগবতী বসুধা ! আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও।

(এই বলে কাঁদতে কাঁদতে পুরোহিত ও তপস্বীদের সঙ্গে প্রস্থান। শাপে স্মৃতি-ভ্রষ্ট হয়ে রাজা শকুন্তলার বিষয়ই চিন্তা করতে লাগলেন

(নেপথ্যে)—আশ্চর্য ! আশ্চর্য !

রাজা -(শুনে) কী হল ?

পুরোহিত -(প্রবেশ করে, সবিস্ময়ে) মহারাজ ! অদ্ভুত ঘটনা।

রাজা—কী বলুন তো ?

পুরোহিত—কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করলেই ঐ বালিকা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে হাত তুলে কাঁদতে লাগলেন।

রাজা—তারপর ?

পুরোহিত—তারপর হঠাৎ অপ্সরাতীর্থের কাছে স্ত্রীমূর্তির মতো এক জ্যোতিঃ এসে এঁকে নিয়ে চলে গেল।

(সকলে বিস্ময় অভিনয় করলেন)

রাজা—আর্য ! প্রথমেই আমরা এই শকুন্তলা-বিষয় প্রত্যাখান করেছি। তাই অনর্থক জল্পনা-কল্পনা করে লাভ কী ? আপনি বিশ্রাম করুন।

পুরোহিত—(তাকিয়ে) জয় হোক আপনার ! (প্রস্থান)

রাজা—বেত্রবতী, আমি অস্থির বোধ করছি। শয়নগৃহের পথ দেখাও।

প্রতিহারী—এই দিকে, এই দিকে আসুন মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা (পরিক্রমা করে মনে মনে)

একথা সত্যি যে আমি প্রত্যাখ্যাত ঐ ঋষিকন্যাকে আমার পরিণীতা বলে স্মরণ করতে পারছি না, কিন্তু আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আমাকে যেন বিশ্বাস করতেই বলছে।[১]

(সকলের প্রস্থান)

॥ পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ অংক × × × × × × × × × × × ×

(তারপর নগররক্ষীদের তত্ত্বাবধায়ক রাজার শ্যালকের প্রবেশ, আর তার পিছনে হাতবাঁধা অবস্থায় একজন লোককে নিয়ে দুজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী দুজন—(লোকটাকে মারতে মারতে) ওরে চোর, বল দেখি রাজার নাম-খোদাই করা বহুমূল্য মণিতে জ্বল-জ্বল-করা এই আংটিটা পেলি কোত্থেকে ?

পুরুষ—(ভয়ের অভিনয় করে)—দোহাই, মশাইরা, আমি একাজ করি নি।

প্রথম—তাহলে সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে মহারাজ তোকে এটা উপহার দিয়েছে বল্‌ ?

পুরুষ—দয়া করে শুনুন তবে। আমি এক জেলে, আমার বাড়ি শক্রাবতারে।

দ্বিতীয়—ওরে চোর! আমরা কি তোকে তোর কোন্‌ জাত, কোথায় থাকিস্‌ তুই, এসব জিজ্ঞেস করেছি ?

শ্যালক[১]—সূচক! পর-পর বলে যাক্‌, ওকে কথার মাঝে মাঝে থামিয়ে দিও না।

দুজনে—আপনি যা আজ্ঞা করেন। বল্‌ রে।

পুরুষ—জাল, বড়শি—এসব মাছধরার নানা কৌশলে পরিবার প্রতিপালন করি।

শ্যালক—(হেসে) বিশুদ্ধ জীবিকাই বলতে হবে!

পুরুষ—কর্তা, ওকথা বলবেন না। যে বৃত্তি জন্মগত, নিন্দিত হলেও তা ছাড়া উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করুণানম্র হলেও যজ্ঞীয় পশুবধে নিষ্ঠুর।[২]

শ্যালক—তারপর, তারপর ?

পুরুষ—একদিন একটা রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম। তার পেটের ভিতরটা দেখতেই চোখে পড়ল মহামণিতে জ্বল্‌-জ্বলে এই আংটিটা। তারপর এটা বিক্রির জন্য দেখাতেই আপনারা আমাকে ধরলেন। আপনারা মারুন, কাটুন, যাই করুন, কী করে এটা পেলাম এই হল তার গোপন বৃত্তান্ত।

শ্যালক—(আংটিটা শুঁকে) আরে কাঁচা মাংসের গন্ধ থেকে মনে হচ্ছে—এ গোসাপখেকো মেছোই হবে। তবে আংটি-পাবার ব্যাপারটা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে। আমি রাজবাড়িতে যাচ্ছি।

রক্ষী দুজন—আপনি যা আজ্ঞা করেন। চল্‌ রে গাঁট-কাটা চল।

(সকলের পরিক্রমা)

শ্যালক—সূচক, আমি এই আংটিটা যেভাবে পাওয়া গেল তা প্রভুকে জানিয়ে যতক্ষণ তাঁর আদেশ না নিয়ে আসছি ততক্ষণ তোমরা এই পুরদ্বারে অপেক্ষা কর।

দুজনে—প্রভুর অনুগ্রহ-লাভের জন্যে প্রবেশ করুন, কর্তা।

(শ্যালকের প্রস্থান)

সূচক—জানুক, আমাদের কর্তা কিন্তু সত্যিই দেরি করছেন।

জানুক তা তো হবেই, ঠিক অবসর বুঝেই তো রাজাদের কাছে যেতে হয়।

সূচক—জানুক, আমার হাতের আগের অংশটুকু ওর বধের মালাটি পরাবার জন্যে নিস্‌পিস্‌ করছে। (এই বলে লোকটার দিকে দেখাল)

পুরুষ—আজ্ঞে, হুজুর, অকারণে বধ করাটা আপনার উচিত হবে না।

জানুক—এই তো আমাদের কর্তা, হাতে তাঁর পত্র। রাজার আদেশ নিয়ে এই দিকেই আসছেন তিনি।

এখন হুই হয় শকুনের মুখ দেখবি, না হয় তো কুকুরের মুখ দেখবি।

শ্যালক—(প্রবেশ করে) শিগ্‌গির, শিগ্‌গির, এই—(এইটুকু বলতেই)

পুরুষ—হায়, আমি মারা পড়লাম। (বিষাদের অভিনয় করল)

শ্যালক—সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও। ওর আংটি-পাবার ব্যাপারটা অমূলক নয়।

সূচক—যে আজ্ঞে হুজুর।

এ যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল দেখছি!

(এই বলে লোকটিকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন)।

পুরুষ—প্রভু, আমার (আজকের) জীবিকাটা তাহলে কী হবে?

(এই বলে পায়ে পড়ল)

শ্যালক—ওঠ্, এই যে প্রভু আংটির দামের সমান উপহার দিয়েছেন; এই নে।

(এই বলে লোকটিকে অর্থ দিল)

পুরুষ—(সানন্দে প্রণাম করে তা নিয়ে) আমি অনুগৃহীত হলাম, প্রভু।

সূচক—এ এমন অনুগ্রহ যে শূল থেকে নামিয়ে হাতির পিঠে চড়ানো হল তোকে।

জানুক—প্রভু, এই উপহারই বলে দিচ্ছে এ আংটিটা প্রভুর খুব আদরের জিনিস।

শ্যালক—মনে হয়, ওতে যে মহামূল্য রত্ন আছে তার জন্যেই আংটিটা তাঁর কাছে মূল্যবান নয়, ওটা দেখে কোন প্রিয়জনকে তাঁর মনে পড়ে গেল। কারণ স্বভাবত গম্ভীর হলেও তখন তাঁর চোখ জলে ভরে গেল।

সূচক—তাহলে হুজুর তাঁর সেবাই করলেন বলতে হয়।

জানুক—বরং বল, এই জেলের জন্যে—

(এই বলে লোকটিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখল)

পুরুষ—এর অর্ধেকটা আপনাদের সুরার দাম হোক।

জানুক—তাই তো হওয়া উচিত।

শ্যালক—ধীবর তুমি এখন আমার মস্তবড়ো বন্ধু হলে। আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব মদিরাকে সাক্ষী রেখেই পাকা হোক। (তাহলে শুঁড়িখানাতেই যাওয়া যাক)

সকলে—তাই যাওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান)

॥ প্রবেশক ॥

(তারপর আকাশ-গতিতে সানুমতী নামে এক অপ্সরার প্রবেশ)

সানুমতী—সাধুদের স্নানের সময় আমাদের যে পালা করে অপ্সরা-তীর্থের কাছে থাকতে হয় সে কাজ শেষ হয়েছে, তাই এখন রাজার ব্যাপারটা নিজে চোখে দেখি। মেনকার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের দরুন শকুন্তলা আমার শরীরেরই অংশের মতো। মেনকা আমাকে আগে থেকেই সখীর বিষয়ে বলে রেখেছেন।

(চারদিকে চেয়ে)

ব্যাপার কী? ঋতু-উৎসবেও রাজবাড়িকে যেন দেখছি নিরুৎসবের মতোই। আমার উপর দায়িত্ব সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখা। কিন্তু সখীর মর্যাদা

আমাকে মানতে হবে। যা হোক তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে উদ্যানপালিকা দুজনের পাশে থেকে (রাজবাড়ির) সবকিছু জেনে নিই।

(অবতরণের অভিনয় করে দাঁড়িয়ে রইলেন)

(তারপর আমের মুকুলের দিকে দৃষ্টি দিতে দিতে চেটী প্রবেশ করল, তার পিছনে এল আর একজন।)

প্রথমা—হে তাম্রাভ ও হরিৎ-পাণ্ডুর ! হে বসন্তমাসের প্রাণস্বরূপ ! হে ঋতুমঙ্গল ! তোমার আম-গাছে ধরেছে বোল, আমি তোমাকে প্রসন্ন করছি।

দ্বিতীয়া—পরভৃতিকা, একা-একা কী বলছিস ?

প্রথমা—মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখে পরভৃতিকা উন্মত্ত হয়েছে—

দ্বিতীয়া—(সহর্ষে এগিয়ে এসে) কী ? বসন্ত কি এসে গেছে ?

প্রথমা—মধুকরিকা (মৌমাছি)। এই তোর সময়, মত্ততায় প্রেমগীত তুই গাইতে পারিস।

দ্বিতীয়া—সখী, আমাকে ধরে থাক যতক্ষণ না আমি পায়ের পাতায় ভর করে আমের মুকুল নিয়ে কামদেবকে পুজো করি।

প্রথমা—আমিও যেন পুজোর অর্ধেক ফল পাই।

দ্বিতীয়া—না বললেও পাবি। কারণ আমাদের একটাই জীবন, যদিও শরীরটা পৃথক।[৪] (সখীকে অবলম্বন করে আমের মুকুল নিয়ে) ওলো, সম্পূর্ণ না ফুটলেও ছেঁড়ামাত্রই গন্ধ বেরোচ্ছে। (পত্রপুট রচিত হয় এইভাবে হাতজোড় করে) হে আমের মুকুল, আমি তোমাকে ধৃত-ধনু কামদেবকে দান করলাম। প্রোষিত-ভর্তৃকাদের লক্ষ্য করে যে পাঁচটি বাণ তিনি নিক্ষেপ করেন তার মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ বাণ হও।

(এই বলে আমের মুকুল ছুঁড়ে দিল)

(যবনিকা নেড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশ করে)

কঞ্চুকী ওরে আত্ম-বিস্মৃতা, ওকি করছিস ? প্রভু বসন্তোৎসব করতে নিষেধ করেছেন, আর তুই কিনা আমের মুকুল তুলছিস ?

দুজনে—প্রসন্ন হোন, আর্য আমরা ঠিক জানতাম না।

কঞ্চুকী—তোরা কি শুনিস নি বসন্তের তরুরা এবং তাদের আশ্রিত পাখিরাও মহারাজের আদেশ মানেন ? চেয়ে দেখ—

আমের মুকুল অনেক আগে নির্গত হলেও তাতে পরাগ দেখা দিচ্ছে না, কুরুচি ফুল উদ্গত হলেও কুঁড়ি হয়েই রয়ে গেল। শীত চলে গেলেও কোকিলদের কুহুরব কণ্ঠে স্খলিত হচ্ছে। মনে হয় কামদেবও ভীত হয়ে তূণ থেকে অর্ধেক-তোলা বাণ তূণেই রেখে দিচ্ছেন।

সানুমতী—এতে সন্দেহ নেই। প্রবল প্রভাব[৫] এই রাজর্ষির।

প্রথমা—মাত্র কয়েকদিন আগে মহারাজের শ্যালক মিত্রাবসু আমাদের দুজনকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এখানে প্রমোদবনের দেখাশোনার ভার আমাদের উপর দিয়েছেন। নতুন এসেছি বলে আমরা এ-ব্যাপারটা শুনি নি।

কঞ্চুকী—ঠিক আছে। আর এমন করিস্ না।

দুজনে—আর্য, আমাদের কৌতূহল হচ্ছে, যদি আমাদের সেকথা শোনবার যোগ্য মনে

করেন, তবে বলুন, কেন মহারাজ বসন্তোৎসব নিষিদ্ধ করেছেন।

কঞ্চুকী—ব্যাপারটা সবারই কানে গিয়েছে, তাই বলতে বাধা নেই। তোরা দুজন কি শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা শুনিস নি ?

দুজনে—আর্য, মহারাজের শ্যালকের কাছে আংটি দেখার ঘটনা পর্যন্ত শুনেছি।

কঞ্চুকী –তাহলে অল্পই বলার আছে। যখনই নিজের আংটি দেখে প্রভুর মনে পড়ল সত্যই তিনি শকুন্তলাকে আগে গোপনে বিবাহ করেছেন এবং মোহবশতঃ প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন থেকেই অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হচ্ছেন তিনি। সেই থেকেই রমণীয় বিষয়েও তাঁর ঘোর বিতৃষ্ণা এল, সচিবরাও তাঁর সঙ্গ আর পাচ্ছেন না, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করে সারা-রাত বিনিদ্রভাবেই কাটাচ্ছেন। সৌজন্য-বশতঃ[৬] অন্তপুরিকাদের কোন কথায় যথাযথ উত্তর দিতে গিয়ে তাদের নাম ভুলে গিয়ে লজ্জায় বেশ কিছুক্ষণ অবনত হয়ে থাকছেন।

সানুমতী—সুখের বিষয়, সত্যি, (আমার কাছে) এটা সুখের বিষয়।

কঞ্চুকী—এই অসহ্য মনস্তাপের জন্যেই উৎসব নিষিদ্ধ করেছেন।

দুজনে—ঠিকই করেছেন।

নেপথ্যে—আসুন, আসুন প্রভু।

কঞ্চুকী—(কান দিয়ে) প্রভু এইদিকেই আসছেন। তোরা নিজেদের কাজে যা।

দুজনে—তাই যাচ্ছি (প্রস্থান)

(তারপর অনুতাপের উপযুক্ত বেশে রাজার এবং সেই সঙ্গে বিদূষক ও প্রতিহারীর প্রবেশ ,

কঞ্চুকী—(রাজাকে দেখে) যাঁরা সুন্দর সব অবস্থাতেই তাঁরা সুন্দর। তাই উদ্বিগ্ন হলেও প্রভু সুদর্শন, কারণ—

বিশেষ অলঙ্কার পরিত্যাগ করে তিনি এখন বাম প্রকোষ্ঠে একখানি স্বর্ণবলয় ধারণ করেছেন, উষ্ণ নিঃশ্বাসে অধর রক্তিম হয়ে উঠেছে, চিন্তাজনিত অনিদ্রায় তাঁর নয়ন ঈষৎ তাম্রাভ। তবু নিজের তেজোগুণে শাণযন্ত্রে উৎকীর্ণ মণির মতো তিনি ক্ষীণতনু হলেও দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।[৭]

সানুমতী—(রাজাকে দেখে) প্রত্যাখ্যানে অবমানিতা হয়েও শকুন্তলা এঁর জন্যে যে কষ্ট ভোগ করছেন তা উপযুক্তই বটে।

রাজা—(চিন্তামগ্ন হয়ে ধীর পদক্ষেপে পরিক্রমা করে) প্রথমে মৃগনয়না প্রিয়া সুপ্ত এ পোড়া হৃদয়কে জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তা জাগ্রত হয়েছে শুধু অনুতাপের দুঃখ ভোগের জন্যে।

সানুমতী—হতভাগীর অদৃষ্ট এমনি বটে।

বিদূষক—(জনান্তিকে) হুঁ, আবার ইনি শকুন্তলাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। কিভাবে এঁর চিকিৎসা হবে বুঝতে পারছি না।

কঞ্চুকী—(সামনে এসে) জয় হোক মহারাজের! মহারাজ প্রমোদবনের ভূমি পরিমার্জিত হয়েছে।

আপনি ইচ্ছে-মতো বিনোদস্থানে উপবেশন করুন।

রাজা—বেত্রবতী, তুমি শ্রদ্ধেয় পিশুনকে আমার কথায় বলো—বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় আমি আজ বিচারাসনে বসতে পারি নি। তিনি পুরজনের যে সব

অভিযোগ বা সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেছেন সেগুলো পত্রে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রতিহারী—প্রভু যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

রাজা—বাতায়ন! তুমিও নিজের কাজে যাও।

কঞ্চুকী—প্রভুর যা আদেশ। (প্রস্থান)

বিদূষক—আপনি শেষ মাছিটাও তাড়ালেন দেখছি।[৮] এখন বেশি শৈত্য বা বেশি তাপ নেই বলে উপভোগ্য এই প্রমোদবনে আরাম করুন।

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) বয়স্য! এই যে বলা হয় ছিদ্রপথে অনর্থ সদলে আসে, কথাটা ঠিকই। দেখ—

যে মোহ মুনিকন্যার স্মৃতিকে রোধ করেছিল তা থেকে আমার মন মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বন্ধু, কামদেব সঙ্গে-সঙ্গেই আমাকে বিদ্ধ করবার জন্যে তাঁর ধনুকে চূতশর যোজনা করেছেন।

বিদূষক—বয়স্য! দাঁড়ান। আমি এই লাঠি দিয়ে কামদেবের বাণটি নষ্ট করছি।

(এই বলে লাঠি উঁচু করে আমের মুকুল পাড়তে গেলেন)

রাজা—(মৃদু হেসে) খুব হয়েছে। ব্রহ্মতেজ দেখলাম। বন্ধু, কোথায় বসে লতায় চোখ বুলিয়ে একটু আরাম পাই—যে-লতা আমার প্রিয়ার কিছুটা অনুরূপ?

বিদূষক—কেন আপনিই তো আপনার সান্নিধ্যচারিণী পরিচারিকা চতুরিকাকে আদেশ দিয়েছেন—'এই বেলা আমি মাধবীলতামণ্ডপে কাটাব। সেখানে আমার নিজে হাতে চিত্রফলকে আঁকা প্রিয়া শকুন্তলার প্রতিকৃতি নিয়ে আসবে।'

রাজা—এখন এইভাবেই চিত্তবিনোদন করতে হবে। তুমিই তাহলে পথ বলে দাও।

বিদূষক—এই দিকে, এই দিকে আসুন।

(দুজনে পরিক্রমা করলেন, সানুমতী অনুসরণ করলেন)

বিদূষক—মণিময় শিলাসনযুক্ত পুষ্পোপচারে রমণীয় এই মাধবীমণ্ডপ যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করুন এখানে।

(দুজনের প্রবেশ ও উপবেশন)

সানুমতী—লতাসংলগ্ন হয়ে প্রিয়সখীর প্রতিকৃতি দেখি। তারপর তাকে স্বামীর বহুমুখী অনুরাগের কথা বলব গিয়ে।

(সেইভাবে অবস্থান)

রাজা—(নিঃশ্বাস ফেলে) এখন শকুন্তলার ব্যাপারে আগেকার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ছে। তোমাকেও বলেছিলাম। তুমি তো প্রত্যাখ্যানের সময় আমার কাছে ছিলে না। কিন্তু আগেও তো তুমি কখনও তার নাম উচ্চারণ কর নি। তুমি আমার মতোই তাঁকে ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক—না, ভুলি নি। কিন্তু সমস্ত বলার পর আপনি যে বলেছিলেন এসব পরিহাস করে বলা, সত্য নয়। মাটির ঢেলার মতো বুদ্ধি আমার, আমি তাই মেনে নিয়েছিলাম। অথবা নিয়তিই এখানে প্রভুত্ব করেছে বলতে হবে।

সানুমতী—সত্যিই তাই।

রাজা—(কিছুক্ষণ চিন্তা করে) রক্ষা করো আমাকে।

বিদূষক—এ কি বলছেন? আপনার তো এটা সাজে না। বীরেরা তো কখনও

শোকের শিকার হয় না। প্রচণ্ড ঝড়েও পর্বত তো অকম্পিতই থাকে।

রাজা—বয়স্য, প্রত্যাখ্যানে বিচলিত প্রিয়ার অবস্থা স্মরণ করে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি।

আমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি যখন স্বজনের অনুগমন করতে চাইলেন তখন পিতৃ-সম গুরু-শিষ্যের উচ্চকণ্ঠে 'থাকো'—এ-কথা বলায় তিনি দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণে কলুষ দৃষ্টি আবার নিষ্ঠুর আমার প্রতি দিলেন, তা এখন বিষাক্ত শল্যের মতো আমার হৃদয়কে দগ্ধ করছে।

সানুমতী - ইস্, নিজের স্বার্থ-চিন্তা এমনি! এঁর সন্তাপে আমি আনন্দিত।

বিদূষক—দেখুন, আমার তো মনে হয় কোন এক আকাশচারী তাঁকে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—বয়স্য, স্বামীই যাঁর দেবতা তাঁকে অন্য কে আর স্পর্শ করতে সাহস পাবে। শুনেছিলাম তোমার সখীর জন্মদাত্রী জননী মেনকা। তিনি অথবা তাঁর সহচারিণীরা তোমার এই সখীকে হরণ করেছেন এই আমার ধারণা।

সানুমতী—তাঁর ভুলে যাওয়াটাই বিস্ময়ের, মনে পড়াটা নয়।

বিদূষক—যদি তাই হয় আপনি নিশ্চিত হোন। একদিন তাঁর সঙ্গে আবার মিলন হবেই।

রাজা—কেমন করে

বিদূষক—প্রতিবিচ্ছেদে দুঃখিতা কন্যাকে মা-বাবা বেশিদিন দেখতে পারেন না।

রাজা—বয়স্য,

সে কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম না-কি সেইটুকু ফল দান করে পুণ্য নিঃশেষিত হলো?[৯] যাই হোক, তা একেবারেই গিয়েছে, আর ফিরবে না। এইসব আশা হলো নদীব পাড় ভাঙা ধস।

বিদূষক—ও-কথা বলবেন না। আংটিটাই এখানে নিদর্শন। যা অবশ্যই হবে তা অপ্রত্যাশিতভাবেই হবে।

রাজা—(আংটি দেখে) দুর্লভ স্থান থেকে ভ্রষ্ট এই আংটিটি এখন শোকের বিষয়। হে অঙ্গুরীয়, ফল দেখেই বুঝতে পারছি তোমার পুণ্য খুবই ক্ষীণ। তাই রক্তিম-নখে মনোরম অঙ্গুলিতে স্থান পেয়েও তুমি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছ।

সানুমতী যদি অন্য হাতে গিয়ে পড়ত তাহলে সত্যিই অনুশোচনার বিষয় হতো।

বিদূষক—বলুন তো, আপনার নাম-মুদ্রা কী উদ্দেশ্যে আপনি তাঁর হাতে পরিয়েছিলেন?

সানুমতী—আমার কৌতূহলটিই ওঁর কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

রাজা—বয়স্য, শোনো। স্ব-নগরে প্রস্থানের সময় প্রিয়া সাশ্রুনয়নে বললেন, আর্যপুত্র, কতদিন পরে আমাকে স্মরণ করবেন?

বিদূষক—তারপর, তারপর?

রাজা—তারপর এই মুদ্রাঙ্কিত আংটিটি তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিয়ে আমি তাঁকে উত্তর দিলাম—

প্রিয়ে, আমার নামের এক-একটি করে অক্ষর প্রতিদিন গুণবে, গোণা শেষ হলেই আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ তোমার কাছে আসবে।

সানুমতী—একটা সুন্দর আয়োজন নিয়তি ব্যর্থ করে দিল।[১০]

বিদূষক—কেমন করে (আংটিটা) জেলের কাটা রুইমাছের পেটের ভিতরে গেল?

রাজা—শচীতীর্থকে বন্দনা করবার সময় তোমার সখীর হাত থেকে গঙ্গার স্রোতে খুলে পড়েছিল।

বিদূষক—তা সম্ভব বটে।

সানুমতী—তাই তো শকুন্তলার সঙ্গে অধর্ম-ভীরু রাজার পরিণয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তা না হলে এমন গভীর অনুরাগ কি অভিজ্ঞানের অপেক্ষায় থাকে?

রাজা—এখন আমি এই আংটিটিকে ভর্ৎসনা করব।

বিদূষক—(মনে মনে) ইনি দেখি পাগলের পথ ধরলেন।[১১]

রাজা—হে অঙ্গুরী, যে-হাতে কান্ত-কোমল-অঙ্গুলি সেই হাত ত্যাগ করে তুমি জলে নিমগ্ন হলে কেন?

অথবা—যা অচেতন তা গুণযুক্তকে চোখে দেখে না। কিন্তু আমি (চেতন হয়েও) কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছি?

বিদূষক—(মনে মনে) ক্ষুধা আমাকে খেয়েই ফেলবে নাকি?

রাজা—হে অকারণ-পরিত্যক্তা। অনুতাপে যাঁর হৃদয় তপ্ত সেই মানুষটিকে তুমি আবার দর্শন দিয়ে তাঁকে অনুগৃহীত কর।

(যবনিকা নাড়িয়ে, চিত্রফলক হাতে নিয়ে)

চতুরিকা—প্রভু! এই যে চিত্রগতা ভট্টিনী।

(এই বলে চিত্রফলক দেখাল)

বিদূষক—(দেখে) চমৎকার, হে বয়স্য! মনোজ্ঞ চিত্রণের দরুন ভাবব্যঞ্জনা সত্যি সুন্দর ফুটেছে। উঁচুনিচু জায়গাগুলোতে আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হচ্ছে। বেশি বলব কি, প্রাণবন্ত মনে হওয়ায় আমার আলাপ করার ইচ্ছে হচ্ছে।

সানুমতী—সত্যি, আশ্চর্য রাজর্ষির নৈপুণ্য! মনে হচ্ছে প্রিয়সখী যেন আমার সামনেই আছে।

রাজা—চিত্রে যা ঠিকমতো হয় নি তা আবার অন্যরকম করে দিচ্ছি। তবুও তার লাবণ্যের খুব সামান্য অংশই রূপায়িত হয়েছে।

সানুমতী—এ-কথা তাঁর অনুরাগের যোগ্য, যা অনুতাপে এবং নিরহঙ্কারে গভীরতর।

বিদূষক-এই যে, এখানে তিনজনকে দেখা যাচ্ছে, সকলেই রূপবতী। এর মধ্যে কোনটি শ্রদ্ধেয়া শকুন্তলা?

সানুমতী—এমন রূপ দেখে যিনি বোঝেন না তাঁর দৃষ্টিই নেই বুঝতে হবে।

রাজা—তোমার মনে হয় কে?

বিদূষক—(ভাল করে দেখে) যাঁর শিথিল কবরী থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, যাঁর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, বাহু-দুটি পড়েছে এলিয়ে, জলসেচের পর সিক্ত ও সতেজ পল্লবযুক্ত আমগাছের পাশে যাঁকে ঈষৎ পরিশ্রান্তভাবে আঁকা হয়েছে ইনিই পূজনীয়া শকুন্তলা, আর দুজন সখী।

রাজা—তুমি সত্যিই নিপুণ। এতে আমার মনের আবেগও চিহ্নিত হয়েছে। চিত্ররেখার প্রান্তে আমার ঘর্মাক্ত আঙুলের ছাপটিকে কালো দেখাচ্ছে, আর তাঁর কপোলে আমার যে অশ্রু ঝরে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে বর্ণস্ফীতি থেকে।

(চেটীকে) চতুরিকা, আনন্দের এই উপকরণটি অর্ধ-অঙ্কিত। তাই গিয়ে তুলি নিয়ে এসো।

চতুরিকা—আর্য মাধব্য, আমি যতক্ষণ না আসি আপনি এই চিত্র-ফলকটি ধরে থাকুন।

রাজা—আমিই ধরে থাকছি। (তাই করলেন, চেটীর প্রস্থান)

রাজা—(নিশ্বাস ফেলে) বন্ধু, সমাগতা সাক্ষাৎ প্রিয়াকে প্রথমে পরিত্যাগ করে, এখন এই চিত্রাঙ্কিতাকে বহু সম্মান করছি। পথে গভীর স্রোতস্বিনীকে ছেড়ে এসে আমি যেন মরীচিকার অনুরাগী হয়েছি।

বিদূষক—(মনে মনে) ইনি সত্যিই নদী পার হয়ে মরীচিকাকে আশ্রয় করেছেন। (প্রকাশ্যে) আর কী কী আঁকতে হবে এতে ?

সানুমতী—প্রিয়সখীর অভিমত স্থানগুলিই বোধহয় আঁকা হবে।

রাজা – বন্ধু, শোন—

মালিনী নদী আঁকতে হবে, যার তটভূমিতে হংসমিথুন লীন হয়ে আছে, এর সামনেই যেখানে হরিণগুলো বসেছিল সেই প্রকাণ্ড পর্বতগুলোও আঁকতে হবে। এমন-একটা গাছ আঁকতে চাই যার শাখায় ঋষিদের বল্কল প্রলম্বিত, আর তারই নিচে আঁকতে হবে এমন একটি মৃগী যে বাম-নয়ন কণ্ডূয়ন করছে একটি কৃষ্ণ-মৃগের শিঙে।

বিদূষক—(মনে মনে) আমি যা দেখছি তাতে মনে হয় ইনি চিত্রফলকটিকে দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষিদের দিয়ে ভরে দেবেন।

রাজা—বন্ধু, শকুন্তলার প্রিয় আর-একটি আভরণ (আঁকতে হবে) যা আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বিদূষক—সেটা কী ?

সানুমতী—(হয়তো) এমন কিছু যা বনবাস এবং সৌকুমার্যের উপযুক্ত।

রাজা—বন্ধু, শিরীষফুলটি আঁকা হয় নি, যার বৃন্তটি তাঁর কানে গোঁজা আর যার কেশরটি গাল পর্যন্ত বিস্তৃত। আর দুই স্তনের মাঝখানে শরৎকালের চন্দ্রকিরণের মতো কোমল মৃণালসূত্রও আঁকা হয় নি।

বিদূষক—আচ্ছা ! ইনি রক্তকমলের মতো করতলে মুখ ঢেকে ভীত হয়ে রয়েছেন কেন ? আঃ ফুলের মধুচোর এই হতচ্ছাড়া মৌমাছিটা এঁর মুখপদ্মের দিকে ছুটে আসছে যে !

রাজা—এই বেহায়াটাকে নিষেধ করো তো।

বিদূষক—আপনি নিজেই যখন দুর্বিনীতের শাসক, তখন আপনিই পারবেন ওকে নিষেধ করতে।

রাজা—ঠিক বলেছ। •

ওগো কুসুমলতার প্রিয় অতিথি, এখানে ঘুরে কেন অনর্থক কষ্ট পাচ্ছ, দেখ—তোমার অনুরাগিণী সখী মধুকরী ফুলে বসে আছে, তৃষ্ণার্ত হয়েও অপেক্ষা করছে, তুমি ছাড়া (একাকিনী) সে মধু পান করবে না।

সানুমতী—আর্য, একে খুব ভদ্রভাবে নিষেধ করা হলো।

বিদূষক—নিষেধ করলেও শুনছে না, এর জাতটাই অন্য ধরনের।

রাজা—তাই তো দেখছি। আমার আদেশ শুনছিস না ? তবে শোন্—অম্লান নব-কিশলয়ের মতো প্রিয়ার যে লোভনীয় বিম্বাধর সুরতোৎসবে আমি পান করেছি, হে ভ্রমর ! তুই যদি তা স্পর্শ করিস তাহলে তোকে পদ্মোদরে বন্ধ করে রাখব।

বিদূষক—এমন সাংঘাতিক দণ্ডকেও তুই ভয় করলি না? (হেসে, মনে মনে) ইনি উন্মত্তই হয়েছেন বলতে হবে। এঁর সঙ্গে আমারও সেই দশা।
(প্রকাশ্যে) বলি শুনছেন? এ শুধু ছবি।

রাজা—কী! ছবি!

সানুমতী—আমিও এইমাত্র বুঝলাম, সে শুধু ছবি। এঁর কথা আর কী বলব? ইনি যা আঁকছেন শুধু তাই ভাবছেন।

রাজা—বয়স্য, তুমি কেন এই সর্বনাশটা করলে? তন্ময় হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষ দেখছি। এইভাবে তাঁর দর্শন-সুখ অনুভব করছিলাম। তুমি মনে করিয়ে দিয়ে আমার প্রিয়াকে আবার ছবিতেই পরিণত করলে।

(এই বলে কাঁদতে লাগলেন)

সানুমতী—পূর্বাপরবিরোধী এই বিচ্ছেদব্যাপারটি সত্যিই অপূর্ব।

রাজা—বয়স্য, এই অবিশ্রান্ত দুঃখ আর কেমন করে সহ্য করব? রাতে ঘুম না হওয়ায় স্বপ্নেও তাঁর সঙ্গে মিলনের পথ বন্ধ, এদিকে চিত্রাঙ্কিতাকেও দেখতে পারছি না, অশ্রু এসে বাধা দিচ্ছে।

সানুমতী—শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দুঃখ আপনি সম্পূর্ণ দূর করলেন।

চতুরিকা—(প্রবেশ করে) জয় হোক প্রভুর! তুলির পেটিকা নিয়ে আমি এই দিকেই আসছিলাম—

রাজা—কী হলো?

চতুরিকা—'আমি নিজেই ওটা প্রভুকে দেব।' এ-কথা বলে মহিষী বসুমতী জোর করে তা নিয়ে নিলেন, ওঁর সঙ্গে ছিল তরলিকা।

বিদূষক—ভাগ্যিস্ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

চতুরিকা—দেবীর গাছের শাখায়-জড়িয়ে-যাওয়া চেটীর ওড়না তরলিকা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল, সেই সুযোগে আমি নিজেকে মুক্ত করছি।

রাজা—বয়স্য, বহুমানগর্বিতা দেবী এসে পড়েছেন। এই প্রতিকৃতিটি তুমি রক্ষা করো।

বিদূষক—'নিজেকেই রক্ষা করো', বরং তাই বলুন। (চিত্রফলকটি নিয়ে উঠে) যদি অন্তঃপুরের জটিল জাল থেকে মুক্তি পান তাহলে আমাকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদে ডাকবেন। এটা ঐখানে লুকিয়ে রাখব, যেখানে পায়রা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ-পথ পাবে না।

(এই বলে দ্রুতপদে প্রস্থান)

সানুমতী—এখন অনুরাগ কমে গেলেও ইনি আগেকার সম্মান বজায় রাখছেন, যদিও তাঁর অনুরাগ এখন অন্যত্র সংক্রামিত।

(পত্র নিয়ে প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—জয় হোক, জয়-হোক মহারাজের!

রাজা—বেত্রবতী। তুমি দেবীকে মাঝপথে দেখ নি তো?

প্রতিহারী—হাঁ, তিনি পত্র হাতে আমাকে দেখে ফিরে গেলেন।

রাজা—কাজের মূল্য জানেন দেবী, তাই কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না।

প্রতিহারী—প্রভু, অমাত্য জানাচ্ছেন, আজ বেশ কিছু অর্থের হিসাবপত্র করতে হলো বলে

শুধু একটা পৌরকাজ দেখা গেল। সেটাই এ-পত্রে লেখা আছে, আপনি দেখুন প্রভু।

রাজা—এদিকে এস, পত্র দেখাও।

(প্রতিহারী পত্র আনল)

রাজা—(পড়ে) কী ? সমুদ্রপথে ব্যবসায়রত ধনমিত্র নামে এক বণিক নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছেন। হতভাগ্য লোকটি নিঃসন্তান বলে তার সঞ্চিত ধন রাজার প্রাপ্য। এ-কথাই অমাত্য লিখেছেন। নিঃসন্তানতা পরিতাপের বিষয়। বেত্রবতী, বহু অর্থ ছিল তাঁর তাই বহু পত্নী থাকা সম্ভব। তাঁর পত্নীদের মধ্যে কেউ আপন্নসত্ত্বা কিনা তা খোঁজ করা দরকার।

প্রতিহারী—এইমাত্র শোনা গেল সাকেতের বণিকদুহিতা তাঁর স্ত্রী। সম্প্রতি তাঁর পুংসবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

রাজা—গর্ভের সন্তানই তাহলে পিতার সম্পত্তি পাবে। অমাত্যকে তাই বলো গিয়ে।

প্রতিহারী—প্রভু যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

রাজা—শোনো—

প্রতিহারী—(ফিরে এসে) এই যে প্রভু।

রাজা—সন্তান থাকুক বা নাই থাকুক, কী এসে গেল।

এ-কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করো—প্রজাদের যারা যে-প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদ হবে, সে যদি পাপী না হয়[১২], দুষ্যন্ত তার সেই প্রিয়জন হবে।

প্রতিহারী—তাই ঘোষিত হবে।

(নিষ্ক্রমণ করে আবার প্রবেশ করে)

যথাসময়ে বৃষ্টির মতো প্রভুর আদেশকে অভিনন্দিত করেছেন (সবাই)।

রাজা—(দীর্ঘ ও উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে) সন্তান না থাকলে বংশের মূল পুরুষের মৃত্যু হলে সম্পদ নিরবলম্বন হয়ে পরকে আশ্রয় করে। আমার মৃত্যুর পরও পুরুবংশের সম্পদের এই দশাই হবে।

প্রতিহারী এ-অমঙ্গল দূর হোক !

রাজা—আপনা থেকেই যে-মঙ্গল এসেছিল আমি তা অবহেলা করেছি, আমাকে ধিক্।

সানুমতী—নিশ্চয় প্রিয়সখীর কথা মনে করেই নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন ইনি।

রাজা—সময়-মতো বীজ বোনায় ভবিষ্যতে প্রচুর শস্য সম্ভাবনাময় ভূমিতে আমি স্বয়ং নিহিত হলেও (শকুন্তলার গর্ভে) বংশের প্রতিষ্ঠাস্বরূপা ধর্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। এ যেন সময়-মতো বীজ-বোনা প্রচুর-শস্যসম্ভাবনাময় ভূমিকে ত্যাগ করার মতো।

সানুমতী—তিনি (দীর্ঘদিন) পরিত্যক্তা রইবেন না।

চতুরিকা—(জনান্তিকে) এই বণিকদলের ঘটনায় প্রভুর গ্লানি দ্বিগুণ হয়েছে। এঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ থেকে আর্য মাধব্যকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী—এক্ষুনি যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

রাজা—হায় ! দুষ্যন্তের পিণ্ডভাজনেরা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন। কারণ—

আমার পরে আমাদের বংশে বেদবিধিমতে উপকল্পিত নিবপন আর কে করবে ?

সন্তানহীন আমি যে জলদান করব, চোখের জল ধুয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই পান করবেন পিতৃ-পুরুষেরা।

(সংজ্ঞা হারালেন[১৩])

চতুরিকা—(সসম্ভ্রমে রাজাকে ধারণ করে) আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন প্রভু।

সানুমতী—হায় ধিক্, হায় ধিক্। প্রদীপ থাকতেও ব্যবধানের দরুন ইনি অন্ধকারের বাধা অনুভব করছেন। আমি এক্ষুনি তাঁকে চিন্তামুক্ত করব। না থাক। শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দানে রতা ইন্দ্রজননীর কাছে শুনেছি যজ্ঞভাগ পেতে উৎসুক দেবতারা এমন আয়োজন করবেন যাতে শীগ্‌গিরই স্বামী (দুষ্যন্ত) ধর্মপত্নীকে অভিনন্দিত করবেন। তাই সেই সময়টুকু অপেক্ষা করাই উচিত। এখন বরং এই সংবাদে প্রিয়সখীকে আশ্বস্ত করি।

(উদ্‌ভ্রান্তক নৃত্য করতে-করতে প্রস্থান)

(নেপথ্যে)—ঘোর অন্যায়! ঘোর অন্যায়!

রাজা—(সংজ্ঞালাভ করে, শুনে) সে কি! এ যে মাধব্যেরই আর্তনাদ। কে আছ এখানে?

(প্রবেশ করে)

প্রতিহারী—(সসম্ভ্রমে) বিপন্ন বয়স্যকে রক্ষা করুন।

রাজা—বেচারীর এমন দশা করল কে?

প্রতিহারী—অদৃশ্য কোন প্রাণী তাঁকে ধরে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদের চূড়ায় নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—(হঠাৎ উঠে) এ হতে পারে না। আমার গৃহে হানা দিচ্ছে ভৌতিক সত্তা। অথবা—অনবধানতার দরুন প্রতিদিন আমারই যে কত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে তা জানতে পারছি না, তাই প্রজাদের মধ্যে কে কোন্ পথে চলছে তা সম্পূর্ণ জানবার সামর্থ্য কোথায়?

নেপথ্যে—হায়! বন্ধু, আমি গেলাম।

রাজা—(শুনে গতিবেগ অভিনয় করে) বন্ধু, ভয় নেই, ভয় নেই।

নেপথ্যে—(ঐ কথার পুনরুক্তি করে) কেন, এতে ভয় পাবো না। এ যে পিছন দিকে ঘাড় মটকে আমাকে ইক্ষুদণ্ডের মতো ত্রিভঙ্গ করে ফেলছে।

রাজা—(চারদিক দেখে) ধনুক, ধনুক।

(ধনুক হাতে প্রবেশ করে)

যবনী—জয় হোক, জয় হোক প্রভুর! এই সে ধনুর্বাণ আর হস্তাবরক।

(রাজার ধনুর্বাণ গ্রহণ)

নেপথ্যে—গলার টাটকা রক্ত পান করতে চেয়ে বাঘ যেমন ছট্‌ফট্-করা জানোয়ারকে মারে আমিও তোমাকে তাই করব। আর্তদের ভয় দূর করতে যিনি ধনুক ধারণ করেন সেই দুষ্যন্ত যদি পারেন তোমাকে রক্ষা করুন দেখি।

রাজা—(সরোষে) কী? আমাকে ইঙ্গিত করে কথা বলছে দেখছি। দাঁড়া, দাঁড়া, মড়া-খেকো, তোকে শেষ করছি। (ধনুকে বাণ যোজনা করে) বেত্রবতী! সিঁড়ি পথটা বলে দাও তো আমাকে।

প্রতিহারী—এদিকে, এদিকে আসুন প্রভু।

[সকলে দ্রুত এগিয়ে গেল]

রাজা—(চারদিকে তাকিয়ে) এ কী! সব শূন্য দেখছি যে!

নেপথ্যে—গেলাম, গেলাম। আমি আপনাকে দেখছি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। বিড়ালে-ধরা ইঁদুরের মতো আমি জীবনের আশা ত্যাগ করছি।

রাজা—রে তিরস্করিণী-বিদ্যা-গর্বিত! আমার অস্ত্র তোমাকে ঠিক দেখতে পাবে। এই আমি সেই বাণ যোজনা করলাম—

যা বধ্য তোমাকে বধ করবে, রক্ষণীয় ব্রাহ্মণকে রক্ষা করবে। হাঁস শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে, দুধে-মেশানো জলটুকু বর্জন করে।

(অস্ত্র ধারণ করলেন)

(তারপর মাতলি এবং বিদূষকের প্রবেশ)

মাতলি—আয়ুষ্মন্!

ইন্দ্র দানবদের আপনার বাণের লক্ষ্যস্থল করেছেন। তাই তাদের দিকেই আপনার ধনুক আকর্ষণ করুন। যাঁরা সজ্জন সুহৃদদের উপর তাঁদের প্রসাদমধুর দৃষ্টিই পড়ে, দারুণ বাণ এসে পড়ে না।

রাজা—(সসম্ভ্রমে অস্ত্র সংবরণ করে) একি মাতলি যে! মহেন্দ্রসারথি, আপনার শুভাগমন হোক।

বিদূষক—আমাকে যিনি যজ্ঞের পশুর মতো মেরেই ফেলছিলেন তাঁকেই কিনা ইনি জানাচ্ছেন স্বাগত সম্ভাষণ।

মাতলি—(সহাস্যে) আয়ুষ্মন্, শুনুন যেজন্যে ইন্দ্র আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রাজা—শুনছি, বলুন।

মাতলি—কালনেমির বংশে জাত 'দুর্জয়' নামে এক দানব-দল আছে।

রাজা—তা আছে। আমি আগে নারদের কাছে শুনেছি।

মাতলি—আপনার সখা ইন্দ্র তাদের জয় করতে পারছেন না, তাই তিনি আপনাকে তাদের নিহন্তৃরূপে স্মরণ করেছেন সংগ্রামের সম্মুখভাগে। সূর্য যা উচ্ছেদ করতে পারে না রাত্রির সেই অন্ধকারকে দূর করে চন্দ্র। তাই আপনি এখন অস্ত্রগ্রহণ করে ইন্দ্ররথে আরোহণ করে বিজয়যাত্রা করুন।

রাজা—ইন্দ্রের এই সম্মাননায় আমি অনুগৃহীত হলাম। কিন্তু মাধব্যের উপরে আপনার এই আচরণ কেন শুনি?

মাতলি—(সহাস্যে) তাও বলছি। কোন কারণে মনস্তাপে আপনাকে অবসন্ন দেখলাম। তাই আপনাকে একটু রাগিয়ে তোলবার জন্যেই আমার ঐ আচরণ। কারণ—

ইন্ধনকে নাড়া দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, সাপকে খোঁচা দিলে ফণা তোলে, লোকে কোন ক্রোধ বা ক্ষোভেই নিজের মহিমাকে ফিরে পায়।

রাজা—(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! ইন্দ্রের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তাই যাও, সমস্ত সংবাদ দিয়ে আমার কথায় অমাত্য পিশুনকে বল—'এখন শুধু তোমার বুদ্ধি প্রজাপালন করুন, আমার এই ধনুক এখন অন্য কাজে ব্যাপৃত।'

বিদূষক—আপনি যে আদেশ করেন। (প্রস্থান)

মাতলি—আয়ুষ্মন্? রথে আরোহণ করুন। (রাজা রথারোহণ অভিনয় করলেন)

(সকলের প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তম অঙ্ক × × × × × × × × × × × × ×

(তারপর আকাশ-পথে রথারূঢ় রাজা ও মাতলির প্রবেশ)

রাজা—মাতলি, মহেন্দ্রের নির্দেশ আমি পালন করেছি কিন্তু যে-সম্মান উনি আমাকে দিয়েছেন আমি নিজেকে তার অযোগ্য বলে মনে করি।

মাতলি—(সহাস্যে) আয়ুষ্মন্! উভয় ক্ষেত্রেই এই অসন্তোষ জানবেন। কারণ, যে-সম্মান তিনি দেখিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনা করে আপনি যেমন মহেন্দ্রের জন্যে আপনার এই শ্রেষ্ঠ উপকারকে[১] তুচ্ছ বলে মনে করেছেন, তেমনি তিনিও আপনার এই অবদানের গুরুত্বে বিস্মিত হয়ে যে-সম্মানটুকু দেখিয়েছেন তাকেও ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না।

রাজা—মাতলি। এ-কথা বলবেন না। বিদায় নেবার সময় তিনি যে-সমাদর দেখিয়েছেন তা আমার কল্পনার অতীত। কারণ, আমাকে দেবতাদের সম্মুখে অর্ধাসনে বসিয়ে, কাছেই-দাঁড়ানো জয়ন্তের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেও একটু হেসে নিজের বুকে-দোলানো হরিচন্দনে-চর্চিত মন্দার-মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে পরিয়ে দিলেন।

মাতলি—সুরপতির কাছে আপনার অপ্রাপ্য কী আছে। দেখুন—

প্রাচীনকালে নৃসিংহের নখ, আর বর্তমানে কুটিল-গ্রন্থি আপনার বাণ—এই দুটোই সুখাসক্ত ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য থেকে দানব-কণ্টক উৎখাত করেছে।

রাজা—এ-ব্যাপারেও মহেন্দ্রের মহিমাই স্তুতির যোগ্য। মহৎকর্মে অনুচরদের যে সাফল্য তাকে নিয়োক্তার গুণগ্রাহিতা-গুণ বলেই ধরুন! সহস্ররশ্মি সূর্য যদি অরুণকে সম্মুখে না রাখতেন তাহলে তিনি কি অন্ধকার দূর করতে পারতেন?

মাতলি—আপনার যোগ্য উত্তরই বটে।

(আর একটু নিচে নেমে) আয়ুষ্মন্, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত আপনার যশোভাগ্যকে এদিকে দেখুন। দেবতারা গানের উপযুক্ত পদ রচনা করে সুর-সুন্দরীদের অঙ্গরাগের বিশিষ্ট বর্ণ দিয়ে কল্পলতার বসনে আপনার চরিতকথা লিখছেন।

রাজা—মাতলি! গতকাল অসুর-সংগ্রামে উৎসুক ছিলাম বলে স্বর্গে আরোহণের সময় এই অঞ্চলটি লক্ষ্য করি নি। বলুন তো কোন্ বায়ুস্তরে আমরা এখন আছি?

মাতলি—যা গগনগতা-গঙ্গাকে ধারণ করেছে, যা রশ্মিধারাকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে জ্যোতিষ্কদের আবর্তিত করছে, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিক্ষেপে পবিত্র রজোহীন এই সেই 'প্রবহ' নামে বায়ুমার্গ[২]।

রাজা—মাতলি, এই জন্যেই বাহ্যেন্দ্রিয় এবং আন্তরেন্দ্রিয় সহ আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। (রথের চাকার দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছে আমরা মেঘলোকে অবতীর্ণ হয়েছি।

মাতলি—আয়ুষ্মন্, কী করে বোঝা গেল?

রাজা—চাকার শলাকাগুলোর ফাঁক দিয়ে চাতকেরা নির্গত হচ্ছে, বিদ্যুৎপ্রভায় রাঙা হয়েছে ঘোড়াগুলো, রথের চাকার পরিধিতে লগ্ন হয়েছে জলকণা—এসব বলে দিচ্ছে এখন জলগর্ভ মেঘের উপর দিয়ে আমরা চলেছি।

মাতলি—হাঁ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি নেমে আসবেন সেই ভূমিতে যার অধিকারী স্বয়ং আপনি।

রাজা—(নিচে তাকিয়ে) মাতলি, বেগে অবতরণ করায় আশ্চর্য দেখাচ্ছে পৃথিবীকে। দেখুন—পাহাড়গুলো যেন উঁচুর দিকে উঠে আসছে আর তাদের চূড়া থেকে পৃথিবী যেন নিচে নামছে। গাছগুলোর মূল ও কাণ্ড দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তারা যেন পত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর ক্ষীণতার জন্যে যে-সব নদীর জল ছিল অদৃশ্য তা এখন কাছে আসায় আবার বিস্তৃত রূপ নিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন সমগ্র পৃথিবীকে উঁচু দিকে ছুঁড়ে আমার পাশে আনছে।[৩]

মাতলি—আয়ুষ্মন্! সুন্দর আপনার পর্যবেক্ষণ।

(সপ্রশংসভাবে দেখে)

আহা, কী বিপুল এবং কী রমণীয় এই পৃথিবী।

রাজা—মাতলি। ওটা কোন্ পর্বত যা পূর্ব-সাগর থেকে পশ্চিম-সাগরে মগ্ন, যা দেখতে তরল-সোনা-ঝরানো সান্ধ্য-মেঘের প্রাকারের মতো।

মাতলি—আয়ুষ্মন্! এ হলো হেমকূট নামে কিন্নর-পর্বত, তপস্বীদের পরম সিদ্ধিক্ষেত্র। দেখুন, মরীচিপুত্র প্রজাপতি, যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র এবং যিনি স্বয়ং দেব ও দানবের পিতা তিনি এখানে পত্নী (অদিতি)-কে নিয়ে তপস্যায় নিরত।

রাজা—(সাদরে) তাহলে শ্রেয় লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি—আয়ুষ্মন্! উত্তম প্রস্তাব। (দুজনের অবতরণের অভিনয়)

রাজা—(সবিস্ময়ে) মাতলি!

রথের চাকার প্রান্ত কোন শব্দ তোলে নি, ধুলোও উঠতে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ মাটি স্পর্শ করে নি বলে উদ্‌ঘাতশূন্য আপনার রথ যে অবতীর্ণ হয়েছে তা যেন বোঝাই যাচ্ছে না।

মাতলি—শতক্রতু আর আপনার মধ্যে শুধু এইটুকুই যা তফাত।

রাজা—মাতলি, কোন্ অংশে মারীচাশ্রম?

মাতলি—(হাত দিয়ে দেখিয়ে) দেখুন—

এই যেখানে সেই ঋষি রয়েছেন বল্মীকে যাঁর দেহ অর্ধনিমগ্ন, সর্প-ত্বকে যাঁর বক্ষোদেশ আশ্লিষ্ট, জীর্ণ লতাপত্র-বলয়ে যাঁর কণ্ঠ বেষ্টিত, বিহঙ্গনীড়ে যাঁর

স্কন্ধ আকীর্ণ, জটামণ্ডলধারী যিনি স্থাণুর মতো স্থির, সূর্যমণ্ডলে যাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ।

রাজা—(দর্শন করে)। এই কৃচ্ছ্রসাধককে নমস্কার।

মাতলি—(রথরশ্মি সংযত করে)।

এই আমরা দুজন প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করলাম, স্বয়ং অদিতি যেখানে মন্দারতরুকে পরিবর্ধিত করেছেন।

রাজা—সত্যি জায়গাটি স্বর্গের চেয়েও সুখের। অমৃত সাগরে যেন ডুব দিয়েছি।

মাতলি—(রথ থামিয়ে) অবতরণ করুন, আয়ুষ্মন্‌!

রাজা—(অবতরণ করে) মাতলি, এখন কী করবেন ?

মাতলি—সঙ্কেত করা মাত্র রথ এখানে থেমেছে। আসুন আমরাও নামি। (অবতরণ করে) এই দিকে আসুন, আয়ুষ্মন্‌। (পরিক্রমা করে) পূজনীয় ঋষিদের তপোবনভূমি দেখুন।

রাজা আমি বিস্ময় নিয়ে দেখছি। কারণ—

কল্পতরু বনে এঁরা শুধু বায়ুভক্ষণে জীবন-যাপন করেন, পদ্মরেণু-পিঙ্গল জলে এঁরা পুণ্যস্নান করেন, রত্নশিলাগৃহে এঁরা ধ্যান করেন, সুরাঙ্গনাদের সান্নিধ্যে থেকেও এঁরা সংযমী, অন্য মুনি তপোবলে যে-সব চেয়ে থাকেন (তার প্রতি উদাসীন হয়ে) তার মধ্যেই এঁরা তপস্যা করছেন।

মাতলি—মহতের প্রার্থনা ঊর্ধ্বচারিণী। (পরিক্রমা করে, (আকাশে) শুনুন, বর্ষীয়ান সাফল্য. পূজ্যপাদ মারীচ এখন কী করছেন ? (যেন শুনতে পেলেন এইভাবে কী বলছেন ? দাক্ষায়ণী তাঁকে পতিব্রতা-ধর্মবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করায় তিনি তা বলছেন, অন্যান্য মহর্ষিপত্নীরাও তাঁর (দাক্ষায়নীর) সঙ্গে আছেন।

রাজা—(শুনে) প্রসঙ্গটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মাতলি (রাজাকে দেখে) আপনি এই অশোকতরুর মূলে অপেক্ষা করুন, ততক্ষণে আমি ইন্দ্রপিতা কশ্যপকে আপনার কথা বলবার সুযোগ খুঁজি।

রাজা—আপনি যা ভালো বোঝেন।

(রাজার অবস্থান। মাতলির প্রস্থান)

রাজা—(লক্ষণ সূচনা করে)

এখানে আমার মনোবাসনা পূরণের কোন অবকাশই নেই। তাই হে বায়ু, এখানে কেন বৃথা স্পন্দিত হচ্ছো। পূর্বে যে শ্রেয় অবহেলিত হয় তা দুঃখে রূপ নেয়।

নেপথ্যে—না, না, দুষ্টুমি করিস্‌ না। কী, আবার তুই যে-কে-সেই!

রাজা—(শুনে) এ তো অশিষ্ট আচরণের জায়গাই নয়। এখানে তবে এভাবে কাকে মানা করা হচ্ছে ?

(শব্দ অনুসরণ করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সবিস্ময়ে)

কী আশ্চর্য! কে এই বালক, দুজন তাপসী যার পিছু-পিছু আসছে ?

সাধারণ বালকে যা অকল্পনীয় তেমনি এর শক্তি!

মায়ের স্তন অর্ধেকটা পান করছে এমনি-একটা সিংহশিশুকে খেলাচ্ছলে সবলে

আকর্ষণ করছে, যার কেশর মর্দিত হওয়াতে বিপর্যস্ত হয়েছে।

(তারপর যথাবর্ণিত বালকের প্রবেশ, সঙ্গে দুজন তাপসী)

বালক—ওরে সিংহের বাচ্চা, হাঁ কর্ দেখি, তোর দাঁতগুলো গুণব।[৪]

প্রথমা—ওরে দুষ্টু! যাদের আমরা নিজের সন্তানের মতো দেখি সেই জন্তুজানোয়ারদের উপর অত্যাচার করিস্ কেন? ওমা! তোর দুরন্তপনা যে আরও বাড়ল দেখি! ঋষিরা যে তোকে 'সর্বদমন' নাম দিয়েছেন, তা ঠিকই দিয়েছেন।

রাজা—একি! এই বালকের উপর আমার মন নিজের ছেলের উপর ঠিক যেমনটা হয়, তেমনি স্নেহে ভরে উঠছে কেন? আমার অপুত্রকতাই নিশ্চয় আমাকে স্নেহশীল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়া—যদি বাচ্চাটাকে না ছাড়িস এ-সিংহী কিন্তু তোকে আক্রমণ করবে।

বালক—বাব্বা! খুব ভয় পেয়ে গেছি, যা হোক! (এই বলে ঠোঁট দেখাল)

রাজা—(সবিস্ময়ে) মনে হচ্ছে বালকটি এক মহাতেজের অঙ্কুর। অগ্নি যেন স্ফুলিঙ্গ-রূপে ইন্ধনের অপেক্ষায় আছে।

প্রথমা—বাছা! এই সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দে। তোকে অন্য আরেকটা খেলনা দেব।

বালক—কোথায়। দাও দেখি। (এই বলে হাত বাড়ালো)

(বালকের হাত দেখে)

এ কি! এর হাতে যে চক্রবর্তিলক্ষণ দেখছি।

লোভনীয় বস্তু পাবার আশায় লুব্ধ হাত প্রসারিত করেছে, হাতের আঙুলগুলো পরস্পর জালের মতো জড়ানো, দেখে মনে হচ্ছে এ-যেন তরুণ ঊষার প্রস্ফুটিত পদ্ম যার পাপড়ির বিভাগগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয়া—সুপ্রভাত! শুধু কথায় ওকে ভোলানো যাবে না। তুই যা আমার কুটিরে, ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রং-দেওয়া মাটির ময়ূর আছে। ওটা নিয়ে এসে ওকে দে।

প্রথমা—নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

বালক—ততক্ষণ একে নিয়েই খেলব।

(এই বলে তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল)

রাজা—এই দুরন্ত বালকটি কিন্তু আমার মন কেড়ে নিয়েছে। (নিশ্বাস ফেলে) যাদের দন্তমুকুল অল্প-অল্প দেখা যায়, বিনাকারণেই যারা হাসে, অস্ফুট বর্ণে যাদের কথাগুলো মধুবর্ষণ করে, যারা কোল পেয়ে খুশি এমন সন্তানদের বহন করে, তাদের অঙ্গের ধুলোতে যারা মলিন হয় তারাই ধন্য[৫]।

তাপসী—(তর্জনী দেখিয়ে) আমাকে মানছিস না। (পাশে তাকিয়ে) ঋষিকুমারদের মধ্যে কে এখানে আছে? (রাজাকে দেখে) ভদ্রমুখ, আসুন, এই নাছোড়বান্দা ছেলেটার হাত থেকে সিংহশিশুটিকে মুক্ত করে দিন তো। খেলাচ্ছলে ও বেচারাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।

রাজা—(এগিয়ে গিয়ে সহাস্যে) হে মহর্ষিতনয়, শিশু কৃষ্ণসর্প যেমন চন্দনতরুকে দূষিত করে, আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণে তুমি কেন তেমনি তোমার সংযমসাধক সত্ত্বগুণান্বিত পিতাকে কলঙ্কিত করছ?

তাপসী—ভদ্রমুখ! এ ঋষি-কুমার নয়।

রাজা—আকৃতির অনুরূপ আচরণই তা বলে দিচ্ছে। এই স্থানটিকে মনে রেখেই আমি এরকম ভেবেছিলাম।

(অনুরোধ অনুসারে কাজ করতে গিয়ে বালকটিকে স্পর্শ করে মনে-মনে) অজানা কোন বংশের এই অঙ্কুরটিকে স্পর্শ করেই যদি আমার দেহে এমন সুখ অনুভূত হয় তাহলে সেই ভাগ্যবান্ যাঁর অঙ্গ থেকে এ-উদ্ভূত (একে স্পর্শ করলে) তার মন ভরে উঠবে কী গভীর পরিতৃপ্তিতে।

তাপসী—(দুজনকে দেখে)। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

রাজা—আর্যে! ব্যাপার কী বলুন তো?

তাপসী—হে ভদ্রমুখ! যদিও আপনারা অসম্পর্কিত তবুও আপনার চেহারার সঙ্গে এর চেহারার মিল দেখে বিস্মিত হয়েছি। স্বভাবত দুরন্ত হলেও অপরিচিত আপনার কাছে কিন্তু এ শান্ত হলো দেখছি।

রাজা—(বালককে আদর করে) আর্যে! যদি এ মুনি-কুমার না হয়, তাহলে এ কোন্ বংশের?

তাপসী—পুরুবংশের।

রাজা—(মনে-মনে) সে কি! আমারই বংশ দেখছি। এইজন্যেই বোধহয় ইনি আমার আকৃতির অনুসারী বলে একে মনে করেছেন।

(প্রকাশ্যে) পুরুবংশীয়দের শেষ বয়সে এই আচারটিই কৌলিক প্রথা।

যারা পৃথিবী রক্ষার জন্যে বিষয়রসে পূর্ণ সংসারে বাস করে, পরে (পরিণত বয়সে) তরুমূলই তাদের গৃহ হয়ে ওঠে, যেখানে তপশ্চারণের একই ব্রত কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়।

কিন্তু নিজেদের শক্তিতে মানুষ এই পবিত্র স্থানে আসতে পারে না।

তাপসী—যা বললেন তা ঠিকই। অপ্সরা-সম্বন্ধেই এই বালকের জননী এই দেবগুরুর তপোবনে একে প্রসব করেছেন।

রাজা—(মনে-মনে) কী সৌভাগ্য! এ-হলো দ্বিতীয় আশার জনক।

(প্রকাশ্যে) কোন্ রাজর্ষির পত্নী ইনি?

তাপসী—কে সেই ধর্মপত্নীপরিত্যাগীর নাম উচ্চারণ করবে?

রাজা—(মনে-মনে) এ-কথার লক্ষ্যও তো আমি। (চিন্তা করে) আচ্ছা, যদি এই শিশুর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি। না, থাক। পরদারের সম্বন্ধে যে-কোন জিজ্ঞাসাই অভদ্রোচিত।

(মাটির ময়ূর হাতে নিয়ে, প্রবেশ করে)

তাপসী—সর্বদমন, শকুন্তের (পাখীর) লাবণ্য দেখ।

বালক—(তাকিয়ে) কোথায় মা?

(দুজনের হাসি)

প্রথমা—নামসাদৃশ্যে বঞ্চিত হলো মাতৃবৎসল বালক।

দ্বিতীয়া—বাছা, এই মাটির ময়ূরের লাবণ্য দেখ এ-কথা বলা হয়েছে তোকে।

রাজা—(মনে-মনে) শকুন্তলা কি এর মায়ের নাম? না কি, নাম তো একরকম

হয়-ই। এর নামোল্লেখ ব্যাপারটি মরীচিকার মতো বিপদের কারণ হবে না এমন আশা করব কি?

বালক—ময়ূরটা আমার ভাল লেগেছে, দিদি। (খেলনা নিল)

প্রথমা—(লক্ষ্য করে সোদ্বেগে) এ কি! এর মণিবন্ধে রক্ষাকবচটা তো দেখছি না।

রাজা—আর্যে! চিন্তিত হবেন না। সিংহশিশুকে নিয়ে টানাটানি করার সময় খুলে পড়েছে। (তুলতে গেলেন)

দুজনে—ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। ছুঁলে—। উনি দেখছি তুলে নিয়েছেন এটি। (বিস্ময়ে বুকে হাত দিয়ে একে অন্যের দিকে চাইতে লাগল।)

রাজা—আমাকে নিষেধ করছেন কেন?

প্রথমা—শুনুন মহারাজ! 'অপরাজিতা' নামে এই মহাপ্রভাব স্বর্গীয় মহৌষধিটি এই বালকের জাতকর্মের সময়ে ভগবান মারীচ দিয়েছেন। মাটিতে পড়ে গেলে নিজে বাবা-মা ছাড়া অন্য কেউ এটা তুলতে পারবে না।

রাজা—যদি তোলে?

প্রথমা—তাহলে তা সাপ হয়ে কামড়ায়।

রাজা—আপনারা কখনও ঔষধিটির এই রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন?

দুজনে—অনেক বার।

রাজা—(সানন্দে মনে-মনে) তবে? এখনও কি আমি আমার পূর্ণ মনোবাসনাকে অভিনন্দন জানাব না? (এই বলে বালককে আলিঙ্গন করলেন)

দ্বিতীয়া—সুব্রতা! আয়। এই ঘটনাটা তপশ্চারিণী শকুন্তলাকে গিয়ে বলি।

(প্রস্থান)

বালক—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। মার কাছে যাব আমি।

রাজা—পুত্র! আমার সঙ্গেই তুমি মাকে অভিনন্দন জানাবে।

বালক—আমার বাবা দুষ্যন্ত, তুমি নও।

রাজা—(সহাস্যে মনে-মনে) এই বিবাদ আমার প্রত্যয়কে বরং আরও জোরালো করে দিল।

(তারপর একবেণীধরা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—(চিন্তিতভাবে) সর্বদমনের ঔষধি বিকার কালেও অবিকৃত রইল, এ-কথা শুনেও আমি নিজের ভাগ্যের বিষয়ে আশা পোষণ করি নি। অথবা, সানুমতী যা বলছে, তাতে এ সম্ভবও হতে পারে।

(পরিক্রমা করলেন)

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে আনন্দমিশ্রিত দুঃখে) এই সেই শকুন্তলা। শুদ্ধচরিত্রা যিনি ধূলিমলিন বসন পরিধান করে তপশ্চারণে ক্ষীণমুখী একবেণী ধারণ করে নির্দয় আমার বিরহ-ব্রত উদ্‌যাপন করছেন।

শকুন্তলা—(পশ্চাত্তাপে বিবর্ণ রাজাকে দেখে চিন্তিত হয়ে) ইনি তো আমার আর্যপুত্রের মতো নন। তাহলে কে আমার মঙ্গলকবচে সুরক্ষিত সন্তানকে তাঁর দেহের স্পর্শে কলুষিত করেছেন?

বালক—(মায়ের কাছে এসে) মা! দেখ তো কে একজন আমাকে পুত্র বলে ডেকে আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করছেন?

রাজা—আমি তোমার উপর নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি তাও পরিণামে অনুকূল হলো। তাই এখন আমি চাই তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ এই স্বীকৃতিটুকু—

শকুন্তলা—(মনে-মনে) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আমার নিয়তি আমাকে আঘাত করেছিলেন, এখন তিনি হিংসা পরিত্যাগ করে আমার উপর অনুকম্পা করেছেন। ইনি আর্যপুত্রই বটে।

রাজা—প্রিয়ে, কী সৌভাগ্য! তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ, আর স্মৃতি ঘিরে আমার মোহের অন্ধকার দূর হয়েছে। হে সুন্দরী! গ্রহণের পর রোহিণী (মিলন-প্রার্থনায়) চন্দ্রের কাছে এসেছে।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের জয় হোক!

(এইটুকু বলেই বিরত হলেন, বাষ্পস্তম্ভিত হলো তাঁর কণ্ঠ)

রাজা—সুন্দরী! অশ্রু এসে জয় শব্দ উচ্চারণে বাধা দিলেও আমি জয়ী হয়েছি। কারণ, প্রসাধন না থাকলেও রক্তিম তোমার এমন ওষ্ঠপুট আমি দেখতে পেলাম।

বালক—ও কে, মা?

শকুন্তলা—বাছা, তোর ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর্।[১] (এই বলে কাঁদতে লাগলেন)

রাজা—সুতনু! তোমার হৃদয় থেকে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ দূর হোক। সেই সময়ে মনে কী একটা মোহ দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। যারা প্রবল অন্ধকারে গ্রস্ত, শুভ বিষয়ের প্রতি তাদের আচরণ এমনিই হয়। মাথায় মালা দিলেও অন্ধ সাপ ভেবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

(এই বলে পায়ে পড়লেন)

শকুন্তলা—উঠুন আর্যপুত্র, উঠুন।

নিশ্চয় শুভপ্রতিবন্ধক আমারই কোন পূর্বজন্মকৃত পাপ সেইসব দিনগুলোতে পরিণামমুখী হয়েছিল, তাই করুণার্দ্র হয়েও আর্যপুত্র আমার প্রতি ঐ রকম হয়ে গেলেন।

(রাজা উঠলেন)

শকুন্তলা—এই হতভাগীকে আর্যপুত্রের মনে পড়ল কেমন করে?

রাজা—আমি বিষাদ-শল্য উন্মূলিত করি তারপর বলব।

সুতনু! সেই সময়ে মোহবশতঃ যে অশ্রুবিন্দু তোমার অধরকে পীড়িত করেছিল তাকে আমি উপেক্ষা করেছিলাম। হে সুন্দরী, আজ তোমার কুঞ্চিত পক্ষ্মলগ্ন সেই অশ্রুবিন্দু মার্জনা করে আমি অনুতাপহীন হব। .

(এই বলে তাই করলেন, অর্থাৎ অশ্রুমার্জনা করলেন)

শকুন্তলা—(অশ্রুমার্জনার পর আংটি দেখে) আর্যপুত্র! এই সেই আংটি।

রাজা—হাঁ, অদ্ভুতভাবে এটি পাওয়ায় আমার স্মৃতি ফিরে এসেছিল।

শকুন্তলা—আর একে বিশ্বাস করি না। আর্যপুত্র এটি ধারণ করুন।

(তারপর মাতলির প্রবেশ)

মাতলি—সৌভাগ্যবশতঃ ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলন এবং পুত্রমুখ দর্শনে আয়ুষ্মন্ অভ্যুদয় লাভ করেছেন।

রাজা—আমার বাসনার স্বাদু ফল ফলেছে। মাতলি! মহেন্দ্র এসব বিষয়ের কিছু জানেন না কি?

মাতলি—(সহাস্যে) যাঁরা সর্বজ্ঞ কোনটি তাদের অগোচর। আসুন আয়ুষ্মন্‌, ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা—প্রিয়ে! পুত্রকে নাও। তোমাকে সামনে রেখে আমি মহর্ষিকে দর্শন করতে চাই।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনের কাছে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

রাজা—শুভ মুহূর্তে এ-আচরণে দোষ নেই, এসো। (সকলের পরিক্রমণ)

(তারপর অদিতির সঙ্গে আসনস্থ মারীচের প্রবেশ)

মারীচ—(রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণী!

তোমার পুত্রের (ইন্দ্রের) সংগ্রামে ইনিই অগ্রগামী, পৃথিবীপতি ইনি দুষ্যন্ত নামে অভিহিত, যাঁর ধনুকের শক্তিতে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে বলে ইন্দ্রের তীক্ষ্ণাগ্র বজ্রাস্ত্রটি অলঙ্কার মাত্র হয়ে আছে।

অদিতি—এঁর আকৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইনি প্রভাববান্‌।

মাতলি—আয়ুষ্মন্‌। দেবতাদের জনক ও জননী দুজনই বাৎসল্যসূচক দৃষ্টিতে আপনার দিকে চেয়ে আছেন। আপনি এগিয়ে আসুন।

রাজা—মাতলি! এই কি সেই দক্ষ ও মারীচসম্ভূত দম্পতি, যাঁদের মুনিরা দ্বাদশরূপে অবস্থিত তেজের (সূর্যের) কারণ বলেন, যাঁরা ত্রিভুবনপতি এবং যজ্ঞভাগেশ্বরের (ইন্দ্রের) জন্ম দিয়েছেন, পরম পুরুষ স্বয়ম্ভু বিষ্ণু জন্মের জন্যে যাঁদের আশ্রয় করেছিলেন, যাঁরা ব্রহ্মার থেকে এক পুরুষের ব্যবধানে বর্তমান?

মাতলি—হাঁ!

রাজা—(প্রণাম করে) আপনাদের দুজনকে মহেন্দ্রের ভৃত্য দুষ্যন্ত প্রণাম করছে।

মারীচ—বৎস! দীর্ঘজীবী হয়ে পৃথিবী পালন করো।

অদিতি—বৎস! অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও। (শকুন্তলা পুত্রকে নিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন)

মারীচ—বৎসে! ইন্দ্রের মতো তোমার স্বামী, জয়ন্তের মতো তোমার পুত্র। অন্য আশীর্বাদ আর কী দেব? পৌলমীর মতো মঙ্গলময়ী হও।

অদিতি বৎসে! স্বামীর বহু সমাদর লাভ কর। আর ঐ সন্তানও উভয় কুলের আনন্দ বর্ধন করুক এবং দীর্ঘায়ু হোক! বসো তোমরা।

(সবাই প্রজাপতির সামনে উপবেশন করলেন)

মারীচ—(এক-এক করে লক্ষ্য করে) সৌভাগ্যক্রমে সাধ্বী শকুন্তলা, এই মহান্‌ পুত্র এবং তুমি একত্রিত হয়েছ—এ যেন শ্রদ্ধা, বিত্ত আর বিধি এই তিনের সম্মেলন।

রাজা—ভগবন্‌! প্রথমে অভিপ্রায়-সিদ্ধি, পরে দর্শন, আপনার অনুগ্রহ সত্যিই অপূর্ব। কারণ—

আগে ফুল দেখা দেয়, তারপর ফল; আগে মেঘসঞ্চার, তারপর বর্ষণ, নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের এই তো ক্রম, কিন্তু আপনার অনুগ্রহের আগেই (এ-ক্ষেত্রে) সম্পদলাভ হলো।

মাতলি—আয়ুষ্মন! এইভাবেই স্রষ্টা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

রাজা—ভগবন্! আপনাদের এই আজ্ঞাকারিণীকে (দাসীকে) আমি গান্ধর্ববিধিতে বিবাহ করার কিছুকাল পরে বন্ধুবর্গ-উপনীতা এঁকে (শকুন্তলাকে) স্মৃতি-শৈথিল্যবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে আপনাদের সমগোত্রীয় পূজ্যপাদ কণ্বের কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। পরে অঙ্গুরীদর্শনে সমস্ত স্মরণ হওয়ায় এঁকে পূর্বপরিণীতা বলে জানলাম। এ-সব আমার কাছে বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে। যখন হাতিটি চোখের সামনে ছিল তখন সে নেই বলে মনে করলাম, সে চলে যাওয়ার পর সংশয় হলো। পায়ের ছাপ দেখে নিশ্চিত হলাম (তবে সত্যিই হাতিটি এসেছিল)। ঐরকমই আমার মনের বিকার হয়েছিল।

মারীচ—বৎস! অপরাধ-চিন্তা কোরো না। তোমার মোহ অকারণে আসে নি। শোনো—

রাজা—আমি একাগ্র মনে শুনছি।

মারীচ—অপ্সরা-তীর্থে অবতরণের পর শকুন্তলার দুর্ভাগ্য প্রত্যক্ষ হলে মেনকা যখনই তাকে দাক্ষায়ণীর কাছে নিয়ে এল, তখনই ধ্যানে জানলাম তোমার তপস্বিনী-সহধর্মচারিণীকে তুমি দুর্বাসার শাপেই প্রত্যাখ্যান করেছ, অন্য কারণে নয়। (এবং এও জানলাম) সেই শাপের অবসান ঘটবে অঙ্গুরীদর্শনে।

রাজা—(স্বোচ্ছ্বাসে) এইবার আমি নিন্দামুক্ত হলাম।

শকুন্তলা—(মনে মনে)

সৌভাগ্যবশতঃ আর্যপুত্র তাহলে অকারণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। আমি কখন অভিশপ্ত হলাম আমার মনে পড়ে না। অথবা, বিরহশূন্য হৃদয়ে আমি সে পাপ শুনতেই পাই নি। কারণ সখীরা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিল—'রাজা যদি তোকে স্মরণ করতে না পারেন তবে তাঁকে এই আংটি দেখাবি।'

মারীচ—(শকুন্তলাকে দেখে) বৎসে! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই এখন তোমার সহধর্মচারীর (স্বামীর) উপর আর ক্ষোভ রেখো না। শাপের জন্যেই স্মৃতিরোধে-রুক্ষ স্বামীর কাছে তুমি প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলে। মোহ-অন্ধকার দূরে হওয়ায় এখন স্বামীতে তো তোমারই প্রভুত্ব।

দর্পণ ধূলিমলিন হলে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, মালিন্য দূর হলেই তাতে প্রতিবিম্বের অবকাশ।

রাজা—আপনি যথাযথই বলেছেন।

মারীচ—বৎস! যার জাতকর্মাদি ক্রিয়া আমরা বিধিমতো সম্পন্ন করেছি শকুন্তলাজাত তোমার সেই পুত্রকে তুমি অভিনন্দিত করেছ তো?

রাজা—ভগবন্! ওতেই তো আমার বংশের প্রতিষ্ঠা।

মারীচ—তুমি জেনো, ভবিষ্যতে এ একচ্ছত্র অধিপতিও হবে।

দেখ—

তোমার এই সন্তান প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হয়ে অপ্রতিহতভাবে স্থিরগতি রথে অধিরূঢ় হয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে জয় করবে। এখানে সবলে সমস্ত জন্তুকে দমন করায় 'সর্বদমন', জগতের ভরণ করে আবার 'ভরত' আখ্যা পাবে।

রাজা—ভগবন্ আপনি যখন জাতকর্ম ক্রিয়া করছেন তখন সবকিছুই ওতে আশা করি।

অদিতি—ভগবন্! এই দুহিতার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে সে-সংবাদ বিস্তারিতভাবে

কণ্বকে জানানো হোক। কন্যাবৎসলা মেনকা অবশ্য এখানে কাছেই আছে।

মারীচ—তপঃপ্রভাবে তাঁর সমস্তই প্রত্যক্ষ।

রাজা—এই জন্যেই মুনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হন নি।

মারীচ—তবু এই প্রিয়সংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো উচিত। এখানে কে কে আছে?

(প্রবেশ করে)

শিষ্য—ভগবন্! এই যে আমি।

মারীচ—গালব। এখুনি আকাশপথে গিয়ে আমার কথায় মাননীয় কণ্বকে এই প্রিয়সংবাদ দাও যে শাপের নিবৃত্তির পব সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরে পেয়ে দুষ্যন্ত পুত্রবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য—আপনি যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

মারীচ—বৎস! তুমিও পত্নী ও পুত্র নিয়ে সখা ইন্দ্রের রথে আবোহণ করে রাজধানীতে প্রবেশ করো।

রাজা—(প্রণাম করে) ভগবন্ যা আদেশ করেন।

মারীচ—আর,

তোমাদের প্রজাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টিদান করুন। তুমি ব্যাপক যজ্ঞসম্পাদনে দেবতাদের তুষ্ট করো। এইভাবে শত যুগ ধরে উভয় লোকের প্রশংসনীয় পারস্পরিক কর্তব্য পালন করে বিজয়ী হও।

রাজা—ভগবন্! আমি যথাসাধ্য মঙ্গলাচারণের চেষ্টা করব।

মারীচ—বৎস! আর কোন্ প্রিয় উপহার দিতে পারি?

রাজা—(যা পেয়েছি) এর চেয়েও প্রিয়তর কিছু আছে না কি? (যদি থাকে) তবে যেন তাই হয়।

(ভরতবাক্য)

রাজা প্রজাদের মঙ্গলে প্রবর্তিত হোন, বেদে যাঁরা মহান্ বহুকীর্তিত তাঁদের বাণী সম্মানিত হোক। আর সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভু নীললোহিত সেই দেবতা আমার পুনর্জন্ম নাশ করুন।

(সকলের প্রস্থান)

॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম অঙ্ক

১· ক) তিনটি নাটকের নান্দীতেই কালিদাস শিব-বন্দনা করেছেন। মেঘদূতেও শিবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটিতেও আছে হরপার্বতীর বর্ণনা। এ থেকে অনেকেই কালিদাসকে 'শৈব' বলে মনে করেন। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত করা চলে না, কারণ কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে ব্রহ্মা এবং 'রঘুবংশে'র দশম সর্গে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। কালিদাসের ধর্মমত সম্বন্ধে যদি কোন মন্তব্য করতেই হয় তাহলে বরং বলা যায় ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদার :

একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥ (কুমারসম্ভব, ৭ম, ৪৪)

অর্থাৎ সেই একই মূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—এই তিন রূপে প্রকটিত। এদের মধ্যে অমুক বড়, অমুক ছোট এমন বিভাগ নেই। কখনও হর হরির আগে, কখনও বা হরি হরের আগে—তাতে কিছু এসে যায় না। এঁদের মধ্যে পৌর্বাপর্যের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই।

কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বন্দনা না করে তিনি যখন শিব-বন্দনাই করেছেন বেশ কিছু গ্রন্থের সূচনায় তাঁকে শৈব না বললেও তিনি যে শিবভক্ত ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

খ) শিবের অষ্টমূর্তির উল্লেখ পুরাণে আছে :

সূর্যো জলং মহী বায়ু বহ্নিরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ॥ —বিষ্ণুপুরাণ
ভূমিরাপোহনলো বায়ুরাত্মা ব্যোম রবিঃ শশী।
ইত্যষ্টৌ সর্বলোকানাং প্রত্যক্ষা হরমূর্তয়ঃ॥ —বায়ুপুরাণ

গ) আলঙ্কারিকদের অনেকের মতে 'নান্দী'তে সূক্ষ্মভাবে ঘটনা বা চরিত্রের ইঙ্গিত থাকবে। অনেকে বলেন, 'যা স্রষ্টুঃ সৃষ্টিরাদ্যা' বলতে শকুন্তলাকে, 'বহতি বিধি-হুতং যা হবিঃ' বলতে শকুন্তলার বিধিমতে পরিণয় এবং গর্ভধারণ, 'যা চ হোত্রী' কথায় কণ্বমুনিকে এবং অন্যান্য অংশগুলো দুষ্যন্তকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা একটু কষ্ট-কল্পনা নয় কি ?

২· দেখা যাচ্ছে সে-সময়েও উদ্বোধন সঙ্গীতের রেওয়াজ ছিল।

৩· সূত্রধারের 'বিস্মরণ' ভবিষ্যৎ ঘটনায় দুষ্যন্তের 'বিস্মরণে'র আভাস ?

৪· 'সারঙ্গ' কথাটি দ্ব্যর্থক—
প্রথম অর্থ : কৃষ্ণসার মৃগ।
দ্বিতীয় অর্থ : ঐ নামের রাগ, যার চলতি নাম সারং। মধ্যাহ্নে গেয়।

৫· দক্ষরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড হলে দক্ষ হরিণের রূপ ধরে ধাবিত হলেন। শিব পিনাক নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। —শান্তিপর্ব। মহাভারত।

৬. প্রতিমা নাটকের রথগতির বর্ণনা (৩য় অঙ্কে) হয়তো কালিদাসকে প্রভাবিত করেছে।

৭. রাজা ! শর সংবরণ করুন, এই প্রার্থনায় শকুন্তলার উপর রাজার প্রণয়-শর বর্ষণই যেন ইঙ্গিতে নিষিদ্ধ হলো।

৮. ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুগ্র ক্ষত্রস্য শব্দঃ ভুবনেষু রূঢ়ঃ। —রঘুবংশ
ক্ষত হইতে রক্ষা করে এই অর্থেই ক্ষয় (ক্ষত্রিয়) শব্দ ভুবনবিদিত।

৯. বৈখানসের আশীর্বাদে দুষ্যন্তের শকুন্তলা পরিণয় এবং চক্রবর্তি-লক্ষণযুক্ত পুত্র সর্বদমন আভাসিত। দুষ্যন্তপুত্র সর্বদমন (=ভরত) পুরুবংশের বিংশ নৃপতি, সাতজন চক্রবর্তীর অন্যতম ঃ

ভরতার্জুন মান্ধাতৃভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগরো নহুষশ্চৈব সপ্তেতে চক্রবর্তিনঃ ॥

(ভরত, অর্জুন, মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর এবং নহুষ এই সাতজন চক্রবর্তী।

১০. শকুন্তলার আসন্ন দুর্দৈব সূচিত।

১১. রাজার সহৃদয় মনের পরিচয়, রথ-বহনের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে তিনি সজাগ। তুলনীয়—প্রতিমা নাটক।

১২. মধুকর যেন দুষ্যন্তেরই প্রতীক।

১৩. একটি কথায় শকুন্তলার প্রতি কণ্বের গভীর স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে। আশ্রমে অনেকে থাকলেও শকুন্তলার উপরেই তিনি এ-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বিদায়-দৃশ্যে শকুন্তলা যে কণ্বের কতখানি তা বোঝা যায়।
ঐশী প্রেমের সঙ্গে মানব প্রেমের যে বিরোধ নেই তা বোঝা যায় 'জীবনের সর্বস্ব' কথাটিতে। কণ্ব তপোধন—তপস্যাই তাঁর সম্পদ, সেই সঙ্গে পালিত কন্যাটিও শুধু সম্পদ নয়, সর্বস্ব।

১৪. শান্তরসাস্পদ তপোবনে মৃগয়াচারী দুষ্মন্তই যেন মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ'—তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্ন !

দ্বিতীয় অংক

১. সংস্কৃত নাটকে বিদূষক একটি বিশেষ চরিত্র। তিনি হবেন রাজার প্রিয়পাত্র, বন্ধুস্থানীয়, রাজার প্রণয় ব্যাপারে সহায়ক। তাঁকে হতে হবে হাস্য ও ভোজন-রসিক। শারীরিক বিকলতাও তাঁর থাকতে পারে।
বিদূষকসম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের এইসব বিধান কালিদাস মোটামুটি মেনেছেন, তবে 'প্রতিভা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে'। বিদূষকচরিত্রটিকে কালিদাস বিশ্বাসযোগ্য সজীব চরিত্র করে তুলেছেন।

২. 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' বিদূষক সে-কথা মানলেন না দেখছি ! এই প্রমোদবন থেকে আবার তপোবনেই ফিরে আসতে তাই দুষ্যন্তকে সহ্য করতে হয়েছিল 'দারুণ দহন জ্বালা'।

৩. নীবার = উড়িধান
মনুর বিধান অনুযায়ী জমির উর্বরতা বিচার করে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ, এক-অষ্টাংশ বা এক-দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য—

'ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা। (মনু ৭, ১০০)

৪. ষষ্ঠ অঙ্কে দেবরাজের আহ্বানে দানব বধের জন্যে দুষ্যন্তের স্বর্গগমন আভাসিত।

৫. রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত ত্রিশঙ্কু কাহিনী—
হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কু সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি এমন একটি যজ্ঞ করতে চাইলেন যার বলে তিনি জীবিত অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করতে পারেন। তিনি বশিষ্ঠকে অনুরোধ করলেন সে-যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে। বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না। তিনি বশিষ্ঠপুত্রদের অনুরোধ করলেন, তাঁরাও অসম্মত হলেন। তখন ত্রিশঙ্কু বললেন, আমি অন্য গুরুর অন্বেষণ করব। ওঁরা রেগে শাপ দিলেন, ত্রিশঙ্কু চণ্ডালে পরিণত হলেন। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রমুনিকে সব বললেন। বিশ্বামিত্র দয়াপরবশ হয়ে সম্মত হলেন। কিন্তু দেবতাদের কেউ আমন্ত্রিত হয়েও সে-যজ্ঞে এলেন না। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে তুলে দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারা বললেন, 'গচ্ছ ভূতলম্।' ত্রিশঙ্কু ভূপাতিত হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলে তাঁকে মাঝপথেই রাখলেন। উপরেও নয় নিচেও নয় এইভাবে ত্রিশঙ্কু এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী হলেন।

৬. 'পরিহাসবিজল্পিতং'—হায় দুষ্যন্ত! কথার জালে জড়িয়ে গেলে তুমি। বিস্মরণের দারুণ দুর্দিনে বিদূষকের কথাই তো হতে পারত 'অভিজ্ঞান'। সেই অভিজ্ঞানটি তলিয়ে গেল পরিহাসকল্লোলে!

তৃতীয় অঙ্ক

১. কবিপ্রসিদ্ধি অনুসারে কামদেবের পাঁচটি বাণ হলো পাঁচটি ফুল: অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা আর নীলোৎপল।
(অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতং নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ)

২ অন্ত্যেষ্টির সময়ে মৃতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। 'তাই জলাঞ্জলির ব্যবস্থা করো' শকুন্তলার এ-কথার তাৎপর্য হলো দুষ্যন্তের সঙ্গে তাঁর মিলন না ঘটলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

৩. লেখ্যসম্প্রেষণ (=পত্রপ্রেরণ) প্রণয়প্রকাশের চারটি পদ্ধতির অন্যতম। অন্য তিনটি:
স্নিগ্ধবীক্ষিত (প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি), মৃদুভাষিত (নম্রভাষণ) আর দূতীসম্প্রেষণ। সাধারণতঃ প্রণয়-ব্যাপারে পুরুষই অগ্রণী, এখানে শকুন্তলাকে অগ্রণী হতে দেখা যাচ্ছে সখীদের পরামর্শে।

৪. বোঝা যাচ্ছে পাতায় লেখার প্রচলন তখনও ছিল, আঁচড় কেটেও লেখা হতো। 'লিখন' কথাটির মূল অর্থ আঁচড় কাটা। ষষ্ঠ অঙ্কে দেবতারা কল্পলতার কাপড়ে লিখছেন মেয়েদের অঙ্গরাগের বর্ণ দিয়ে।
(বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ ইত্যাদি, শ্লোক ৫, ষষ্ঠ অঙ্ক)

৫ হরিণশিশু উৎকণ্ঠিত হয়ে মাকে অন্বেষণ করছে, এ কি মিলনমুহূর্তেই ভাবী প্রত্যাখ্যান এবং মেনকার আশ্রয়ে গমনের ইঙ্গিত?

৬. প্রণয়বিবশা হলেও শকুন্তলার নীতিবোধ ও সংযম লক্ষণীয়। 'পৌরব' সম্বোধনটি যেন দুষ্যন্তকে তাঁর উচ্চবংশের উপযোগী আচরণকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মন্মথপীড়িতা হলেও তিনি অপরিণীতা, তাই স্বাধীনচারিণী হতে পারেন না।

৭. নাট্যশাস্ত্রের সেন্সরবোর্ড মঞ্চে চুম্বন নিষিদ্ধ করেছেন। দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্য-মন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবোধনম্ ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৬

৮. চক্রবাকদম্পতি রাত্রিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে। বলা বাহুল্য, এখানে চক্রবাকবধূ বলে শকুন্তলাই সম্বোধিত হয়েছেন। সহচর আর কেউ নন, দুষ্যন্ত আর রজনী—প্রৌঢ়া গৌতমী।
বোঝা যাচ্ছে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কাছাকাছি কোথাও ছিলেন হঠাৎ কেউ না এসে পড়ে তা দেখবার জন্যে।
চক্রবাকদম্পতিকে এক ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন। তাই দিনে তারা মিলিত থাকলেও, রাত্রিতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীর দুপারে থাকে, আর করুণভাবে বিলাপ করতে থাকে।
দুবাসার শাপে শকুন্তলা আর দুষ্যন্তকেও বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। 'রাত্রি' হলো 'বিস্মৃতি'।

চতুর্থ অঙ্ক

১. 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক দুর্বাসার শাপেই উজ্জ্বল।'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দুর্বাসার শাপ' নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় দেখিয়েছেন দুর্বাসার শাপ কিভাবে নাট্যবস্তু ও চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়েছে। 'দুর্বাসার শাপ' সম্বন্ধে রবীন্দ্র-বক্তব্যের উল্লেখ ভূমিকায় করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একেবারেই বিপরীতধর্মী উক্তি করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল :
'কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলেছেন যে, শকুন্তলা একটি [illegible]ত্তির অধীন হইয়া আতিথ্য ধর্মে অবহেলা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দুর্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত কথা নহে। শকুন্তলা আতিথ্য ধর্মে অবহেলা করেন নাই। অবহেলা হইত বটে, যদি দুর্বাসার উপস্থিতি জানিয়াও শকুন্তলা অতিথিকে ফিরাইতেন। কিন্তু শকুন্তলার তখন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। তিনি জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রিত ; এক কঠোর মধুর স্বপ্নাবেশে অভিভূত। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে, স্বামীর প্রতি ভার্যার এত বেশী অনুরাগ সমুচিত নহে, যাহাতে [illegible] একদণ্ডের জন্যেও তন্ময়ী হইয়া যায় ?···দুর্বাসার অভিশাপ পড়িলে সন্দেহ থাকে না যে, শকুন্তলা পাপকার্য করিয়াছেন ব[illegible] তিনি অভিশাপ দেন নাই। দুর্বাসা অভিশাপ দিতেছেন—শকুন্তলা তাঁহাকে, দুর্বাসাসম মুনিকে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। অন্য কোন অর্থ কষ্ট কল্পনা।'
দ্বিজেন্দ্রলালের এ-যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, কারণ, এই যুক্তিতে যে-কোন কর্তব্যচ্যুতিকে সমর্থন করা যায়। দুর্বাসা আত্ম-অবমাননার জন্যেই

অভিশাপ দিয়েছিলেন ধ'রে নিলেও সেই শাপের ফল সমস্ত নাটককে যে পরিণতির দিকে নিয়ে গেল তাতে তার নৈতিক ব্যাখ্যা খুবই সঙ্গত বলে মনে হয়। কালিদাসের যে গভীর জীবনবোধের পরিচয় পেয়েছি তাতে শাপের নৈতিক অর্থকে 'কষ্ট কল্পনা' বলে মনে হয় না।

তবে দুর্বাসার আগমনকে আকস্মিক না করে যদি নাট্যবৃত্তান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যেত তাহলে হয়তো ভাল হতো। কিন্তু আকস্মিকতা তো অবান্তর নয় মানুষের জীবনে।

২. মনে পড়ে যাবে : 'আগুন দেবে কে হে ফুলের পর ?'

৩. অপটীক্ষেপণ

পটী = যবনিকা

পটীক্ষেপ = যবনিকা অপসারণ

অপটীক্ষেপ = যবনিকা অপসারণ না করা

অপটীক্ষেপণ = যবনিকা অপসারণ না করে,

যবনিকা কাঁপিয়ে অপ্রত্যাশিভাবে প্রবেশ করা।

৪ 'অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছে; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।'

শকুন্তলা, বিদ্যাসাগর

৫. তোমাদের জল না করি দান
আগে যে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহ বিদায়! —রবীন্দ্রনাথ

৬ মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিজলধার। —রবীন্দ্রনাথ

৭ ইঙ্গুদী—তাপসতরু (Terminalia Catappa)।
১৫ ১৬ হাত উঁচু হয়। এর ফল আমের মতো, কিন্তু তেতো। বীজ থেকে তেল হয়। ঋষিরা এই তেল ব্যবহার করেন।

৮. ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে
কুশক্ষত হ'লে মুখ যার,

শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে
এই মৃগ পুত্র সে তোমার। —রবীন্দ্রনাথ

পঞ্চম অংক

১. যদিও অন্তঃপুরে সে সংবাদ পৌঁছয় নি, তবু হংসপাদিকার গানে দুষ্যন্তের শকুন্তলার প্রতি প্রেমেরই ইঙ্গিত। Dramatic irony.
'পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরর্থক নহে। ইহাতে কবি নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপ যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।' (শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথ)
২. এ-শ্লোকটিতে আছে কবির জন্মান্তরবিশ্বাসের স্বীকৃতি। আমাদের জীবনের অনেক আনন্দ-বেদনা, অনেক অব্যক্ত অনুভূতির উৎস সন্ধান করেছেন কবি। এই শ্লোকটি তাঁর এই অবগাহনের ফল।
৩. ৪ কোলাহল আর ভোগের বিপরীত মেরুতে যাঁদের বাস তাঁদের পক্ষে এই প্রতিক্রিয়াই তো স্বাভাবিক। কালিদাস মর্মজ্ঞ, এ-শ্লোকটি তারই সাক্ষ্য। শার্ঙ্গরব-উচ্চারিত মূল শ্লোকটিতে 'জনাকীর্ণ' = জনাকীর্ণ স্থান।
৫. তুলনীয় ঃ অল্পং তুল্যশীলানি দ্বন্দ্বানি সৃজ্যতে। (প্রতিমানাটক)
(সমচরিত্রের দম্পতি অল্পই সৃষ্ট হইয়া থাকে।)
৬. তুলনীয় ঃ ভব হৃদয় সকামং যৎকৃতে শংকসে ত্বম্। (প্রতিমানাটক)
৭. দুষ্যন্ত পরিহাসছলে বললেও এ-কথাতে কিন্তু শকুন্তলার যথার্থ পরিচয়টি ফুটেছে, অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গেই দুজনের নাড়ীর সম্বন্ধ, এরা যথার্থই সমপ্রকৃতি।
৮, নারীত্বের অবমাননায় মুগ্ধা হরিণী এখানে হয়েছে দলিতা ফণিনীর মতো।
৯ ১০. দুষ্যন্তের অবচেতন মনে তাহলে শকুন্তলার স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"—দুষ্যন্তের এই নিজের উপলব্ধি কিন্তু এখানে খাটছে না। নিয়তি আর কাকে বলে ?

ষষ্ঠ অংক

১. নগর-কোতোয়ালের পদটি পেত রাজার অনূঢ়া রক্ষিতার ভাই। সে শ্যাল, স্যাল, রাষ্ট্রিয় বা শকার বলে উল্লিখিত।
২. শ্লোকটি মনে করিয়ে দেয় গীতার অবিস্মরণীয় বাণী—
'সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।'
(হে কৌন্তেয় দোষযুক্ত হলেও সহজাত ধর্ম অপরিত্যাজ্য)।
এই শ্লোকটিকে কেউ কেউ বৌদ্ধধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রত্যুত্তর বলে মনে করেন, কিন্তু তা ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ কালিদাস সব বিষয়েই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।
৩ 'আকাশযানেন' কথাটির অনুবাদ এখানে 'আকাশযানে' মনে হয় না। কারণ অপ্সরাদের গগনপর্যটনের ক্ষমতা সহজাত, তার কোন যানের প্রয়োজন নেই।

'যান' অর্থ, এখানে 'গতি' অর্থাৎ আকাশ-ভ্রমণে যে বিশেষ গতি আশ্রয় করতে হয় সেই গতি।

এই সানুমতী চরিত্রটিও কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। সানুমতী তিরস্করিণী বিদ্যায় নিজে অদৃশ্য। মঞ্চের পাত্রপাত্রী তাঁকে দেখতে পাবেন না, কিন্তু দর্শকরা তাঁকে দেখতে পাবেন।

সানুমতী শকুন্তলার অভিন্নহৃদয় সখী—সানুমতী বলেছেন শুধু দেহেই তাঁরা ভিন্ন, অন্তরে এক। অন্তরিত থেকে তিনি রাজার অনুতাপ দেখছেন, শকুন্তলার প্রতি তাঁর ভালবাসা কত গভীর তা উপলব্ধি করছেন। তিনি শকুন্তলাকে গিয়ে সব বলবেন। তার প্রয়োজন আছে। দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার ভাবী মিলন যে তা না হলে সুসম্পন্ন হবে না।

৪. এ-কথা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মুখেও মানাত।
পরভৃতিকা-মধুকরিকার চরিত্রও কালিদাস নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন। নামকরণেও আছে চতুরতা, নাম দুটোতে শ্লেষ এনে তিনি এঁদের সংলাপে মাধুর্য এনেছেন।

৫ সানুমতী একে রাজার 'প্রবল প্রভাব' মনে করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি যে লজ্জাহীনা হয়ে আছেন তা ভয়ে নয়, ভালবাসায়। রাজার বিচ্ছেদ-দুঃখে যে তারাও কাতর।

৬. সৌজন্যবশে না বলে দাক্ষিণ্যবশে বলাই বোধহয় ভাল, কারণ দাক্ষিণ্য শব্দটা পারিভাষিক। দক্ষিণ নায়ক বলতে এমন নায়ক বোঝাবে যে একটি নায়িকাতে আসক্ত হলেও অন্যান্য পত্নীর সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেন।

৭. মনে পড়বে দ্বিতীয় অঙ্কের পঙ্‌ক্তিটি ঃ অপরিচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্ত্বাদলক্ষ্যম্।

৮ বিদূষক বুঝেছেন রাজা গোপনে কিছু বলতে চান, তাই নির্জনতা চাইছেন সকলকে দূরে সরিয়ে।

৯ স্বপ্নো নু মায়া নু পঙ্‌ক্তিটিতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি ঃ 'ওকি এল, ওকি এল না, ওকি মায়া কি স্বপ্নছায়া, ওকি ছলনা।'

১০. সম্পূর্ণ গল্পটা যেন এক কথায় বলা হলো।

১১ প্রণয়াসক্তদের অমন আচরণ তো দেখাই যায়—
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু। (মেঘদূত)

১২ রাজার প্রজারঞ্জকতার এর চেয়ে বড় চিহ্ন আর কী ঃ মূল শ্লোকের 'পাপাদৃতে' কথাটার অর্থ করা হয়েছে 'সে যদি পাপী না হয়'। কিন্তু এর অন্য অর্থও সম্ভব। যার ছেলে নেই আমি তার ছেলে, যার ভাই নেই আমি তার ভাই, যার বন্ধু নেই আমি তার বন্ধু—এ তো অনায়াসে বলতে পারবেন রাজা কিন্তু যার স্বামী নেই তিনি তার স্বামী হবেন না কি? শান্তং পাপম্! না, যে-সম্পর্কে উনি সম্পর্কিত হবেন কেন? তাই 'পাপাদৃতে' মানে হতে পারে—সে-সম্পর্কে নিষ্পাপ আমি সেই সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে চাই।

১৩. মোহমুপগতঃ—রাজা সংজ্ঞা হারালেন। এ তো সংজ্ঞাহীনতা নয়, এ-সংজ্ঞা বা চেতনা লাভ। নারী এখন তাঁর চোখে শুধু উপভোগ্যা নয়। তিনি সন্তানদাত্রী, যে সন্তান পিতৃপুরুষের আনন্দের কারণ, সমস্ত পরিবারে তাই

স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা, তিনি শুধু নর্মসহচরী নন, সহধর্মচারিণী। রাজা এখন এই বোধে উত্তীর্ণ।

সপ্তম অঙ্ক

১. 'প্রথমোপকার' এর অনুবাদ এখানে 'প্রথম উপকার' নয়, কারণ এইটিই দুষ্যন্তের প্রথম উপকার নয়, এর আগেও প্রয়োজন হলেই তিনি ইন্দ্রের আহ্বানে দানববধের জন্যে স্বর্গে গিয়েছেন, তার উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে। তাই 'প্রথম' কথাটির অর্থ এখানে প্রধান, মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ।

২. ভু-বায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্ধ্বং স্যাৎ উদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ। অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্বকোঽস্মাদ্ বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥—বায়ুপুরাণ। বায়ুমার্গের ক্রমিক বিভাগ পরাবহ, পরিবহ, সুবহ, সংবহ, উদ্বহ, প্রবহ, আবহ।

৩. এমন জীবন্ত বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না এ-নিছক কল্পনা করেই লেখা, মনে হয় সত্যিই ঐ ধরনের আকাশযানের প্রচলন ছিল একদিন।

৪. শিশুচিত্রঅঙ্কনেও কালিদাস সমান পারদর্শী। শিশুর পশুপীড়নের আনন্দ, মানা করলে না শোনা, খেলনা পেলে সব ভুলে যাওয়া ইত্যাদিতে সর্বদমন এক জীবন্ত শিশুচরিত্র।

৫. নিঃসন্তান দুষ্যন্ত সন্তানকামনায় কী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন! শিশুই যে সংসারকে স্বর্গ করে তোলে এর চেয়ে স্নিগ্ধ কোমল আর-কোন্ ভাষায় তা প্রকাশ করা যায়?
M. Chézy-র ভাষায়: tout père, ou plutot toute mère, ne pourra lire sans sentir battre son coeur—কোন জনক বা জননী এক সুতীব্র হৃৎস্পন্দন অনুভব না করে এটা পড়তেই পারবেন না।

৬ এ ছোট্ট কথাটিতে শকুন্তলা হৃদয়ের পুঞ্জীভূত দুঃখকে সংহত করেছেন; একটি সুদীর্ঘ ইতিহাসকে যেন প্রতিফলিত করেছেন একটি নিটোল অশ্রুবিন্দুতে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতি-বিষয়-গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্বভূত-প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ১ ॥

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধারঃ -(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) আর্যে· যদি নেপথ্যবিধানমবসিতং তদিতস্তাবদাগম্যতাম্ ।

(প্রবিশ্য) নটী—অজ্জউত্ত, ইঅম্হি ।

[আর্যপুত্র ইয়মস্মি]

সূত্রধারঃ--আর্যে ! অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষদিয়ম্ । অদ্য খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তু-নাঽভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ । তৎ প্রতিপাত্র-মাধীয়তাং যত্নঃ ।

নটী—সুবিহিদ-প্পওঅদাএ অজ্জস্স ন কিম্পি পরিহাইস্সদি । (সুবিহিতপ্রয়োগতয়া আর্যস্য ন কিমপি পরিহাস্যতে) ।

সূত্রধারঃ—আর্যে, কথয়ামি তে ভূতার্থম্ ।

অপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ২ ॥

নটী—এব্বং ণেদম্ । অনন্তরকরণীয়ং দাব অজ্জো আণবেদু । [এবম্ নু ইদম্ । অনন্তকরণীয়ং তাবৎ আর্য আজ্ঞাপয়তু]

সূত্রধারঃ—কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ ? তদিদমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপ-ভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্ । সম্প্রতি হি—

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটল-সংসর্গসুরভি-বনবাতাঃ ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥ ৩ ॥

নটী—তহ (তথা) । (গায়তি)

ঈসদীসিচুম্বিআই ভমরেহি সুউমারকেসরসিহাই ।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাই ॥ ৪ ॥
(ঈষদীষচ্চুম্বিতানি ভ্রমরৈঃ সুকুমারকেশরশিখানি ।
অবতংসয়ন্তি দয়মানাঃ প্রমদাঃ শিরীষকুসুমানি ॥)

সূত্রধারঃ—আর্যে, সাধু গীতম্ । অহো রাগবদ্ধচিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব সর্বতো রঙ্গঃ । তদিদানীং কতমৎ প্রকরণমাশ্রিত্য এনমারাধয়ামঃ ?

নটী—নং অজ্জমিস্সেহিং পঢ়মং এব্ব আণত্তং অহিণ্ণাণসউন্দলং নাম অপুব্বং ণাডঅং পওঅ অহিকরীঅদু ত্তি (ননু আর্যমিশ্রৈঃ প্রথমমেব আজ্ঞপ্তম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলং অপূর্ব-নাটকং প্রয়োগে অধিক্রিয়তাম্ ইতি) ।

সূত্রধারঃ—আর্যে, সম্যক্ অনুবোধিতোঽস্মি । অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া । কুতঃ ? --

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা ॥ ৫ ॥ (নিষ্ক্রান্তৌ)
(ইতি প্রস্তাবনা)

× × × × × × × × × × × × × প্রথমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি মৃগানুসারী সশরচাপহস্তো রাজা রথেন সূতশ্চ)

সূতঃ—(রাজানম্ মৃগঞ্চাবলোক্য) আয়ুষ্মন্—
কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্ ॥ ৬ ॥

রাজা—সূত, দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—
গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥ ৭ ॥

তদেষঃ কথমনুপতত এব মে প্রযত্নপ্রেক্ষণীয়ঃ সংবৃত্তঃ ?

সূতঃ—আয়ুষ্মন্! উদ্‌ঘাতিনী ভূমিরিতি ময়া রশ্মিসংযমনাদ্রথস্য মন্দীকৃতো বেগঃ। তেন মৃগ এষ বিপ্রকৃষ্টান্তরঃ। সম্প্রতি সমদেশবর্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি।

রাজা—তেন হি মুচ্যন্তামভীষবঃ।

সূতঃ—যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মন্। (রথবেগং নিরূপ্য) আয়ুষ্মন্, পশ্য
মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥ ৮ ॥

রাজা—সত্যমতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্তন্তে বাজিনঃ। তথাহি—
যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্
যদর্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥ ৯ ॥

সূতঃ—পশ্যৈনং ব্যাপাদ্যমানম্। (ইতি শর সন্ধানং নাটয়তি)।

(নেপথ্যে) ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো, ন হন্তব্যঃ।

সূতঃ—(আকর্ণ্যাবলোক্য চ) আয়ুষ্মন্! অস্য খলু তে বাণপথবর্তিনঃ কৃষ্ণসারস্যান্তরে তপস্বিন উপস্থিতাঃ।

রাজা—(সসম্ভ্রমম্) তেন হি প্রগৃহ্যন্তাং বাজিনঃ।

সূতঃ—তথা। (ইতি রথং স্থাপয়তি)।

(ততঃ প্রবিশতি আত্মনাতৃতীয়ো বৈখানসঃ)

বৈখানসঃ—(হস্তমুদ্যম্য) রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলারাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১০ ॥
তৎ সাধু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্ ।
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ॥ ১১ ॥

রাজা—এষ প্রতিসংহৃতঃ (ইতি যথোক্তং করোতি)।

বৈখানসঃ—সদৃশমেতৎ পুরুবংশপ্রদীপস্য ভবতঃ।
জন্ম যস্য পুরোর্বংশে যুক্তরূপমিদং তব।
পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি ॥ ১২ ॥

রাজন্ ! সমিদাহরণায় প্রস্থিতা বয়ম্ । এষ খলু কাশ্যপস্য কুলপতেরনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে। ন চেদন্যকাৰ্য্যোঽতিপাতঃ প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। অপি চ—

রম্যাস্তপোধনানাং প্রতিহতবিঘ্নাঃ ক্রিয়াঃ সমবলোক্য।
জ্ঞাস্যসি কিয়দ্ভুজো মে রক্ষতি মৌর্বীকিণাঙ্ক ইতি ॥ ১৩ ॥

রাজা—অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ ?

বৈখানসঃ—ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় নিযুজ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকুলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।

রাজা—ভবতু, তামেব পশ্যামি। সা খলু বিদিতভক্তিং মাং মহর্ষেঃ কথয়িষ্যতি।

বৈখানসঃ—সাধয়ামস্তাবৎ। (ইতি সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—সূত, চোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন আত্মানং পুনীমহে !

সূতঃ—যথাজ্ঞাপয়ত্যায়ুষ্মান্। (ইতি ভূয়ো রথবেগং নিরূপয়তি)

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য) সূত, অকথিতোঽপি জ্ঞায়তে এবায়ম্ আভোগস্তপোবনস্যেতি।

সূতঃ—কথমিব ?

রাজা—কিং ন পশ্যতি ভবান্ ? ইহ হি—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা—
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥ ১৪ ॥

সূতঃ—সর্বমুপপন্নম্।

রাজা—(স্তোকমন্তরং গত্বা) তপোবননিবাসিনামুপরোধো মা ভূৎ। এতাবত্যেব রথং স্থাপয় যাবদবতরামি।

সূতঃ—ধৃতাঃ প্রগ্রহাঃ। অবতরত্বায়ুষ্মান্।

রাজা—(অবতীর্য) সূত, বিনীতবেষেণ প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম ! ইদং তাবৎ গৃহ্যতাম্। (সূতস্য আভরণানি ধনুশ্চ উপনীয়) সূত, যাবদাশ্রমবাসিনঃ প্রত্যবেক্ষ্যাহমুপাবর্তে, তাবদার্দ্রপৃষ্ঠাঃ ক্রিয়ন্তাং বাজিনঃ।

সূত—তথা। (নিষ্ক্রান্ত)

রাজা—(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ইদমাশ্রমদ্বারম্, যাবৎ প্রবিশামি।

(প্রবিশ্য নিমিত্তং সূচয়ন্‌)

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুত ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥ ১৫ ॥

নেপথ্যে—ইদো ইদো সহীও (ইত ইতঃ সখ্যৌ)।

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্‌ আলাপ ইব শ্রূয়তে! যাবদত্র গচ্ছামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অয়ে, এতাস্তপস্বিকন্যকাঃ স্বপ্রমাণানুরূপৈঃ সেচনঘটৈঃ বালপাদপেভ্যঃ পয়ো দাতুমিত এবাভিবর্তন্তে। (নিপুণং নিরূপ্য) অহো, মধুরমাসাং দর্শনম্‌!

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ রুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ ১৬ ॥

যাবদিমাং ছায়ামাশ্রিত্য প্রতিপালয়ামি। (ইতি বিলোকয়ন্‌ স্থিতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)

শকুন্তলা—ইদো ইদো সহিও (ইত ইতঃ সখ্যৌ)!

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, তুবত্তো বি তাদকস্সবস্স ইমে অস্সমরুক্‌খআ পিয়দরেতি তক্কেমি। জেণ ণোমালিআকুসুমপেলবা বি তুমং এদাণং আলবালপূরণে নিউত্তা। (হলা শকুন্তলে, ত্বত্তোঽপি তাতকাশ্যপস্য ইমে আশ্রমবৃক্ষকাঃ প্রিয়তরা ইতি তর্কয়ামি। যেন নবমল্লিকাকুসুমপেলবাপি ত্বম্‌ এতেষাম্‌ আলবালপূরণে নিযুক্তা)।

শকুন্তলা—হলা অনসূএ, ণ কেঅলং তাদনিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিণেহো এদেসু। (হলা অনসূয়ে, ন কেবলং তাতনিয়োগ এব, অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু)! ইতি বৃক্ষসেচনং রূপয়তি)

রাজা—কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা। অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্‌ কাশ্যপঃ। য ইমাম্‌ আশ্রমধর্মে নিযুঙক্তে।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥ ১৭ ॥

ভবতু। পাদপান্তরিত এবং বিস্রব্ধাং তাবদেনাং পশ্যামি ॥

(তথা করোতি)

শকুন্তলা—(স্থিত্বা) সহি অনসূএ, অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্‌হি। সিটিলেহি দাব ণং। (সখি অনসূয়ে, অতিপিনদ্ধেন বল্কলেন প্রিয়ংবদয়া নিয়ন্ত্রিতাস্মি। শিথিলয় তাবদেতৎ।)

অনসূয়া—তহ (তথা)। (ইতি শিথিলয়তি)!

প্রিয়ংবদা—(সহাসম্‌) এত্থ দাব পওহরবিত্থারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ। (অত্র তাবৎ পয়োধর-বিস্তারয়িতৃ আত্মনো যৌবনম্‌ উপালম্ভস্ব)।

রাজা—কামম্‌ অননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্‌! ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি।

কুতঃ—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ ১৮॥

শকুন্তলা—(অগ্রতোঽবলোক্য) এসো বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্খও। জাব ণং সম্ভাবেমি। (এষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীভিঃ ত্বরয়তীব মাং কেশরবৃক্ষকঃ। যাবদেনং সম্ভাবয়ামি)।

(ইতি পরিক্রামতি)

প্রিয়ংবদা—হলা সউন্দলে, এত্থ এব্ব দাব মুহুত্তঅং চিট্‌ঠ। (হলা শকুন্তলে, অত্র এব তাবৎ মুহূর্তকং তিষ্ঠ)।

শকুন্তলা—কিং নিমিত্তং? (কিং নিমিত্তম্)?

প্রিয়ংবদা—তুএ উবগদাএ সদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররুক্খও পডিভাদি। (ত্বয়া উপগতয়া লতাসনাথ ইব অয়ং কেশরবৃক্ষকঃ প্রতিভাতি)।

শকুন্তলা—অদো ক্খু পিঅংবদা সি তুমং। (অতঃ খলু প্রিয়ংবদাসি ত্বম্)।

রাজা—প্রিয়মপি তথ্যমাহ শকুন্তলাং প্রিয়ংবদা। অস্যাঃ খলু—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ১৯॥

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদণামহেআ বণজোসিণিত্তি ণোমালিআ। ণং বিসুমরিদা সি। (হলা শকুন্তলে, ইয়ং স্বয়ং বরবধূঃ সহকারস্য ত্বয়া কৃতনামধেয়া বনজ্যোৎস্নেতি নবমল্লিকা। এনাং বিস্মৃতাসি?

শকুন্তলা—তদা অত্তাণং বি বিসুমরিস্সং (তদা আত্মনমপি বিস্মরিষ্যামি। (লতামুপেত্য অবলোক্য চ) হলা, রমণীয়ে ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বণজোসিণী, বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো। (হলা রমণীয়ে খলু কালে অস্য লতাপাদপমিথুনস্য ব্যতিকরঃ সংবৃত্তঃ। নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্না, বদ্ধপল্লবতয়া উপভোগক্ষমঃ সহকারঃ)।

(ইতি পশ্যন্তী তিষ্ঠতি)

প্রিয়ংবদা—অনসূএ, জাণাসি কিং সউন্দলা বণজোসিণিং অদিমেত্তং পেক্খদি ত্তি। (অনসূয়ে, জানাসি কিং শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাম্ অতিমাত্রং প্রেক্ষতে ইতি।)

অনসূয়া—ণ ক্খু বিভাবেমি। কহেহি। (ন খলু বিভাবয়ামি। কথয়।)

প্রিয়ংবদা—জহ বণজোসিণী অণুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা, অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং তি। [যথা বনজ্যোৎস্না অনুরূপেণ পাদপেন সঙ্গতা অপি নাম এবমহমপি আত্মনঃ অনুরূপং বরং লভেয় ইতি]।

শকুন্তলা—এসো ণূণং তুহ অত্তগদো মণোরহো। [এষ নূনং তব আত্মগতো মনোরথঃ]।

(ইতি কলসমাবর্জয়তি)

রাজা—অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ। অথবা কৃতং সন্দেহেন।

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা,
যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥

তথাপি তত্ত্বত এনামুপলপ্স্যে।

শকুন্তলা—(সসম্ভ্রমম্) অম্মো, সলিলসেঅসংভমুগ্গদো ণোমালিআং উজ্‌ঝিঅ বঅণং মে মহুঅরো অহিবট্টই। [অহো, সলিলসেকসম্ভ্রমোদ্‌গতঃ নব মল্লিকাম্ উজ্‌ঝিত্বা বদনং মে মধুকর অভিবর্ততে]। (ইতি ভ্রমরবাধাং রূপয়তি)।

রাজা—(সস্পৃহমবলোক্য)

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্ মধুকর ! হতা স্ত্বং খলু কৃতী ॥ ২১ ॥

শকুন্তলা—ণ এসো ধিট্‌ঠো বিরমদি। অণ্ণদো গমিস্সং [ন এষ ধৃষ্টো বিরমতি। অন্যতো গমিষ্যামি] পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদো বি আঅচ্ছদি। হলা পরিত্তাঅহ, মং ইমিণা দুব্বিণিদেণ দুট্‌ঠমহুঅরেণ, অহিহূয়মাণং [কথম্ ইতোঽপি অগচ্ছতি ! হলা পরিত্রায়েথাং, পরিত্রায়েথাং মাম্ অনেন দুর্বিনীতেন দুষ্টমধুকরেণ অভিভূয়মানাম্]।

উভে—(সস্মিতম্) কা বঅং পরিত্তাদুং। দুস্সন্দং অক্কন্দ। রাঅরক্‌খিদব্বাই তপোবণাই ণাম [কা বয়ং পরিত্রাতুম্। দুষ্যন্তমাক্রন্দ। রাজরক্ষিতব্যানি তপোবনানি নাম]।

রাজা—অবসরোঽয়ম্ আত্মানং প্রকাশয়িতুম্। ন ভেতব্যম্। (ইতি অর্ধোক্তে স্বগতম্) রাজভাবস্তু অভিজ্ঞাতো ভবেৎ। ভবতু। এবং তাবদভিধাস্যে।

শকুন্তলা—(পদান্তরে স্থিত্বা, সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহং ইদোবি মং অণুসরদি কথম্ ইতোঽপি মামনুসরতি]।

রাজা—(সত্বরমুপসৃত্য)—আঃ।

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্বিনীতানাম্।
অয়মাচরত্যবিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বিকন্যাসু ॥ ২২ ॥

(সর্বা রাজানং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)।

অনসূয়া—অজ্জ, ণ কখু কিম্পি অচ্চাহিদং। ইঅং ণো পিঅসহী দুট্‌ঠমহুঅরেণ অহিহূয়মাণা কাদরীভূদা। [আর্য, ন খলু কিমপি অত্যাহিতম্। ইয়মাবয়োঃ প্রিয়সখী দুষ্টমধুকরেণ অভিভূয়মানা কাতরীভূতা]। (ইতি শকুন্তলাং দর্শয়তি)।

রাজা—(শকুন্তলাভিমুখো ভূত্বা) অপি অপো বর্ধতে ? (শকুন্তলা সাধ্বসাদবচনা তিষ্ঠত)।

অনসূয়া—দাণীং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে, গচ্ছ উড়অং ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি [ইদানীম্ অতিথিবিশেষলাভেন। হলা শকুন্তলে, গচ্ছ উটজম্। ফলমিশ্রমর্ঘ্যমুপহর। ইদং পাদোদকং ভবিষ্যতি]। (ইতি ঘটং দর্শয়তি)।

রাজা—ভবতীনাং সুনৃতয়ৈব গিরা কৃতমাতিথ্যম্ ।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ইমস্সিং পচ্ছাঅসীঅলাএ সত্তবণ্ণবেদিআএ মুহুত্তঅং উববিসিঅ পরিস্সমবিণোদং করেদু অজ্জো (তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণ-বেদিকায়াং মুহূর্তকম্ উপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদং করোতু আর্যঃ)।

রাজা—নূনং যূয়মপি অনেন কর্মণা পরিশ্রান্তাঃ ।

অনসূয়া—হলা সউন্দলে উইদং ণো পজ্জুবাসণং অদিহিণং। এহি উববিসমহ (হলা শকুন্তলে, উচিতং নঃ পর্যুপাসনমতিথীনাম্। এহি উপবিশামঃ)

(ইতি সর্বে উপবিশন্তি)।

শকুন্তলা (আত্মগতম্)—কিং ণু কখু ইমং পেক্খিঅ তপোবণবিরোহিণো বিআরস্স গমণীঅহ্মি সংবুত্তা (কিং নু খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনো বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা)।

রাজা—(সর্বা বিলোক্য) অহো সমবয়োরূপরমণীয়ং ভবতীনাং সৌহার্দম্ ।

প্রিয়ংবদা (জনান্তিকম্)—অণসূএ, কো ণু কখু এসো মহুরগম্ভীরাকিদী, চউরং পিঅং আলবন্তো, পহাববন্দো বিঅ লক্খীঅদি। অনসূয়ে, কো নু খলু এষ মধুরগম্ভীরাকৃতিঃ চতুরং প্রিয়ম্ আলপন্ প্রভাববান্ ইব লক্ষ্যতে)।

অনসূয়া—সহি, মম বি অত্থি কোদূহলং। পুচ্ছিস্সং দাব ণং। (সখি, মমাপি অস্তি কৌতূহলম্। প্রক্ষ্যামি তাবদেনম্)। (প্রকাশম্) অজ্জস্স মহুরালাবজণিদো বীসম্ভো মং মন্তাবেদি। কদমো অজ্জেণ রাএসিবংসো অলঙ্করীঅদি, কদমো বা বিরহপজ্জুস্সুঅজণো কিদো দেসো, কিণ্ণিমিত্তং বা সুউমারদরো বি তবোবণ-পরিস্সমস্স অত্তা পদং উবণীদো (আর্যস্য মধুরালাপ-জনিতো বিস্রম্ভো মাং মন্ত্রয়তে। কতম আর্যেণ রাজর্ষিবংশঃ অলংক্রিয়তে। কতমো বা বিরহপর্যুৎ-সুকজনঃ কৃতো দেশঃ। কিং নিমিত্তং বা সুকুমারতরোঽপি তপোবনপরিশ্রমস্যাত্মা পদমুপনীতঃ)।

শকুন্তলা (আত্মগতম্)—হিঅঅ মা উত্তম্ম। এসা তুএ চিন্তিদাইং অণসূআ মন্তেদি (হৃদয়, মা উত্তাম্য। এষা ত্বয়া চিন্তিতানি অনসূয়া মন্ত্রয়তে)।

রাজা (আত্মগতম্)—কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি, কথং বাত্মাপহারং করোমি। ভবতু। এবং তাবদেনাং বক্ষ্যে। (প্রকাশম্) ভবতি, যঃ পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ, সোঽহম্ অবিঘ্নক্রিয়োপলম্ভায় ধর্মারণ্যমিদমায়াতঃ।

অনসূয়া—সণাহা দাণিং ধম্মচারিণো (সনাথা ইদানীং ধর্মচারিণঃ)।

(শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জাং নাটয়তি)

সখ্যৌ—(উভয়োরাকারং বিদিত্বা। জনান্তিকম্) হলা সউন্দলে, জই এত্থ অজ্জ তাদো সণ্ণিহিদো ভবে। (হলা শকুন্তলে, যদি অত্র তাতঃ সন্নিহিতো ভবেৎ)।

শকুন্তলা—তদো কিং ভবে (ততঃ কিং ভবেৎ)?

সখ্যৌ—ইমং জীবিদসব্বস্সেণ বি অদিহিবিসেসং কিদত্থং করিস্সদি (ইমং জীবিত-সর্বস্বেনাপি অতিথিবিশেষং কৃতার্থং করিষ্যতি)।

শকুন্তলা—(সকৃতককোপম্) তুম্হে অবেধ। কিম্পি হিঅএ করিঅ মন্তেধ। ণ বো বঅণং সুণিস্সং (যুবাম্ অপেতম্। কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়েথে। ন যুব-য়োর্বচনং শ্রোষ্যামি)।

রাজা—বয়মপি তাবদ্ভবত্যোঃ সখীগতং কিমপি পৃচ্ছামঃ।

সখ্যৌ—অজ্জ, অণুগ্গহো এব্ব ইঅং অব্ভত্থণা (আর্য, অনুগ্রহ এব ইয়ম্ অভ্যর্থনা)।

রাজা—ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি ইতি প্রকাশঃ। ইয়ঞ্চ বঃ সখী তদাত্মজা ইতি কথমেতৎ ?

অনসূয়া—সুণাদু অজ্জো। অত্থি কো বি কোসিও ত্তি গোত্তণামহেও মহাপ্পহাবো রাএসী (শৃণোতু আর্যঃ। অস্তি কোঽপি কৌশিক ইতি গোত্রনামধেয়ো মহাপ্রভাবো রাজর্ষিঃ)।

রাজা—অস্তি শ্রূয়তে।

অনসূয়া—তং ণো পিঅসহিএ পহবং অবগচ্ছ। উজ্ঝিআএ সরীরসংবড্ঢণাদিহিং তাদকস্সবো সে পিদা (তম্ আবয়োঃ প্রিয়সখ্যাঃ প্রভবম্ অবগচ্ছ। উজ্ঝিতায়াঃ শরীরসংবর্ধনাদিভিঃ তাতকাশ্যপঃ অস্যাঃ পিতা)।

রাজা—উজ্ঝিতশব্দেন জনিতং মে কৌতূহলম্ আমূলাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি।

অনসূয়া—সুণাদু অজ্জো। পুরা কিল তস্স রাএসিণো উগ্গে তবসি বট্টমাণস্স কিম্পি জাদসঙ্কেহিং দেবেহিং মেণআ ণাম অচ্ছরা পেসিদা ণিঅমাবগ্ঘকারিণী (শৃণোতু আর্যঃ। পুরা কিল তস্য রাজর্ষেঃ উগ্রে তপসি বর্তমানস্য, কিমপি জাতশঙ্কৈঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা নিয়মাবঘ্নকারিণী)॥

রাজা—অস্তি এতৎ অন্যসমাধিভীরুত্বং দেবানাম্।

অনসূয়া—তদো বসন্তোদারসমযে সে উম্মাদইওঅং রূবং পেক্খিঅ—(ততো বসন্তাবতারসময়ে অস্যা উন্মাদয়িতৃ রূপং প্রেক্ষ্য)—

(ইতি অর্ধোক্তে লজ্জয়া বিরমতি)

রাজা—পরস্তাৎ গম্যত এব। সর্বথা অপ্সরঃসম্ভবৈষা।

অনসূয়া—অহইং (অথ কিম্)।

রাজা—উপপদ্যতে।

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভা-তরলং জ্যোতি রুদেতি বসুধাতলাৎ॥ ২৩॥

(শকুন্তলা অধোমুখী তিষ্ঠতি)

রাজা—(আত্মগতম্) হন্ত লব্ধাকাশো মে মনোরথঃ।

প্রিয়ংবদা—(সস্মিতং শকুন্তলাং বিলোক্য, নায়কাভিমুখী ভূত্বা) পুণোবি বত্তুকামো বিঅ অজ্জো (পুনরপি বক্তুকামঃ ইব আর্যঃ)।

(শকুন্তলা সখীমঙ্গুল্যা তর্জয়তি)

রাজা—সম্যগুপলক্ষিতং ভবত্যা। অস্তি নঃ সচ্চরিতশ্রবণলোভাৎ অন্যদপি প্রষ্টব্যম্।

প্রিয়ংবদা—অলং বিআরিঅ। অণিঅন্তণাণুওও তবস্সিঅণো ণাম (অলং বিচার্য। অনিয়ন্ত্রাণানুযোগঃ তপস্বিজনো নাম)।

রাজা—ইতি সখীং তে জ্ঞাতুমিচ্ছামি—

বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্।

অত্যন্তমেব সদৃশেক্ষণবল্লভাভিঃ
আহো নিবৎস্যতি সমং হরিণাঙ্গনাভিঃ ॥ ২৪ ॥

প্রিয়ংবদা—অজ্জ, ধম্মচরণে বি পরবসো অঅং জণো। গুরুণো উণ সে অণুরূববর-প্পদাণে সংকপ্পো (আর্য, ধর্মাচরণেঽপি পরবশঃ অয়ং জনঃ। গুরোঃ পুনরস্যাঃ অনুরূপবরপ্রদানে সংকল্পঃ)।

রাজা (আত্মগতম্)—ন খলু দুরবাপেয়ং প্রার্থনা।

ভব হৃদয় ! সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ২৫ ॥

শকুন্তলা (সরোষমিব) – অণসূএ, গমিস্সং অহং (অনসূয়ে, গমিষ্যাম্যহম্)।

অনসূয়া—কিণ্ণিমিত্তং (কিং নিমিত্তম্) ?

শকুন্তলা—ইমং অসংবদ্ধপ্পলাবিণিং পিঅবদং অজ্জাএ গোদমীএ ণিবেদইস্সং (ইমাম-সংবদ্ধপ্রলাপিনীং প্রিয়ংবদামার্যায়ৈ গৌতম্যৈ নিবেদয়িষ্যামি)।

(ইতি উত্তিষ্ঠতি)

অনসূয়া—সহি, ণ জুত্তং তে অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দো গমণং (সখী, ন যুক্তম তে অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষং বিসৃজ্য সচ্ছন্দতো গমনম্)।

(শকুন্তলা ন কিঞ্চিদুক্ত্বা প্রস্থিতৈব)

রাজা (স্বগতম্)—আঃ! কথমিয়ং গচ্ছতি। (গ্রহীতুমিচ্ছন্ নিগৃহ্যাত্মানম্। আত্মগতম্ (অহো চেষ্টাপ্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তিঃ। অহং হি—

অনুযাস্যন্ মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।
স্থানাদনুচ্চলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা (শকুন্তলাং নিরুধ্য)—হলা ণ দে জুত্তং গন্তুং (হলা ন তে যুক্তং গন্তুম্)।

শকুন্তলা (সভ্রূভেদম্)—কিণ্ণিমিত্তং (কিং নিমিত্তম্) ?

প্রিয়ংবদা—রুক্খসেঅণে দুবে ধারেসি মে। এহি দাব অত্তাণং মোআবেহি, তদো গমিস্সসি (বৃক্ষসেচনেদ্বে ধারয়সি মে। এহি তাবদাত্মানং মোচয়। ততো গমিষ্যসি)। (ইতি বলাদেনাং নিবর্তয়তি)

রাজা—ভদ্রে, বৃক্ষসেচনাদেব পরিশ্রান্তামত্রভবতীং লক্ষয়ে। তথাহ্যস্যাঃ—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদ্
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলাঃ মূর্ধজাঃ ॥ ২৭ ॥

তদহমেনামনৃণাং করোমি।

(ইতি অঙ্গুরীয়ং দাতুমিচ্ছতি। উভে নামমুদ্রাক্ষরাণি অনুবাচ্য পরস্পরম-বলোকয়তঃ)।

রাজা—অলমস্মানন্যথা সম্ভাব্য। রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহোঽয়ম্।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ণারিহদি এদং অঙ্গুলীঅঅং অঙ্গুলীবিওঅং। অজ্জস্স বঅণেণ অণিরিণা দাণিং এসা ! (তেন হি নার্হত্যেৎ অঙ্গুরীয়কমঙ্গুলীবিয়োগম্। আর্যস্য বচনেন অনৃণা ইদানীমেষা)। (কিঞ্চিদ্ বিহস্য) হলা সউন্দলে

মোইদআসি অণুঅম্পিণা অজ্জেণ, অহবা মহারাএণ। গচ্ছ দাণিং (হলা শকুন্তলে, মোচিতাসি অনুকম্পিনার্যেণাথবা মহারাজেন। গচ্ছেদানীম্)।

শকুন্তলা (আত্মগতম্)—জই অত্তণো পহবিস্সং (যদি আত্মনঃ প্রভবিষ্যামি)। (প্রকাশম্) কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা (কা ত্বং বিস্রষ্টব্যস্য রোদ্ধব্যস্য বা)।

রাজা (শকুন্তলাং বিলোক্য আত্মগতম্)—কিং ন খলু যথা বয়ম্ অস্যাম্, এবম্ ইয়মপি অস্মান্ প্রতি স্যাৎ! অথবা লব্ধাকাশা মে প্রার্থনা। কুতঃ?—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদানন-সম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥ ২৮ ॥

(নেপথ্যে)—ভো ভোস্তপস্বিনঃ, সন্নিহিতাস্তপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবতঃ। প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।

তুরগখুরহতস্তথাহি রেণুর্বিটপরিষক্তজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহ ইবাশ্রমদ্রুমেষু ॥ ২৯ ॥

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুস্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ।
ক্রীড়াকৃষ্টং ব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥ ৩০ ॥

(সর্বাঃ কর্ণং দত্ত্বা কিঞ্চিদিব সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা (আত্মগতম্)—অহো ধিক্, পৌরা অস্মদন্বেষিণস্তপোবনম্ উপরুন্ধন্তি। ভবতু। প্রতিগমিষ্যামস্তাবৎ।

সখ্যৌ—অজ্জ ইমিণা আরণ্ণঅবুত্তন্তেণ পজ্জাউলম্হ। অণুজাণাহি ণো উড্জঅগমণস্স (আর্য, অনেনারণ্যকবৃত্তান্তেন পর্যাকুলাঃ স্মঃ। অনুজানীহি নঃ উটজগমনায়।)

রাজা (সসম্ভ্রমম্)-গচ্ছন্তু ভবত্যঃ। বয়মপি আশ্রমপীড়া যথা ন ভবিষ্যতি তথা প্রযতিষ্যামহে। (সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)।

সখ্যৌ—অজ্জ, অসম্ভাবিদাদিহিসক্কারা ভূয়োবি পেক্খণণিমিত্তং লজ্জেমো অজ্জং বিণ্ণবিদুং (আর্য, অসম্ভাবিতাতিথিসৎকারাঃ ভূয়োঽপি প্রেক্ষণনিমিত্তং লজ্জেমহে আর্যং বিজ্ঞাপয়িতুম্)।

রাজা—মা মৈবম্। দর্শনেনৈব ভবতীনাং পুরস্কৃতোঽস্মি।

শকুন্তলা—অণসূএ, অহিণঅকুসসূইএ পরিক্খদং মে চলণং, কুরবঅসাহাপরিলগ্গং চ বক্কলং। দাব পরিবালেধ মং। জাব ণং মোআবেমি (অনসূয়ে, অভিনবকুশসূচ্যা পরিক্ষতং মে চরণং, কুরুবকশাখাপরিলগ্নং চ বল্কলম্। তাবৎ প্রতিপালয়তং মাং, যাবদেনং মোচয়ামি)।

(রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা।)

রাজা (নিঃশ্বস্য)—মন্দোৎসুক্যোঽস্মি নগরগমনং প্রতি। যাবদনুযাত্রিকান্ সমেত্য

নাতিদূরে তপোবনস্য নিবেশয়ামি। ন খলু শক্নোমি শকুন্তলাব্যাপারাৎ আত্মানং নিবর্তয়িতুম্। মম হি—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥ ৩১ ॥
নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি বিষণ্ণো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ (নিঃশ্বস্য)—ভো দিট্‌ঠং। এদস্স মআআসীলস্স রণ্ণো বঅস্সভাবেণ ণিব্বিণ্ণো ম্হি [ভো দিষ্টম্। এতস্য মৃগয়াশীলস্য রাজ্ঞো বয়স্যভাবেন নির্বিণ্ণোঽস্মি]। অয়ং মও অয়ং বরাহো, অয়ং সদ্দূলোত্তি মজ্ঝণ্ণে বি গিম্হবিরলপাঅবচ্ছাআসু বণরাইসু আহিণ্ডীঅদি (অয়ং মৃগঃ, অয়ং বরাহঃ, অয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ডাতে)। পত্তসংকরকসাঅ ইং কডুআইং গিরিণঈজলাইং পীঅন্তি [পত্রসংকরকষায়াণি কটুকানি গিরিনদীজলানি পীয়ন্তে]। অণিঅদবেলং সুল্লমংসভূইট্‌ঠো আহারো অণ্হীঅদি (অনিয়ত-বেলং শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারো ভুজ্যতে) তুরগাণুধাবণকণ্ডিদসন্ধিণো রত্তিম্মি মে নিকামং সইদব্বং নত্থি [তুরগানুধাবনকণ্ডিতসন্ধেঃ রাত্রাবপি মে নিকামং শয়িতব্যং নাস্তি]। তদো মহন্তে এব্ব পচ্চূসে দাসীএপুত্তেহিং সউণি লুদ্ধ-এহিং বনগ্গহণকোলাহলেণ পড়িবোধিদো ম্হি (ততঃ মহতি এব প্রত্যূষে দাস্যাঃ পুত্রৈঃ শকুনিলুব্ধকৈঃ বনগ্রহণ-কোলাহলেন প্রতিবোধিতোঽস্মি)। এত্তএণ দাণিম্পি পীড়া ণ ণিক্কমদি (ইয়তা ইদানীমপি পীড়া ন নিষ্ক্রামতি)। তদো গণ্ডস্স উবরি পিণ্ডও সংবুত্তো (ততো গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ)। হিও কিল অম্হেসু ওহীণেসু তত্তহোদা মআণুসারেণ অস্সমপদং পাবিট্‌ঠস্স তাবসকণ্ণআ সউন্দলা ণাম মম অবন্নদাএ দংসিদা [হ্যঃ কিল অস্মাসু অবহীনেষু তত্রভবতো মৃগানুসারেণ আশ্রমপদং প্রবিষ্টস্য তাপসকন্যাকা শকুন্তলা নাম মম অধনাতয়া দর্শিতা]। সংপদং ণঅরগমণস্স মণং কহম্পি ণ করেদি [সাম্প্রতং নগরগমনায় মনঃ কথমপি ন করোতি]। এব্বং চিন্তঅন্তস্স দে পহাদা অচ্ছিসু রঅনী [এবং চিন্তয়তঃ মে প্রভাতা অক্ষ্যোঃ রজনী]। কা গদী। জাব ণং কিদাচার-পাড়িকম্ম পেক্খামি [কা গতিঃ। যাবদেনং কৃতাচারপ্রতিকর্মাণং প্রেক্ষে]। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) এসো বাণাসনহত্থাহিং বণপুপ্ফমালা-ধারিণীহিং পাডিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো [এষ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃত ইত এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্যঃ)। হোদু। অঙ্গভঙ্গবিঅলো বিঅ ভবিঅ চিট্ঠিস্সং জই এব্বম্পি ণাম বিস্সমং লহেঅং [ভবতু। অঙ্গভঙ্গবিকল ইব ভুত্বা স্থাস্যামি, যদি এবমপি নাম বিশ্রমং লভেয়]। (ইতি দণ্ডকাষ্ঠমবলম্ব্য স্থিতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টপরিবারো রাজা)।

রাজা (আত্মগতম্)—

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥ ১ ॥

(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
'মা গা' ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎকিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥ ২ ॥

বিদূষকঃ (যথাস্থিত এব)—ভো বঅস্স, ন মে হত্থপাআ পসরন্তি। বাআমেত্তএণ জআবীঅসি জঅদু ভবং (ভো বয়স্য, ন মে হস্তপাদং প্রসরতি। বাঙ্মাত্রেণ জাপ্যসে জয়তু জয়তু ভবান্)।

রাজা—কুতোঽয়ং গাত্রোপঘাতঃ ?

বিদূষকঃ—কুদো কিল সঅং অচ্ছী আউলীকরিঅ অস্সুকারণং পুচ্ছেসি। (কুতঃ কিল স্বয়মক্ষি আকুলীকৃত্য অশ্রুকারণং পৃচ্ছসি)।

রাজা—ন খল্ববগচ্ছামি।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স, জং বেদসো খুজ্জলীলং বিড়ম্বেদি তং কিং অত্তণো পহাবেণ ণং ণইবেঅস্স (ভো বয়স্য, যৎ বেতসঃ কুব্জলীলাং বিড়ম্বয়তি তৎ কিমাত্মনঃ প্রভাবেণ, ননু নদীবেগস্য)।

রাজা—নদীবেগস্তত্র কারণম্।

বিদূষকঃ—মম বি ভবং (মমাপি ভবান্)।

রাজা—কথমিব।

বিদূষকঃ—এবং রাঅকজ্জাণি উজ্ঝিঅ এআরিসে আউলপদেসে বণচরবুত্তিণা তুএ হোদব্বং। জং সচ্চং পচ্চহং সাবদসমুচ্ছারণেহিং সংখোহিঅসংধিবংধাণং মম গত্তাণং অণীসোম্হি সংবুত্তো। তা পসীদ মে। একাহম্পি দাব বিস্সমীঅদু। (এবং রাজকার্যাণি উজ্ঝিত্বা এতাদৃশে আকুলপ্রদেশে বনচরবৃত্তিনা ত্বয়া ভবিতব্যম্। যৎ সত্যং প্রত্যহং শ্বাপদসমুৎসারণৈঃ সংক্ষোভিতসন্ধিবন্ধানাং মম গাত্রাণামনীশোঽস্মি সংবৃত্তঃ। তৎ প্রসীদ মে ! একাহমপি তাবৎ বিশ্রম্যতাম্)।

রাজা (স্বগতম্)—অয়ং চৈবমাহ। মমাপি কাশ্যপসুতামনুস্মৃত্য মৃগয়াবিক্লবং চেতঃ। কুতঃ—

ন নময়িতুমধিজ্যামস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিত-সায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ ॥ ৩ ॥

বিদূষকঃ (রাজ্ঞো মুখং বিলোক্য)—অত্তভবং কিম্পি হিঅএ করিঅ মন্তেদি। অরণ্ণে মএ রুদিঅং আসি (অত্রভবান্ কিমপি হৃদয়ে কৃত্বা মন্ত্রয়তে। অরণ্যে ময়া রুদিতম্ আসীৎ।

রাজা (সস্মিতং)—কিমন্যৎ। অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যমিতি স্থিতোঽস্মি।

বিদূষকঃ (সাদরং)—চিরং জীঅ (চিরং জীব) (উত্থাতুমিচ্ছতি)।
রাজা—বয়স্য, তিষ্ঠ। সাবশেষং মে বচঃ।
বিদূষকঃ—আণবেদু ভবং (আজ্ঞাপয়তু ভবান্)।
রাজা—বিশ্রান্তেন ভবতা মমাপি একস্মিন্ অনায়াসে কর্মণি সহায়েন ভবিতব্যম্।
বিদূষকঃ—কিং মোদঅখণ্ডিআএ। তেন হি অঅং সগৃহীদো ক্খণো (কিং মোদকখাদিকায়াম্। তেন হি অয়ং সুগৃহীতঃ জনঃ)।
রাজা—যত্র বক্ষ্যামি। কঃ কোঽত্র ভোঃ।
(প্রবিশ্য) দৌবারিকঃ—আণবেদু ভট্টা (আজ্ঞাপয়তু ভর্তা)।
রাজা—রৈবতক, সেনাপতিস্তাবৎ আহূয়তাম্। (প্রণম্য)
দৌবারিকঃ—তহ (তথা)। (নিষ্ক্রম্য সেনাপতিনা সহ পুনঃ প্রবিশ্য) এসো অণ্ণাবঅণুক্কণ্ঠো ইদো দিণ্ণদিঠ্‌ঠী এব্ব ভট্টা চিট্‌ঠদি। উবসপ্পদু অজ্জো (এষ আজ্ঞাবচনোৎকণ্ঠঃ ইতঃ দত্তদৃষ্টিরেব ভর্তা তিষ্ঠতি। উপসর্পতু আর্যঃ)।
সেনাপতিঃ (রাজানমবলোক্য)—দৃষ্টদোষাঽপি স্বামিনি মৃগয়া কেবলং গুণায়ৈব সংবৃত্তঃ। তথাহি দেবঃ—

অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরপূর্বং
রবিকিরণসহিষ্ণু ক্লেশলেশৈরভিন্নম্।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি ॥ ৪ ॥

(উপেত্য) জয়তু স্বামী। গৃহীতশ্বাপদমরণ্যম্। কিমন্যত্রবস্থীয়তে।
রাজা—মন্দোৎসাহঃ কৃতোঽস্মি মৃগয়াপবাদিনা মাধব্যেন।
সেনাপতিঃ (জনান্তিকম্)—সখে, স্থিরপ্রতিবন্ধো ভব। অহং তাবৎ স্বামিনশ্চিত্তবৃত্তিম্ অনুবর্তিষ্যে। (প্রকাশম্) প্রলপত্বেষ বৈধেয়ঃ। ননু প্রভুরেব নিদর্শনম্।

মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামোদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ ॥ ৫ ॥

বিদূষকঃ (সরোষম্)—অবেহি রে উচ্ছাহহেতুঅ। অত্তভবং পকিদিং আবণ্ণো। তুমং দাব দাসীএপুত্তো অডবীদো অডবীং আহিডন্তো ণরণাসিআ লোলুবস্স জিণ্ণরিচ্ছস্স কস্স বি মুহে পডিস্সসি।
(অপেহি রে উৎসাহহেতুক। অত্রভবান্ প্রকৃতিমাপন্নঃ। ত্বং তাবৎ দাস্যাঃপুত্রঃ অটবীতঃ অটবীমাহিণ্ডমানঃ নরনাসিকালোলুপস্য জীর্ণর্ক্ষস্য কস্যাপি মুখে পতিষ্যসি।)
রাজা—ভদ্র সেনাপতে, আশ্রমসন্নিকর্ষে স্থিতাঃ স্মঃ। অতস্তে বচো নাভিনন্দামি। অদ্য তাবৎ—

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবন্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।
বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ ॥ ৬ ॥

সেনাপতিঃ—যৎপ্রভবিষ্ণবে রোচতে।

রাজা—তেন হি নিবর্তয় পূর্বগতান্ বনগ্রাহিণঃ। যথা ন মে সৈনিকাস্তপোবনমুপরুন্ধন্তি তথা নিষেদ্ধব্যাঃ। পশ্য—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা ইব সূর্যকান্তাস্তদন্যতেজোঽভিভবাদ্বমন্তি ॥ ৭ ॥

সেনাপতিঃ—যদাজ্ঞাপয়তি স্বামী।

বিদূষকঃ—গচ্ছ ভো দাসীএপুত্ত। ধংসদু দে উচ্ছাহবুত্তন্তো (গচ্ছ ভো দাস্যাঃ পুত্র। ধ্বংসতাং তে উৎসাহবৃত্তান্তঃ)। (নিষ্ক্রান্তঃ সেনাপতিঃ)

রাজা—(পরিজনং বিলোক্য) অপনয়ন্তু ভবত্যো মৃগয়াবেষম্। রৈবতক, ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

পরিজনঃ - জং দেও আণবেই [যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি]। (নিষ্ক্রান্তঃ)।

বিদূষকঃ—কিদং ভঅদা নিম্মচ্ছিঅং। সম্পদং ইমস্সিং পাদবচ্ছায়াবিরইদবিদাণসণাহে সিলাঅলে উববিসদু ভবং জাব অহম্পি সুহাসীণো হোমি। [কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতম্ অস্মিন্ পাদপচ্ছায়াবিরহিতবিতানসনাথে শিলাতলে উপবিশতু ভবান্, যাবদহমপি সুখাসীনো ভবামি]।

রাজা—গচ্ছাগ্রতঃ।

বিদূষকঃ—এদু ভবং [এতু ভবান্]। (উভৌ পরিক্রম্যোপবিষ্টৌ)।

রাজা—মাধব্য, অনাবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি যেন ত্বয়া দর্শনীয়ং ন দৃষ্টম্।

বিদূষকঃ—ণং ভবং অগ্গদো মে বট্টই [ননু ভবানগ্রতো মে বর্ততে]।

রাজা—সর্বঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি। অহং তু তাম্ আশ্রমললামভূতাং শকুন্তলামধিকৃত্য ব্রবীমি।

বিদূষকঃ—(স্বগতম্) হোদু। সে অবসরং ণ দাইস্সং [ভবতু। অস্মৈ অবসরং ন দাস্যামি]। (প্রকাশম্) ভো বঅস্স, দে তাবসকন্নআ অব্ভত্থণীয়া দীসদি [ভো বয়স্য, তে তাপসকন্যকা অভ্যর্থনীয়া দৃশ্যতে]।

রাজা—সখে, ন পরিহার্যে বস্তুনি পৌরবাণাং মনঃ প্রবর্ততে।

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্ ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ—(বিহস্য) জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উব্বেজিদস্স তিন্তিলীএ, অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থিআরঅণপরিভোইণো ভবদো ইঅং অব্ভত্থণা। [যথা কস্যাপি পিণ্ডখর্জুরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যাম্ অভিলাষো ভবেৎ, তথা স্ত্রীরত্নপরিভোগিণো ভবতঃ ইয়মভ্যর্থনা]।

রাজা—ন তাবদেনাং পশ্যসি যেন এবমবাদীঃ।

বিদূষকঃ—তং কখু রমণিজ্জং জং ভবদো বি বিম্হঅং উপ্পাদেদি।
[তৎ খলু রমণীয়ং যৎ ভবতোঽপি বিস্ময়ম্ উৎপাদয়তি]।

রাজা—বয়স্য, কিং বহুনা—

চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।

স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥ ৯ ॥

বিদূষকঃ—জই এব্বং পচ্চাদেসো দাণিং রূববদোণং [যদি এবং প্রত্যাদেশ ইদানীং রূপবতীনাম্]।

রাজা—ইদঞ্চ মে মনসি বর্ততে।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—তেণ হি লহু পরিত্তাঅদু ণং ভবং। মা কস্সবি তবস্সিণো ইঙ্গুদীতেল্লচিক্কণসীসস্স হত্থে নিপড়িস্সদি (তেন হি লঘু পরিত্রায়তামেনাং ভবান্। মা কস্যাপি তপস্বিনঃ ইঙ্গুদীতৈলচিক্কণশীর্ষস্য হস্তে নিপতিষ্যতি)।

রাজা—পরবতী খলু তত্রভবতী। ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

বিদূষকঃ—অথ ভবন্তম্ অন্তরেণ কীদিসো সে দিট্ঠিরাও। [অথ ভবন্তম্ অন্তরেণ কীদৃশঃ অস্যাঃ দৃষ্টিলাভঃ]।

রাজা—নিসর্গাদেবাপ্রগল্ভস্তপস্বিকন্যাজনঃ। তথাপি তু—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥ ১১ ॥

বিদূষকঃ—ণ ক্খু দিট্ঠমেত্তস্স তুহ অঙ্কং সমারোহদি [ন খলু দৃষ্টমাত্রস্য তবাঙ্কং সমারোহতি]।

রাজা—মিথঃ প্রস্থানে পুনঃ শালীনতয়াপি কামমাবিষ্কৃতো ভাবস্তত্রভবত্যা। তথাহি—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্ ॥ ১২ ॥

বিদূষকঃ—তেণ হি গহীদপাহেও হোহি। কিদং তুএ উববণং তবোবণং ত্তি পেক্খামি [তেন হি গৃহীতপাথেয়ো ভব। কৃতং ত্বয়োপবনং তপোবনমিতি পশ্যামি]।

রাজা—সখে, তপস্বিভিঃ কৈশ্চিৎ পরিজ্ঞাতোঽস্মি। চিন্তয় তাবৎ কেনাপদেশেন পুনরাশ্রমপদং গচ্ছামঃ।

বিদূষকঃ—কো অবরো অবদেসো তুম্হাণং রাআণং (কঃ অপরঃ অপদেশঃ যুষ্মাকং রাজ্ঞাম্)? ণীবারচ্ছট্ঠভাঅং অম্হাণং উবহরন্তু ত্তি (নীবারষষ্ঠভাগম্ অস্মাকম্ উপহরন্তু ইতি)!

রাজা—মূর্খ, অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো নির্বপন্তি, যো রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যতে। পশ্য—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ ॥ ১৩ ॥

(নেপথ্যে) সিদ্ধার্থৌ স্বঃ।

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, ধীরপ্রশান্তস্বরৈস্তপস্বিভির্ভবিতব্যম্।

(প্রবিশ্য) দৌবারিকঃ—জেদু জেদু ভট্টা। এদে দুবে ইসিকুমারআ পড়িহারভূমিং উবট্ঠিদা। (জয়তু জয়তু ভর্তা। এতৌ দ্বৌ ঋষিকুমারকৌ প্রতিহারভূমিম্ উপস্থিতৌ)।

রাজা—তেন হি অবিলম্বিতং প্রবেশয় তৌ।

দৌবারিকঃ—এসো পবেসেমি (এষ প্রবেশয়ামি)। (নিষ্ক্রম্য ঋষিকুমারকাভ্যাং সহ প্রবিশ্য) ইদো ইদো ভবন্তাং (ইতো ইতো ভবন্তৌ)

(উভৌ রাজানং বিলোকয়তঃ) প্রথমঃ—অহো দীপ্তিমতোঽপি বিশ্বসনীয়তা অস্য বপুষঃ। অথবোপপন্নমেতদস্মিন্ ঋষিকল্পে রাজনি। কুতঃ—

অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপ্যাশ্রমে সর্বভোগ্যে
রক্ষাযোগাদয়মপি তপঃ প্রত্যহং সঞ্চিনোতি।
অস্যাপি দ্যাং স্পৃশতি বশিনশ্চারণদ্বন্দ্বগীতঃ
পুণ্যঃ শব্দো মুনিরিতি মুহুঃ কেবলং রাজপূর্বঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ—গৌতম, অয়ং স বলভিৎসখো দুষ্যন্তঃ ?

প্রথমঃ—অথ কিম্।

দ্বিতীয়ঃ—তেন হি—

নৈতচ্চিত্রং যদয়মুদধিশ্যামসীমাং ধরিত্রীম্
একঃ কৃৎস্নাং নগরপরিঘ-প্রাংশুবাহুর্ভুনক্তি।
আশংসন্তে সমিতিষু সুরাঃ সক্তবৈরা হি দৈত্যৈ-
রস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহূতে চ বজ্রে ॥ ১৫ ॥

উভৌ (উপগম্য)—বিজয়স্ব রাজন্।

রাজা—(আসনাৎ উত্থায়)—অভিবাদয়ে ভবন্তৌ।

উভৌ—স্বস্তি ভবতে। (ফলানি উপহরতঃ)।

রাজা (সপ্রণামং পরিগৃহ্য)—আজ্ঞামিচ্ছামি।

উভৌ—বিদিতো ভবানাশ্রমসদামিহস্থঃ। তেন ভবন্তং প্রার্থয়ন্তে—

রাজা—কিমাজ্ঞাপয়ন্তি ?

উভৌ—তত্রভবতঃ কণ্বস্য মহর্ষেরসান্নিধ্যাৎ রক্ষাংসি ন ইষ্টিবিঘ্নমুৎপাদয়ন্তি। তৎ কতিপয়রাত্রং সারথিদ্বিতীয়েন ভবতা সনাথীক্রিয়তামাশ্রম ইতি।

রাজা—অনুগৃহীতোঽস্মি।

বিদূষকঃ—(অপবার্য)—এস দাণীং ভবদো অণুউলো গলহত্থো (এষ ইদানীং ভবতোঽনুকুলো গলহস্তঃ)।

রাজা—(স্মিতং কৃত্বা)—রৈবতক, মদ্বচনাৎ উচ্যতাং সারথিঃ সবাণাসনং রথমুপস্থাপয়েতি।

দৌবারিকঃ—জং দেবো আণবেদি (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি)। (নিষ্ক্রান্তঃ)

উভৌ (সহর্ষম্)—অনুকারিণি পূর্বেষাং যুক্তরূপমিদং ত্বয়ি।

আপন্নাভয়সত্রেষু দীক্ষিতাঃ খলু পৌরবাঃ ॥ ১৬ ॥

রাজা (সপ্রণামম্)—গচ্ছতাং পুরো ভবন্তৌ। অহমপি অনুপদম্ আগত এব।

উভৌ—বিজয়স্ব। (নিষ্ক্রান্তৌ)।

রাজা—মাধব্য, অপ্যস্তি শকুন্তলাদর্শনে কুতুহলম্।

বিদূষকঃ—পঢ়মং সপরিবাহং আসি। দাণিং রক্খসবুত্তন্তেণ বিন্দূবি ণাবসেসিদো (প্রথমং সপরিবাহম্ আসীৎ। ইদানীং রাক্ষসবৃত্তান্তেন বিন্দুঃ অপি নাবশেষিতঃ)।

রাজা—মা ভৈষীঃ। ননু মৎসমীপে বর্তিষ্যসে।

বিদূষকঃ—এস রক্খসাদো রক্খিদোম্হি (এব রাক্ষসাদ্রক্ষিতোঽস্মি)।

(প্রবিশ্য) দৌবারিকঃ—সজ্জো রধো ভট্টি ণো বিজয়প্পআণং অবকখদি। এস উণ ণঅরাদো দেবীণং আণত্তিহরও করভও আঅদো (সজ্জো রথো ভর্তুর্বিজয়প্রয়াণমপেক্ষতে। এষ পুনর্নগরাৎ দেবীনাম্ আজ্ঞপ্তিহরঃ করভকঃ আগতঃ)।

রাজা—(সাদরম্) কিম্ অম্বাভিঃ প্রেষিতঃ?

দৌবারিকঃ—অহং ইং (অথকিম্)।

রাজা—ননু প্রবেশ্যতাম্।

দৌবারিকঃ—তহ (তথা)। (নিষ্ক্রাম্য করভকেণ সহ প্রবিশ্য) এস ভট্টা উবসপ্প (এষ ভর্ত্তা। উপসর্প)।

করভকঃ—জেদু জেদু ভট্টা। দেবী আণবেদি। আআমিনি চউত্থ-দিঅহে পুত্তপিণ্ড-পালণো ণাম উববাসো ভবিস্সদি। তহিং দীহাউণা অবস্সং অম্হে সম্ভাবইদব্ব ত্তি (জয়তু জয়তু ভর্তা। দেবী আজ্ঞাপয়তি, আগামিনি চতুর্থদিবসে পুত্রপিণ্ড-পালনো নাম উপবাসো ভবিষ্যতি। তত্র দীর্ঘায়ুষা অবশ্যং বয়ং সম্ভাবয়িতব্যা ইতি)।

রাজা—ইতস্তপস্বিকার্যম্। ইতো গুরুজনাজ্ঞা। দ্বয়মপি অনতিক্রমণীয়ম্। কিমত্র প্রতিবিধেয়ম্।

বিদূষকঃ—তিসঙ্কু বিঅ অন্তরা চিট্ঠে (ত্রিশঙ্কুরিবান্তরা তিষ্ঠ)।

রাজা—সত্যমাকুলীভূতোঽস্মি—

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহাং যথা ॥ ১৭ ॥

(বিচিন্ত্য) সখে, ত্বম্ অম্বাভিঃ পুত্র ইতি প্রতিপন্নীতঃ। অতো ভবান্ ইতঃ প্রতিনিবৃত্য, তপস্বিকার্যব্যগ্রমানসং মামাবেদ্য তত্রভবতীনাং পুত্রকৃত্যম্ অনুষ্ঠাতুমর্হতি।

বিদূষকঃ—ণ ক্খু মং রক্খোভীরুঅং গণেসি (ন খলু মাং রক্ষোভীরুকং গণয়সি)।

রাজা—(সস্মিতম্) ভো মহাব্রাহ্মণ! কথমেতৎ ভবতি সম্ভাব্যতে!

বিদূষকঃ—জহ রাআণুএণ গন্তব্বং তহ গচ্ছামি (যথা রাজানুজেন গন্তব্যং তথা গচ্ছামি)।

রাজা—ননু তপোবনোপরোধঃ পরিহরণীয় ইতি সর্বাননুযাত্রিকান্ ত্বয়ৈব সহ প্রস্থাপয়ামি।

বিদূষকঃ—(সগর্বম্) তেণ হি জুবরাও ম্হি দাণিং সংবুত্তো (তেন হি যুবরাজোঽস্মি ইদানীং সংবৃত্তঃ)।

রাজা—(আত্মগতম্) চপলোঽয়ং বটুঃ। কদাচিদস্মৎপ্রার্থনামন্তঃপুরেভ্যঃ কথয়েৎ। ভবতু। এনমেবং বক্ষ্যে—(বিদূষকং হস্তে গৃহীত্বা, প্রকাশম্) বয়স্য, ঋষিগৌরবাদাশ্রমং গচ্ছামি। ন খলু সত্যমেব তাপসকন্যকায়াং মমাভিলাষঃ। পশ্য—

ক বয়ং ক পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে ! পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ১৮ ॥
(বৈতালীয়ং বা)

বিদূষকঃ—অহ ইং (অথ কিম্) ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়োঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি যজমানশিষ্যাঃ)

শিষ্যঃ—(কুশানাদায়) অহো মহানুভাবঃ পার্থিবো দুষ্যন্তঃ । যেন প্রবিষ্টমাত্র এব আশ্রমং তত্রভবতি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্মাণি সংবৃত্তানি ।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নান্ ব্যপোহতি ॥ ১ ॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থম্ দর্ভান্ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ উপহরামি । (পরিক্রম্যাবলোক্য চ । আকাশে)—প্রিয়ংবদে, কস্যেদমুশীরানুলেপনম্ মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে । (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি ? আতপলংঘনাৎ বলবদস্বস্থা শকুন্তলা । তস্যাঃ শরীরনির্বাপণায় ইতি । তর্হি প্রিয়ংবদে, যত্নাদুপচর্যতাম্ । সা হি তত্রভবতঃ কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্ । অহমপি তাবদ্ বৈতানিকং শান্ত্যুদকম্ অস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জয়িষ্যামি । (নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কামযানাবস্থো রাজা)

রাজা—(নিঃশ্বস্য) জানে তপসো বীর্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্ ।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্তয়িতুম্ ॥ ২ ॥

(মদনবাধাং নিরূপ্য) ভগবন্ কুসুমায়ুধ । ত্বয়া চন্দ্রমসা চ বিশ্বসনীয়াভ্যামতিসন্ধীয়তে কামিসার্থঃ । কুতঃ—

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো-
র্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু ।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈ-
স্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি ॥ ৩ ॥

(সখেদং পরিক্রম্য) ক নু খলু সংস্থিতে কর্মণি সদস্যৈরনুজ্ঞাতঃ খিন্নমাত্মানং বিনোদয়ামি । (নিঃশ্বস্য) । ন চ প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ । যাবদেনামন্বিষ্যামি । (সূর্যমবলোক্য) ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা শকুন্তলা গময়তি । তত্রৈব তাবদ্ গচ্ছামি (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) । অনয়া বালপাদপবীথ্যা সুতনুরচিরং গতেতি তর্কয়ামি । কুতঃ—

সম্মীলন্তি ন তাবদ্‌বন্ধনকোষাস্তয়াবচিতপুষ্পাঃ ।
ক্ষীরস্নিগ্ধাশ্চামী দৃশ্যন্তে কিসলয়চ্ছেদাঃ ॥ ৪ ॥

(সংস্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো প্রবাতসুভগোঽয়মুদ্দেশঃ।

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥ ৫ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত! অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া শকুন্তলয়া ভবিতব্যম্। তথাহি—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥ ৬ ॥

যাবৎ বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে! লব্ধং নেত্রনির্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণশিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামুপাস্যতে। ভবতু। শ্রোষ্যামি আসাং বিস্রম্ভকথিতানি।

(ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা)।

সখ্যৌ (উপবীজ্য সস্নেহম্)—হলা সউন্দলে, অবি সুহাবেদি দে ণলিণীপত্তবাদো (হলা শকুন্তলে, অপি সুখায়তে তে নলিনীপত্রবাতঃ)।

শকুন্তলা—(সখেদম্)। কিং বীঅঅন্তি মং সহীও (কিং বীজয়তো মাং সখ্যৌ)

(সখ্যৌ বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ)।

রাজা—বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। (সবিতর্কম্) তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ, উত যথা মে মনসি বর্ততে।

(সাভিলাষং নিবর্ণ্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন!

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু ॥ ৭ ॥

প্রিয়ংবদা (জনান্তিকম্)—অনসূয়ে! তস্য রাএসিণো পঢমদংসণাদো আরহিঅ পজ্জুস্সুআ বিঅ সউন্দলা। কিং ণুক্খু সে তন্নিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে (অনসূয়ে! তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাস্তন্নিমিত্তঃ অয়মাতঙ্কো ভবেৎ)।

অনসূয়া—সহি, মম বি এরিসী আসঙ্কা হিঅঅস্স। হোদু। পুচ্ছিস্সং দাবণং (সখী, মমাপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য। ভবতু, প্রক্ষ্যামি তাবদেনাম্)।

(প্রকাশম্) সহি, পুচ্ছিদব্বাসি কিম্পি। বলবং ক্খু দে সন্দাবো (সখি, প্রষ্টব্যাসি কিমপি। বলবান্ খলু তে সন্তাপঃ)।

শকুন্তলা (পূর্বার্ধেন শয়নাদুত্থায়)—হলা, কিং বত্তুকামাসি। (হলা কিং বক্তুকামাসি)

অনসূয়া—হলা সউন্দলে, অণব্ভন্তরা ক্খু অম্হে মদণগদস্স বুত্তন্তস্স। কিন্দু জাদিসী ইতিহাসণিবন্ধেসু কামঅমাণাণাং সমবত্থা সুণীঅদি তাদিসীং দে পেক্খামি। কহেহি কিন্নিমিত্তং দে সন্দাবো (হলা শকুন্তলে, অনভ্যন্তরাঃ খলু বয়ং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানাং সমবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তে প্রেক্ষে। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ)।

বিআরং ক্খু পরমখদো অজ্জাণঅ অগারম্ভো পড়িআরস্স (বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভঃ প্রতিকারস্য)

রাজা—অনসূয়ামপি অনুগতো মদীয়স্তর্কঃ। ন হি স্বাভিপ্রায়েণ মে দর্শনম্।

শকুন্তলা (আত্মগতম্)—বলবং ক্খু মে অহিণিবেসো। দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিবেদিদুং (বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীমপি সহসা এতয়োর্ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম্)

প্রিয়ংবদা—সহি, সুট্ঠু এসা ভণাদি। কিংঅওণো আতঙ্কং উবেক্খসি। অণুদিঅহং ক্খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেবলং লাবণ্ণমঈ ছায়া তুমং ণ মুঞ্চদি (সখি. সুষ্ঠু এষা ভণতি। কিমাত্মন আতঙ্কমুপেক্ষসে। অনুদিবসং খলু পরীহীয়সে অঙ্গৈঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি)।

রাজা—অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনাক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥ ৮ ॥

শকুন্তলা (নিঃশ্বস্য)—সহি! কস্স বা অণ্ণস্স। কিন্দু আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্সং (সখি. কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি। কিন্তু আয়াসয়িত্রী ইদানীং যুবয়োঃ ভবিষ্যামি।)

উভে—অদো এব্ব ক্খু ণিবন্ধো। সিণিদ্ধজণসংবিভত্তং হি দুক্খং সজ্ঝবেদণং হোদি (অতএব খলু নির্বন্ধঃ। স্নিগ্ধজনসংবিভক্তং হি দুঃখং সহ্যবেদনং ভবতি)।

রাজা—

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণম্
অত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥ ৯ ॥

শকুন্তলা—সহি! জদো পহুদি মম দংসণপহং আঅদো সো তপোবণ রক্খিদা রাএসী (সখি যতঃ প্রভৃতি মম দর্শনপথমাগতঃ স তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ)। (অর্ধোক্তেন লজ্জাং নাটয়তি)।

উভে—কহেদু কহেদু পিঅসহী (কথয়তু কথয়তু প্রিয়সখী)।

শকুন্তলা—তদো পহুদি তগ্গদেণ অহিলাসেণ এতদবত্থ ম্হি সংবুত্তা (ততঃ প্রভৃতি তদ্গতেন অভিলাষেণ এতদবস্থাস্মি সংবৃত্তা)।

রাজা (সহর্ষম্)—শ্রুতং যৎ শ্রোতব্যম্।

স্মর এব তাপহেতু র্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥ ১০ ॥

শকুন্তলা—তং জই বো অনুমোদং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অনুকম্পণিজ্জা হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে উদঅং। (তৎ যদি যুবয়োঃ অনুমতং, তথা বর্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষে অনুকম্পনীয়া ভবামি। অন্যথা অবশ্যং সিঞ্চতং মে উদকম্)।

রাজা—সংশয়চ্ছেদি বচনম্।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকম্)—অণসূএ, দূরগঅমম্মহা অক্খমা ইয়ং কালহরণস্স। জস্সিং বদ্ধভাবা এসা, সো ললামভূদো পোরবাণং। তা জুত্তং সে অহিলাসো অহিণন্দিদুং (অনসূয়ে দূরগতমন্মথা অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য। যস্মিন বদ্ধভাবা এষা, স ললামভূতঃ পৌরবাণাম্। তৎ যুক্তমস্যা অভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্)।

অনসূয়া—তহ জহ ভণসি (তথা যথা ভণসি)।

প্রিয়ংবদা (প্রকাশম্)—সহি, দিট্‌ঠিআ অণুরূবো দে অহিনিবেসো। সাঅরং উজ্‌ঝিঅ কহিং বা মহাণঈ ওদরই। কো দাণিং সহআরং অন্তরেণ অদিমুত্তলদং পল্লবিদং সহেদি (সখি, দিষ্ট্যা অনুরূপস্তে অভিনিবেশঃ। সাগরমুজ্ঝিত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি। ক ইদানীং সহকারমন্তরেণ অতিমুক্তলতাং সহতে)।

রাজা—কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্তেতে।

অনসূয়া—কো উণ উবাও ভবে জেণ অবিলম্বিঅং নিহুঅং অ সহীএ মণোরহং সম্পাদেমহ (কঃ পুনরুপায়ো ভবেৎ যেন অবিলম্বিতং নিভৃতঞ্চ সখ্যা মনোরথং সম্পাদয়াবঃ)।

প্রিয়ংবদা—ণিহুঅং ত্তি চিন্তণিজ্জং ভবে, সিগ্‌ঘং ত্তি সুঅরং (নিভৃতমিতি চিন্তনীয়ং শীঘ্রমিতি সুকরম্)।

অনসূয়া—কহং বিঅ (কথমিব)?

প্রিয়ংবদা—ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ দিট্‌ঠীএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅহাইং পজাঅরকিসো লক্‌খীঅদি (ননু স রাজর্ষিরস্যাং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষ ইমান্ দিবসান্ প্রজাগরকৃশো লক্ষ্যতে)।

রাজা (আত্মানমালোক্য) সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি—

> ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাৎ বিবর্ণমণীকৃতং
> নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গ প্রবর্তিভিরশ্রুভিঃ।
> অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
> কনকবলয়ং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে॥ ১১॥

প্রিয়ংবদা (বিচিন্ত্য)—হলা, মঅণলেহো সে করীঅদু। ইমং দেবসেসাবদেসেণ সুমণোগোবিদং করিঅ সে হত্থং পাবইস্সং (হলা, মদনলেখঃ অস্মৈ ক্রিয়তাম্। ইমং দেবশেষাপদেশেন সুমনোগোপিতং কৃত্বা অস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি)!

অনসূয়া—রোঅই মে সুউমারো পওও! কিং বা সউন্দলা ভণাদি (রোচতে মে সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিংবা শকুন্তলা ভণতি)।

শকুন্তলা—কো ণিওও তুমহাণং বিকপ্পীঅদি (কো নিয়োগো বাং বিকল্প্যতে)।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসপুব্বং চিন্তেহি দাব কিম্পি ললিঅপদবন্ধণং (তেণ হি আত্মন উপন্যাসপূর্বং চিন্তয় তাবৎ কিমপি ললিতপদবন্ধনম্)।

শকুন্তলা—হলা চিন্তেমি অহং। অবধীরণাভীরুঅং পুণো বেবই মে হিঅঅং (হলা চিন্তয়াম্যহম্। অবধীরণাভীরুকং পুনর্বেপতে মে হৃদয়ম্)!

রাজা (সহর্ষম্)—অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো বিশঙ্কসে ভীরু! যতোঽবধীরাণাম্।

> লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
> শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ॥ ১২॥

সখ্যৌ—অয়ি অত্তগুণাবমাণিণি। কো দাণিং সরীরণিব্বাইত্তিয়ং সারদিয়ং জোসিণিং পড়ন্তেণ বারেদি (অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! ক ইদানীং শরীরনির্বাপয়িত্রী শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি)।

শকুন্তলা—(সস্মিতম্) ণিওইদা দাণিং ম্হি [নিয়োজিতা ইদানীমস্মি]।

(ইতি উপবিষ্টা চিন্তয়তি)।

রাজা—স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়ামবলোকয়ামি।

যতঃ— উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ

কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ১৩ ॥

শকুন্তলা—হলা, চিন্তিদং মএ গীদবত্থু। অসণ্ণিহিদাণি উণ লেহণসাহণাণি (হলা চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। অসন্নিহিতানি পুনর্লেখনসাধনানি)।

প্রিয়ংবদা—ইমস্সিং সুওদরসিণিদ্ধে ণলিণীপত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্ত বণ্ণং করেহি (অস্মিন্ শুকোদরস্নিগ্ধে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্ত-বর্ণং কুরু)।

শকুন্তলা—(যথোক্তং রূপয়িত্বা)—হলা, সুণহ দাণিং সঙ্গদত্থং ণ বেত্তি (হলা, শৃণুত-মিদানীং সঙ্গতার্থং ন বেত্তি)।

উভে—অবহিদ ম্হ (অবহিতে স্বঃ)।

শকুন্তলা—(বাচয়তি)

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি

ণিগ্ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং ॥ ১৪ ॥

[তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনর্মদনো দিবাপি রাত্রাবপি।

নির্ঘৃণ! তপতি বলীয়স্ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি]।

রাজা—(সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি! মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।

গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

সখ্যৌ—(বিলোক্য সহর্ষমুত্থায়) সাঅদং অবিলম্বিনো মনোরহস্স (স্বাগতমবিলম্বিনো মনোরথস্য)। (শকুন্তলা অভ্যুত্থাতুমিচ্ছতি)।

রাজা—অলমলমায়াসেন—

সন্দষ্টকুসুমশয়নান্যাশুবিমর্দিতমৃণালবলয়ানি।

গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ১৬ ॥

অনসূয়া—ইদো সিলাতলেক্কদেশং অলংকরেদু বঅস্সো (ইতঃ শিলাতলৈকদেশমলঙ্করোতু বয়স্যঃ)। (রাজা উপবিশতি। শকুন্তলা সলজ্জা তিষ্ঠতি)।

প্রিয়ংবদা—দুবেণম্পি বো অণ্ণোণ্ণাণুরাও পচ্চক্খো। সহীসিণেহো উণ মং পুণ-রুত্তবাদিণীং করেদি (দ্বয়োরপি যুবয়োঃ অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহঃ পুনর্মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি)।

রাজা—ভদ্রে, নৈতৎ পরিহার্যম্। বিবক্ষিতং হি অনুক্তমনুতাপং জনয়তি।

প্রিয়ংবদা—আবণ্ণস্স বিসঅণিবাসিণো জণস্স অত্তিহরেণ রণ্ণা হোদব্বংত্তি এসো বো ধম্মো (আপন্নস্য বিষয়নিবাসিনো জনস্যার্তিহরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যমিত্যেষ যুষ্মাকং ধর্মঃ)।

রাজা—নাস্মাৎ পরম্।

প্রিয়ংবদা—তেণ হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবদা মঅণেণ আরোবিদা। তা অরুহসি অবভুববত্তীএ জীবিদং সে অবলম্বিদুং (তেন হি ইয়মাবয়োঃ প্রিয়সখী ত্বামুদ্দিশ্য ইদমবস্থান্তরং ভগবতা মদনেন আরোপিতা। তদর্হসি অভ্যুপপত্ত্যা জীবিতমস্যা অবলম্বিতুম্)।

রাজা—ভদ্রে, সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্বথা অনুগৃহীতোঽস্মি।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদামালোক্য) হলা, কিং অন্তেউর-বিরহপজ্জুস্সুঅস্স রাএসিণো উবরোহেণ (হলা, কিমন্তঃপুরবিরহপর্যুৎসুকস্য রাজর্ষেরুপরোধেন)।

রাজা— ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা
হৃদয়সন্নিহিতে! হৃদয়ং মম!
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে!
মদন-বাণ-হতোঽস্মি হতঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥

অনসূয়া—বঅস্স, বহুবল্লহা রাআণো সুণীঅন্তি। জহ ণো পিঅসহী বন্ধুঅণসোঅণিজ্জা ণ হোই তহ ণিব্বাহেহি (বয়স্য, বহুবল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধু-জনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নির্বাহয়)।

রাজা—ভদ্রে! কিং বহুনা—
পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ১৮ ॥

উভে—ণিব্বুদম্হ (নির্বৃত্তে স্বঃ)। (শকুন্তলা হর্ষং সূচয়তি)।

প্রিয়ংবদা—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) অণসূএ! জহ এসো ইদো দিন্নদিট্ঠী উস্সুতো মিঅপোদতো ণুণং মাদরং অন্নেসদি। এহি সংজোএম ণং (অনসূয়ে, যথা এষ ইতো দত্তদৃষ্টিঃ উৎসুকো মৃগপোতকো নূনং মাতরম্ অন্বিষ্যতি। এহি, সংযোজয়াব এনম্)। (উভে প্রস্থিতে)।

শকুন্তলা—হলা অসরণম্হি। অন্নদরা বো আঅচ্ছদু (হলা অশরণাঽস্মি। অন্যতরা যুবয়োরাগচ্ছতু)।

উভে—(সস্মিতম্) পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই (পৃথিব্যা যঃ শরণং স তব সমীপে বর্ততে)। (নিষ্ক্রান্তে)।

শকুন্তলা—কহং গদাও এব্ব (কথং গতে এব)।

রাজা—সুন্দরি! অলমাবেগেন নন্বয়মারধয়িতা জনস্তে সখীভূমৌ বর্ততে। তদুচ্যতাম্—

কিং শীকরৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতং
সঞ্চালয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তম্।
অঙ্কে নিধায় করভোরু! যথাসুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ১৯ ॥

শকুন্তলা—ণ মাণণীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সং
(ন মাননীয়েষু আত্মানম্ অপরাধয়িষ্যামি)।
(ইতি উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি)।

রাজা—(অবষ্টভ্য) সুন্দরি, অপরিনির্বাণো দিবসঃ। ইয়ঞ্চ তে শরীরাবস্থা।

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্ ।
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ ॥ ২০ ॥
(বলাদেনাং নিবর্তয়তি) ।

শকুন্তলা—পোরব, রক্‌খ বিণয়ং । মঅণ-সন্তত্তা বি ণ হু অত্তণো পহবামি (পৌরব ! রক্ষ বিনয়ম্ । মদনসন্তপ্তাপি নহি আত্মনঃ প্রভবামি) ।

রাজা—ভীরু ! অলং গুরুজনভয়েন । দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্মা তত্রভবান্নাত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ । অপিচ—

গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহেব্য রাজর্ষিকন্যকাঃ ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

শকুন্তলা—মুঞ্চ দাব ণং । ভূত্তো বি সহীজণং অণুমাণইস্সং (মুঞ্চ তাবৎ মাম্ । ভুয়োঽপি সখীজনমনুমানয়িষ্যামি) ।

রাজা—ভবতু । মোক্ষ্যামি ।

শকুন্তলা—কদা (কদা) ?

রাজা— অপরীক্ষিতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন ।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি ! গৃহ্যতে রসোঽস্য । ২২ ॥

(মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি । শকুন্তলা পরিহরতি নাট্যেন) ।

(নেপথ্যে)—চক্কবাক-বহুএ ! আমন্তেহি সহঅরং । উবট্‌ঠিআ রঅণী (চক্রবাকবধুকে ! আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ । উপস্থিতা রজনী) ।

শকুন্তলা—(কর্ণং দত্ত্বা, সসম্ভ্রমম্) পোরব, অসংসঅং মম শরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি । দাব বিড়বান্তরিদো হোহি (পৌরব ! অসংশয়ং মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় আর্যা গৌতমী ইত এব আগচ্ছতি । তাবৎ বিটপান্তরিতো ভব) ।

রাজা—তথা (আত্মানমাবৃত্য তিষ্ঠতি) ।

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গৌতমী সখ্যৌ চ) ।

সখ্যৌ—ইদো ইদো অজ্জা গোদমী (ইত ইত আর্যা গৌতমী) ।

গৌতমী—(শকুন্তলামুপেত্য) জাদে, অবি লহুসন্দাবাইং দে অঙ্গাইং (জাতে, অপি লঘু সন্তাপানি তে অঙ্গানি) । (ইতি স্পৃশতি) ।

শকুন্তলা—অজ্জে, অত্থি মে বিসেসো (আর্যে, অস্তি মে বিশেষঃ) ।

গৌতমী—ইমিণা দব্ভোদএণ, ণিরাবাধং এব দে সরীরং ভবিস্সদি (অনেন দর্ভোদকেন নিরবাধমেব তে শরীরং ভবিষ্যতি) ।

(শিরসি শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য)

বচ্ছে, পরিণদো দিঅহো । তা এহি, উত্তঅং এব্ব গচ্ছমুহ (বৎসে, পরিণতো দিবসঃ । তদেহি, উটজমেব গচ্ছামঃ) । (প্রস্থিতাঃ) ।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) হিঅঅ ! পঢ়মং এব্ব সুহোবণদে মণোরহে কাদরভাবং ণ মুঞ্চসি । সাণুসঅবিহড্ডিঅস্স কহং দে সম্পদং সন্দাবো (হৃদয় ! প্রথমমেব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি । সানুশয়-বিঘটিতস্য কথং তে

সাম্প্রতং সন্তাপঃ।) [পদান্তরে স্থিত্বা, প্রকাশম্] লদাবলঅ! সন্তাবহারঅ! আমন্তেমি তুমং ভুআে বি পরিভোঅস্স (লতাবলয়! সন্তাপহারক! আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভুয়োঽপি পরিভোগায়)। (ইতি দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ)

রাজা—(পূর্বস্থানমুপেত্য। সনিঃশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। ময়া হি—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং
প্রতিষেধাক্ষর-বিক্লবাভিরামম্।
মুখমংসবিবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ
কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু॥ ২৩॥

ক্ব নু খলু সম্প্রতি গচ্ছামি। অথবা ইহৈব প্রিয়া পরিভুক্তমুক্তে লতাবলয়ে মুহূর্তং স্থাস্যামি।

(সর্বতোঽবলোক্য)

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি॥ ২৪॥

(আকাশে) ভো রাজন্!

সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রকীর্ণাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্॥ ২৫॥

রাজা—(আকর্ণ্য সাবষ্টম্ভম্) ভো ভোস্তপস্বিনঃ! মা ভৈষ্ট। মা ভৈষ্ট। অয়মহমাগত এব।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ॥

× × × × × × × × × × × × চতুর্থোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়মভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ)

অনসূয়া—হলা পিঅংবদে, জই বি গন্ধব্বেণ বিবাহবিহিণা নিব্বুত্তকল্লাণা সউন্দলা অণুরূবভত্তুগামিণী সংবুত্তেতি নিব্বুদং মে হিঅঅং, তহবি এত্তিঅং চিন্তণিজ্জং (হলা প্রিয়ংবদে, যদ্যপি গান্ধর্বেণ বিবাহ-বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃগামিনী সংবৃত্তেতি মে হৃদয়ম্, তথাপি এতাবচ্চিন্তনীয়ম্)।

প্রিয়ংবদা—কহং বিঅ (কথমিব)।

অনসূয়া - অজ্জ সো রাএসী ইট্ঠিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিআে অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগদো ইদোগদং বুত্তন্তং সুমরদি বা ণ বেত্তি (অদ্য স

রাজর্ষি-রিষ্টিপরিসমাপ্য ঋষিভির্বিসৃষ্টঃ আত্মনো নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি)।

প্রিয়ংবদা—এত্থ দাব বীসদ্ধা হোহি (অত্র তাবৎ বিস্রব্ধা ভব)।
ণ হি তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরহিণো হোন্তি। কিন্দু তাদো দাণিং ইমং বুত্তন্তং ণ আণে কিং পড়িবজ্জিস্সদি ত্তি (ন হি তাদৃশা আকৃতিবিশেষা গুণবিরোধিনো ভবন্তি। কিন্তু তাত ইদানীমিমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি)।

অনসূয়া—জহ অহং দেক্খামি, তহ তস্য অণুমদং ভবে (যথা অহং পশ্যামি তথা তস্য অনুমতং ভবেৎ)।

প্রিয়ংবদা—কহং বিঅ (কথমিব)!

অনসূয়া—গুণবদে কন্নআ পড়িবাদণিজ্জেত্তি অঅং দাব পঢ়মো সঙ্কপ্পো। তং জই দেব্বং এব্ব সংপাদেদি, ণ অপ্পআসেন কিদত্থো গুরুঅণো। (গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইত্যয়ং তাবৎ প্রথমঃ সঙ্কল্প। তং যদি দৈবমেব সম্পাদয়তি, ননু অপ্রয়াসেন কৃতার্থো গুরুজনঃ)।

প্রিয়ংবদা—এব্বং ণেদং। (পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি! অবইদাইং বলিকম্মপজ্জত্তাইং কুসুমাইং (একমেবৎ। সখি। অবচিতানি বলিকর্ম পর্যাপ্তানি কুসুমানি)!

অনসূয়া—ণং পিঅসহীএ সউন্দলএ সোহগ্গদেবআ অচ্চণীয়া (ননু প্রিয়সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্যদেবতা অর্চনীয়া)।

প্রিয়ংবদা—জুজ্জদি (যুজ্যতে)। (তদেব কর্মাভিনয়তঃ)!

(নেপথ্যে)—অয়মহং ভোঃ

অনসূয়া—(কর্ণং দত্ত্বা) সহি! অদিধীণং বিঅ নিবেদিবং (সখি! অতিথীনামিব নিবেদিতম্)।

প্রিয়ংবদা—ণং উডজে সন্নিহিদা সউন্দলা (ননু উটজে সন্নিহিতা শকুন্তলা)। (আত্মগতম্) আং অজ্জ উণ হিঅএণ অসন্নিহিদা (আম্, অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা)!

অনসূয়া—হোদু, অলং এত্তিএহিং কুসুমেহিং (ভবতু, অলম্ এতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ। (প্রতিহত)

(নেপথ্যে)—আ অতিথি পরিভাবিনি!

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ !
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১ ॥

প্রিয়ংবদা—হদ্ধী। অপ্পিঅং এব্ব সংবুত্তম্। কস্সিংপি পুআরুহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ সউন্দলা (হা ধিক্, হা ধিক্ অপ্রিয়মেব সংবৃত্তম্। কস্মিন্নপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা)।

অনসূয়া—(পুরোঽবলোক্য) ণ কৃখু জস্সিং কস্সিংপি। এসো দুব্বাসো সুলহকোবো মহেসী তহ সবিঅ অবিরলপাদতুবরাএ গইএ পড়িণবুত্তো (ন খলু যস্মিন্

কস্মিন্নপি এব দুর্বাসাঃ সুলভকোপো মহর্ষিঃ তথা শপ্ত্বা অবিরলপাদত্বরয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ)।

প্রিয়ংবদা—কো অণ্ণো হুতবহাদো পহবদি দহিদুং। তা গচ্ছ। পাদেসু পণমিঅ ণিবত্তেহি ণং, জাব অহং অগ্ঘোদঅং উবকপ্পেমি।

(কোঽন্যঃ হুতবহাৎ প্রভবতি দগ্ধুম্। তদ্গচ্ছ। পাদয়োঃ প্রণম্য নিবর্তয় এনম্ যাবদহম্ অর্ঘোদকম্ উপকল্পয়ামি)।

অনসূয়া—তহ (তথা)। (নিষ্ক্রান্তা)।

প্রিয়ংবদা—(পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য)—অম্মো, আবেঅক্খইলিদাএ গইএ পব্ভট্ঠং মে অগ্গহত্থাদো পুপ্ফভাঅণং (অম্মো, আবেগস্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মে অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্)। (ইতি পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তি)।

অনসূয়া—(প্রবিশ্য) সহি, পকিদিবক্কো সো কস্স অণুণঅং পড়িগেহ্ণদি। কিংপি উণ সাণুক্কোসো কিদো।

(সখি, প্রকৃতিবক্রঃ স কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্ণাতি। কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ)!

প্রিয়ংবদা (সস্মিতম্)—তস্সিং বহু এদংপি। তা কহেহি কথং তত্র পসাদিদো (তস্মিন্ বহু এতদপি। তৎ কথয় কথং ত্বয়া প্রসাদিতঃ)।

অনসূয়া—জদা নির্বত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদা পাদেসু পড়িঅ বিণ্ণবিদো মএ—ভঅবং, পঢ়মংত্তি পেক্খিঅ অবিণ্ণাদতবপ্পহাবস্স দুহিদুজণস্স ভঅবদা একো অবরাহো মরিসিদব্বো ত্তি। (যদা নিবর্তিতুং নেচ্ছতি তদা পাদয়ো পতিত্বা বিজ্ঞাপিতো ময়া—ভগবন্ প্রথমমিতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুহিতৃজনস্য ভগবতা একোঽপরাধো মর্ষিতব্য ইতি)।

প্রিয়ংবদা—তদো তদো (ততস্ততঃ)।

অনসূয়া—তদো মে বঅণং অণ্ণহা ভবিদুং ণারিহদি। কিন্দু অহিণ্ণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্সদি ত্তি মন্তঅন্তো সঅং অন্তরিহিদো। (ততো মে বচনমন্যথা ভবিতুং নার্হতি কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপো নিবর্তিষ্যতে ইতি মন্ত্রয়মাণঃ স্বয়মন্তর্হিতঃ)।

প্রিয়ংবদা—সক্কং দাণিং সমস্সসিদুং। অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ সণামহেঅংকিঅং অংগুলীঅঅং স্মরণীঅংত্তি সঅং পিণদ্ধং। তস্সিং সাহীণোবাআ সউন্দলা ভবিস্সদি। (শক্যমিদানীং সমাশ্বসিতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা সম্প্রস্থিতেন স্বনামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুলীয়কং স্মরণীয়ম্ ইতি স্বয়ং পিনদ্ধম্। তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি)।

অনসূয়া—সহি এহি। দেবকজ্জং দাব সে নিবত্তমহ। (সখি, এহি। দেবকার্যং তাবৎ অস্যা নিবর্তয়াবঃ)। (ইতি পরিক্রামতঃ)।

প্রিয়ংবদা—(অবলোক্য) অণসূএ, পেক্খ দাব। বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী। ভত্তুগদাএ চিন্তাএ অত্তাণংপি ণ এসা বিভাবেদি। কিং উণ আঅন্তুঅং।

(অনসূয়ে, প্রেক্ষস্ব তাবৎ। বামহস্তোপহিতবদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী। ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানমপি ন এষা বিভাবয়তি। কিং পুনরাগন্তুকম্)।

অনসূয়া -পিঅংবদে, দুবেণং এবব্ব ণো হিঅএ এসো বুত্তন্তো চিট্ঠদু। রকুখিদব্বা কখু পকিদিপেলবা পিঅসহী (প্রিয়ংবদে, দ্বয়োরেব আবয়োর্হৃদয়ে এষ বৃত্তান্তস্তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী)।

প্রিয়ংবদা—কো ণাম উণ্হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চেদি। (কো নাম উষ্ণোদকেন নবমল্লিকাং সিঞ্চতি।) (উভে নিষ্ক্রান্তে)

॥ ইতি বিষ্কম্ভকঃ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ)

শিষ্যঃ—বেলোপলক্ষণার্থম্ আদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাদুপাবৃত্তেন কাশ্যপেন। প্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়দবশিষ্টং রজন্যা ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতম্।

তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ॥ ২ ॥

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ৩ ॥

অনসূয়া—পড়িবুদ্ধাবি কিং করিস্সং। ণ মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণীং সকামো হোদু। জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ পিঅসহী পদং কারিদা (প্রতিবুদ্ধাপি কিং করিষ্যামি। ন মে উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু হস্তপাদং প্রসারিত। কাম ইদানীং সকামো ভবতু। যেন অসত্যসন্ধে জনে শুদ্ধহৃদয়া প্রিয়সখী পদং কারিতা)। (স্মৃত্বা) অহবা দুব্বসসো সাবো এসো বিআরেদি। অন্নহা কহং সো রাএসি তারিসাইং মন্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স লেহমেত্তংপি ণ বিসজ্জেদি। (অথবা দুর্বাসসঃ শাপঃ এষ বিকারয়তি। অন্যথা কথং স রাজর্ষিঃ তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা এতাবতঃ কালস্য লেখমাত্রমপি ন বিসর্জয়তি)। (বিচিন্ত্য) তা ইদো অহিন্নাণং অঙ্গুলীঅং সে বিসজ্জেম। দুক্খসীলে তবস্সিঅণে কো অব্ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো কি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণিউত্তস্স তাদ কস্সবস্স দুস্সন্ত-পরিণীদং আবন্নসত্তং সউন্দলং ণিবেদিদুং ইন্দংপেএ অন্নহেহিং কিং করণিজ্জং (তৎ ইত অভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়কম্ তস্মৈ বিসৃজাবঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থতাম্। ননু সখীগামী দোষ ইতি ব্যবসিতাপি ন পারয়ামি প্রবাসপ্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাং শকুন্তলাং নিবেদয়িতুম্। ইত্থং গতে অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্)। (প্রবিশ্য) প্রিয়ংবদা (সহর্ষম্)—সহি তুবর তুবর সউন্দলাএ পত্থাণকোদুঅং ণিব্বত্তিদুং। (সখি, তরস্ব, তরস্ব, শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুকং নিবর্তয়িতুম্)।

অনসূয়া—(সবিস্ময়ম্) সহি, কহং এদং। (সখি, কথমেতৎ)।

প্রিয়ংবদা—সুণাহি। দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্দলাসআসং গদম্হি (শৃণু। ইদানীং সুখশয়িতপ্রচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশং গতাস্মি)।

অনসূয়া—তদো তদো (ততস্ততঃ)।

প্রিয়ংবদা—দাব এণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ সঅং তাদকস্সবেণ এব্বং অহিণন্দিদং—দিট্ঠিআ ধূমাউলিদদিট্ঠিণো বি জঅমাণস্স পাঅএ এব্ব আহুদী ণিপড়িদা। বচ্ছে! সুসিস্সপরিদিণ্ণা বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জাসি সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসিপড়িরক্খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি (তাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষ্বজ্য স্বয়ং তাতকাশ্যপেন এবমভিনন্দিতম্—দিষ্ট্যা ধূমাকুলিতদৃষ্টেরপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ নিপতিতা। বৎসে। সুশিষ্যপরিদত্ত ইব বিদ্যা অশোচনীয়াসি সংবৃত্তা। অদ্যৈব ঋষিপরিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশং বিসর্জয়ামি ইতি)।

অনসূয়া—অহ কেন সুইদো তাদকস্সবস্স বুত্তন্তো (অথ কেন সূচিতস্তাতকাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ)।

প্রিয়ংবদা—অগ্গিসরণং পবিট্ঠস্স শরীরং বিণা ছন্দোমঈএ বাণিআএ (অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা)।

অনসূয়া (সবিস্ময়ম্) কহেহি (কথয়)।

প্রিয়ংবদা—(সংস্কৃতমাশ্রিত্য) দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥ ৪ ॥

অনসূয়া—(প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি পিঅং মে, পিঅং মে। কিন্তু অজ্জ এব্ব সউন্দলা ণীআদিত্তি উক্কণ্ঠাসাহারণং পরিতোসং অণুহোমি (সখি প্রিয়ং মে, প্রিয়ং মে। কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়ত ইতি উৎকণ্ঠাসাধারণম্ পরিতোষমনুভবামি)।

প্রিয়ংবদা—সহি, বঅং দাব উক্কণ্ঠং বিণোদইস্সামো। সা তবস্সিণী ণিব্বুদা হোদু। (সখি। আবাং তাবদুৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ। সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু)।

অনসূয়া—তেণ হি এদস্সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএসমুগ্গএ এতন্নিমিত্তং এব্ব কালান্তরক্খমা ণিক্খিত্তা মএ কেসরমালিআ। তা ইমং হত্থসণ্ণিহিদং করেহি। জাব অহংপি সে গোরোঅণা তিত্থমিত্তিঅ দুব্বাকিসলআইং ত্তি মঙ্গলসমালম্ভণাইং বিরএমি (তেন হি এতস্মিংশ্চূতশাখাবলম্বিতে নারিকেরসমুদ্গকে এতন্নিমিত্তমেব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশরমালিকা। তদিমাং হস্তসন্নিহিতাং কুরু। যাবৎ অহমপি তস্যৈ গোরোচনা-তীর্থমৃত্তিকা দূর্বাকিসলয়ানি ইতি মঙ্গলসমালম্ভানি বিরচয়ামি)।

প্রিয়ংবদা—তহ করীঅদু (তথা ক্রিয়তাম্)। (অনসূয়া নিষ্ক্রান্তা। প্রিয়ংবদা নাট্যেন সুমনসো গৃহ্নাতি)।

(নেপথ্যে)—গোতমি, আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায়।

প্রিয়ংবদা—(কর্ণং দত্ত্বা) অনসূএ, তুবর তুবর। এদে ক্খু হত্থিণাউরগামিণো ইসীও সদ্দাবী অন্তি। (অনসূয়ে, ত্বরস্ব, ত্বরস্ব। এতে খলু হস্তিনাপুরগামিন ঋষয়ঃ শব্দায়ন্তে)।

অনসূয়া—(সমালম্ভনহস্তা প্রবিশ্য) সহি এহি। গচ্ছম্‌হ (সখি, এহি গচ্ছাবঃ)।
(পরিক্রামতঃ)।

প্রিয়ংবদা—(বিলোক্য) এসা সূজ্জোদএ এব্ব সিহামজ্জিদা পড়িচ্ছিদনীবারহত্থাহিং সোত্থিবাঅণিআহিং অবসীহিং অহিণন্দীঅমণো চিট্‌ঠই সউন্দলা। উপসপ্‌পম্‌হ ণং। (এষা সূর্যোদয়ে এব শিখামজ্জিতা প্রতীষ্ট-নীবারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচনিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা তিষ্ঠতি শকুন্তলা। উপসর্পাব এনাম্)
(ইতি উপসর্পতঃ)।
(ততঃ প্রবিশতি যথোদ্দিষ্ট ব্যাপারা আসনস্থা শকুন্তলা)।

তাপসীনামন্যতমা—(শকুন্তলাং প্রতি) জাদে, ভত্তুণো বহুমাণসূঅং মহাদেইসদ্দং লহেহি (জাতে, ভর্তুর্বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব)।

দ্বিতীয়া—বচ্ছে, বীরপ্পসবিণী হোহি (বৎসে, বীরপ্রসবিণী ভব)।

তৃতীয়া—বচ্ছে, ভত্তুণো বহুমদা হোহি (বৎসে, ভর্তুর্বহুমতা ভব)।
(আশিষো দত্ত্বা গোতমীবর্জং সর্বা নিষ্ক্রান্তাঃ)।

সখ্যৌ—(উপসৃত্য) সহি, সুহমজ্জণং দে, হোদু (সখি, সুখমজ্জনং তে ভবতু)।

শকুন্তলা—সাঅদং মে সহীণং। ইদো ণিসীদহ। (স্বাগতম্ মে সখীভ্যাম্। ইদো নিষীদতম্)।

উভে—(মঙ্গলপাত্রাণ্যাদায় উপবিশ্য) হলা, সজ্জা হোহি। জাব মঙ্গলসমালম্ভণং বিরএম (হলা, সজ্জা ভব। যাবৎ মঙ্গলসমালম্ভনং বিরচয়াবঃ)।

শকুন্তলা—ইদম্পি বহু মন্তব্যং। দুল্লহং দাণিং মে সহীমণ্ডণং ভবিস্সদি ইদমপি বহু মন্তব্যম্। দুর্লভমিদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি)।
(ইতি বাষ্পং বিসৃজতি)।

উভে—সহি উইঅং ণ তে মঙ্গলকালে রোইদুং (সখী, উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্)। (ইতি অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধয়তঃ)।

প্রিয়ংবদা—আহণোইদং রূবং অস্সমসুলহেহিং পসাহণেহিং বিপ্পআরীঅদি (আভরণোচিতং রূপম্ আশ্রমসুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্যতে)।

ঋষিকুমারকৌ—(প্রবিশ্য উপায়নহস্তৌ) ইদমলঙ্করণম্। অলঙ্ক্রিয়তামত্রভবতী।
(সর্বা বিলোক্য বিস্মিতাঃ)।

গোতমী—বচ্ছ ণারঅ, কুদো এদং (বৎস নারদ, কুত এতৎ)?

প্রথমঃ—তাত কাশ্যপপ্রভাবাৎ

গোতমী—কিং মাণসী সিদ্ধী (কিং মানসী সিদ্ধিঃ)?

দ্বিতীয়ঃ—ন খলু। শ্রূয়তাম্। তত্রভবতা বয়মাজ্ঞপ্তা-শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমান্যাহরতেতি। তত ইদানম্—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণো মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ
র্দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা, ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সূইআ দে ভত্তুণো গেহে অণুহোদব্বা রাঅলচ্ছী (হলা, অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা সূচিতা তে ভর্তুর্গেহে

অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ)। (শকুন্তলা ব্রীড়াং রূপয়তি)।

প্রথমঃ—গোতম, এহ্যেহি অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদয়াবঃ।

দ্বিতীয়ঃ—তথা (নিষ্ক্রান্তৌ)।

সখ্যৌ—অএ, অণুবহুত্তভূষণো অঅং জণো। চিত্তকম্মপরিঅএণ অঙ্গেসু দে আহরণবিণিওঅং করেম্হ (অয়ে, অনুপভুক্তভূষণোঽয়ং জনঃ। চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণবিনিযোগম্ কুর্বঃ)।

শকুন্তলা—জাণে বো ণেউণং (জানে বাং নৈপুণম্)। (উভে নাট্যেনালঙ্কুরুতঃ)।

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ)

কাশ্যপঃ—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহীণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥ ৬ ॥

(ইতি পরিক্রামতি)।

সখ্যৌ—হলা সউন্দলে, অবসিদমণ্ডণাসি। পরেধেহি সংপদং কং খোমজুঅলং (হলা শকুন্তলে, অবসিতমণ্ডনাসি। পরিধৎস্ব সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্)।

(শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে)।

গোতমী—জাদে, এসো দে আনন্দপরিবাহিণা চক্খুণা পরিস্সজন্তো বিঅ গুরূ উবট্ঠিদো। আআরং দাব পড়িবজ্জস্স) জাতে, এষ তে আনন্দপরিবাহিনা চক্ষুষা পরিষ্বজমান ইব গুরুরুপস্থিতঃ। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব)।

(শকুন্তলা সব্রীড়ং বন্দনাং করোতি)।

কাশ্যপঃ—বৎসে,

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥ ৭ ॥

গোতমী—ভঅবং, বরো কখু, এসো। ণ আসিস্য। (ভগবন্! বরঃ খল্বেষ ন আশীঃ)।

কাশ্যপঃ—বৎসে' ইতঃ সদ্যো হুতানগ্নীন্ প্রদক্ষিণী কুরুষ্ব।

(সর্বে পরিক্রামন্তি)

কাশ্যপঃ—বৎসে !

অমী বেদীং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈঃ
বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥ ৮ ॥

(শকুন্তলা প্রদক্ষিণং করোতি)

বৎসে, প্রতিষ্ঠস্বেদানীম্। (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ ?

(প্রবিশ্য) শিষ্যাঃ—ভগবন্ ! ইমে স্মঃ।

কাশ্যপঃ—ভগিন্যাস্তে মার্গমাদেশয়।

শার্ঙ্গরবঃ—ইত ইতো ভবতী। (ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি)

কাশ্যপঃ—ভো ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ !

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৯ ॥

(কোকিলরবং সূচয়িত্বা)

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভিরিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ ।
পরভৃতবিরুতং কলং যতঃ
প্রতিবচনীকৃতমেভিরাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

(আকাশে)

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক মরীচিতাপঃ ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ১১ ॥

(সর্বে সবিস্ময়মাকর্ণয়ন্তি)

গোতমী—জাদে, ণ্ণাদিজণসিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণাসি তবোবণদেবদাহিং তা পণম ভঅবদীণং (জাতে, জ্ঞাতিজনস্নিগ্ধাভিঃ অনুমতগমনাসি তপোবনদেবতাভিঃ। তৎ প্রণম ভগবতীঃ) !

শকুন্তলা—(সপ্রণামং পরিক্রম্য, জনান্তিকম্) হলা পিয়ংবদে, ণং অজ্জউত্তদংসণুস্সুআএ বি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ মে চলণা পুরদোপবট্টন্তি (হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়া অপি আশ্রমং পরিত্যজন্ত্যা দুঃখেন চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ত্তেতে) ।

প্রিয়ংবদা—ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব । তুএ উবট্ঠিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি সমবত্থাং পেক্খ দাব । (ন কেবলং তপোবনবিরহকাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিতবিয়োগস্য তপোবনস্যাপি সমবস্থাং প্রেক্ষস্ব । তাবৎ)—

উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিআ, পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরা ।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সু বিঅ লদাও ॥ ১২ ॥
(উদ্গলিতদর্ভকবলা মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্তনা ময়ূরাঃ ।
অপসৃতপাণ্ডুপত্রা মুঞ্চন্ত্যশ্রূণীব লতাঃ ॥ ১২ ॥)

শকুন্তলা—(স্মৃত্বা) তাদ ! লদাবহিণিঅং বণজোসিণিং দাব আমন্তইস্সং (তাত ! লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবদামন্ত্রয়িষ্যে) ।

কাশ্যপঃ—বৎসে ! অবৈমেতি তস্যাং সোদর্যা স্নেহম্ । ইয়ং তাবৎ দক্ষিণেন ।

শকুন্তলা—(উপেত্য লতামালিঙ্গ্য) বণজোসিণি ! চূদসঙ্গতা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইদোগদাহিং । অজ্জপহুদি দূরপরিবত্তিণী দে কখু ভবিস্সং (বনজ্যোৎস্নে ! চূতসঙ্গতাপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ অদ্যপ্রভৃতিঃ দূরপরিবর্তিনী তে খলু ভবিষ্যামি) ।

কাশ্যপঃ—বৎসে,

সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমল্লিকেয়ম্
অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীতচিন্তঃ ॥ ১৩ ॥
তদিতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব।

শকুন্তলা—(সখ্যাবুপেত্য) হলা, এসা দুবেণং বো হত্থে ণিক্খেবো (হলা এষা দ্বয়োর্বাং হস্তে নিক্ষেপঃ)।

উভে—অঅং জণো দাণিং কস্স হত্থে সমপ্পিদো (অয়ং জনঃ ইদানীং কস্য হস্তে সমর্পিতঃ)। ইতি বাষ্পং বিহরতঃ)।

কাশ্যপঃ—অনসূয়ে, অলং রুদিত্বা। ননু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্তব্যা। (সর্বে পরিক্রামন্তি)।

শকুন্তলা—(বিলোক্য) তাদ, এসা উডঅপজ্জন্তচারিণী গব্ভভারমন্থরা মঅবহূ জদা অণঘপ্পসবা হোই, তদা মে কংপি পিঅণিবেদইত্তিঅং বিসজ্জইস্সসি (তাত এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি, তদা মে কমপি প্রিয়নিবেদয়িতারং বিসর্জয়িষ্যসি)।

কাশ্যপঃ—বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামঃ। (শকুন্তলা গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা)—অম্মো! কো ণু কখু এসো ণিবসণে মে সজ্জই (অম্মো! কো নু খল্বেষ নিবসনে মে সজ্জতে)। (ইতি পরাবর্ততে)।

কাশ্যপঃ বৎসে,

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচি বিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ১৪ ॥

শকুন্তলা বচ্ছ, কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং মং অণুবন্ধেসি। অচিরপসূদোবরদাএ জণণীএ বিণা বিবড্ঢিদো এব্ব। দাণিম্পি মএ বিরহিদং তুমং তাদো চিন্তয়িস্সদি। তা ণিউত্তস্স (বৎস, কিং সহবাসপরিত্যাগিনীং মামনু বধ্নাসি। অচিরপ্রসূতোপরতয়া জনন্যা বিনা বিবর্ধিত এব। ইদানীমপি ময়া বিরহিতং ত্বাং তাতশ্চিন্তয়িষ্যাতি। তন্নিবর্তস্ব)। (ইতি রুদতী প্রস্থিতা)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, অলং রুদিতেন। স্থিরা ভব। ইতঃ পন্থানমালোক্য—

উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং
বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে
মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥ ১৫ ॥

শার্ঙ্গরবঃ—ভগবন্! উদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্, অত্র নঃ সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি।

কাশ্যপঃ—তেন হি ইমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ। (ইতি সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ)।

কাশ্যপঃ—(আত্মগতম্) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্। (ইতি চিন্তয়তি)।

শকুন্তলা—(জনান্তিকম্) হলা পেক্খ। ণলিণীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরডদি। দুক্করং ক্খু অহং করেমি। (হলা প্রেক্ষস্ব। নলিনীপত্রান্তরিতমপি সহচরম্ অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরৌতি। দুষ্করং খল্বহং করোমি)।

অনসূয়া—সহি, মা এব্বং মন্তেহি (সখি! মৈবং মন্ত্রয়স্য)।

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরং
গরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি ॥ ১৬ ॥

(এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদদীর্ঘতরাম্ গুর্বপি বিরহদুঃখমাশাবন্ধঃ সাহয়তি) ॥

কাশ্যপঃ—শার্ঙ্গরব! ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাম্ পুরস্কৃত্যাভিধাতব্যঃ!

শার্ঙ্গরবঃ—আজ্ঞাপয়তু।

কাশ্যপঃ— অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলঞ্চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহপ্রবৃত্তিঞ্চ তাম্।
সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

শার্ঙ্গরবঃ—গৃহীতোঽয়ং সন্দেশঃ।

কাশ্যপঃ—(শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।

শার্ঙ্গরবঃ—ভগবন্! ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্।

কাশ্যপঃ- সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ ১৮ ॥

কথং বা গৌতমী মন্যতে?

গৌতমী—এত্তিও ক্খু বহুজণস্স উবদেশো। জাদে, এদং ক্খু সব্বং ওধারেহি (এতাবান্ খলু বধূজনস্যোপদেশঃ। জাতে এতৎ খলু সর্বমবধারয়)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, এহি পরিষ্বজস্ব মাং সখীজনঞ্চ।

শকুন্তলা—তাদ! ইদো এব্ব কিং পিঅসহীও ণিবত্তিস্সন্তি (তাত, ইত এব কিং প্রিয়সখ্যৌ নিবর্তিষ্যেতে)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, ইমে অপি প্রদেয়ে। তন্ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্। ত্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি।

শকুন্তলা— পিতরমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিবভট্টা মলয়তডোম্মূলিআ চন্দনলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিঅং ধারইস্সং (কথমিদানীং তাতস্য অঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তটোন্মূলিতা চন্দনলতেব দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যামি)। (ইতি রোদিতি)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, কিমেব কাতরাসি—

অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণী-পদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে! শুচং গণয়িষ্যসি ॥ ১৯ ॥

(শকুন্তলা পিতুঃ পাদয়োঃ পততি)

কাশ্যপঃ—বৎসে! যদিচ্ছামি তদস্তু তে।

শকুন্তলা—(সখ্যাবুপেত্য) হলা, দুবে বি মং এক্ক পরিস্সজহ (হলা, দ্বে অপি মাং সমমেব পরিষ্বজেথাম্)।

সখ্যৌ—(তথা কৃত্বা) সহি জই ণাম সো রাএসি পচ্চাহিণ্ণাণমন্থরো ভবে, তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঙ্কিঅং অংগুলিঅঅং দংসেহি (সখি, যদি নাম স রাজর্ষিঃ প্রত্যাভিজ্ঞানমন্থরো ভবেৎ তদা তস্মৈ ইদম্ আত্মনামধেয়াঙ্কিতমঙ্গুলীয়কং দর্শয়)।

শকুন্তলা—ইমিণা সংদেহেণ বো আকম্পিদম্হি (অনেন সন্দেহেন বাম্ আকম্পিতাস্মি)।

সখ্যৌ—সহি! মা ভাআহি। অতিসিণেহো পাবসঙ্কী (সখি! মা বিভীহি। অতিস্নেহঃ পাপশঙ্কী)।

শার্ঙ্গরবঃ—(বিলোক্য) যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা। ত্বরতামত্রভবতী।

শকুন্তলা—(ভূয়ঃ পিতরমাশ্লিষ্য আশ্রমাভিমুখীভূয় চ) তাদ, কদা ণু ক্খু ভুও তবোবণং পেক্খিস্সং (তাত, কদা নু খলু ভূয়স্তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে)।

কাশ্যপঃ—শ্রূয়তাম্—

"ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥ ২০ ॥

গোতমী—জাদে, পরিহীয়দি মে গমণবেলা। তা ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি পুণো এসা মন্তইস্সদি। তা ণিবত্তেদু ভবং (জাতেঃ পরিহীয়তে তে গমনবেলা। তন্নিবর্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণাপি পুনঃ পুনঃ এষা এবং মন্ত্রয়িষ্যতে। তন্নিবর্ততাং ভবান্)।

কাশ্যপঃ—বৎসে, উপরুধ্যতে। মে তপোঽনুষ্ঠানম্।

শকুন্তলা—(ভূয়ঃ পিতরমাশ্লিষ্য) তবচ্চরণকিসং তাদসরীরং। তা মা অদিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিদুং (তপশ্চরণকৃশং তাতশরীরম্। তস্মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকন্ঠস্ব)।

কাশ্যপঃ—(নিশ্বস্য)—

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে! ত্বয়া রচিতপূর্বম্।
উটজদ্বারি বিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ ॥ ২১ ॥

গচ্ছ। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ

(নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযায়িনশ্চ)

সখ্যৌ—(শকুন্তলাং চিরং বিলোক্য, সকরুণম্) হদ্ধী! হদ্ধী। অন্তরিদা সউন্দলা বণরাঈহিং (হা ধিক্! হা ধিক্। অন্তরিতা শকুন্তলা বনরাজিভিঃ)।

কাশ্যপঃ—(সনিঃশ্বাসম্) অনসূয়ে! গতবতী বাং সহচারিণী। নিগৃহ্য শোকম্ অনুগচ্ছ মাম্। (সর্বে প্রস্থিতাঃ)

উভে—তাদ, সউন্দলাবিরহিদং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং পবিসামো। (তাত, শকুন্তলা-বিরহিতং শূন্যমিব তপোবনং প্রবিশামঃ)।

কাশ্যপঃ—স্নেহপ্রবৃত্তিরেবং দর্শিনী। (সবিমর্শং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ। শকুন্তলাং পতিকুলং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্‌। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥ ২২॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি চতুর্থোঽঙ্কঃ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো রাজা বিদূষকো বিভবতশ্চ পরিবারঃ। নেপথ্যে বীণাশব্দঃ)

বিদূষক—(কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্স! সঙ্গীদসালব্ভন্তরে অবহাণং দেহি। তাল লয় বিসুদ্ধাএ বীণাএ সরসংজোও সুণীঅদি। জাণে তত্তহোদী হংসপদিআ বণ্ণপরিঅঅং করেদি ত্তি (ভো বয়স্য! সঙ্গীতশালাভ্যন্তরে অবধানং দেহি। তাললয়-বিশুদ্ধায়াঃ বীণায়াঃ স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে। জানে তত্রভবতী হংসপদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতীতি)।

রাজা—তুষ্ণীং ভব। যাবদাকর্ণয়ামি।

(আকাশে গীয়তে)

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিস্মরিদোসি ণং কহং॥ ১॥

(অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্‌।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃত্তো মধুকর! বিস্মৃতোঽস্যেনাং কথম্‌॥)

রাজা—অহো! রাগপরিবাহিণী গীতিঃ।

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! কিং দাব গীদীএ অবগদো অক্‌খরত্থো (ভো বয়স্য! কিং তাবৎ গীত্যা অবগতঃ অক্ষরার্থঃ)?

রাজা-(স্মিতং কৃত্বা) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীং বসুমতীম্‌ অন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি। সখে মাধব্য! মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা। নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি (যৎ ভবান্‌ আজ্ঞাপয়তি)। (উত্থায়) ভো বঅস্স! গহীদস্য তাএ পরকিএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাড়ীঅমাণস্স অচ্ছরাএ বীদরাঅস্স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্‌খো। (ভো বয়স্য! গৃহীতস্য তয়া পরকীয়ৈ হস্তৈঃ শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য, অপ্সরসা বীতরাগস্যেব নাস্তি ইদানীং মে মোক্ষঃ)।

রাজা—গচ্ছ, নাগরিকবৃত্ত্যা সান্ত্বয়েনাম্‌।

বিদূষকঃ—কা গই (কা গতিঃ)। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—(স্বগতম্) কিং নু খলু গীতার্থমাকর্ণ্য ইষ্টজনবিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ ২ ॥

(ইতি পর্যাকুলস্তিষ্ঠতি)

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী—অহো নু খলু ঈদৃশীমবস্থাং প্রতিপন্নোঽস্মি।

আচার ইত্যধিকৃতেন ময়া গৃহীতা যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা প্রস্থানবিক্লবগতেরবলম্বনার্থা ॥ ৩ ॥

ভোঃ, সত্যং ধর্মকার্যমনতিপাত্যং দেবস্য ! তথাপি ইদানীমেব ধর্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনমস্মৈ নোৎসহে নিবেদয়িতুম্। অথবা অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ। কুতঃ—

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এবং, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ ॥ ৪ ॥

যাবন্নিয়োগমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) এষ দেবঃ—

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যূথানি সঞ্চার্য রবিঃ প্রতপ্তঃ শীতং গুহাস্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৫ ॥

(উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। এতে খলু হিমগিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কাশ্যপসন্দেশমাদায় সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সংপ্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেব প্রমাণম্।

রাজা—(সবিস্ময়ম্) কিং কাশ্যপ-সন্দেশহারিণঃ সস্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ ?

কঞ্চুকী—অথ কিম্।

রাজা—তেন হি মদ্বচনাৎ বিজ্ঞাপ্যতামুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপ্যেতাংস্তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

রাজা—(উত্থায়) বেত্রবতি, অগ্নিশরণমার্গমাদেশয়।

প্রতিহারী—ইদো ইদো দেবো (ইত ইতো দেবঃ)।

রাজা—(পরিক্রম্য, অধিকারখেদং নিরূপ্য চ) সর্বঃ প্রার্থিতমর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ রাজ্ঞান্তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।

ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥ ৬ ॥

(নেপথ্যে) বৈতালিকৌ—বিজয়তাং দেবঃ।

প্রথমঃ— স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়ঃ— নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ॥ ৮ ॥

রাজা—(আকর্ণ্য) এতে ক্লান্তমনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ। (ইতি পরিক্রামতি)।

প্রতীহারী—এসো অহিণবসম্মজ্জণসস্সিরীও সন্নিহিদহোমধেণু অগ্গিসরণালিন্দো। আরুহদু দেবো (এষঃ অভিনবসংমার্জনশ্রীকঃ সন্নিহিতহোমধেনুঃ অগ্নিশরণালিন্দঃ, আরোহতু দেবঃ)।

রাজা—(আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠন্) বেত্রবতি! কিমুদ্দিশ্য ভগবতা কশ্যপেন মৎসকাশমৃষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ ?

কিং তাবদ্ ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতং
ধর্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধা-
মিত্যারূঢবহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥ ৯ ॥

প্রতীহারী—দেবস্স ভুঅদণ্ডণিব্বুদে অস্সমপদে কুদো এবং। কিন্দু সুচরিদাহিণন্দিণো ইসীও দেবং সভাজইদুং আঅদে ত্তি তক্কেমি (দেবস্য ভুজদণ্ডনির্বৃত্তে আশ্রমপদে কুত এবম্। কিন্তু সুচরিতাভিনন্দিন ঋষয়ঃ দেবং সভাজয়িতুমাগতা ইতি তর্কয়ামি)।

(ততঃ প্রবিশন্তি গোতমীসহিতাঃ শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য মুনয়ঃ পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোধাশ্চ)।

কঞ্চুকী—ইত ইতো ভবন্তঃ।

শার্ঙ্গরবঃ—শারদ্বত!

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ১০ ॥

শারদ্বতঃ—স্থানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থম্ভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি—
অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ১১ ॥

শকুন্তলা (নিমিত্তং সূচয়িত্বা)—অম্মহ, কিং মে বামেদরং ণঅণং বিপ্ফুরদি (অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি ?)

গোতমী—জাদে, পড়িহদং অমঙ্গলং। সুহা ইংদে ভত্তুকুলদেবদাও বিতরন্দু (জাতে! প্রতিহতমমঙ্গলম্। সুখানি তে ভর্তুঃ কুলদেবতা বিতরন্তু)।

॥ (ইতি পরিক্রামতি) ॥

পুরোধা—(রাজানং নির্দিশ্য) ভো ভোস্তপস্বিনঃ। অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি। পশ্যতৈনম্।

শার্ঙ্গরবঃ—ভো মহাব্রাহ্মণ! কামমেতদভিনন্দনীয়ম্। তথাপি বয়মত্র মধ্যস্থাঃ।

কুতঃ—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈ-
নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষঃ পরোপকারিণাম্‌ ॥ ১২ ॥

প্রতীহারী—দেব, পসণ্ণমুহবণ্ণা দীসন্তি। জাণামি বিস্সদ্ধকজ্জা ইসীও (দেব, প্রসন্নমুখবর্ণা দৃশ্যন্তে। জানামি বিশ্রব্ধকার্যা ঋষয়ঃ।

রাজা—(শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা) অথাত্রভবতী

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্‌ ॥ ১৩ ॥

প্রতীহারী—দেব, কুদূহলগব্ভো ণ মে তক্কো পসরদি। ণং দংসণীয়া উণ সে আকিদী লক্খীঅদি (দেব, কুতুহলগর্ভো ন মে তর্কঃ প্রসরতি! ননু দর্শনীয়া পুনরস্যা আকৃতির্লক্ষ্যতে)।

রাজা—ভবতু। অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্‌।

শকুন্তলা—(উরসি হস্তং দত্ত্বা। স্বগতম্‌) হিঅঅ! কিং এব্বং বেবসি। অজ্জউত্তস্স তাদিসভাবানুবন্ধং সুমরিঅ ধীরত্তণং দাব অবলম্বস্স (হৃদয়, কিমেব বেপসে। আর্যপুত্রস্য তাদৃশভাবানুবন্ধং স্মৃত্বা ধীরত্বং তাবদবলম্বস্ব)।

পুরোধা—(পুরো গত্বা) স্বস্তি দেবায়। এতে খলু বিধিবদর্চিতাস্তপস্বিনঃ। কশ্চিদেষামুপাধ্যায়সন্দেশঃ। তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি।

রাজা—অবহিতোঽস্মি।

ঋষয়ঃ—(হস্তমুদ্যম্য) বিজয়স্ব রাজন্‌।

রাজা—সর্বাচভিবাদয়ে বঃ।

ঋষয়ঃ—ইষ্টেন যুজ্যস্ব।

রাজা—অপি নির্বিঘ্নতপসো মুনয়ঃ।

ঋষয়ঃ—

কুতো ধর্ম-ক্রিয়াবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বয়ি।
তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

রাজা—অর্থবান্‌ খলু মে রাজশব্দঃ। অথ ভগবান্‌ লোকানুগ্রহায় কুশলী কাশ্যপঃ।

শার্ঙ্গরবঃ—রাজন্‌। স্বাধীনকুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ। স ভবন্তমনাময়প্রশ্নপূর্বকমিদমাহ।

রাজা—কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবান্‌।

শার্ঙ্গরবঃ—যন্মিথঃ সময়াদিমাং মদীয়াং দুহিতরং ভবান্‌ উপায়ংস্ত তন্ময়া প্রীতিমতা যুবয়োরনুজ্ঞাতম্‌। কুতঃ—

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রসরঃ স্মৃতোঽসি নঃ
শকুন্তলা মূর্তিমতী চ সৎক্রিয়া।
সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥

তদিদানীমাপন্নসত্ত্বেয়ং প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্মচরণায়েতি।

গৌতমী—অজ্জ! কিম্পি বত্তুকাম ম্হি। ণ মে বঅণাবসরো অত্থি। কহং ত্তি। (আর্য, কিমপি বক্তুকামাস্মি। ন মে বচনাবসরোঽস্তি। কথমিতি)।

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমাই ণ তুএ বি পুচ্ছিদো বন্ধু।
একক্কস্স চ চরিত্র ভণাদু কিং এক্ক এক্কস্সিং ॥ ১৬ ॥

(নাপেক্ষিতো গুরুজনঃ, অনয়া ন ত্বয়াপি পৃষ্টো বন্ধুঃ। একৈকস্য চ চরিতে ভণতু কিমেক একস্মিন্ ॥)

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) কিংণু ক্‌খু অজ্জউত্তো ভণিস্সদি (কিং নু খলু আর্যপুত্রো ভবিষ্যতি) !

রাজা—(সাশঙ্কমাকর্ণ্য) অয়ে ! কিমিদম্ উপন্যস্তম্।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) পাবও ক্‌খু এসো বঅণোবণ্ণাসো (পাবকঃ খল্বেষ বচনোপন্যাসঃ)।

শার্ঙ্গরবঃ—কথমিদং নাম। ননু ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্তনিষ্ণাতাঃ।
সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়াপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥

রাজা—কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা।

শকুন্তলা—(সবিষাদমাত্মগতম্) হিঅঅ, সম্পদং দে আসংকা (হৃদয়ে ! সাম্প্রতং তে আশঙ্কা)।

শার্ঙ্গরবঃ—কিং কৃতকার্যদ্বেষাদ্ধর্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ ?

রাজা—কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রসঙ্গঃ ?

শার্ঙ্গরবঃ—মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্যমত্তেষু ॥ ১৮ ॥

রাজা—বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি।

গোতমী—(শকুন্তলাং প্রতি) জাদে ! মুহুত্তঅং মা লজ্জ। অবণইস্সং দাব তে ওউণ্ঠণং। তদো তুমং ভট্টা অহিজাণিস্সদি (জাদে ! মুহূর্তকং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তে অবগুণ্ঠনম্। ততস্ত্বাং ভর্তা অভিজ্ঞাস্যতি ।

॥ (তথা করোতি) ॥

রাজা—(শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য আত্মগতম্)

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেত্যব্যবস্যন্ !
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্ ॥ ১৯ ॥

॥ ইতি বিচারয়ন্ স্থিতঃ ॥

প্রতীহারী—(জনান্তিকম্) অহো, ধম্মাবেক্‌খিআ ভট্টিণো। ইদিসং ণাম সুহোবণদং রূবং পেক্‌খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি (অহো, ধর্মাবেক্ষিতা ভর্তুঃ। ঈদৃশং নাম সুখোপনত-রূপং দৃষ্ট্বা কঃ অন্যঃ বিচারয়তি ?)

শার্ঙ্গরবঃ—ভো রাজন্ ! কিমিতি জোষমাষ্যতে।

রাজা—ভোস্তপোধনাঃ ! চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি। তৎ কথমিমাম্ অভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানং ক্ষেত্রিয়মাশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে।

শকুন্তলা—(অপবার্য) হদ্ধী ! হদ্ধী ! অজ্জ পরিণয়ে এব্ব সন্দেহো। কুদো দানীং মে দূরাহিরোহিণী আসা (হা ধিক্, হা ধিক্ ! আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ। কুত ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা ?)

শার্ঙ্গরবঃ—মা তাবৎ।

কৃতাভিমর্শামনুমন্যমানঃ
সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং
পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ২০ ॥

শারদ্বতঃ—শার্ঙ্গরব! বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে, বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্রভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্।

শকুন্তলা—(অপবার্য ইমং অবত্থন্তরং গদে তারিসে অণুরাএ কিংবা সুমরাবিদেণ। অথবা অত্তা দাণিং মে সোহণীও ত্তি ববসিদং এদং (ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশেঽনুরাগে কিংবা স্মারিতেন? অথবা আত্মা ইদানীং মে শোধনীয় ইতি ব্যবসিতমেতৎ)। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত! (ইত্যর্ধোক্তে) সংসইদে পরিণএ ণ এসো সমুদাআরো। পোরব জুত্তং ণাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং তহ সমঅপুব্বং পতারিঅ ঈদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাদুং (আর্যপুত্র! সংশয়িতে পরিণয়ে ন এষ সমুদাচারঃ। পৌরব, যুক্তং নাম তে তথা পুরা আশ্রমপদে স্বভাবোত্তানহৃদয়ম্ ইমং জনং তথা সময়পূর্বং প্রত্যার্য ঈদৃশৈরক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্)।

রাজা—(কর্ণৌ পিধায়) শান্তং পাপম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমঞ্চ পাতয়িতুম্।
কুলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং তটতরুঞ্চ ॥ ২১ ॥

শকুন্তলা—হোদু, জই পরমত্থদো পরপরিগ্গহসঙ্কিণা তুএ এব্বং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেণ ইমিণা তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং। (ভবতু, যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং প্রবৃত্তং তদভিজ্ঞানেন অনেন তব আশঙ্কামপনেষ্যামি)।

রাজা—উদারঃ কল্পঃ।

শকুন্তলা (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য হদ্ধী হদ্ধী, অংগুলীঅঅসুণ্ণা মে অংগুলী (হা ধিক্ হা ধিক্, অঙ্গুলীয়কশূন্যা মে অঙ্গুলিঃ)।

(ইতি সবিষাদং গোতমীমুখমীক্ষতে)।

গোতমী—ণূনং দে সক্কাবদারব্‌ভন্তরে সচীতিত্থ-সলিলং বন্দমাণাএ পব্ভট্ঠং অংগুলীঅঅং (নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টমঙ্গুলীয়কম্)।

রাজা—(সস্মিতম্) ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে।

শকুন্তলা—এত্থ দাব বিহিণা দংসিদং পহুত্তণং। অবরং দে কহিস্সং (অত্র তাবদ্বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি)।

রাজা—শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তম্।

শকুন্তলা—ণং একস্সিং দিঅহে বেদসলদামণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণ-গদং উঅঅং তুহ হত্থে সণ্ণিহিদং আসি (ননু একস্মিন্ দিবসে বেতসলতামণ্ডপে নলিনীপত্রভাজন-গতমুদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ)।

রাজা—শৃণুমস্তাবৎ।

শকুন্তলা—তক্খণং সো মে পুত্তকিদত্ত দীহাপঙ্গো ণামমিঅপোদও উবট্ঠিও (তৎক্ষণং স মে পুত্রকৃতকো দীর্ঘাপাঙ্গো নাম মৃগপোতক উপস্থিতঃ)। তদো

তুএ অঅং দাব পঢমং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উপচ্ছন্দিদো উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগদো (ততঃ ত্বয়া অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু ইতি অনুকম্পিনা উপচ্ছন্দিত উদকেন, ন পুনস্তে অপরিচয়াৎ হস্তাভ্যাসম্ উপগতঃ)। পচ্ছা তস্সিং এব মএ গহিদে সলিলে ণেণ কিদো পণআো। তদা তুমং ইত্থং পহসিদোসি—সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসিদি। দুবে বি তুম্হে আরণ্ণআ ত্তি (পশ্চাৎ তস্মিন্নেব ময়া গৃহীতে সলিলে অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ। তদা ত্বমিত্থং প্রহসিতোঽসি—সর্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি, দ্বাবপি যুবাম্ আরণ্যকৌ ইতি)।

রাজা—এবমাদিভিরাত্মকার্যনির্বর্তিনীনাং মধুরাভিরমৃতবাগ্ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।

গোতমী—মহাভাঅ! ণারুহসি এব্বং মন্তিদুং। তবোবণসংবড্ডিদো অণভিণ্ণো অঅং জণো কইদবস্স (মহাভাগ! নার্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্। তপোবনসংবর্ধিতঃ অনভিজ্ঞঃ অয়ং জনঃ কৈতবস্য।)

রাজা—তাপসবৃদ্ধে!

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীণাং
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতম্
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥ ২২ ॥

শকুন্তলা (সরোষম্)—অণজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্স তব অণুকিদিং পডিবদিস্সদি (অনার্য আত্মনো হৃদয়ানুমানেন কিল সর্বং প্রেক্ষসে। ক ইদানীমন্যো ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনস্তৃণচ্ছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে?)।

রাজা (আত্মগতম্)—সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মাং কুর্বন্ অকৈতব ইবাস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথা হ্যনয়া—

ময্যেব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ২৩ ॥

(প্রকাশম্) ভদ্রে, প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্। প্রজাস্বপীদং ন দৃশ্যতে।

শকুন্তলা—সুট্ঠু দাব অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিদম্হি জা অহং ইমস্স পুরুবংসপচ্চএণ মুহমহুণো হিঅঅবিসস্স হত্থব্ভাসং উবগদা (সুষ্ঠু তাবৎ অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতাস্মি। নাহমস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোর্হৃদয়বিষস্য হস্তাভ্যাসমুপগতা।

(ইতি পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি)

শার্ঙ্গরবঃ—ইত্থমাত্মকৃতমপ্রতিহতং চাপলং দহতি।

অতঃ পরীক্ষ্য কর্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

রাজা—অয়ি ভোঃ কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেবাস্মান্ সংযুতদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ।

শার্ঙ্গরবঃ—(সাসূয়ম্) শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্?

আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈর্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ২৫ ॥

রাজা—ভোঃ সত্যবাদিন্, অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে ?

শার্ঙ্গরবঃ—বিনিপাতঃ।

রাজা—বিনিপাতঃ পৌরবে প্রার্থ্যতে ইতি ন শ্রদ্ধেয়মেতৎ।

শারদ্বতঃ—শার্ঙ্গরব! কিমুত্তরোত্তরেণ। অনুষ্ঠিতো গুরুনিয়োগঃ প্রতিনিবর্তামহে বয়ম্। (রাজানং প্রতি)—

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী ॥ ২৬ ॥

গৌতমি, গচ্ছাগ্রতঃ। (ইতি প্রস্থিতাঃ)।

শকুন্তলা—কহং ইমিণা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধম্হি। তুম্হে বি মং পরিচ্চঅহ (কথমনেন কিতবেন বিপ্রলব্ধাস্মি, যূয়মপি মাং পরিত্যজথ ?) (অনুপ্রতিষ্ঠতে)।

গৌতমী—(স্থিত্বা) বচ্ছ সঙ্গরব! অণুগচ্ছদি ণো করুণপরিদেবিণী সউন্দলা। পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং বা মে পুত্তিআ করেদু (বৎস শার্ঙ্গরব! অনুগচ্ছতি নঃ করুণপরিদেবিনী শকুন্তলা। প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি কিং বা মে পুত্রিকা করোতু ?)

শার্ঙ্গরবঃ—(সরোষং প্রতিনিবৃত্য) আ পুরোভাগিণি। কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে ? (শকুন্তলা ভীতা বেপতে)

শকুন্তলে!

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥ ২৭ ॥

তিষ্ঠ। সাধয়ামো বয়ম্।

রাজা—ভোস্তপস্বিন্! কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে ?

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

শার্ঙ্গরবঃ রাজন্! অথ পূর্ববৃত্তং ব্যাসঙ্গাদ্বিস্মৃতো ভবেৎ তদা কথমধর্মভীরোর্দারপরিত্যাগঃ।

রাজা—ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি।

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন্মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ ॥ ২৯ ॥

পুরোধাঃ—(বিচার্য) যদি তাবৎ এবং ক্রিয়তাম্।

রাজা—অনুশাস্তু মাং ভবান্।

পুরোধাঃ—অত্রভবতী তাবদাপ্রসবাদ্ অস্মদ্গৃহে তিষ্ঠতু। কুত ইদমুচ্যত ইতি চেৎ। ত্বং সাধুভিরাদিষ্টপূর্বঃ। প্রথমমেব চক্রবর্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি, ততঃ অভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্যয়ে তু পিতুরস্যাঃ সমীপনয়নমবস্থিতমেব।

রাজা—যথা গুরুভ্যো রোচতে।

পুরোধাঃ—(উত্থায়) বৎসে, অনুগচ্ছ মাম্ ।
শকুন্তলা—ভঅবদি বসুহে দেহি মে বিবরং (ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্ ।)
(রুদতী প্রস্থিতা । নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ । রাজ্ঞা শাপব্যবহিত-স্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি) ।
(নেপথ্যে)—আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ !
রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) কিং নু খলু স্যাৎ ?
(প্রবিশ্য) পুরোধাঃ (সবিস্ময়ম্)—দেব, অদ্ভুতং খলু সংবৃত্তম্ ।
রাজা—কিমিব ।
পুরোধাঃ—দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু—

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা ।

রাজা—কিঞ্চ ।
পুরোধাঃ— স্ত্রীসংস্থানঞ্চাপ্সরস্তীর্থমারা-
দুৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম ॥ ৩০ ॥

(সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)

রাজা—ভগবান্, প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব । কিং বৃথা তর্কেণান্বিষ্যতে । বিশ্রাম্যতু ভবান্ ।
পুরোধাঃ—(বিলোক্য) বিজয়স্ব । (নিষ্ক্রান্তঃ) ।
রাজা—বেত্রবতি, পর্যাকুলোঽস্মি । শয়নভূমিমার্গমাদেশয় ।
প্রতীহারী—ইদো ইদো দেবো (ইত ইতো দেবঃ) । (প্রস্থিতা) ।
রাজা—(পরিক্রম্য স্বগতম্)

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্ ।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥ ৩১ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) ।

॥ পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥

× × × × × × × × × × × × ষষ্ঠোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশতি নাগরিকঃ শ্যালঃ, পশ্চাদ্বাহু-বদ্ধং পুরুষমাদায় রক্ষিণৌ চ ।)
রক্ষিণৌ—(পুরুষং তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভীলআ ! কহেহি কহিং তুএ এশে মহামণি-ভাশুলে উক্কিণ্ণ-ণামাক্খলে লাঅকীএ শমাশাদিএ [অরে কুম্ভীরক ! কথয় কুত্র ত্বয়া এতৎ মহামণি-ভাস্বরম্ উৎকীর্ণ-নামাক্ষরং রাজকীয়মঙ্গুলীয়কং সমাসাদিতম্ ।]
পুরুষঃ—(ভীতিং নাটয়িত্বা) পশীদন্তু পশীদন্তু ভাবমিশ্শে । ণ হগে ঈদিশ-কম্ম-কালী (প্রসীদন্তু, প্রসীদন্তু ভাবমিশ্রাঃ নাহমীদৃশ-কর্মকারী ।
প্রথমঃ—কিং কখু শোহণে বম্হণেশি ত্তি কলিঅ লঞ্ঞা দে পড়িগ্গহে দিম্নে (কিং খলু শোভনো ব্রাহ্মণোঽসি ইতি কৃত্বা রাজ্ঞা তে প্রতিগ্রহো দত্তঃ ?)

পুরুষঃ—শুণধ দাণিং। হগে কখু শক্কাবদাল-বাশী ধীবলে (শৃণুতেদানীম্। অহং খলু শক্রাবতার-বাসী ধীবরঃ)।

দ্বিতীয়ঃ—অলে পাডচ্চলা ! কিং তুমং অহ্মেহিং জাদদী পুচ্ছিদা (অরে পাটচ্চর ! কিং ত্বমস্মাভি জাতিঃ পৃষ্টা) ?

শ্যালঃ—সূঅঅ, কহেদু সব্বং অণুক্কমেণ। মা ণং অন্তরা পড়িবন্ধহ (সূচক কথয়তু সর্বমনুক্রমেণ। মা এণমন্তরা প্রতিবধান)।

উভৌ—জং আবুত্তে আণবেদি। লবেহি লে লবেহি (যদাবুত্ত আজ্ঞাপয়তি। লপ রে লপ)।

পুরুষঃ—সো হগে জালুগ্গালাদীহিং মচ্ছ-বন্ধণোবাএহিং কুড়ুম্ব-ভলণং কলেমি (সোঽহং জালোদ্গালাদিভির্মৎস্য-বন্ধনোপায়ৈঃ কুটুম্ব-ভরণং করোমি)।

শ্যালঃ—(বিহস্য) বিসুদ্ধো দাণিং আজীবো (বিশুদ্ধ ইদানীমাজীবঃ)।

পুরুষঃ—ভট্টা ! মা এব্বং ভণ (ভর্তঃ, মা এবং ভণ)।

শহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণহু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশু-মালণ-কম্ম-দালুণে অনুকম্পা-মিদুএ বি শোত্তিএ ॥ ১ ॥

(সহজং কিল যদ্বিনিন্দিতং ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্। পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুকো পি শ্রোত্রিয়ঃ)।

শ্যালঃ—তদো তদো ? (ততস্ততঃ ?)

ধীবরঃ—এক্কশ্শিং দিঅশে খণ্ডশো লোহিঅ-মচ্ছে মএ কপ্পিদে, জাব তশ্শ উদলব্ভন্তলে-পেক্খামি দাব এদং লদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং দেক্খিঅং। পচ্ছা অহকে শে বিক্কআঅ দংশঅন্তে গহিদে ভাবমিশ্শেহিং। মালেহ বা মুঞ্চেহ বা অঅং শে আঅমবুত্তন্তে। (একস্মিন্ দিবসে খণ্ডশঃ রোহিতমৎস্যো ময়া কল্পিতঃ, যাবৎ তস্য উদরাভ্যন্তরে প্রেক্ষে তাবৎ এতৎ রত্নভাসুরং অঙ্গুরীয়কং দৃষ্টম্। পশ্চাৎ অহম্ অস্য বিক্রয়ায় দর্শয়ন্ গৃহীতঃ ভাবমিশ্রৈঃ। মারয়ত বা মুঞ্চত বা, অয়মস্য আগমবৃত্তান্তঃ।

শ্যালঃ—(অঙ্গুরীয়কমাঘ্রায়) জাণুঅ, বিস্সগন্ধী গোহাদী মচ্ছবন্ধো এব্ব নিস্সংসঅং। অঙ্গুলীঅদ্দংসণংসে বিমরিসিদব্বং। রাঅউলং এব্ব গচ্ছম্হ। (জাণুক বিস্রগন্ধী গোধাদী মৎস্যবন্ধঃ এব নিঃসংশয়ম্। অঙ্গুরীয়কদর্শনমস্য বিমৃষ্টব্যম্। রাজকুলম্ এব গচ্ছামঃ।

রক্ষিণৌ—তহ (তথা)।

শ্যালঃ—গচ্ছ অলে গণ্ঠিভেদঅ !

(গচ্ছ অরে গ্রন্থিভেদক ! ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি)।

শ্যালঃ—সূচঅ, ইধ পুরদুআরে অপ্পমত্তা পড়িবালহ জাব ইমং অঙ্গুলীঅঅং জহাগমণং ভট্টিণো নিবিদিঅ তদো সাসণং পড়িচ্ছিঅ ণিক্কমামি। (সূচক ! ইমং পুরদ্বারে অপ্রমত্তো প্রতিপালয়তং যাবৎ ইদম্ অঙ্গুরীয়কং যথাগমনং ভর্ত্রে নিবেদ্য তস্মাৎ শাসনং প্রতীক্ষ্য নিষ্ক্রমামি। (নিষ্ক্রান্তঃ শ্যালঃ)

উভৌ—পবিশদু আবুত্তে শামিপ্পশাদশ্শ। (প্রবিশতু আবুত্তঃ স্বামি-প্রসাদায়)।

প্রথমঃ—জাণুঅ, চিলাঅই কখু আবুত্তে। (জালুক ! চিরায়তে খলু আবুত্তঃ)।

দ্বিতীয়ঃ—ণং অবশলোবশপ্পণীআ লাআণো। (ননু অবসরোপসর্পণীয়াঃ রাজানঃ)।

প্রথমঃ—জাণুঅ, ফুল্লন্তি মে হত্থা ইমশ্শ বহশ্শ সুমণো পিণদ্ধুং।

(জাণুক ! স্ফুরতঃ মে হস্তৌ অস্য বধস্য সুমনসঃ পিনদ্ধুম্। ইতি পুরুষং নির্দিশতি)।

ধীবরঃ—ণ অলুহই ভাবে অআলণ-মালণে ভবিদুং। (ন অর্হতি ভাবঃ অকারণমারণঃ ভবিতুম্)।

দ্বিতীয়-রক্ষী—(বিলোক্য) এশে অহ্মাণং শামী পত্তহত্থে লাঅ-শাশণং পড়িচ্ছিঅ ইদোমুহে দেক্খীঅই। গিদ্ধবলী হবিশ্শশি, শুণো মুহং বা দেক্খিশ্শশি। (এষঃ অস্মাকং স্বামী পত্রহস্তঃ রাজশাসনং প্রতীক্ষ্য ইতোমুখো দৃশ্যতে। গৃধ্রবলি-র্ভবিষ্যসি শুনোমুখং বা দ্রক্ষ্যসি)।

(প্রবিশ্য)

শ্যালঃ সূঅঅ। মুঞ্চীঅউ এসো জালোবজীবী। উববণ্ণো ক্খু সে অঙ্গুলীঅস্স আঅমো। (সূচক ! মুচ্যতাম্ এষঃ জালোপজীবী। উপপন্নঃ খলু অস্য অঙ্গুরীয়কস্য আগমঃ)।

সূচকঃ জহ আবুত্তে ভণাই। (যথা আবুত্তঃ ভণতি)।

দ্বিতীয়ঃ—এশে জমশদণং পবিশিঅ পড়িনিউত্তে (পুরুষং বন্ধনমুক্তং করোতি) (এষঃ যম-সদনং প্রবিশ্য প্রতিনিবৃত্তঃ)।

ধীবরঃ (শ্যালকং প্রণম্য) ভট্টা, অহ কীলিশে মে আজীবে। (ভর্তঃ, অথ কীদৃশঃ মে আজীবঃ ?)

শ্যালঃ—এসো ভট্টিণা অঙ্গুলীঅঅ-মুল্ল-সম্মিদো পসাদো বি দাবিদো। (এষঃ ভর্ত্রা অঙ্গুরীয়ক-মূল্য-সম্মিতঃ প্রসাদঃ অপি দাপিতঃ।

ধীবরঃ—(সপ্রণামং পরিগৃহ্য) ভট্টকেণ অণুগ্গহিদম্হি। (ভর্ত্রা অনুগৃহীতোঽস্মি)।

সূচকঃ—এশে নাম অণুগ্গহে, জে শূলাদো অবদালিঅ হত্থিক্কন্ধে পড়িট্‌ঠাবিদে। (এষঃ নাম অনুগ্রহঃ যৎ শূলাৎ অবতার্য হস্তিস্কন্ধে প্রতিষ্ঠাপিতঃ)।

জানুকঃ—আবুত্ত ! পলিতোশে কহেই তেণ অঙ্গুলীঅএণ ভত্তুণো শম্মদেণ হোদব্বং। (আবুত্ত ! পরিতোষঃ কথয়তি তেন অঙ্গুরীয়কেণ ভর্তুঃ সম্মতেন ভবিতব্যম্)।

শ্যালঃ—ণ তস্সিং মহারুহং রদণং ভট্টিণো বহুমদং ত্তি তক্কেমি। তস্স দংসণেণ ভট্টিণো অভিমদো জণো সুমরাবিদো। মুহুত্তঅং পকিদিগম্ভীরো বি পজ্জুস্সুঅ-ণঅণো আসি। (ন তস্মিন্ মহার্ঘং রত্নং ভর্তুঃ বহুমতম্ ইতি তর্কয়ামি। তস্য দর্শনেন ভর্তুঃ অভিমত-জনঃ স্মারিতঃ। মুহূর্তং প্রকৃতিগম্ভীরঃ অপি প্রস্রুত-নয়নঃ আসীৎ)।

সূচকঃ—শেবিদং ণাম আবুত্তেণ। (সেবিতং নাম আবুত্তেন)।

জানুকঃ ণং ভণাহি ইমশ্শ কএ মচ্ছি আভত্তুণোত্তি (ধীবরম্ অসূয়য়া পশ্যতি) (ননু ভণ অস্য কৃতে মাৎস্যিকভর্তুরিতি)।

ধীবরঃ—ভট্টালকে, ইদো অদ্ধং তুহ্মাণং শুমণোমল্লং হোউ। (ভট্টারক, ইতঃ অর্ধং যুষ্মাকং সুমনোমূল্যং ভবতু)।

জানুকঃ—এত্তকে জুজ্জই। (এতাবৎ যুজ্যতে।)

শ্যালঃ—ধীবর, মহত্তরো তুমং পিঅ বঅস্সো দাণিং মে সংবুত্তো। কাদম্বরী-

সকখিঅঅম্হাণং পরমসোহিদং ইচ্ছীঅই, তা সোণ্ডিআপণং এব্ব গচ্ছম্ম।
(ধীবর! মহত্তরঃ ত্বং প্রিয়বয়স্যঃ ইদানীং মে সংবৃত্তঃ। কাদম্বরী-সাক্ষিকম্ অস্মাকং প্রথমসৌহৃদম্ ইষ্যতে, তৎ শৌণ্ডিকাপণম্ এব গচ্ছামঃ)।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)।

ইতি প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি আকাশযানেন সানুমতী নাম অপ্সরাঃ)

সানুমতী—নিব্বত্তিদং মএ পজ্জায়ণিব্বত্তণিজ্জং অচ্ছরাতিত্থ-সণ্ণিজ্ঝং জাব সাহুজণস্স অহিসেঅকালো ত্তি? নংপদং ইমস্স রাএসিণো উদন্তং পচ্চকখীকরিস্সং। মেণআসম্বন্ধেণ সরীরভূদা দাণীং মে সউন্দলা। তাএ অ দুহিউণিমিত্তং আদিট্ঠপুব্বম্হি। (সমন্তাদবলোক্য) কিং ণু কখু উদুস্সবে বি ণিরুস্সবারম্ভং বিঅ এদং রাঅউলং দীসই। অত্থি মে বিহবো পণিহাণেণ সব্বং পরিণ্ণাদুং কিন্তু সহীএ আদরো মএ মাণইদব্বো। হোদু ইমাণং এব্ব উজ্জাণ-পালিআণং তিরক্খরণী পরিচ্ছন্না পস্স-পরিবত্তিণী হুবিঅ উবলহিস্সং।
(নির্বর্ত্তিতং ময়া পর্যায়নির্বর্ত্তনীয়ম্ অপ্সরস্তীর্থসান্নিধ্যং যাবৎ সাধুজনস্য অভিষেককালঃ ইতি সাম্প্রতম্ অস্য রাজর্ষেঃ উদন্তং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি। মেনকা-সম্বন্ধেন শরীরভূতা ইদানীং মে শকুন্তলা। তয়া চ দুহিতৃ-নিমিত্তম্ আদিষ্টপূর্ব্বা অস্মি। (সমন্তাদ্ অবলোক্য) কিং নু খলু ঋতূৎসবে অপি নিরুৎসবারম্ভম্ ইব এতৎ রাজকুলং দৃশ্যতে। অস্তি মে বিভবঃ প্রণিধানেন সর্ব্বং পরিজ্ঞাতুম্। কিন্তু সখ্যাঃ আদরঃ ময়া মানয়িতব্যঃ। ভবতু অনয়োঃ এব উদ্যান-পালিকয়োঃ তিরস্করিণীপ্রতিচ্ছন্না পার্শ্বপরিবর্ত্তিনী ভূত্বা উপলপ্স্যে)।

(ততঃ প্রবিশতি চূতাঙ্কুরম্ অবলোকয়ন্তী চেটী অপরা চ পৃষ্ঠতঃ তস্যাঃ)

প্রথমা—আতম্ম-হরিঅ-পণ্ডুর বসন্তমাসস্স জীঅ-সব্বস্স।
দিট্ঠো সি চূঅ-কোরঅ উদুমঙ্গল। তুমং পসাএমি ॥ ২ ॥
(আতাম্র-হরিতপাণ্ডুর! বসন্তমাসস্য জীব-সর্ব্বস্ব! দৃষ্টোসি চূতকোরক! ঋতুমঙ্গল! ত্বাং প্রসাদয়ামি)।

দ্বিতীয়া—পরহুইএ কিং এআইণী মন্তেসি। (পরভৃতিকে! কিম্ একাকিনী মন্ত্রয়সে)

প্রথমা—মহুঅরিএ চূঅ-কলিঅং দেকখিঅ উম্মত্তিআ পরহুইআ হোই। (মধুকরিকে! চূতকলিকাং দৃষ্ট্বা উন্মত্তা পরভৃতিকা ভবতি)।

দ্বিতীয়া—(সহর্ষং ত্বরয়া উপগম্য) কহং উবট্ঠিও মহুমাসো। (কথম্ উপস্থিতঃ মধুমাসঃ)।

প্রথমা—মহুঅরিএ তব দাণিং কালো এসো মদবিব্ভম-গীদাণং। (মধুকরিকে! তব ইদানীং কালঃ এষঃ মদবিভ্রমগীতানাম্)।

দ্বিতীয়া—সহি! অবলম্বস্স মং জাব অগ্গপাঅট্ঠিআ হুবিঅ চূঅকলিঅং গেণ্হিঅ কামদেঅচ্চণং করেমি। (সখি! অবলম্বস্ব মাং যাবৎ অগ্রপাদস্থিতা ভূত্বা চূত-কলিকাং গৃহীত্বা কামদেবার্চনং করোমি)।

প্রথমা—অই মম বিকখু অদ্ধং অচ্চণফলস্স। (যদি মম অপি খলু অর্দ্ধম্ অর্চন-ফলস্য)।

দ্বিতীয়া—অকহিএ বি এদং সংবজ্জই। জদো একং এব্ব ণো জীবিদং দুহাট্ঠিঅং

সরীরং। (অকথিতেঽপি এতৎ সম্পদ্যতে। যতঃ একম্ আবয়োঃ জীবিতং দ্বিধাস্থিতং শরীরম্)। (সখীমলম্বা চূতপ্রসবং গৃহীত্বা) অএ, অপ্পবুদ্ধোঽবি চূদপ্পসবো বন্ধণভঙ্গ-সুরভী হোদি। (অয়ে, অপ্রবুদ্ধোঽপি চূত-প্রসবো বন্ধন-ভঙ্গ-সুরভি র্ভবতি)। (ইতি কপোত-হস্তকং কৃত্বা)

তুংসি মএ চূদংকুর! দিণ্ণো কামস্স গহীদ-ধণুঅস্স।
পহিঅ-জণ জুবই-লকখো পঞ্চভহিও সরো হোহি ॥ ৩ ॥
(ত্বমসি ময়া চূতাংকুর! দত্তঃ কামায় গৃহীত-ধনুষে।
পথিকজন-যুবতি-লক্ষ্যঃ পঞ্চাধিকাভ্যঃ শরো ভব) ॥

॥ ইতি চূতাংকুরং ক্ষিপতি ॥
(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ কুপিতঃ)

কঞ্চুকী—মা তাবদনাত্মজ্ঞে! দেবেন প্রতিষিদ্ধেঽপি মধুৎসবে চূত-কলিকাভঙ্গমারভসে?

উভে—(ভীতে) পসীদদু, পসীদদু, অজ্জো। অগ্গহীদত্থাও বঅং (প্রসীদতু, প্রসীদতু, আর্যঃ। অগৃহীতার্থে আবাম্)।

কঞ্চুকী—ন কিল শ্রুতং ভবতীভ্যাং যদ্বাসন্তিকৈস্তরুভিরপি দেবস্য শাসনং প্রমাণী-কৃতং তদাশ্রয়িভিঃ পত্রিভিশ্চ। তথাহি—

চূতানাং চির-নির্গতাঽপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণাঽর্ধকৃষ্টং শরম্ ॥ ৪ ॥

সানুমতী—ণত্থি এত্থ সন্দেহো। মহাপ্পহাও কখু রাএসী (নাস্ত্যত্র সন্দেহঃ। মহাপ্রভাবঃ খলু রাজর্ষিঃ)।

প্রথমা—অজ্জ, কতি দিঅহাইং অম্হাণং মিত্তাবসুণা রট্ঠিএণ ভট্টিণো পাঅমূলং পেসিদাণং। (আর্য, কতি দিবসানি আবয়োর্মিত্রাবসুনা রাষ্ট্রিয়েণ ভর্তুঃ পাদমূলং প্রেষিতয়োঃ।) এত্থ অ ণো পমদ-বণস্স পালণ-কম্ম সমপ্পিদং। তা আঅন্তু অদাএ অস্সুদ-পুব্বো অম্হেহিং এসো বুত্তন্তো। (অত্র চ নৌ প্রমদ-বনস্য পালন-কর্ম সমর্পিতম্। তদাগন্তুকতয়া অশ্রুতপূর্ব আবাভ্যামেষ বৃত্তান্তঃ)।

কঞ্চুকী—ভবতু। নহি পুনরেবং প্রবর্তিতব্যম্।

উভে—অজ্জ! কোদূহলং ণো। জই ইমিণা জণেণ সোদব্বং, কহেদু ভঅং, কিং-ণিমিত্তং ভট্টিণা বসন্তুস্সবো পড়িসিদ্ধোত্তি (আর্য, কৌতূহলং নৌ। যদি অনেন জনেন শ্রোতব্যং কথয়তু ভবান্ কিংনিমিত্তং ভর্ত্রা বসন্তোৎসবঃ প্রতিষিদ্ধ ইতি)।

সানুমতী—উস্সবপিআ কখু মণুস্সা তা এত্থ গরুণা কারণেণ হোদব্বং (উৎসব-প্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ। তদত্র গুরুণা কারণেন ভবিতব্যম্)।

কঞ্চুকী—বহুলীভূতমেতৎ কিং ন কথ্যতে? কিমত্রভবত্যোঃ কর্ণ-পথং নায়াতং শকুন্তলা-প্রত্যাদেশ-কৌলীনম্?

উভে—অজ্জ! সুদং রট্ঠিঅ-মুহাদো অংগুলীঅ-দংসণং জাব (আর্য! শ্রুতং রাষ্ট্রিয়-মুখাৎ অঙ্গুলীয়ক-দর্শনং যাবৎ)।

কঞ্চুকী—তেন হি স্বল্পং কথয়িতব্যম্। যদৈব খলু স্বাঙ্গুলীয়ক-দর্শনাদনুস্মৃতং

দেবেন সত্যমূঢ়-পূর্বা রহসি মে তত্রভবতী শকুন্তলা মোহাৎ প্রত্যাদিষ্টেতি তদা প্রভৃত্যেব পশ্চাত্তাপমুপগতো দেবঃ। তথাহি—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যা-প্রান্ত-বিবর্তনৈ র্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-বিলক্ষশ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

সানুমতী—পিঅং মে পিঅং (প্রিয়ং মে প্রিয়ম্)।

কঞ্চুকী—অস্মান্ প্রভবতো বৈমনস্যাদুৎসবঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।

উভে—জুজ্জই (যুজ্যতে)।

নেপথ্যে—এদু এদু ভবং (এতু এতু ভবান্)।

কঞ্চুকী—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে! ইত এবাভিবর্ততে দেবঃ। স্ব-কর্মানুষ্ঠীয়তাম্।

উভে—তহ (তথা)॥ (নিষ্ক্রান্তে)।

(ততঃ প্রবিশতি পশ্চাত্তাপ-সদৃশ-বেশো রাজা বিদূষকঃ প্রতীহারী চ)

কঞ্চুকী—(রাজানমবলোক্য) অহো সর্বস্ববস্থাসু রামণীয়কমাকৃতি-বিশেষাণাম্। এবমুৎসুকোঽপি প্রিয়দর্শনোঃ দেবঃ। তথাহি—

প্রত্যাদিষ্ট-বিশেষ-মণ্ডন-বিধির্বাম-প্রকোষ্ঠার্পিতং
বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তা-জাগরণ-প্রতাম্র-নয়ন স্তেজো-গুণাদাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

সানুমতী (রাজানং বিলোক্য) ঠাণে কখু পচ্চাদেস-বিমাণিদাবি ইমস্স কিদে সউন্দলা কিলিস্সদি। (স্থানে খলু প্রত্যাদেশ-বিমানিতাঽপি অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লিশ্যতি)।

রাজা— ধ্যান-মন্দং পরিক্রম্য)—

প্রথমং সারঙ্গাক্ষ্যা প্রিয়য়া প্রতিবোধ্যমানমপি সুপ্তম্।
অনুশয়-দুঃখায়েদং হত-হৃদয়ং সম্প্রতি বিবুদ্ধম্ ॥৭॥

সানুমতী—নং ঈদিসাণি তবস্সিণীএ ভাঅহেআণি।
(ননু ঈদৃশানি তপস্বিন্যা ভাগধেয়ানি)

বিদূষকঃ—(অপবার্য) হুং, লঙ্ঘিদো এসো ভূও বি সউন্দলা-বাহিণা। ণ আণে কহং চিকিচ্ছিদব্বো ভবিস্সাদি ত্তি। (হুং, লঙ্ঘিত এষ ভূয়োঽপি শকুন্তলা-ব্যাধিনা। ন জানে কথং চিকিৎসিতব্যো ভবিষ্যতীতি)।

কঞ্চুকী—(উপসৃত্য) জয়তু জয়তু দেবঃ। দেব, প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদ-বন-ভূময়ঃ। যথাকামমধ্যাস্তাং বিনোদ-স্থানানি দেবঃ।

রাজা—বেত্রবতি, মদ্বচনাৎ অমাত্যমার্যপিশুনং ব্রূহি—চির-প্রবোধাৎ ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্মাসন-মধ্যাসিতুম্। যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌর-কার্যমার্যেণ তৎ পত্র-মারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

প্রতীহারী—জং দেবো আণবেদি (যৎ দেব আজ্ঞাপয়তি)। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—বাতায়ন! ত্বমপি স্বং নিয়োগমশূন্যং কুরু।

কঞ্চুকী—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)।

বিদূষকঃ—কিদং ভবদা ণিম্মচ্ছিঅং। সম্পদং সিসিরাতবচ্ছেঅ-রমণীএ ইমস্সিং পমদ-বণুদ্দেশে অত্তাণং বিণোদেহি।
(কৃতং ভবতা নির্মক্ষিকম্। সাম্প্রতং শিশিরাতপচ্ছেদরমণীয়ে অস্মিন্ প্রমদ-বনোদ্দেশে আত্মানং বিনোদয়)।

রাজা—(নিঃশ্বস্য) বয়স্য! যদুচ্যতে "রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা" ইতি তদব্যভিচারি বচঃ। পশ্য—

মুনি-সুতা-প্রণয়-স্মৃতি-রোধিনা
মম চ মুক্তমিদং তমসা মনঃ॥
মনসিজেন সখে! প্রহরিষ্যতা
ধনুষি চূতশরশ্চ নিবেশিতঃ॥ ৮॥

বিদূষকঃ—ভো বঅস্স! চিট্ঠ দাব জাব ইমিণা দণ্ড-কট্ঠেণ কন্দপ্পবাণং ণাসেমি (ভো বয়স্য! তিষ্ঠ তাবৎ। যাবদনেন দণ্ড-কাষ্ঠেন কন্দর্পবাণং নাশয়ামি)। (ইতি দণ্ড-কাষ্ঠমুদ্যম্য চূতাঙ্কুরং পাতয়িতুমিচ্ছতি)।

রাজা—(সস্মিতম্) ভবতু, দৃষ্টং ব্রহ্মবর্চসম্। সখে, ক্বেদানীমুপবিষ্টঃ প্রিয়ায়াঃ কিঞ্চিদনুকারিণীষু লতাসু দৃষ্টিং বিনোদয়ামি?

বিদূষকঃ—ণং আসন্নপরিআরিআ চদুরিআ ভবদা সন্দিট্ঠা। মাহবীমণ্ডবে ইমং বেলং অদিবাহিস্সং। তহিং মে চিত্তফলঅ-অদং স গহত্থলিহিদং তত্তহোদীএ সউন্দলাএ পড়িকিদিং আণেহি ত্তি (ননু আসন্নপরিচারিকা চতুরিকা ভবতা সংদিষ্টা। মাধবীমণ্ডপে ইমাং বেলাং অতিবাহয়িষ্যে, তত্র মে চিত্রফলকগতাং স্বহস্ত-লিখিতাং তত্রভবত্যাঃ শকুন্তলায়াঃ প্রতিকৃতিম্ আনয় ইতি)।

রাজা—ঈদৃশং হৃদয়বিনোদস্থানম্। তত্তমেব মার্গমাদেশয়।

বিদূষকঃ—ইদো ইদো এদু ভবং (ইত ইত এতু ভবান্।

(উভৌ পরিক্রামতঃ সানুমত্যনুগচ্ছতি)

বিদূষকঃ—এসো মণিসিলাপট্টঅসণাহো মাহবিমণ্ডবো উবআর-রমণিজ্জদাএ ণিস্সংসঅং সাঅদেণ বিঅ ণো পড়িচ্ছদি। তা পবিসিঅ ণিসীদদু ভবং (এষ মণিশিলাপট্ট-সনাথো মাধবীমণ্ডপ উপকাররমণীয়তয়া চ স্বাগতেন ইব নো প্রতীচ্ছতি। তৎ প্রবিশ্য নিষীদতু ভবান্।) (উভৌ প্রবিশ্যোপবিষ্টৌ)।

সানুমতী—লতাসংস্সিদা দেক্খিস্সং দাব পিঅসহীএ পড়িকিদিং। তদো সে ভত্তুণো বহুমুহং অণুরাঅং ণিবেদইস্সং (লতাসংশ্রিতা দ্রক্ষ্যামি তাবৎ প্রিয়সখ্যাঃ প্রতিকৃতিম্। ততস্তস্যৈ ভর্তুর্বহুমুখমনুরাগং নিবেদয়িষ্যামি)

• (তথা কৃত্বা স্থিতা)

রাজা—(নিঃশ্বস্য) সখে, সর্বমিদানীং স্মরামি শকুন্তলায়াঃ প্রথমবৃত্তান্তম্। কথিত-বানস্মি ভবতে চ। সভবান্ প্রত্যাদেশবেলায়াং মৎসমীপগতো নাসীৎ। কিন্তু পূর্বমপি ন ত্বয়া কদাচিৎ সংকীর্তিতং তত্রভবত্যা নাম। কচ্চিদহমিব বিস্মৃত-বানসি ত্বম্?

বিদূষকঃ—ণ বিসুমরামি। কিংদু সব্বং কহিঅ অবসাণে উণ তুএ ভণিদং পরিহাস-বিঅপ্পিও এসো ণ ভুদত্থোত্তি। মএ বি মিপ্পিণ্ডবুদ্ধিণা তহ এব্ব গহিদং। অহদা ভবিদব্বদা কখু এব্ব বলবদী (ন বিস্মরামি। কিন্তু সর্বং কথয়িত্বা

অবসানে পুনস্ময়া ভণিতং পরিহাসবিজল্পিত এষ ন ভূতার্থ ইতি। ময়া অপি মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিনা তথা এব গৃহীতম্। অথবা ভবিতব্যতা খল্বত্র বলবতী)।

সানুমতী—এব্বং ণেদং (এবং নু ইদম্)।

রাজা—(ক্ষণং ধ্যাত্বা) সখে, পরিত্রায়স্ব মাম্।

বিদূষকঃ—ভো, কিং এদং। অনুববন্নং ক্খু ঈদিসং তুই। কদাবি সপ্পুরিসা সোঅবত্তব্বা ণ হোন্তি। ণং পবাদে বি নিক্কম্পা এব্ব গিরীও (ভোঃ, কিমেতৎ। অনুপপন্নং খলু ঈদৃশং ত্বয়ি। কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকবাস্তব্যা ন ভবন্তি। ননু প্রবাতেঽপি নিষ্কম্পা এব গিরয়ঃ)।

রাজা—বয়স্য, নিরাকরণবিক্লবায়াঃ প্রিয়ায়াঃ সমবস্থাম্ অনুস্মৃত্য বলবদশরণোঽস্মি। সা হি—

> ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
> স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
> পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী
> ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥ ৯ ॥

সানুমতী—অম্মহে! ঈদিসী সকজ্জপরদা! ইমস্স সংদাবেণ অহং রমামি। (অম্মহে! ঈদৃশী স্বকার্যপরতা। অস্য সন্তাপেন অহং রমে)।

বিদূষকঃ—ভো, অত্থি মে তক্কো। কেণ তত্তহোদী আআসচারিণা ণীদে ত্তি (ভোঃ, অস্তি মে তর্কঃ। কেনাপি তত্রভবতী আকাশচারিণা নীতেতি)।

রাজা—বয়স্য, কঃ পতিদেবতাং তামন্যঃ পরাম্রষ্টুমুৎসহেত। মেনকা কিল সখ্যাস্তে জন্মপ্রতিষ্ঠা ইতি শ্রুতবানস্মি! তৎসহচারিণীভিঃ তয়া বা হৃতা তে সখীতি মে হৃদয়মাশঙ্কতে।

সানুমতী—সম্মোহো ক্খু বিম্হঅণিজ্জো ণ পড়িবোহো (সম্মোহঃ খলু বিস্ময়নীয়ঃ ন প্রতিবোধঃ)।

বিদূষকঃ—জই এব্বং তা সমস্সদু ভবং। অত্থি ক্খু সমাঅমো কালেন তত্তহোদীএ (যদ্যেবম্ তৎ সমাশ্বসতু ভবান্। অস্তি খলু সমাগমঃ কালেন তত্রভবত্যা)।

রাজা—কথমিব ?

বিদূষকঃ—ণ ক্খু মাদাপিদরা ভত্তুবিওঅদুক্খিঅং দুহিদরং চিরং দেক্খিদুং পারেন্তি। (ন খলু মাতাপিতরৌ ভর্তৃবিয়োগদুঃখিতাং চিরং দ্রষ্টুং পারয়তঃ)।

রাজা—বয়স্য,

> স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
> ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।
> অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
> মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ ১০ ॥

বিদূষকঃ—ভো! মা এব্বং। ণং অংগুলীঅঅং এব্ব এত্থ ণিদংসণং অবস্সম্ভাবী অচিন্তণিজ্জসমাঅমো হোদি ত্তি (মৈবম্। ননু অঙ্গুলীয়কমেবাত্র নিদর্শনম্। অবশ্যম্ভাবী অচিন্তনীয়-সমাগমো ভবতীতি)।

রাজা (অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য)—অয়ে, ইদং তাবদসুলভস্থানভ্রংশি শোচনীয়ম্।

তব সুচরিতমঙ্গুলীয় ! নূনং
প্রতনু মমৈব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণনখমনোরমাসু তস্যা-
শ্চ্যুতমসি লব্ধপদং যদঙ্গুলীষু ॥ ১১ ॥

সানুমতী—জই অণ্ণ-হত্থ-গদং ভবে, সচ্চং এব্ব সোঅণিজ্জং ভবে।
(যদি অন্য-হস্ত-গতং ভবেৎ, সত্যমেব শোচনীয়ং ভবেৎ)।

বিদূষকঃ—ভো ! ইঅং ণাম-মুদ্দা কেণ উদ্দেসেণ ভঅদা তত্তহোদীএ হত্থাব্ভাসং পাবিদা (ভোঃ, ইয়ং নামমুদ্রা কেন উদ্দেশেন ভবতা তত্রভবত্যা হস্তাভ্যাসং প্রাপিতা)।

সানুমতী—মম বি কোদূহলেণ আআরিদো এসো (মমাপি কৌতূহলেন আকারিত এষঃ)।

রাজা—বয়স্য, শ্রূয়তাম্। স্বনগরায় প্রস্থিতং মাং প্রিয়া সবাষ্পমাহ কিয়চ্চিরেণার্যপুত্রঃ প্রতিপত্তিং দাস্যতীতি।

বিদূষকঃ—তদো তদো (ততস্ততঃ) ?

রাজা—অথৈনাং মুদ্রাং তদাঙ্গুল্যাং নিবেশয়তা ময়া প্রত্যভিহিতা—

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে ! মদবরোধ-গৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তব সমীপমুপৈষ্যতীতি ॥ ১২ ॥

তচ্চ দারুণাত্মনা ময়া মোহান্নানুষ্ঠিতম্।

সানুমতী—রমণীও ক্খু অবহী বিহিণা বিসংবাদিদো (রমণীয়ঃ খলু অবধিঃ বিধিনা বিসংবাদিতঃ)।

বিদূষকঃ—কহং ধীবল-কপ্পিঅস্স লোহিঅমচ্ছস্স উদলব্ভন্তলে আসি (কথং ধীবর-কল্পিতস্য রোহিত-মৎস্য উদরাভ্যন্তরে আসীৎ)।

রাজা—শচীতীর্থবন্দমানায়াঃ সখ্যাস্তে হস্তাৎ গঙ্গাস্রোতসি পরিভ্রষ্টম্।

বিদূষকঃ—জুজ্জই (যুজ্যতে)।

সানুমতী—অদো ক্খু তবস্সিনীয়ে সউন্দলাএ অধম্ম-ভীরুণা ইমস্স-রাএসিণো পরিণএ সংদেহো আসি। অহবা ঈদিসো অণুরাও অহিণ্ণাণং অবেক্খদি। কহং বিঅ এদং (অতএব তপস্বিন্যাঃ শকুন্তলায়া অধর্মভীরোরস্য রাজর্ষেঃ পরিণয়ে সন্দেহ আসীৎ। অথবা ঈদৃশঃ অনুরাগঃ অভিজ্ঞানম্ অপেক্ষতে। কথমিবৈতত্)।

রাজা—উপালপ্স্যে তাবদিদমঙ্গুলীয়কম্।

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্)—গহীদো ণেণ পন্থা উম্মত্তআণং। (গৃহীতোঽনেন পন্থা উন্মত্তানাম্)।

রাজা— কথং নু বন্ধুর-কোমলাঙ্গুলিং
করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অথবা
অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়ে-
ন্ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া ॥১৩॥

বিদূষকঃ (আত্মগতম্)—কহং বুভুক্খাএ খাদিদব্বোম্হি (কথং বুভুক্ষয়া খাদিতব্যোঽস্মি।)

রাজা—অকারণপরিত্যক্তে! অনুশয়তপ্তহৃদয়স্তাবৎ অনুকম্প্যতাম্ অয়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন। (প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)

চতুরিকা—ভট্টা! ইঅং চিত্তগদা ভট্টিণী (ভর্তঃ! ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী) (ইতি চিত্র-ফলকং দর্শয়তি)।

বিদূষকঃ (বিলোক্য) সাহু বঅস্স! মহুরাবত্থাণ-দংসণিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো। খলদি বিঅ মে দিট্ঠী ণিন্নুণ্ণঅ-প্পদেসেসু। কিং বহুণা, সত্তা ণুপ্পবেসসংকাএ আলবণ-কোদূহলং মে জণঅদি (সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থান-দর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলিত ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু, কিং বহুনা, সত্ত্বানুপ্রবেশ-শঙ্কয়া আলপন-কৌতূহলং মে জনয়তি)।

সানুমতী—অম্মো, এসা বাএসিণো ণিউণদা। জাণে পিঅ-সহী অগ্গদো মে বট্টদি ত্তি অম্মো, এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা। জানে প্রিয়সখী অগ্রতো মে বর্ততে ইতি)।

রাজা - যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্ ॥১৪॥

সানুমতী—সরিসং এদং পচ্ছাদাবগরুণো সিণেহস্স অণবলেবস্স অ (সদৃশমেতৎ পশ্চাত্তাপগুরোঃ স্নেহস্য অনবলেপস্য চ)।

বিদূষকঃ—ভো, দাণিং তিণ্ণি তত্তহোদীও দীসন্তি। সব্বাও অ দংসণীআও। তা কদমা এত্থ তত্তহোদী সউন্দলা (ভোঃ, ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যো দৃশ্যন্তে। সর্বাশ্চ দর্শনীয়াঃ। তৎ কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা)।

সানুমতী—অণভিণ্ণো ক্খু ঈদিসস্স রূবস্স মোহদিট্ঠী অঅং জণো (অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোঘদৃষ্টিরয়ং জনঃ।

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি ?

বিদূষকঃ—(নির্বর্ণ্য) তক্কেমি জা এসা সিঢিলবন্ধণুব্বন্ত-কুসুমেণ কেসহত্থেণ উব্ভিণ্ণস্সেঅবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ওসরিআহিং বাহাহিং, অবসেঅ-সিণিদ্ধতরুণপল্লবস্স চূঅপাঅবস্স পাসে ঈসি পরিস্সন্তা বিঅ আলিহিদা সা তত্তহোদী সউন্দলা, ইদরাও সহীওত্তি (তর্কয়ামি যা এষা শিথিলবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশহস্তেন উদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন, বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্ অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা সা তত্রভবতী শকুন্তলা, ইতরে সখ্যৌ ইতি)।

রাজা—নিপুণো ভবান্। অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্নম্।
স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।
অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ ॥১৫॥

(চেটীং প্রতি) চতুরিকে, অর্ধলিখিতমেতদ্বিনোদস্থানম্। তদ্গচ্ছ। বর্তিকাস্তাবদানয়।

চতুরিকা—অজ্জ মাহব্ব, অবলম্ব চিত্তফলঅং জাব আঅচ্ছামি (আর্য মাধব্য, অবলম্বস্ব চিত্রফলকং যাবদাগচ্ছামি)।

রাজা —অহমেবৈতদবলম্বে। (যথোক্তং করোতি। নিষ্ক্রান্তা চেটী)।

(নিঃশ্বস্য)—

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।

স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য জাতঃ সখে! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ১৬॥

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) এসো অত্তভবং ণদিং অদিক্কমিঅ মিঅতিণ্হিআএ সংকন্তো (এষঃ অত্রভবান্ নদীমতিক্রম্য মৃগতৃষ্ণিকয়া সংক্রান্তঃ)। (প্রকাশম্) ভোঃ, অবরং কিমত্থ লিহিদব্বং (ভোঃ, অপরং কিমত্র লেখিতব্যম্)?

সানুমতী—জো জো পদেসো পিঅসহীএ মে অভিরূবো তং তং আলিহিদুকামো ভবে (যো যঃ প্রদেশঃ প্রিয়সখ্যা মে অভিরূপস্তং তমালেখিতুকামো ভবেৎ)।

রাজ—সখে! শ্রূয়তাম্—

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী

পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।

শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ

শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নে কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥ ১৭ ॥

বিদূষকঃ—(আত্মগতম্) জহ অহং দেক্খামি, পূরিদব্বং ণেণ চিত্তফলঅং লম্বকুচ্চাণং তাবসাণং কদম্বেহিং (যথা অহং পশ্যামি পূরয়িতব্যমনেন চিত্রফলকং লম্বকূর্চানাং তাপসানাং কদম্বৈঃ)।

রাজা—বয়স্য, অন্যচ্চ শকুন্তলায়াঃ প্রসাধনমভিপ্রেতমত্র বিস্মৃতমস্মাভিঃ।

বিদূষকঃ—কিং বিঅ (কিমিব)।

সানুমতী—বণবাসস্স সোউমারস্স অ জং সরিসং ভবিস্সি (বনবাসস্য সৌকুমারস্য চ যৎ সদৃশং ভবিষ্যতি।

রাজা— কৃতং ন কর্ণার্পিত-বন্ধনং সখে, শিরীষমাগণ্ড-বিলম্বি-কেশরম্।

ন বা শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং মৃণাল-সূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥ ১৮ ॥

বিদূষকঃ—ভো, কিন্নু তত্তহোদী রত্ত-পল্লব-সোহিণা অগ্গ-হত্থেন মুহং আবারিঅ চইদ-চইদা বিঅ ঠিআ (ভোঃ, কিং নু তত্রভবতী রক্তপল্লব-শোভিনা অগ্রহস্তেন মুখমাবার্য চকিত-চকিতা ইব স্থিতা)। (সাবধানং নিরূপ্য) আ, এসো দাসীয়ে-পুত্তো কুসুম-রস-পাড়চ্চরো তত্তহোদীএ বঅণ-কমলং অভিলঙ্ঘদি মহুঅরো (আঃ এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুম-রস পটচ্চরস্তত্রভবত্যা বদনকমলম্ অভিলঙ্ঘতি মধুকরঃ)।

রাজা—ননু বার্যতামেষ ধৃষ্টঃ।

বিদূষকঃ—ভবং এব্ব অবিণীদানং সাসিদা ইমস্স বারণে পহবিস্সদি (ভবানেব অবিনীতানাং শাসিতা অস্য বারণে প্রভবিষ্যতি)।

রাজা—যুজ্যতে। অপি ভোঃ! কুসুম-লতা-প্রিয়াতিথে! কিমত্র পরিপতনখেদ-মনুভবসি?

এষা কুসুম-নিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।

প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু বিনা ত্বয়া পিবতি ॥ ১৯ ॥

সানুমতী—অজ্জ, অভিজাদং ক্খু এসো বারিদো (অদ্য অভিজাতং খল্বেষ বারিতঃ)।

বিদূষকঃ—পাড়িসিদ্ধাবি বামা এসা জাদী (প্রতি-সিদ্ধাপি বামা এষা জাতিঃ)।

রাজা—এবং ভোঃ, ন মে শাসনে তিষ্ঠসি। শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি—

অক্লিষ্ট-বাল-তরু-পল্লব-লোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর ! প্রিয়ায়া-
স্ত্বাং কারয়ামি কমলোদর-বন্ধনস্থম্ ॥ ২০ ॥

বিদূষকঃ—এব্বং তিণ্হ-দণ্ডস্স কিং ন ভাইস্সদি (এবং তীক্ষ্ণদণ্ডস্য কিং ন ভেষ্যতি। (প্রহস্য—আত্মগতম্) এসো দাব উম্মত্তো। অহং বি এদস্স সঙ্গেণ ইদিস বণ্ণো বিঅ সংবুত্তো (এষ তাবৎ উন্মত্তঃ। অহমপি এতস্য সঙ্গেন ঈদৃশ-বর্ণ ইব সংবৃত্তঃ।) (প্রকাশম্) ভো, চিত্তং ক্খু এদং (ভোঃ চিত্রং খল্বেতৎ)।

রাজা—কথং চিত্রম্।

সানুমতী—অহং বি দাণিং অবগদত্থা, কিং উণ জহা লিহিদাণুভাবী এসো (অহমপি ইদানীম্ অবগতার্থা, কিং পুনর্যথালিখিতানুভাবী এষঃ)।

রাজা—বয়স্য, কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্।

দর্শন-সুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতি-কারণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥ ২১ ॥

সানুমতী—পুব্বা-বর-বিরোহী অপুব্ব এসো বিরহ-মগ্গো (পূর্বা-পর-বিরোধী অপূর্ব এষ বিরহ-মার্গঃ)।

রাজা—বয়স্য, কথমেবমবিশ্রান্তং দুঃখমনুভবামি—

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥ ২২ ॥

সানুমতী—সব্বহা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেসদুক্খং সউন্দলাএ (সর্বথা প্রমার্জিতং ত্বয়া প্রত্যাদেশদুঃখং শকুন্তলায়ঃ)।

চতুরিকা—(প্রবিশ্য) জেদু জেদু ভট্টা ! বট্টিআ-করণ্ডঅং গেহ্নিঅ ইদোমুহং পত্থিদম্হি (জয়তু জয়তু ভর্তা। বর্তিকা-করণ্ডকং গৃহীত্বা ইতোমুখং প্রস্থিতাস্মি)।

রাজা—কিং চ।

চতুরিকা—সো মে হত্থাদো অন্তরা তরলিআ-দুদীআএ দেবীএ বসুমদীএ অহং এব্ব অজ্জউত্তস্স উবণইস্সং ত্তি সবলক্কারং গহীদং (স মে হস্তাদন্তরা তরলিকা-দ্বিতীয়া দেব্যা বসুমত্যা অহমেব আর্যপুত্রস্যোপনেষ্যামি ইতি সবলাৎকারং গৃহীতঃ)।

বিদূষকঃ—দিট্ঠিআ তুমং মুক্কা (দিষ্ট্যা ত্বং মুক্তা)।

চতুরিকা—জাব দেবীএ বিড়প-লগ্গং উত্তরীঅং তরলিআ, মোচেদি তাব মএ ণিব্বাহিদো অপ্পা (যাবৎ দেব্যা বিটপ-লগ্নম্ উত্তরীয়ং তরলিকা মোচয়তি তাবৎ ময়া নির্বাহিত আত্মা)।

রাজা—বয়স্য ! উপস্থিতা দেবী বহু-মান-গর্বিতা চ। তৎ ভবানিমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু।

বিদূষকঃ—অত্তাণং ত্তি ভণাহি (আত্মানমিতি ভণ)। (চিত্রফলকমাদায়োত্থায় চ) জই ভবং অন্তেউর-কুড়-বাগুরাদো মুঞ্চীস্সদি তদো মং মেহপ্পড়িচ্ছন্দে পাসাদে সদ্দাবেহি। এদং তহিং গোবাএমি, জহিং পারাবদং উজ্‌ঝিঅ অণ্ণো কোবি ণ

পেক্খিস্সদি (যদি ভবান্ অন্তঃপুর-কূট-বাগুরাতো মোক্ষ্যতে, তদা মাং মেঘ-প্রতিচ্ছন্দে প্রাসাদে শব্দায়য়তু। ইদঞ্চ, তত্র গোপায়ামি, যত্র পারাবতমুজ্ঝিত্বা অন্যঃ কোঽপি ন প্রেক্ষিষ্যতে)। (ইতি দ্রুতপদং নিষ্ক্রান্তঃ)।

সানুমতী—অম্মো, অন্ন-সংকন্ত-হিঅওবি পঢ়ম-সংভাবণং অবেক্খদি সিঢ়িল-সোহদো দাণিং এসো (অম্মো ! অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়োঽপি প্রথম-সম্ভাবনামপেক্ষতে শিথিল-সৌহৃদ ইদানীমেষঃ)।

প্রতীহারী—(প্রবিশ্য পত্র-হস্তা) জেদু জেদু দেবো (জয়তু জয়তু দেবঃ)।

রাজা—বেত্রবতি ! ন খল্বন্তরা দৃষ্টা ত্বয়া দেবী।

প্রতীহারী—অহইং। পত্ত-হত্থং মং পেক্খিঅ পড়িণিউত্তা (অথকিম্। পত্রহস্তাং মাং দৃষ্টবা প্রতিনিবৃত্তা)।

রাজা—কার্যজ্ঞা কার্যোপরোধং মে পরিহরতি।

প্রতীহারী—দেব অমচ্চো বিণ্ণবেদি অজ্জ অত্থ জাদস্স গণণা-বহুলদাএ এক্কং এব্ব মএ-কজ্জং পচ্চবেক্খিদং। তং দেবো পত্তারূঢ়ম্ পচ্চক্খীকরেদু ত্তি (দেব, অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অদ্য অর্থ-জাতস্য গণনা-বহুলতয়া একমেব ময়া পৌরকার্যং প্রত্যবেক্ষিতম্। তদ্দেবঃ পত্রারূঢ়ম্ প্রত্যক্ষীকরোতু ইতি)।

রাজা—ইতঃ পত্রং দর্শয়। (প্রতীহারী উপনয়তি)।

রাজা (অনুবাচ্য)—কথম্ ! সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্র নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয়ঃ ইত্যেতদমাত্যেন লিখিতম্। (সবিষাদম্) কষ্টং খল্বনপত্যতা। বেত্রবতি। বহুধনত্বাদ্ বহুপত্নীকেন তত্র-ভবতা ভবিতব্যম্। বিচার্যতাং যদি কাচিদাপন্নসত্ত্বা তস্য ভার্যাসু স্যাৎ।

প্রতীহারী—দেব, দাণিং এব্ব সাকেদঅস্স সেট্ঠিণো দুহিদা ণিব্বুত্তপুংসবণা জাআ সে সুণীঅদি (দেব, ইদানীমেব সাকেতকস্য শ্রেষ্ঠিনো দুহিতা নির্বৃত্তপুংসবনা জায়া অস্য শ্রূয়তে)।

রাজা—স খলু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি। গচ্ছ। এবমমাত্যং ব্রূহি।

প্রতীহারী—জং দেবো আণবেদি (যদ্দেব আজ্ঞাপয়তি)। (প্রস্থানোদ্যতা)

রাজা—এহি তাবৎ।

প্রতীহারী—(প্রতিনিবৃত্য) ইঅম্হি (ইয়মস্মি)।

রাজা—কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।

> যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
> স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্যন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারী—এব্বং ণাম ঘোসইদব্বং (এবং নাম ঘোষয়িতব্যম্)। (নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য) দেব ! কালে পবুট্ঠং বিঅ অহিণন্দিদং দেবস্স সাসণম্ (কালে প্রবৃষ্টমিব অভিনন্দিতং দেবস্য শাসনম্)।

রাজা—(দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য) এবং ভোঃ সন্ততিবিচ্ছেদনিরবলম্বনা মূলপুরুষাবসানে সম্পদঃ পরমুপতিষ্ঠন্তে। মমাপ্যন্তে পুরুবংশশ্রিয় এষ বৃত্তান্তঃ।

প্রতীহারী—পড়িহদং অমঙ্গলং (প্রতিহতমমঙ্গলম্)।

রাজা—ধিঙ্ মামুপনতশ্রেয়োঽবমানিনম্।

সানুমতী—অসংসঅং পিঅসহিং এব্ব হিঅএ করিঅ ণিন্দিদো ণেণ অপ্পা (অসংশয়ং

প্রিয়সখীমেব হৃদয়ে কৃত্বা নিন্দিতঃ অনেন আত্মা)।

রাজা— সংরোপিতেঽপ্যাত্মনি ধর্মপত্নী ত্যক্তা ময়া নাম কুলপ্রতিষ্ঠা।
কল্পিষ্যমাণা মহতে ফলায় বসুন্ধরা কাল ইবোপ্তবীজা ॥ ২৪ ॥

সানুমতী—অপরিচ্চত্তা দাণিং দে ভবিস্সদি (অপরিত্যক্তা ইদানীং তে ভবিষ্যতি)।

চতুরিকা—(জনান্তিকম্) অব্র, ইমিণা সত্থবাহবুত্তন্তেণ বিউণুব্বেঅো ভট্টা। ণং অস্সাসিদুং মেহপ্পড়িচ্ছন্দাদো অজ্জং মাহব্বং গেণ্হিঅ আঅচ্ছেহি (অয়ে, অনেন স্বার্থবাহবৃত্তান্তেন দ্বিগুণোদ্বেগো ভর্তা। এনমাশ্বাসয়িতুং মেঘপ্রতিচ্ছন্দাৎ আর্যং মাধব্যং গৃহীত্বা আগচ্ছ)।

প্রতীহারী—সুট্ঠু ভণাসি। (সুষ্ঠু ভণসি)। (নিষ্ক্রান্তা)

রাজা—অহো! দুষ্যন্তস্য সংশয়মারূঢ়াঃ পিণ্ডভাজ। কুতঃ—
অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সম্ভৃতানি
কো নঃ কুলে নিবপনানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি ॥ ২৫ ॥
(মোহমুপগতঃ)

চতুরিকা—(সসম্ভ্রমমবলম্ব্য) সমস্সসদু, সমস্সসদু ভট্টা। (সমাশ্বসিতু সমাশ্বসিতু ভর্তা)

সানুমতী—হন্ধী! হন্ধী! সদি ক্খু দীবে ববধাণ-দোষেণ এসো অন্ধআরদোসং-অণুহোদি। অহং দাণিং এব্ব ণিব্বুদং করেমি। অহবা সুদং মএ সউন্দলং সমসসাসঅন্তীএ মহেন্দ-জণণীএ মুহাস্সদো জন্ন-ভাঅ-সমুস্সুআ দেবা এব্ব তহ অণুচিট্টিস্সন্তি জহ অইবেণ ধম্ম-পদিণিং ভট্টা অহিণন্দিস্সদি ত্তি। তা জুত্তং এদং কালং পড়িপালিদুং। জাব ইমিণা বুত্তন্তেণ পিঅসহিং সমস্সাসেমি (হা ধিক্! হা ধিক্! সতি খলু দীপে ব্যবধানদোষেণ এষঃ অন্ধকার-দোষম্ অনুভবতি। অহমিদানীমেব নিবৃত্তং করোমি। অথবা শ্রুতং ময়া শকুন্তলাং সমাশ্বাসয়ন্ত্যা মহেন্দ্র-জনন্যা মুখাৎ যজ্ঞ-ভাগসমুৎসুকা দেবা এব তথা অনুষ্ঠাস্যন্তি যথা অচিরেণ ধর্মপত্নীং ভর্তা অভিনন্দিষ্যতি ইতি। তৎযুক্তম্ এতং কালং প্রতিপালয়িতুম্। যাবদনেন বৃত্তান্তেন প্রিয়সখীং সমাশ্বাসয়ামি)।
(ইতি উদ্ভ্রান্তকেন নিষ্ক্রান্তা)

(নেপথ্যে)—অব্বম্হণং, অব্বম্হণং (অব্রহ্মণ্যম্, অব্রহ্মণ্যম্)।

রাজা—(প্রত্যাগত-চেতনঃ। কর্ণং দত্ত্বা) —অয়ে! মাধব্যস্যেব আর্তস্বরঃ। কঃ কোঽত্র ভোঃ?

(প্রবিশ্য) প্রতীহারী—(সসংভ্রমম্) পরিত্তাঅদু দেবো সংসঅ গদং বঅস্সং (পরিত্রায়তাং দেবঃ সংশয়গতং বয়স্যম্)।

রাজা—কেনাঽত্তগন্ধো মাণবকঃ।

প্রতীহারী—অদিট্ট-রূপেণ কেণাবি সত্তেণ অদিক্কমিঅ মেহপ্পড়িচ্ছন্দস্স পাসাদস্ অগ্গ-ভূমিং আরোবিদো (অদৃষ্ট-রূপেণ কেনাপি সত্ত্বেনাতিক্রম্য মেঘপ্রতিচ্ছন্দস্য প্রাসাদস্যাগ্রভূমিমারোপিতঃ)।

রাজা—(সহসোত্থায়) মা তাবৎ। মমাপি নাম সত্ত্বৈ রভিভূয়ন্তে গৃহাঃ। অথবা—

অহন্যহন্যাত্মন এব তাবদ জ্ঞাতুং প্রমাদ-স্খলিতং ন শক্যম্‌।
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতীত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

(নেপথ্যে)—ভো বঅস্স, অবিহা, অবিহা। (ভো বয়স্য, অবিহা, অবিহা)।

রাজা—(আকর্ণ্য, গতিভেদং রূপয়ন্‌) সখে! ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম্‌।

(নেপথ্যে। পুনস্তদেব পঠিত্বা)—ভো কহং ণ ভাইস্সং। এস মং কোবি পচ্ছাবণদ-সিরোহরং উচ্ছুং বিঅ তিণভঙ্গং করেদি।

(কথং ন ভেষ্যামি। এষ মাং কোঽপি পশ্চাদবনত-শিরোধরমিক্ষুমিব ত্রিভঙ্গং করোতি)।

রাজা—(সদৃষ্টিক্ষেপম্‌) ধনুর্ধনুঃ।

(প্রবিশ্য শার্ঙ্গহস্তা) যবনী—জঅদু জঅদু ভট্টা। এদং সসরং সরাসণং হত্থাবরও অ (জয়তু জয়তু ভর্তা। এতৎ সশরং শরাসনম্‌ হস্তাবারকশ্চ)।

(রাজা সশরং ধনুরাদত্তে)।

এষ ত্বামভিনব-কণ্ঠ-শোণিতার্থী শার্দূলঃ পশুমিব হন্মি চেষ্টমানম্‌।
আর্তানাং ভয়মপনেতুমাত্তধন্বা দুষ্যন্তস্তব শরণং ভবত্বিদানীম্‌ ॥ ২৭ ॥

রাজা—(সরোষম্‌) কথং মামেবোদ্দিশতি! আঃ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, কৌণপাপসদ! ত্বমিদানীং ভবিষ্যসি।

(শার্ঙ্গমারোপ্য) বেত্রবতি! সোপানমার্গমাদেশয়।

প্রতীহারী—ইদো ইদো দেবো (ইত ইতো দেবঃ। সর্বে সত্বরমুপসর্পন্তি)।

রাজা—(সমন্তাদবলোক্য) অয়ে! শূন্যম্‌ খল্বিদম্‌!

(নেপথ্যে)—অবিহা, অবিহা। অহং তুমং পেক্‌খামি, তুমং মং ণ পেক্‌খসি। বিড়াল-গ্গহীদো মূসও বিঅ ণিরাসোম্হি জীবিদে সংবুত্তো। (অবিহা, অবিহা। অহং ত্বাং পশ্যামি, ত্বং মাং ন পশ্যসি। বিড়াল-গৃহীতো মূষক ইব নিরাশোঽস্মি জীবিতে সংবৃত্তঃ।)

রাজা—ভোস্তিরস্করিণী-গর্বিত! মদীয়মস্ত্রং ত্বাং দ্রক্ষ্যতি। এষ তমিষুং সন্দধে—

যো হনিষ্যতি বধ্যং ত্বাং রক্ষ্যং রক্ষিষ্যতি দ্বিজম্‌।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জয়ত্যপঃ ॥ ২৮ ॥

(অস্ত্রং সংধত্তে)

(ততঃ প্রবিশতি মাতলির্বিদূষকশ্চ)

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্‌!

কৃতাঃ শরব্যা হরিণা তবাসুরাঃ শরাসনং তেষু বিকৃষ্যতামিদম্‌।
প্রসাদ-সৌম্যানি সতাং সুহৃজ্জনে পতন্তি চক্ষূংষি ন দারুণাঃ শরাঃ ॥ ২৯ ॥

রাজা—(সসংভ্রমমস্ত্রমুপসংহরন্‌) অয়ে, মাতলিঃ! স্বাগতং মহেন্দ্রসারথেঃ।

বিদূষকঃ—অহং জেণ ইট্টি-পসুমারং মারিদো সো ইমিণা সাঅদেণ অভিণন্দীঅদি (অহং যেন ইষ্টি-পশুমারং মারিতঃ, সোঽনেন স্বাগতেনাভিনন্দ্যতে)।

মাতলিঃ—(সস্মিতম্‌) আয়ুষ্মন্‌! শ্রূয়তাং যদর্থমস্মি হরিণা ভবৎসকাশং প্রেষিতঃ।

রাজা—অবহিতোঽস্মি।

মাতলিঃ—অস্তি কালনেমি-প্রসূতিঃ দুর্জয়ো নাম দানবগণঃ।

রাজা—অস্তি। শ্রুতপূর্বং ময়া নারদাৎ।

মাতলিঃ—সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরজয্যস্তস্য ত্বং রণ-শিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তিস্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ ॥ ৩০ ॥
স ভবানাত্ত-শস্ত্র এব ইদানীং তমৈন্দ্ররথমারুহ্য বিজয়ায় প্রতিষ্ঠতাম্।

রাজা—অনুগৃহীতোঽস্মি অনয়া মঘবতঃ সম্ভাবনয়া। অথ মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) তদপি কথ্যতে। কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ। পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি। কুতঃ—
জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নি র্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
প্রায়ঃ স্বং মহিমানং কোপাৎ প্রতিপদ্যতে হি জন্তুঃ ॥৩১॥

রাজা—(বিদূষকং প্রতি) বয়স্য! অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা। তদ্গচ্ছ পরিগতার্থং কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি—
ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ পরিপালয়তু প্রজাঃ।
অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

বিদূষকঃ—জং ভবং আণবেদি (যদ্ভবান্ আজ্ঞাপয়তি)।
(নিষ্ক্রান্তঃ)

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্ ! রথমারোহতু।
(রাজা রথারোহণং নাটয়তি)
(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

× × × × × × × × × × × × × × সপ্তমোঽঙ্কঃ × × × × × × × × × × × ×

(ততঃ প্রবিশত্যাকাশযানেন রথারূঢ়ো রাজা মাতলিশ্চ)

রাজা—মাতলে! অনুষ্ঠিত-নিদেশোঽপি মঘবতঃ সৎক্রিয়া-বিশেষাদনুপযুক্তমিব আত্মানং সমর্থয়ে।

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) আয়ুষ্মন্! উভয়ত্রাপ্যসন্তোষম্ অবগচ্ছ। কুতঃ—
প্রথমোপকৃতং মরুত্বতঃ প্রতিপত্ত্যা লঘু মন্যতে ভবান্।
গণয়ত্যবদান-বিস্মিতো ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়ামিমাম্ ॥ ১ ॥

রাজা—মাতলে। মা মৈবম্। স খলু মনোরথানামপ্যভূমিঃ বিসর্জনাবসব-সৎকারঃ। মম হি দিবৌকসাং সমক্ষমর্ধাসনোপবেশিতস্য—
অন্তর্গত-প্রার্থনমন্তিকস্থং
জয়ন্তমুদ্বীক্ষ্য কৃত-স্মিতেন।
আমৃষ্ট-বক্ষো হরিচন্দনাঙ্কা
মন্দার-মালা হরিণা পিনদ্ধা ॥ ২ ॥

মাতলিঃ—কিমপি নামায়ুষ্মানমরেশ্বরান্নার্হতি। পশ্য—
সুখপরস্য হরেরুভয়ৈঃ কৃতং
ত্রিদিবমুদ্ধৃত-দানব-কণ্টকম্।
তব শরৈরধুনা-নত-পর্বভিঃ
পুরুষ-কেসরিণশ্চ পুরা নখৈঃ ॥ ৩ ॥

রাজা—অত্র খলু শতক্রতোরেব মহিমা স্তুত্যঃ।

সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
সম্ভাবনা-গুণমবেহি তমীশ্বরাণাম্।
কিং বাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
তং চেৎ সহস্রকিরণো ধুরি নাকরিষ্যৎ ॥ ৪ ॥

মাতলিঃ—সদৃশং তবৈতৎ। (স্তোকমন্তরমতীত্য) আয়ুষ্মন্! ইতঃ পশ্য নাকপৃষ্ঠ-প্রতিষ্ঠিতস্য সৌভাগ্যমাত্ম-যশসঃ।

বিচ্ছিত্তি শেষৈঃ সুর-সুন্দরীণাং
বর্ণৈরমী কল্প-লতাংশুকেষু।
সংচিন্ত্য গীতি-ক্ষমমর্থ-বন্ধং
দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥ ৫ ॥

রাজা—মাতলে! অসুর-সংপ্রহারোৎসুকেন পূর্ব্বেদ্যুর্দিবমধিরোহতা ন লক্ষিতোঽয়ং প্রদেশো ময়া, তৎ কতমস্মিন্ মরুতাং পথি বর্তামহে?

মাতলিঃ—

ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্ত্তয়তি চ প্রবিভক্ত-রশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেত-রজসঃ প্রবহস্য বায়োঃ
মার্গো দ্বিতীয়-হরি-বিক্রম-পূত এষঃ ॥ ৬ ॥

রাজা—মাতলে! অতঃ খলু স-বাহ্যান্তঃকরণো মমান্তরাত্মা প্রসীদতি। (রথাঙ্গমবলোক্য) শঙ্কে মেঘপদবীমবতীর্ণৌ স্বঃ।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্! কথমবগম্যতে।

রাজা—

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারি গর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ন নেমিঃ ॥ ৭ ॥

মাতলিঃ—অথ কিম্। ক্ষণাচ্চায়ুষ্মান্ স্বাধিকার-ভূমৌ বর্ত্তিষ্যতে।

রাজা—(অধোঽবলোক্য) তথাহি—

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণা-ভ্যন্তর-লীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানাত্তনু-ভাব-নষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥ ৮ ॥

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্! সাধু দৃষ্টম্ (সবহুমানমালোক্য) অহো, উদার-রমণীয়া পৃথিবী।

রাজা—মাতলে! কতমোঽয়ং পূর্ব্বা-পর-সমুদ্রাবগাঢ়ঃ কনক-রস-নিস্যন্দী সান্ধ্য ইব মেঘপরিধিঃ সানুমানলোক্যতে।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্! এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্বতঃ পরং তপস্বিনাং ক্ষেত্রম্। পশ্য—

স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুর-গুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি ॥ ৯ ॥

রাজা—(সাদরম্) তেন হি অনতিক্রমণীয়ানি শ্রেয়াংসি। প্রদক্ষিণীকৃত্য ভগবন্তং গন্তুমিচ্ছামি।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্! প্রথমঃ কল্পঃ। (নাট্যেনাবতীর্ণৌ)

রাজা—(সবিস্ময়ম্) মাতলে!

উপোঢ়-শব্দা ন রথাঙ্গ-নেময়ঃ প্রবর্তমানং ন চ দৃশ্যতে রজঃ ?

অভূতল-স্পর্শতয়া নিরুদ্ধতি স্তবাবতীর্ণোঽপি রথো ন লক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

মাতলিঃ—এতাবানেব শতক্রতো রায়ুষ্মতশ্চ বিশেষঃ।

রাজা—মাতলে! কতমস্মিন্ প্রদেশে মারীচাশ্রমঃ।

মাতলিঃ—(হস্তেন দর্শয়ন্) পশ্য—

বাল্মীকার্ধ-নিমগ্ন-মূর্তিরুরসা সন্দষ্ট-সর্প-ত্বচা

কণ্ঠে জীর্ণ-লতা-প্রতান-বলয়েনাত্যর্থ সংপীড়িতঃ।

অংস-ব্যাপি শকুন্ত-নীড়-নিচিতং বিভ্রজ্জটা-মণ্ডলং

যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্ক-বিম্বং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥

রাজা—(বিলোক্য) নমোঽস্মৈ কষ্টতপসে!

মাতলিঃ—(সংযতপ্রগ্রহং রথং কৃত্বা) এতাবদিতি-পরিবর্ধিত-মন্দার-বৃক্ষং প্রজাপতেরাশ্রমং প্রবিষ্টৌ স্বঃ।

রাজা—অহো! স্বর্গাদিদমধিকতরং নির্বৃতি-স্থানম্। অমৃত হ্রদমিবাবগাঢ়োঽস্মি।

মাতলিঃ—(রথং স্থাপয়িত্বা) অবতরত্বায়ুষ্মান্।

রাজা—(অবতীর্য) মাতলে! ভবান্ কথমিদানীম্।

মাতলিঃ—সময়-যন্ত্রিত এবায়মাস্তে রথঃ। তদ্বয়মপ্যবতরামঃ। (তথা কৃত্বা) ইত ইত আয়ুষ্মন্। (পরিক্রম্য দৃশ্যন্তামত্রভবতামৃষীণাং তপোবন-ভূময়ঃ)

রাজা—ননু বিস্ময়াদবলোকয়ামি।

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে

তোয়ে কাঞ্চন পদ্ম-রেণু-কপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।

ধ্যানং রত্ন-শিলা-গৃহেষু বিবুধ-স্ত্রী-সন্নিধৌ সংযমো

যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্য-মুনয় স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥ ১২ ॥

মাতলিঃ—উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা। (পরিক্রম্য আকাশে) অয়ে বৃদ্ধশাকল্য! কিং-ব্যাপারঃ সম্প্রতি ভগবান্ মারীচঃ ? (আকর্ণ্য) কিং ব্রবীষি, দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতা-ধর্মমধিকৃত্য পৃষ্টস্তদস্যৈ মহর্ষি-পত্নী-গণ-সহিতায়ৈ কথয়তীতি ?

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা) অয়ে, প্রতিপাল্যাবসরঃ খলু প্রস্তাবঃ।

মাতলিঃ—(রাজানমবলোক্য) অস্মিন্নশোক-বৃক্ষমূলে তাবদাস্তামায়ুষ্মান্ যাবত্ত্বামিন্দ্র-গুরবে নিবেদয়িতুমন্তরান্বেষী ভবামি।

রাজা—যথা ভবান্ মন্যতে (ইতি স্থিতঃ। মাতলি নিষ্ক্রান্তঃ)।

(নিমিত্তং সূচয়িত্বা)

মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো! স্পন্দসে মুধা।

পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

(নেপথ্যে)—মা কৃখু মা কৃখু চাবলং করেহি। কহং গদো এব্ব অত্তণো পকিদিং (মা খলু, মা খলু, চাপলং কুরু। কথং গত এব আত্মনঃ প্রকৃতিম্);

রাজা—(কর্ণং দত্ত্বা)—অভূমিরিয়মবিনয়স্য, তৎ কো নু খল্বেবং নিষিধ্যতে (শব্দানুসারেণাবলোক্য। সবিস্ময়ম্) অয়ে, কো নু খল্বয়ম্ অনুরুধ্যমান স্তাপসীভ্যাম্ অবালসত্ত্বো বালঃ।

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।
প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলাৎকারেণ কর্ষতি ॥ ১৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টকর্মা তাপসীভ্যাং সহ বালঃ)। বালঃ—জিম্ভ, লে সিংঘসাবঅ! জিম্ভ। দন্তাইং দে গণইস্সং (জৃম্ভস্ব, রে সিংহশাবক, জৃম্ভস্ব। দন্তান্ তে গণয়িষ্যামি)।

প্রথমা—অবিণীদ! কিং ণো অপচ্চণিব্বিসেসাইং সত্তাইং বিপ্পঅরেসি। হন্ত, বড্‌ঢই দে সংরম্ভো। ঠাণে ক্খু ইসিজণেণ সব্বদমণো ত্তি কিদণামহেওসি। (অবিনীত! কি নঃ অপত্য-নির্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত, বর্ধতে তে সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়োঽসি)।

রাজা—কিং নু খলু বালেঽস্মিন্ ঔরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। (বিচিন্ত্য) নূনমনপত্যতা মাং বৎসলয়তি।

দ্বিতীয়া—এসা ক্খু কেসরিণী তুমং লংঘইস্সদি জই সে পুত্তঅং ণ মুঞ্চিস্সদি (এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি যদ্যস্যাঃ পুত্রকং ন মোক্ষ্যসি)।

বালঃ—(সস্মিতম্) অম্হহে। বলিঅং ক্খু ভীদো ম্হি (অম্মহে, বলীয়ঃ খলু ভীতোঽস্মি। (ইত্যধরং দর্শয়তি)

রাজা—(সবিস্ময়ম্)

মহতস্তেজসো বীজং বালোঽয়ং প্রতিভাতি মে।
স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধোপেক্ষ ইব স্থিতঃ ॥ ১৫।

প্রথমা—বচ্ছ, এদং মুঞ্চ বালমিইন্দঅং। অবরং দে কীলণঅং দাইস্সং (বৎসে। এনং মুঞ্চ বালমৃগেন্দ্রকম্। অপরং তে ক্রীড়নকং দাস্যামি)।

বালঃ—কহিং দেহি ণং (কস্মিন্। দেহ্যেনং)। (ইতি হস্তং প্রসারয়তি)।

(বালস্য হস্তং দৃষ্ট্বা)—রাজা কথং চক্রবর্তিলক্ষণমপ্যনেন ধার্যতে।

তথাহ্যস্য— প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়া—সুব্বদে! ণ সক্কো এসো বাআমেত্তেণ বিরমাইদুং। তা গচ্ছ। মমকেরএ উডএ মক্কণ্ডেঅস্স ইসিকুমারস্স বণ্ণচিত্তিদো মিত্তিয়া মোরঅ চিট্‌ঠদি। তং সে উবহর (সুব্রতে! ন শক্য এব বাচামাত্রেণ বিরময়িতুম্। তদ্গচ্ছ। মদীয়ে উটজে মার্কণ্ডেয়স্য ঋষিকুমারস্য বর্ণচিত্রিতো মৃত্তিকাময়ূর স্তিষ্ঠতি। তমস্যোপহর)।

প্রথমা—তহ (তথা) (নিষ্ক্রান্তা)।

বালঃ—দাব ইমিণা এব্ব কীলিস্সং (তাবৎ অনেনৈব ক্রীড়িষ্যামি)।

(ইতি তাপসীং বিলোক্য হসতি)

রাজা— স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায়াস্মৈ। (নিশ্বস্য)

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ—রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িন স্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যা স্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥ ১৭ ॥

তাপসী—(সাভ্যসূয়ম্) ভো। ণ মং গণেসি। (ভো, ন মাং গণয়সি)।

(পার্শ্বমবলোক্য) কো এত্থ ইসিকুমারাণাং (কোঽত্র ঋষিকুমারাণাম্)। (রাজানমবলোক্য) ভদ্দমুহ। এহি দাব। মোআবেহি ইমিণা দুম্মোচহত্থগ্গহেন ডিম্ভলীলাএ বাহীঅমাণং বালমিইন্দঅং (ভদ্রমুখ! এহি তাবৎ। মোচয় অনেন দুর্মোচহস্তগ্রহেণ ডিম্ভলীলয়া বাধ্যমানং বালমৃগেন্দ্রকম্)।

রাজা—তথা (ইত্যুপগম্য সস্মিতম্) অয়ি ভো মহর্ষিপুত্রক!

এবমাশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিনা সংযমী কিমিতি জন্মদস্ত্বয়া।
সত্ত্বসংশ্রয়সুখোঽপি দূষ্যতে কৃষ্ণসর্পশিশুনেব চন্দনঃ ॥ ১৮ ॥

তাপসী—ভদ্দমুহ! ণ ক্খু এসো ইসিকুমারও [ভদ্রমুখ! ন খল্বেষ ঋষিকুমারকঃ]।

রাজা—আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্তু বয়মেব তর্কিণঃ (যথাভ্যর্থিতমনুতিষ্ঠন্ বালকস্য স্পর্শমুপলভ্য, স্বগতম্)—

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্যাদ্ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্রসূতঃ ॥ ১৯ ॥

তাপসী—(উভৌ নির্বর্ণ্য) অচ্চরিঅং! অচ্চরিঅং! (আশ্চর্যম্! আশ্চর্যম্!)

রাজা—আর্যে। কিমিব!

তাপসী—ইমস্স বালঅস্স অসম্বন্ধেবি ভদ্দমুহে রূপসংবাদিনী দে আকিদিত্তি বিম্হিদম্হি। অবি অ বামসীলোবি অবরিচিদস্সবি দে অপ্পডিলোমা সংবুত্তো (অস্য বালকস্য অসম্বন্ধেঽপি ভদ্রমুখে রূপসংবাদিনী তে আকৃতিরিতি বিস্মিতাস্মি। অপি চ বামশীলোঽপি ভূত্বা অপরিচিতস্যাপি তে অপ্রতিলোমঃ সংবৃত্তঃ।

রাজা—(বালমুপলালয়ন্ আর্যে! ন চেৎ মুনিকুমারোঽয়ম্ তৎ কোঽস্য ব্যপদেশঃ?

তাপসী—পুরুবংসো (পুরুবংশঃ)।

রাজা—(স্বগতম্) কথমেকান্বয়ো মম। অতঃ খলু মদনুকারিণমেনমত্রভবতী মন্যতে। (প্রকাশম্) অস্ত্যেতং পৌরবাণামন্ত্যং কুলব্রতম্।

ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্বং ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাৎ তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্ ॥ ২০ ॥

ন পুনরাত্মগত্যা মানুষাণামেষ বিষয়ঃ।

তাপসী—জহ ভদ্দমুহো ভণাদি। কিন্দু অচ্ছরাসম্বন্ধেণ উণ ইমস্স বালঅস্স জণণী ইধ এব্ব দেবগুরুণো তবোবণে পসূদা (যথা ভদ্রমুখো ভণতি। অপ্সরঃসম্বন্ধেন পুনরস্য বালস্য জননী ইহৈব দেবগুরোঃ তপোবনে প্রসূতা)।

রাজা—(স্বগতম্) হন্ত, দ্বিতীয়মিদমাশাজননম্। (প্রকাশম্) অথ সা তত্রভবতী কিমাখ্যস্য রাজর্ষেঃ পত্নী।

তাপসী—কো তস্স ধম্মদারপরিচ্চাইণো ণামং সঙ্কীত্তিদুং চিন্তিস্সদি (কস্তস্য ধর্মদারপরিত্যাগিনঃ নাম সঙ্কীর্তয়িতুং চিন্তয়িষ্যতি)।

রাজা—(স্বগতম্) ইয়ং খলু কথা মামেব লক্ষীকরোতি—(বিচিন্ত্য)—যদি তাবদস্য শিশোর্মাতরং নামতঃ পৃচ্ছামি। অথবা অনার্যঃ খলু পরদারব্যবহারঃ।

তাপসী—(প্রবিশ্য মৃন্ময়ূরহস্তা) সব্বদমণ, পেক্খ সউন্দলাবণ্ণং (সর্বদমন, প্রেক্ষস্ব শকুন্ত-লাবণ্যম্)।

বালঃ—(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কহিং বা মে অম্বা? (কুত্র বা মে অম্বা?) (উভে প্রহসতঃ)

প্রথমা—ণামসারিস্সেণ বঞ্চিদো মাউবচ্ছলো (নাম-সাদৃশ্যেন বঞ্চিতো মাতৃবৎসলঃ)।

দ্বিতীয়া—বচ্ছ, ইমস্স মিত্তিআমোঅরস্স রম্মত্তণং দেক্খ ত্তি ভণিদো সি (বৎস, অস্য মৃত্তিকাময়ূরস্য রম্যত্বং প্রেক্ষস্ব ইতি ভণিতোঽসি)।

রাজা—(স্বগতম্) কিং শকুন্তলেতি অস্য মাতুরাখ্যা ? অথবা সন্তি পুনর্নামধেয়-সাদৃশ্যানি। অপি নাম মৃগতৃষ্ণিকেব নামমাত্রপ্রস্তাবো মে বিষাদায় কল্পতে।

বালঃ—অজ্জুএ, রোআদি মে এসো ভদ্দমোরও। (অজ্জুকে, রোচতে মে এষঃ ভদ্রময়ূরঃ)। (ক্রীড়নকমাদত্তে)

প্রথমা—(বিলোক্য। সোদ্বেগম্) অম্হহে, রক্খাকরণ্ডঅং সে মণিবন্ধে ণ দীসদি (অম্মহে, রক্ষাকরণ্ডকম্ অস্য মণিবন্ধে ন দৃশ্যতে)।

রাজা—আর্যে ! অলমাবেগেন। নন্বিদমস্য সিংহশাবকবিমর্দাৎ পরিভ্রষ্টম্। (আদাতু-মিচ্ছতি)।

উভে—মা ক্খু, মা ক্খু, এদং অবলম্বিঅ—। কহং গহিদং ণেণ ! (মা খলু, মা খলু। এতদবলম্ব্য—। কথং গৃহীতমনেন !) (বিস্ময়াদুরোনিহিতহস্তে পরস্পরমব-লোকয়তঃ)।

রাজা—কিমর্থং প্রতিষিদ্ধাঃ স্মঃ।

প্রথমা—সুণাদু মহারাও। এসা মহাপ্পহাবা অবরাজিদা ণাম ওসহী ইমস্স দারঅস্স জাদকম্মসমএ ভঅবদা মারীএণ দিন্না। এদং কিল মাদাপিদরো অপ্পাণং চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেহ্নদি (শৃণোতু মহারাজঃ ! এষা মহাপ্রভাবা অপরাজিতা নাম ওষধিঃ অস্য দারকস্য জাতকর্মসময়ে ভগবতা মারীচেন দত্তা। এতাং কিল মাতাপিতরৌ আত্মানঞ্চ বর্জয়িত্বা অপরো ভূমিপতিতাং ন গৃহ্নাতি।

রাজা—অথ গৃহ্নাতি ?

প্রথমা—তদো তং সপ্পো ভবিঅ দংসই (ততস্তং সর্পো ভূত্বা দশতি)।

রাজা—ভবতীভ্যাং কদাচিদস্যাঃ প্রত্যক্ষীকৃতা বিক্রিয়া ?

উভে—অণেঅসো (অনেকশঃ)।

রাজা—(সহর্ষমাত্মগতম্) তৎ কিমিদানীং সংপূর্ণমপি আত্মনো মনোরথং নাভিনন্দামি। (ইতি বালং পরিষ্বজতে)

দ্বিতীয়া—সুব্বদে ! এহি, ইমং বুত্তন্তং ণিঅমব্বাবুডাএ সউন্দলাএ ণিবেদম্হ (সুব্রতে ! এহি। ইমং বৃত্তান্তং নিয়মব্যাপৃতায়ৈ শকুন্তলায়ৈ নিবেদয়াবঃ)।

(নিষ্ক্রান্তে

বালঃ—মুঞ্চ মং, মুঞ্চ মং। অম্বাএ সআসং গমিস্সং (মুঞ্চ মাং, মুঞ্চ মাম্। অম্বায়াঃ সকাশং গমিষ্যামি)।

রাজা—পুত্রক ! ময়ৈব সহ মাতরমভিনন্দিষ্যসি।

বালঃ—মম ক্খু তাদো দুস্সন্দো, ণ তুমং (মম খলু তাতঃ দুষ্যন্তঃ, ন ত্বম্)।

রাজা—(সস্মিতম্) এষ বিবাদ এব মাং প্রত্যায়য়তি।

(ততঃ প্রবিশতি একবেণীধরা শকুন্তলা)

শকুন্তলা—(সবিতর্কম্) বিআরকালে বি পকিদিত্থং সব্বদমণস্স ওসহিং সুণিঅ ণ মে আসা আসি অত্তণোভাঅহেএসু। অহবা জহ সাণুমদীএ আচক্খিদং তহ

সম্ভাবীঅদি এদং (বিকারকালেঽপি প্রকৃতিস্থা সর্বদমনস্য ঔষধিং শ্রুত্বা ন মে আশা আসীৎ আত্মনো ভাগধেয়েষু। অথবা যথা সানুমত্যা আখ্যাতং তথা সম্ভাব্যতে এতৎ)। (পরিক্রামতি)

রাজা—(শকুন্তলাং বিলোক্য সহর্ষখেদম্) অয়ে ! সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা ! সৈষা—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥ ২১ ॥

শকুন্তলা—(পাশ্চাত্তাপবিবর্ণং রাজানং দৃষ্ট্বা সবিতর্কম্) ণ ক্খু অজ্জউত্তো বিঅ। তা কো এসো দাণিং কিদরক্খামঙ্গলং দারঅং মে গত্তসংসগ্গেণ দূসেদি (ন খলু আর্যপুত্র ইব। তৎ ক এষ ইদানীং কৃতরক্ষামঙ্গলং দারকং মে গাত্রসংসর্গেণ দূষয়তি)।

বালঃ -(মাতরমুপেত্য) অম্ব ! এসো কোবি পুরিসো মং পুত্তকং ত্তি সসিণেহং আলিঙ্গদি (অম্ব ! এষ কোঽপি পুরুষো মাং পুত্রক ইতি সস্নেহমালিঙ্গতি)।

রাজা—প্রিয়ে ! ক্রৌর্যমপি মে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানমিচ্ছামি।

শকুন্তলা—(স্বগতম্) হিঅঅ ! সমস্সস, সমস্সস। পহরিঅ পরিচ্চত্তমচ্ছরেণ অণুঅম্পিঅ ম্হি দেব্বেণ। অজ্জউত্ত ক্খু এসো। (হৃদয় ! সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি। প্রহৃত্য পরিত্যক্তমৎসরেণ অনুকম্পিতঃ অস্মি দৈবেন। আর্যপুত্রঃ খলু এষঃ ।

রাজা—প্রিয়ে।

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি !
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্ ॥ ২২ ॥

শকুন্তলা—জেদু জেদু অজ্জউত্তো (জয়তু জয়ত্বার্যপুত্রঃ)। (ইত্যর্ধোক্তে বাষ্পকণ্ঠী বিরমতি)।

রাজা—সুন্দরি !

"বাষ্পেণ প্রতিষিদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্ ॥ ২৩ ॥

বালঃ—অম্ব ! কো এসো (অম্ব ! ক এষঃ ?)

শকুন্তলা—বচ্ছ ! দে ভাঅহেআইং পুচ্ছেহি (বৎস ! তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ)। (ইতি রোদিতি)

রাজা— সুতনু ! হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া ॥ ২৪ ॥
(ইতি পাদয়োঃ পততি)

শকুন্তলা - উট্‌ঠেদু উট্‌ঠেদু অজ্জউত্তো ণূণং মে সুঅরিঅ পড়িবন্ধঅং পুরাকিদং তেসু দিঅহেসু পরিণামমুহং আসি (জেণ সাণুক্কোসো বি অজ্জউত্তো মই তহবিহো সংবুত্তো (উত্তিষ্ঠতু আর্যপুত্রঃ। নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ। যেন সানুক্রোশোঽপি আর্যপুত্রো ময়ি তথাবিধঃ সংবৃত্তঃ)।

রাজা—(উত্তিষ্ঠতি)।

শকুন্তলা—অহ কহং অজ্জউত্তেণ সুমরিদো দুক্খভাই অঅং জণো (অথ কথমার্যপুত্রেণ স্মৃতো দুঃখভাগী অয়ং জনঃ)।

রাজা—উদ্ধৃতবিষাদশল্যঃ কথয়িষ্যামি।

মোহান্ময়া সুতনু ! পূর্বমুপেক্ষিতস্তে যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য কান্তে ! প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

(যথোক্তমনুতিষ্ঠতি)

শকুন্তলা (প্রমৃষ্টবাষ্পা অঙ্গুলীয়কং বিলোক্য) অজ্জউত্ত ! তং এদং অংগুলীঅং (আর্যপুত্র ! তদেতৎ অঙ্গুলীয়কম্)।

রাজা—অথকিম্। অস্যাদ্ভুতোপলম্ভান্ময়া স্মৃতিরুপলব্ধা।

শকুন্তলা—বিসমং কিদং ক্খু ইমিণা, জং তদা অজ্জউত্তস্স পচ্চঅকালে দুল্লহং আসি (বিষমং কৃতং খল্বনেন, যৎ তদা আর্যপুত্রস্য প্রত্যয়কালে দুর্লভম্ আসীৎ)।

রাজা—তেন হি ঋতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম্।

শকুন্তলা—ণ সে বিস্সসামি। অজ্জউত্তো এব্ব ণং ধারেদু (নাস্য বিশ্বসিমি। আর্যপুত্রঃ এবৈনং ধারয়তু)।

(ততঃ প্রবিশতি মাতলিঃ)

মাতলিঃ—দিষ্ট্যা ধর্মপত্নীসমাগমেন পুত্রমুখদর্শনেন চায়ুষ্মান্ বর্ধতে।

রাজা—অভুৎ সম্পাদিতস্বাদুফলো মে মনোরথঃ। মাতলে ! ন খলু বিদিতোঽয়ম্ আখণ্ডলস্যার্থঃ ?

মাতলিঃ—(সস্মিতম্) কিমীশ্বরাণাং পরোক্ষম্। এহ্যায়ুষ্মন্। ভগবান্ মারীচস্তে দর্শনং বিতরতি।

রাজা—প্রিয়ে ! অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। তং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।

শকুন্তলা—হিরিআমি অজ্জউত্তেণ সদ্ধং গুরুঅণ-সমীবং গন্তুং (জিহ্রেমি আর্যপুত্রেণ সার্ধং গুরুজন-সমীপং গন্তুম্)।

রাজা—অপ্যাচরিতব্যমভ্যুদয়কালেষু। এহ্যেহি। (ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি)

(ততঃ প্রবিশতি অদিত্যা সার্ধমাসনস্থো মারীচঃ)

মারীচঃ—(রাজানমবলোক্য) দাক্ষায়ণি !

পুত্রস্য তে রণশিরস্যয়মগ্রযায়ী দুষ্যন্ত ইত্যভিহিতো ভুবনস্য ভর্তা।
চাপেন যস্য বিনিবর্তিত-কর্মজাতং তৎ কোটিমৎ-কুলিশমাভরণং মঘোনঃ ॥ ২৬ ॥

অদিতিঃ—সম্ভাবণীআণুভাবা সে আকিদী (সম্ভাবনীয়ানুভাবা অস্য আকৃতিঃ)।

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্ ! এতৌ পুত্রপ্রীতিপিশুনেন চ চক্ষুষা দিবৌকসাং পিতরাবায়ুষ্মন্তমবলোকয়তঃ। তাবুপসর্পতঃ।

রাজা—মাতলে !

প্রাহুর্দ্বাদশধা স্থিতস্য মুনয়ো যত্তেজসঃ কারণং
ভর্তারং ভুবনত্রয়স্য সুষুবে যদয্জ্ঞভাগেশ্বরম্।
যস্মিন্নাত্মভবঃ পরোঽপি পুরুষশ্চক্রে ভবায়াস্পদং
দ্বন্দ্বং দক্ষমরীচিসম্ভবমিদং তদ্ স্রষ্টুরেকান্তরম্ ॥ ২৭ ॥

মাতলিঃ—অথ কিম্।
রাজা—(প্রণিপত্য) উভাভ্যামপি বাং বাসব-নিযোজ্যো দুষ্যন্তঃ প্রণমতি।
মারীচঃ—বৎস! চিরং জীবন্ পৃথিবীং পালয়।
অদিতিঃ—বচ্ছ! অপ্পডিরহো হোহি (বৎস! অপ্রতিরথো ভব)।

আখণ্ডলসমো ভর্তা জয়ন্তপ্রতিমঃ সুতঃ।
আশীরন্যা ন তে যোজ্যা পৌলমীমঙ্গলা ভব ॥ ২৮ ॥

অদিতিঃ—জাদে। ভত্তুণো বহুমদা হোহি; অঅঞ্চ দীহাউ বচ্ছও উহঅকুলণন্দণো হোদু। উববিসহ। (জাতে! ভর্তুর্বহুমতা ভব। অয়ঞ্চ দীর্ঘায়ুর্বৎসক উভয়কুলনন্দনো ভবতু। উপবিশতম্)। (সর্বে প্রজাপতিমভিত উপবিশন্তি)
মারীচঃ—(একৈকং নির্দিশন্)

দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্ ॥ ২৯ ॥

রাজা—ভগবন্! প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ, পশ্চাদ্দর্শনম্, ইত্যপূর্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ। কুতঃ—উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং, ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমস্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ ॥ ৩০ ॥

মাতলিঃ—আয়ুষ্মন্। এবং বিধাতারঃ প্রসীদন্তি।
রাজা—ভগবন্! ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনা উপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্ অপরাদ্ধোঽস্মি তত্রভবতো যুষ্মদ্-গোত্রস্য কণ্বস্য। পশ্চাদেনামঙ্গুলীয়কদর্শনাদূঢ়পূর্বামবগতোঽহম্। তচ্চিত্রমিব মে প্রতিভাতি।

যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে তস্মিন্নপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ।
পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ ॥ ৩১ ॥

মারীচঃ—বৎস! অলমাত্মাপরাধশঙ্কয়া। সংমোহোঽপি ত্বয্যুপপন্নঃ। শ্রূয়তাম্—
রাজা—অবহিতোঽস্মি।
মারীচঃ—যদৈব অপ্সরস্তীর্থাবতরণাৎ প্রত্যক্ষবৈক্লব্যাং শকুন্তলামাদায় দাক্ষায়ণীমুপগতা মেনকা, তদৈব ধ্যানাদবগতোঽস্মি দুর্বাসসঃশাপাদিয়ং তপস্বিনী সহধর্মচারিণী ত্বয়া প্রত্যাদিষ্টা, নান্যথেতি। স চায়মঙ্গুলীয়কদর্শনাবসানঃ।
রাজা—(সোচ্ছ্বাসম্) এষ বচনীয়ান্মুক্তোঽস্মি।
শকুন্তলা—(স্বগতম্) দিট্‌ঠিআ অকারণপচ্চাদেসী ণ অজ্জউত্তো। ণ উণ সত্তং আত্তাণং সুমরেমি। অহবা ণ সুদো বিরহসুণ্ণহিঅআর মর অঅং সাবো। জদো সহীহিং অচ্চাদরেণ সন্দিট্ঠমি—'সো রাজা জই তুমং ণ সুমরেদি, তদা এদং অংগুলীঅঅং দংসেসি' ত্তি।
(দিষ্ট্যা অকারণপ্রত্যাদেশী ন আর্যপুত্রঃ। ন পুনঃ শপ্তমাত্মানং স্মরামি। অথবা ন শ্রুতঃ বিরহশূন্যহৃদয়য়া ময়া অয়ং শাপঃ। যতঃ সখীভ্যামত্যাদরেণ সন্দিষ্টাস্মি —'স রাজা যদি ত্বাং ন স্মরতি তদা ইদমঙ্গুলীয়কং দর্শয়েসি' ইতি।
মারীচঃ—(শকুন্তলাং বিলোক্য) বৎসে! চরিতার্থাসি। তদিদানীং সহধর্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ কার্যঃ। পশ্য—

শাপাদসি প্রতিহতা স্মৃতিরোধরুক্ষে
ভর্তর্যপেততমসি প্রভুতা তবৈব ।
ছায়া ন মূর্ছতি মলোপহতপ্রসাদে
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশা ॥ ৩২ ॥

রাজা—যথাহ ভগবান্ ।

মারীচঃ—বৎস ! কচ্চিদভিনন্দিতস্তয়া অস্মাভির্বিধিবদনুষ্ঠিতঃ জাতকর্মাদিক্রিয়ঃ পুত্র এষ শকুন্তলেয়ঃ ।

রাজা—ভগবন্ ! অত্র খলু মে বংশপ্রতিষ্ঠা ইতি বালং হস্তেন গৃহ্ণাতি)

মারীচঃ – তথাভাবিনং চক্রবর্তিনমেনমবচ্ছতু ভবান্ । পশ্য—

রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ ।
ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥ ৩৩ ॥

রাজা—ভগবতা কৃতসংস্কারে সর্বমস্মিন্ বয়মাশাস্মহে ।

অদিতিঃ – ভঅবং ! ইমাএ দুহিদুমণোরহসম্পত্তীএ কণ্ণো বি দাব সুদবিত্থরো করীঅদু । দুহিদুবচ্ছলা মেণআ উণ ইহ মং উবচরন্তী সণ্ণিহিদা এব্ব (ভগবন্ অস্যা দুহিতৃ-মনোরথসম্পত্তেঃ কণ্বোঽপি শ্রুতবিস্তরঃ ক্রিয়তাম্ । দুহিতৃবৎসলা মেনকা পুনরিহ মাম্ উপচরন্তী সন্নিহিতৈব) ।

শকুন্তলা—(আত্মগতম্) মণোগদং মে বাহরিদং ভঅবদীএ (মনোগতং মে ব্যাহৃতং ভগবত্যা) ।

মারীচঃ—তপঃপ্রভাবাৎ প্রত্যক্ষং সর্বমেব তত্রভবতঃ ।

রাজা—অতঃ খলু মামনভিক্রুদ্ধো মুনিঃ ।

মারীচঃ—তথাপ্যসৌ প্রিয়মস্মাভিরাপ্রষ্টব্যঃ । কঃ কোঽত্র ভোঃ ?

শিষ্যঃ –(প্রবিশ্য) ভগবন্ ! অয়মস্মি ।

মারীচঃ—গালব ! ইদানীমেব বিহায়সা গত্বা মদ্বচনাৎ তত্রভবতে কণ্বায় প্রিয়মাবেদয় যথা পুত্রবতী শকুন্তলা তচ্ছাপনিবৃত্তৌ স্মৃতিমতা দুষ্যন্তেন প্রতিগৃহীতেতি ।

শিষ্যঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ । (নিষ্ক্রান্তঃ)

মারীচঃ—বৎস ! ত্বমপি সাপত্যদারঃ সখ্যুরাখণ্ডলস্য রথমারুহ্য তে রাজধানীং প্রতিষ্ঠস্ব ।

রাজা—(সপ্রণামম্) যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ ।

মারীচঃ—অপি চ—

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিততযজ্ঞো সর্গিণো ভাবয়ালম্ ।
যুগশতপরিবর্তৈরেব-মন্যোঽন্যকৃত্যৈর
র্নয়তমুভয়লোকানুগ্রহ-শ্লাঘনীয়ৈঃ ॥ ৩৪ ॥

রাজা—ভগবন্ ! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে ।

মারীচঃ—বৎস ! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি ।

রাজা—অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি। তথাপ্যেতদস্তু।

(ভরতবাক্যম্)

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥ ৩৫ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

॥ ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

। (সমাপ্তমিদমভিজ্ঞানশকুন্তলং নাম নাটকম্) ।

কুমারসম্ভবম্

ভূমিকা

॥ এক ॥

'কুমারসম্ভব' নিয়ে সমস্যা খুব জটিল নয়। এটি কালিদাসের রচনা কিনা এ নিয়ে কোন প্রশ্ন কেউ তোলেন নি, এটি আলঙ্কারিক অর্থে মহাকাব্য কিনা এই প্রশ্ন নিয়েও বিব্রত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

সমস্যা অন্যত্র। এ পর্যন্ত এই কাব্যের যত পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে সর্গের সংখ্যা সতেরো; অবশ্য, কেউ কেউ মনে করেন, এই মহাকাব্য বাইশটি সর্গে সম্পূর্ণ। কিন্তু কালিদাসের বিখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ মাত্র আট সর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন; বোধ হয় এই কারণেই একটা মত সাধারণভাবেই গৃহীত হয়েছে—অষ্টম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচনা। অবশিষ্ট সর্গগুলো হয়তো কোন কালিদাস-শিষ্যের অথবা কাব্যকণ্ডূয়ন-ক্লিষ্ট কোন পরবর্তী লেখকের যোজনা।

যাঁরা বলতে চান, নবম থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত কালিদাসেরই রচনা, তাঁদের যুক্তি অনেকটা এই রকম—

১. অষ্টম সর্গে কাব্যের শেষ বলে ধরে নিলে একথা না মেনে উপায় নেই যে সেই সমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক, কাব্যের নাম 'কুমারসম্ভব' অর্থাৎ কুমারের জন্ম—কিন্তু অষ্টম সর্গে কুমারের জন্ম হয় নি, হয়েছে দশম সর্গে।

২. দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুর-বধের যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩. কুমারসম্ভব মহাকাব্য:—অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দেশ আছে—মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত সর্গের ন্যূনতম সংখ্যা আট। কালিদাস মহাকাব্য রচনা করতে বসে ন্যূনতম সংখ্যায় থেমে যান নি—এইটি প্রত্যাশিত।

৪. সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ শুধু এই আটটি সর্গের কথাই জানতেন না—আরও অন্যান্য সর্গের কথাও জানতেন, তা না হলে তিনি মহাকাব্যের সংজ্ঞা নতুন করে লিখতেন 'অষ্টাধিকঃ' বলেই নিবৃত্ত হতেন না।

যাঁরা বলেন নবমাদি সর্গের কালিদাস-কর্তৃত্ব সংশয়জনক; তাঁরা বলেন—

১ রচনা শিল্পে এই সর্গগুলো কালিদাসীয় 'ছাপ' বহন করে না।

২. আট সর্গে মহাকাব্য রচিত হতে বাধা নেই। কালিদাস অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী আট সর্গে কাব্য সমাপ্ত করেছেন।

৩. কাব্যের নাম কুমারসম্ভব অর্থাৎ কুমারের জন্ম। কাব্যে 'সম্ভব' না থাকলেও 'সম্ভাবনা'র ইঙ্গিত অষ্টম সর্গেই আছে। -এতেই কাব্য অম্বর্থনামা।

কিন্তু তর্ক থাক্। আসল কথা, পরবর্তী সর্গগুলোতে কালিদাসকে আমরা পাই না—পাই না শকুন্তলার কালিদাসকে, মেঘদূতের কালিদাসকে, রঘুবংশের কালিদাসকে। প্রথম পক্ষ হয়তো বলবেন, এর জন্য আক্ষেপের কারণ নেই—'কুমারসম্ভব' কবির প্রথম বয়সের রচনা। কিন্তু এতেও দ্বিতীয় পক্ষ শান্ত হবেন না—তাঁরা বলবেন, 'কুমার-সম্ভবে'র প্রথম দিকের সর্গগুলোতে যে দীপ্তি রয়েছে তার আলো পরবর্তী সর্গগুলোকে স্পর্শ করে নি কেন? আলোর স্পর্শ দূরে থাক, পরবর্তী সর্গগুলোতে পদে

পদে কাঁচা হাতের ছোঁয়া—শ্লোকে শ্লোকে এমন নিদর্শন চোখে পড়ে যা সম্পূর্ণ অ-কালিদাসীয়। উদাহরণ দেবার দরকার নেই, কালিদাসের রসজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করে থাকবেন।

কিন্তু এতেও উত্তর হলো না। এত তীক্ষ্ণ ও সর্বব্যাপী শৈল্পিক দৃষ্টির অধিকারী যিনি সেই কালিদাসের রচনায় গোঁজামিল কেন থাকবে? কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কবির যে প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি, অর্থাৎ উমা-মহেশ্বরের বিবাহ হবে, কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম হবে, তারকাসুর নিহত হবে, বিপন্ন দেবগণ অসুরত্রাস থেকে মুক্ত হবেন—এসব তো কিছুই হলো না, অথচ কাব্যের সমাপ্তি ঘটলো। 'কুমারসম্ভব'—কাব্যের নাম, কুমারের জন্ম 'সূচিত' হয়েছে অষ্টমে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাহলে কাব্যের এই নামকরণের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। প্রথম থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত কাব্যকাহিনী যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তার সবটাকে 'কুমাবসম্ভব' নামেব আশ্রয়ে রক্ষা করা কঠিন। যদি তারকাসুরের পরাজয় ও মৃত্যু এই কাব্যের অবলম্বন হয়ে থাকে, তবে কাব্যটিকে অন্য নামে চিহ্নিত করা যেতে পারতো—যেমন 'তারকবধ', টীকাকার রাম-গোবিন্দ এই কথাটি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মন্তব্য—'কুমারসম্ভব' এই নাম প্রথম আটটি সর্গ সম্পর্কেই প্রযোজ্য' কবির অভিপ্রায় ছিল কুমারের জন্ম বর্ণনা, এই জন্মের আয়োজন প্রথম সর্গ থেকে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত প্রসারিত। অষ্টম সর্গের পরে যা আছে, সবই অপ্রাসঙ্গিক—কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই।

ডক্টর রাইডার এই মত গ্রহণ করেন নি—সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত সমগ্র কাব্যটিকেই তিনি কালিদাসের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যুক্তির উপন্যাসে তিনি দুর্বল। তাঁর একটি প্রধান যুক্তি এই—পরবর্তী সর্গগুলির প্রধান আশ্রয় 'বীর-রস' আর প্রথম আটটি সর্গের অবলম্বন 'শৃঙ্গার-রস'। কালিদাস প্রধানত শৃঙ্গার-রসের শিল্পী, বীর-রসের বেলায় তাঁর খেলা তেমন জমে না। এই কারণেই পরবর্তী নয়টি সর্গের রচনা দুর্বল বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু সমগ্র রঘুবংশ কাব্যে যে যুদ্ধের দৃশ্যগুলো বর্ণিত হয়েছে তা কি ডক্টর রাইডার ভুলে গেছেন?

যাই হোক—'নৈষা মতিঃ তর্কেণাপনীয়া'—তর্কের পথে সত্যের সন্ধান হয় না। পাঠকের আদালতে আমরা শুধু মামলাটা তুলে রাখলাম রায় দেবেন রসজ্ঞ পাঠক। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা যেতে পারে। পরবর্তী নয়টি সর্গে পুঁথি (হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ) অত্যন্ত দুর্লভ; ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সিদ্ধান্তের সহায়ক। কালিদাসের বিখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ ও অরুণগিরি অষ্টম সর্গ পর্যন্তই টীকা রচনা করেছেন। আমরাও (সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভারে) অষ্টম সর্গ পর্যন্তই গ্রহণ করেছি।

কালিদাস রচিত 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্য অষ্টম সর্গে সমাপ্ত এই মত অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত এবং সাধারণভাবে বিদগ্ধ সমাজের অনুমোদিত। মহাকাব্যের সর্গ সংখ্যা কিংবা প্রতি সর্গের শ্লোক সংখ্যা নিয়ে মাতামাতি করে লাভ নেই। কেননা, এই সব লক্ষণ অনেকটা শিথিল—সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিতে সমান মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন—'সর্গা অষ্টাধিকা ইহ' অর্থাৎ আটটির বেশি সর্গ হবে। কিন্তু এই আধিক্য কতদূর পর্যন্ত

ক্ষমার্হ হবে সে সম্পর্কে অলঙ্কারশাস্ত্র শেষ কথা বলেন নি। নবম শতকের কবি রত্নাকর-বিরচিত 'হরবিজয়' কাব্যের সর্গ সংখ্যা পঞ্চাশ। অথচ ঈশানসংহিতায় বলা হয়েছে—'অষ্টসর্গান্ন তু ন্যূনং ত্রিংশসর্গাচ্চ নাধিকম্'—সর্গ সংখ্যা আটটির কম হবে না, ত্রিশের বেশি হবে না।

'অষ্টসর্গান্ন তু ন্যূনম্'—আটটি সর্গ, মহাকাব্যের ন্যূনতম দাবি। কালিদাস এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের বিতর্কিত অংশ—'নয় থেকে সতেরো সর্গ বর্তমানে তর্কাতীত-ভাবে কালিদাসের নয় বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশ্নটি নিয়ে বিদেশীয় মনীষিগণও ভেবেছেন। জার্মান মনীষী ওয়ালটার রুবেন বলেছেন—'Only the first part of this epic poem, which consists of eight songs, has come down to us. The birth of the War God himself and his victory over the demons is not contained in this part which only tells of the growing love of his parents, the God Siva and the Goddess Parvati A latter poet composed a second part. Whether Kalidasa himself left the poem unfinished or whether his second part was lost is not yet clear. But even as a fragment the poem is worthy of high admiration.'

Walter Ruben—Kalidasa : Die
menschliche Bedeuthngwerke
Tr. by Joan Becher

'এই মহাকাব্যের আটটি সর্গ মাত্র আমাদের হাতে এসেছে। দেবসেনাপতির জন্ম বা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়লাভের কোন বর্ণনা এই অংশে নেই এতে শুধু আছে তাঁর জনকজননী শিব ও পার্বতীর মিলন ও উভয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রণয়লীলার বর্ণনা। পরবর্তী কোন কবি দ্বিতীয় অংশ রচনা করে থাকবেন। কালিদাস নিজেই তাঁর কাব্য অসমাপ্ত রেখেছেন কিনা অথবা তাঁর রচিত দ্বিতীয় অংশ লুপ্ত হয়ে গেছে কিনা—এর কোন স্পষ্ট উত্তর নেই। তবু 'অংশ' হিসাবে দেখলেও এই কাব্য উচ্চ প্রশস্তির দাবি রাখে।'

এইটুকুই কবির মূল প্রতিপাদ্য। দানবের হাতে উৎপীড়িত দেবগণকে রক্ষা করবেন উমার পুত্র—সেই পুত্রের জন্ম হবে শিবের ঔরসে। তপস্বী শিবের মন বিবাহে অনুকূল করে তুলতে হবে—আয়োজনের ত্রুটি ছিল না।

উপকরণ—উমার রূপ!

কিন্তু সেই রূপ ব্যর্থ হলো তাই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী।' ব্যর্থ রূপের বিড়ম্বনা নিয়ে হতমান পার্বতী ফিরে গেলেন। বাইরের এই রূপ জয়ী হবে এমন ইচ্ছে কালিদাসের ছিল না। মদন ভস্মীভূত হলো, তিনি উমাকে নিয়ে গেলেন কঠোর-তর তপস্যার পথে। দেখা গেল, যে মহেশ্বর যৌবনশ্রীমণ্ডিতা উমাকে প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন তিনি তপস্বিনী উমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

প্রেমের সাধনায় দৈহিক রূপ যে তুচ্ছ, তা মদনভস্মের রূপকে কবি ব্যাখ্যা করেছেন।

নিসর্গচেতনা

কালিদাসের কাব্যে নিসর্গবর্ণনা শান্তরসপ্রধান—প্রকৃতির কঠোর রূপ তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। প্রথম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনায়, তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বর্ণনায়, ষষ্ঠ সর্গে ওষধিপ্রস্থের বর্ণনায় এবং অষ্টম সর্গে গন্ধমাদন পর্বতের উপবনসৌন্দর্য বর্ণনায় আমরা কবির শিল্পীমনের পরিচয় পাই। সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতি মানবমনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। অষ্টম সর্গের নিসর্গবর্ণনায় দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং মহেশ্বর—একটির পর একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে—মুগ্ধ এবং অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন উমা।

উমার সঙ্গে দৃশ্যগুলি পাঠকেরা দেখলেও ক্ষতি নেই। পাঠকের মনে হবে, এই নিসর্গরাজ্যে প্রত্যেকটি বস্তুই কবির কল্পনা ও অনুভূতির সহযোগিতা করেছে; সবাই যেন মুখর হয়ে উঠেছে। অনেক ফুলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে—পদ্ম, শিরীষ, নমেরু, অশোক, কর্ণিকার, পলাশ, তিল, মন্দার, লোধ্র, কাশ, মধুদ্রুম, সপ্তপত্র, কুমুদ, বন্ধুজীব এবং আরো অনেক। তবে পদ্মকে নিয়ে কবি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন—প্রায় প্রতি সর্গেই পদ্মের প্রসঙ্গ। স্বর্গীয় পুষ্পের মধ্যে মন্দার পারিজাত ও সন্তানের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চশরের পাঁচটি শরই পুষ্পনির্মিত—অরবিন্দ, আম্রমুকুল, অশোক, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল—এদের প্রসঙ্গও এসেছে।

পাখিও আছে। কাব্যের একটি শ্লোকে কবি বলেছেন, তুষারবর্ষণে যখন সরোবরের পদ্মশ্রী নষ্ট হয়েছে, এখন সেখানে শীতের রাত্রি কাটাতে গিয়ে উমা বিরহী চক্রবাক-মিথুনের জন্য করুণাবোধ করেছিলেন। আসল কথা, কালিদাসের রচনার সর্বত্র ফুল আর পাখি মানুষের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হয়ে আছে।

কাব্যে কপোতের কথা আছে; কপোত আমাদের পরিচিত। উমা-শঙ্করের বিলাস-কক্ষে যে পারাবতটি প্রবেশ করেছিল তাকেও আমরা চিনি। সুন্দর এই গৃহকপোতের চিত্র। উপমার ক্ষেত্রে রাজহংস, ময়ূর এবং হংসমালার প্রসঙ্গও উঠেছে।

॥ দুই ॥

আখ্যানভাগ

কুমারসম্ভব কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনা, মহেশ্বরের সাধনা, তপোবনে অকাল-বসন্তের আবির্ভাব, মদনভস্ম, রতির বিলাপ, পার্বতীর তপস্যা প্রভৃতি অংশগুলি কাব্যাংশে অতুলনীয়। কাব্যের কাহিনী অংশ সংক্ষেপে এইভাবে সাজানো যেতে পারে :

প্রথম সর্গ

গিরিরাজ হিমালয়। তাঁর স্ত্রী মেনকা—কন্যা পার্বতী। পার্বতী পূর্বজন্মে ছিলেন দক্ষের কন্যা, নাম সতী, শিবের পত্নী। সতী দক্ষের মুখে পতির নিন্দা শুনে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন।

পার্বতী যখন যৌবনবতী, তখন একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন হিমালয়ের গৃহে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—পার্বতী পতিরূপে পাবেন শিবকে। ঋষির এই ভবিষ্যদ্-বাণী শুনেও গিরিরাজ তেমন তৎপর হয়ে উঠলেন না। শিব যদি প্রার্থনা না করেন, তবে তিনি কোন্ পথে তাঁকে সম্মত করাবেন?

এদিকে শিব এসেছেন হিমালয়ে নিভৃতে তপস্যার জন্য। একথা জানতে পেরে হিমালয় নির্দেশ দিলেন, পার্বতীকে শিবের অর্চনার ভার নিতে হবে, সঙ্গে থাকবে তার দুই সখী।

দ্বিতীয় সর্গ

এদিকে তারকাসুরের উৎপীড়নে স্বর্গে দেবতাদের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। প্রতিকারের জন্য দেবগণ সদলবলে এলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মার বরেই তারকাসুর এত উদ্ধত হয়ে উঠেছে—আজ তাঁকেই একটা মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

দেবতাদের দুর্দশার কথা শুনলেন ব্রহ্মা। তিনি বললেন—'মহাদেব হিমালয়ে তপস্যামগ্ন—তাঁর সেবায় আছেন পার্বতী। পার্বতীর সৌন্দর্যে যাতে শিব আকৃষ্ট হন তার ব্যবস্থা কর। দুজনের মিলন হোক্। পার্বতীর গর্ভজাত শিবের পুত্রই দেবসেনাপতিরূপে তারকাসুরকে বধ করবেন।

তৃতীয় সর্গ

সমাধিমগ্ন মহেশ্বরের হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের উদ্বোধন করতে হবে, যাতে পার্বতীর প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। এই অঘটন ঘটাবার জন্য ইন্দ্র নিযুক্ত করলেন প্রেমের দেবতা অনঙ্গকে। সখা বসন্তকে নিয়ে অনঙ্গ উপস্থিত হলো শিবের সমাধিস্থলে।

সেখানে শিব ধ্যানমগ্ন—পদতলে সেবারতা পার্বতী! সহসা যেন কোন মন্ত্রবলে তপোবনে অকালবসন্তের উদয় হলো—তরুলতায় শ্যামল শোভা, বিচিত্র ফুলের সমারোহ। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও জেগে উঠলো মিলনস্পৃহা—হরিণ হরিণীকে পরম আদরে লেহন করতে লাগলো! সর্বত্র রতিভাবের প্রভাব। মুহূর্তের জন্য মহেশ্বর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অদূরে পুষ্পকুঞ্জের অন্তরালে দেখতে পেলেন মদনকে, ক্রোধে তাঁর তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠলো—সেই নয়ন-বহ্নির জ্বালায় ভস্মীভূত হয়ে গেল দেবতা মদন!

আপাতত দেবগণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো।

চতুর্থ সর্গ

কামদেবতার পত্নী রতির বিলাপ শুরু হলো। দীর্ঘকাল করুণকণ্ঠে বিলাপ করে রতি বসন্তকে বললেন - 'তুমি চিতা প্রস্তুত করো, পতির মৃত্যুর পরে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।' চিতার আয়োজন যখন চলছে তখন আকাশে দৈববাণী শোনা গেল—'পতির সঙ্গে তোমার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। তাপসী পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে যখন শিব তাকে বিবাহ করবেন তখন শিবের বরে মদন আবার প্রাণ ফিরে পাবেন।'

এরপর শুরু হলো পতির জন্য রতির প্রতীক্ষা।

পঞ্চম সর্গ

এদিকে পার্বতীও শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বাইরের রূপ দিয়ে তিনি সন্ন্যাসী শিবকে ভোলাতে পারেন নি—এবার তপস্যা দিয়ে তাঁর মন জয় করতে হবে। শিবকেই তিনি পতিরূপে লাভ করবেন এই তাঁর সঙ্কল্প। পিতামাতার অনুমতি নিয়ে তিনিও

চলে এলেন এক নিভৃত গিরিশিখরে। প্রবল শীতে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, অনাহারে, দিনের পর দিন তাঁর কঠোর সাধনা চললো।

ফুলের আঘাতও যিনি সইতে পারতেন না, তিনি নিলেন ভূমিশয্যা! কখনও চারদিকে অগ্নিকুণ্ড জেবলে তার মধ্যে গিয়ে বসতেন—কখনও অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন প্রচণ্ড সূর্যের দিকে! কখনও কনকনে শীতের মধ্যে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে, কখনও বা অবিরাম বৃষ্টিধারার নিচে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি।

তারপর দেবতা একদিন ধরা দিলেন। ব্রহ্মচারী বেশে এসে পার্বতীকে পরীক্ষা করলেন—তাতেও জয়লাভ করলেন পার্বতী।

তারপর মহেশ্বর গ্রহণ করলেন পার্বতীকে।

ষষ্ঠ সর্গ

একদিন পার্বতী সখীর মুখে শিবের কাছে প্রার্থনা জানালেন—পিতা যাতে শিবের হাতে তাঁকে সম্প্রদান করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিব বললেন, তাই হবে।

অনেক ভেবে তিনি সপ্তর্ষিকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাতজন ঋষি চলে এলেন শিবের কাছে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সঙ্গে আছেন বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী।

শিবের নির্দেশে এঁরা এলেন হিমালয়ের কাছে—শিব-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। হিমালয় আনন্দে অনুমতি দিলেন। কন্যাকে ঋষিদের সামনে নিয়ে এসে বললেন—আজ তোমাকে বিশ্বনাথের হাতে ভিক্ষা হিসেবে দান করলাম।

পার্বতী সপ্তর্ষিকে প্রণাম করলেন।

সপ্তম সর্গ

হিমালয় জানতে চেয়েছিলেন—কবে বিবাহের শুভলগ্ন? সপ্তর্ষিগণ বলেছিলেন—আর তিন দিন পরে, চতুর্থ দিনে।

সুতরাং উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল—হিমালয়ে এবং কৈলাসে। বিবাহের সাজে সজ্জিত হলেন শঙ্কর। শুধু কি তিনি? তাঁর প্রিয় বৃষটিও সেজেছে ব্যাঘ্রচর্মের আচ্ছাদনে। বৃষারূঢ় শঙ্করের পিছনে ছিলেন অষ্টমাতৃকা—তাঁদের পিছনে এলেন কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী। বরযাত্রীর দলে সকলের প্রথমে ছিলেন শিবের অনুচর প্রমথগণ। সপ্তর্ষিগণ এলেন; শিব বললেন, এ বিবাহে আপনারা হবেন পুরোহিত।

শঙ্করের বিজয়গীতি শোনা গেল গন্ধর্বদের কণ্ঠে। যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

হিমালয়ের 'ওষধিপ্রস্থ' নগরের পথে পথে অজস্র ফুল ছড়ানো। স্বয়ং হিমালয় এলেন অভ্যর্থনা করতে। ফুলের পথে এগিয়ে চললেন শঙ্কর সুন্দর এক মন্দিরের দিকে।

এরপর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। যেমন হয়ে থাকে। পার্বতীর কিছু বলার ছিল না। তবু একবার তাঁকে মুখ খুলতে হলো। ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন করাতে গিয়ে শঙ্কর বললেন—ঐ ধ্রুবনক্ষত্র দেখ!

অস্ফুট মধুরকণ্ঠে পার্বতী বললেন—দেখেছি! বলেই চকিতদৃষ্টিতে দেখে নিলেন শঙ্করের মুখ!

অষ্টম সর্গ

পার্বতী এখন আর তপস্বিনী নন, বহু সাধনায় তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতাকে পেয়েছেন পতিরূপে। প্রথম মিলনের সেই আনন্দ-মুখর দিনগুলি এক রোমাঞ্চময় আবেশের মধ্যে কেটে যেতে লাগলো।

একমাস কাটলো 'ওষধিপ্রস্থ' নগরে। পত্নীকে নিয়ে শঙ্কর বিচিত্র অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালেন—মেরু, কৈলাস, মন্দর, মলয় প্রভৃতি পর্বতে; দেখে বেড়ালেন আকাশবাহিনী গঙ্গা, নন্দনকানন। তারপর দুজনে এলেন গন্ধমাদন পর্বতে, সেই পর্বতে অতিথি হয়ে তাঁরা একরাত্রি কাটালেন পরম আনন্দে।

এইখানে শঙ্কর দীর্ঘকাল রইলেন পত্নী পার্বতীর সঙ্গে। তাঁদের এই মিলন তৃপ্তিতে ভরা—সেখানে কোন বাধা ছিল না, কোন দ্বিধা ছিল না। দুজনের মধ্যে কোন অন্তরালও ছিল না! তপস্বিনী পার্বতীর সে এক পরম প্রাপ্তি!

কাব্য-কাহিনীর উৎস

শিব-পার্বতীর পরিণয়-কথা হিন্দু পুরাণে সুলভ। এ কাহিনী সংক্ষিপ্ত রূপে পাওয়া যাবে ব্রহ্মপুরাণে, কালিকাপুরাণে এবং শিবপুরাণে। শিবপুরাণের কাহিনী বিস্তৃততর। খুব সম্ভব 'কুমারসম্ভব' কাব্যের কাহিনীর জন্য শিবপুরাণের কোন প্রাচীন সংস্করণের কাছে কবি ঋণী।

এই আলোচনায় অবশ্য রামায়ণের কথা ভুললে চলবে না। বিদগ্ধ মহলে এই মতটিও প্রচলিত যে, রামায়ণ থেকেই কালিদাস তাঁর কাব্যের মূল আখ্যানভাগ গ্রহণ করেছেন। এতে সন্দেহ নেই, কুমারসম্ভবের কয়েকটি বিষয় রামায়ণীয়—

১ তপোবনে বসন্তাগম।

২. আলোচ্য কাব্যে রতির বিলাপ, রামায়ণে বালির মৃত্যুর পরে তারার বিলাপের অংশ স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩ তারকাসুরের আখ্যান।

কিন্তু কালিদাস মূলত রামায়ণের কাছে ঋণী হলেও শিবপুরাণের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এরকম কথাও কেউ কেউ বলেছেন। অবশ্য আমাদের প্রশ্নটি পুরাণগুলির সঙ্গে জড়ানো একেবারেই নিরাপদ নয়, কারণ অধিকাংশ পুরাণই পরবর্তী কালের; যুগে যুগে তাদের মধ্যে বিভিন্ন অংশ সংযোজিত হয়েছে। এটি খুবই সম্ভব যে শিবপুরাণই কালীদাসীয় আখ্যানের আদর্শে রচিত।

কিন্তু উইন্টারনিৎস (Winternitz) বলেছেন—'স্কন্দপুরাণ'ই কবির আদর্শ ছিল। স্কন্দপুরাণের 'শঙ্করসংহিতা'র শিবরহস্য'-অংশের সঙ্গে কুমারসম্ভব-এর সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, প্রভাবের প্রশ্নে পুরাণগুলির প্রসঙ্গ নিয়ে আসা ভ্রমাত্মক। স্কন্দপুরাণের প্রাচীনতম অংশ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী নয়—অর্থাৎ কালীদাসীয় আমলের বহু পরবর্তী এই স্কন্দপুরাণ। তবু একথা বলা প্রয়োজন যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, মনে হতে পারে—কুমারসম্ভবের প্রথম-সপ্তম সর্গ শিবরহস্যকে ভিত্তি করেই রচিত; তবে সেক্ষেত্রে স্কন্দপুরাণের কাল নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সুতরাং রামায়ণের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যেতে পারে।

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের বালকাণ্ডের একটি শ্লোক থেকে কালিদাস তাঁর কাব্যের নামকরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন—এমন অনুমান যুক্তিসঙ্গত। শ্লোকটি এই—

এষ তে রাম গঙ্গায়াঃ বিস্তরোঽভিহিতো ময়া
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ।

কাব্যের মূল বক্তব্য

কুমারসম্ভব কাব্যে গল্প নেই—যেটুকু আছে তাহা সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন এবং অসমাপ্ত। কিন্তু কবির বক্তব্য সুদৃঢ় এবং সংযত। মেঘদূত কাব্যে, শকুন্তলা নাটকে ও কুমারসম্ভব কাব্যে বক্তব্য একই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—'যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই, কোন নিয়ম যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করে সংযমদুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেম-সম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নর-নারীর প্রেম সুন্দর নহে যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে, কল্যাণকে জন্মদান না করে।'—

সূক্তিরত্নাবলী

কালিদাসের রচনায় সুন্দর উক্তি পদে পদে—কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো :

১. একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ (১.৩)
   চন্দ্রের কিরণরাশির মধ্যে তার কলঙ্ক যেমন, তেমনি সামান্য দোষও গুণবানের গুণরাশির মধ্যে ডুবে যায়।
২. ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব (১.১২)
   শরণাগত সজ্জন ক্ষুদ্র হলেও উধর্বশির ব্যক্তিগণ তাদের প্রতি অবশ্যই মমতা প্রকাশ করে থাকেন।
৩. বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ (১.৫৯)
   বিকারের কারণ উপস্থিত থাকলেও যাঁদের হৃদয় বিকৃত হয় না তাঁরাই প্রকৃত ধীর।
৪. শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ (২.৪০)
   প্রতিবাদে অপকার করলেই দুর্জন ব্যক্তি শান্ত হয় উপকার করে তাকে শান্ত করা যায় না।
৫. বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ (২.৫৫)
   বিষবৃক্ষকেও বর্ধিত করে পরে নিজেই তাহা ছেদন করা অসঙ্গত।
৬ রবিপীতজলা তপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী (৪.৪৪)
   যে নদীর জল সূর্যতাপে শুষ্ক হয়েছে—গ্রীষ্মের অবসানে আবার সে জলপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়।
৭. প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা (৫.১)

প্রিয়তমের অনুগ্রহ লাভেই রূপের সার্থকতা।

৮. ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষতে (৫.১৬)
ধর্মাচরণে যিনি প্রবীণ তাঁর বয়সের বিচার করা হয় না।

৯. মনোরথানামগতি র্ন বিদ্যতে (৫.৬৪)
কামনার নিকট সম্ভব বা অসম্ভব বলে কিছু নেই—সর্বত্র মনোরথের গতি।

১০. ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে (৫.৮২)
স্বেচ্ছাব্যবহারী (যে নিজের ইচ্ছায় চলে) কখনও নিন্দায় বিচলিত হয় না।

১১. ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ (৫.৮৩)
মহাপুরুষদের যে নিন্দা করে সে-ই যে কেবল পাপী তা নয়—সে নিন্দা যে শোনে সে-ও পাপভাগী।

১২. ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে (৫ ৮৬
ক্লেশ সফল হলে তাকে আর ক্লেশ বলেই মনে হয় না।

১৩. প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ (৬.২০)
মহাপুরুষের স্বীকৃতি পেলে নিজের গুণ সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে থাকে।

কুমারসম্ভব

প্রথম সর্গ

প্রথম সর্গে বিষয়বস্তুর বিন্যাসক্রম—
হিমালয় বর্ণনা—১-১৭ ; উমার জন্ম ও রূপ বর্ণনা—২৩—৪৯ ;
উমার শিবসেবা—৫৮-৬০।

উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতের স্থিতি ; এই হিমালয় দেবতার প্রকৃতিসম্পন্ন। হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড ! ১

এই হিমালয়কে বৎসরূপে কল্পনা করে অন্য সকল পর্বত গো-রূপধারিণী বসুন্ধরাকে দোহন করে প্রচুর উজ্জ্বল রত্ন ও মহোষধি সংগ্রহ করেছিল। দোহনদক্ষ মেরুপর্বত ছিলেন দোহনকারী—দোহনে উপদেশ দিয়েছিলেন রাজা পৃথু। ২

অনন্ত রত্নের উৎস হিমালয় ! হিম তার সৌভাগ্য বিলোপ করতে পারে নি। অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ ডুবে যায়—চাঁদের কিরণের দীপ্তিতে মুছে যায় তার কলঙ্ক-চিহ্ন ! ৩

বহুবিচিত্র রঙ্গীন ধাতুপদার্থ রয়েছে হিমালয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘে তা প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করে লোহিতবর্ণের আভা ! অপ্সরাদের ভ্রান্তি জন্মে—বুঝি সন্ধ্যা সমাগত। তখন প্রিয়তমের অভ্যর্থনার দ্রুত সাজসজ্জা করতে গিয়ে তারা এক বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসে। ৪

গিরিনিতম্বে সঞ্চরণ করে যে মেঘমালা তাদের ছায়া এসে পড়ে নিম্নে পর্বতের সানুদেশে। সিদ্ধগণ রৌদ্রতপ্ত হয়ে সেই ছায়ায় বিশ্রাম করেন কিন্তু বর্ষণে বিরক্ত হয়েই আবার উঠে আসেন রৌদ্রোজ্জ্বল শিখরদেশে। ৫

এই হিমালয়ে বিগলিত তুষারধারায় রক্তচিহ্ন মুছে যায় তাই কিরাতেরা গজ-হত্যাকারী সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পায় না—না পেলেও, নখের ফাঁকে খসে-পড়া মুক্তা দেখেই তারা সিংহের গতিপথ ঠিক করে নিতে পারে। ৬

এই হিমালয়ে ভূর্জপত্রে যে ধাতুরসের সাহায্যে যে অক্ষর লেখা হয় তা হস্তিদেহের রক্তবর্ণ বিন্দুর মত। ঐ ভূর্জপত্র সুন্দরী বিদ্যাধরীদের প্রেমপত্র রচনায় সাহায্য করে। ৭

এই হিমালয়ের গুহামুখ থেকে প্রবল বায়ু বেরিয়ে এসে বাঁশের গায়ে কীটদষ্ট ছিদ্র পূরণ করে দেয়—তাতে বাঁশির মত সুর বেজে ওঠে ; মনে হয়, হিমালয় যেন কিন্নর মিথুনদের উচ্চগ্রামের গানের সঙ্গে বাঁশির তান মেলাতে চায়। ৮

এই হিমালয়ে হস্তিগণ কপোলের কণ্ডুয়ন দূর করবার জন্য দেবদারু বৃক্ষে কপোল ঘর্ষণ করে—তাতে দেবদারু বৃক্ষ থেকে সুগন্ধিরস বেরিয়ে এসে পর্বতের সানুদেশকে সুরভিত করে থাকে। ৯

হিমালয়ের গুহামুখে জন্মে এক জাতীয় লতা—তা থেকে উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হয় ; কিরাতেরা যখন তাদের বনিতাদের সঙ্গে কামক্রীড়ায় রত থাকে তখন সেই আলো প্রদীপের কাজ করে, তেলের প্রয়োজন হয় না। ১০

হিমালয়ে যেখানে হিম শিলায় পরিণত হয়েছে, সেই পথে চলতে গিয়ে অশ্বমুখী: কিন্নরীদের পায়ের আঙুল আর গোড়ালি অসাড় হয়ে পড়ে ; তবু গুরু নিতম্ব এবং দুর্বহ স্তনের ভারে দ্রুতগতিতে চলতে পারে না। ১১

অন্ধকার দিনের আলোকে ভীত° পেচকের ন্যায়—হিমালয় এই অন্ধকারকে গোপনে গুহার মধ্যে সূর্যের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। শরণাগত সজ্জন ক্ষুদ্র হলেও মহান্ ব্যক্তির তার প্রতি মমতা থাকে। ১২

জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে চমরী মৃগীরা তাদের লাঙ্গুলগুলি আন্দোলিত করতে করতে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াত—তাদের চামরের মত লাঙ্গুলের শোভা হিমালয়ে ছড়িয়ে পড়তো—সেই চামর চন্দ্রের কিরণের মত শ্বেতবর্ণ! মনে হতো হিমালয়ের 'রাজা' নাম সার্থক- ছত্র আর চামর তো রাজারই চিহ্ন! ১৩

এখানে গুহাগৃহের মধ্যে কিন্নরদল যখন কিন্নরীদের বস্ত্র আকর্ষণ করে তখন কিন্নরীগণ স্বভাবতই লজ্জিত হয়ে পড়ে—ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে জলভরা কালো মেঘ গুহাদ্বারে এসে পর্দার মত বিলম্বিত হয়, (রমণীরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে)। ১৪

কি স্নিগ্ধ সমীরণ হিমালয়ের! এই সমীরণ বয়ে আনে গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণা- তার বেগে দেবদারু গাছগুলি মুহুর্মুহুঃ কেঁপে ওঠে! ময়ূরের পুচ্ছগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে কেমন সুন্দর শোভা পেতে থাকে! এই সমীরণ উপভোগ করে শিকার সন্ধানের শেষে পরিশ্রান্ত কিরাতের দল। ১৫

এই হিমালয়ের শিখরস্থিত সরোবরে কত পদ্ম ফোটে—সপ্তর্ষিগণ চয়ন করার পরে যে সব পদ্ম অবশিষ্ট থাকে—নিচে ভ্রমণরত সূর্যদেব উপরে কিরণ প্রসারিত করে° সেইগুলি প্রস্ফুটিত করেন। (সৌরমণ্ডলেরও ঊর্ধ্বে সেই সরোবর—হিমালয় কত উচ্চ কে জানে!)। ১৬

যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তার উৎস হিমালয়! তাছাড়া, পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা-ও আছে এই হিমালয়ের। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা এই সমস্ত বিবেচনা করেই হিমালয়কে পর্বতের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন—(দেবতাদের মত) যজ্ঞভাগেরও একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ১৭

এই হিমালয় মেরুপর্বতের সখা, কে কিরূপ মর্যাদার যোগ্য সে বিষয়ে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তিনি পিতৃগণের মানসীকন্যা মেনাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করলেন। মেনা ছিলেন মুনিগণেরও সম্মানের পাত্রী এবং সর্বাংশে হিমালয়ের যোগ্য সহধর্মিণী। ১৮

কালক্রমে তাঁরা রূপানুযায়ী রতিসম্ভোগে লিপ্ত হলেন—এবং পর্বতরাজের পত্নী, মনোরম যৌবনের অধিকারিণী মেনা গর্ভিণী হলেন। ১৯

যথাসময়ে তাঁর মৈনাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। রূপবান্ মৈনাককে সুন্দরী নাগকন্যাগণও এসে পতিত্বে বরণ করলো। বন্ধুত্ব হলো সমুদ্রের সঙ্গে। ক্রুদ্ধ দেবরাজের বজ্রাঘাতের বেদনা আর তাকে সইতে হলো না। (তিনি সমুদ্রের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করলেন)। ২০

প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহাদেবের পূর্বপত্নী সতী° পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনে অপমানে যোগানলে দেহত্যাগ করেছিলেন ; সেই সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করার জন্য হিমালয়গৃহিণী মেনার গর্ভস্থ হলেন। ২১

যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারলে উৎসাহগুণ যেমন নীতির কৌশলে শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে থাকে—সংযত গিরিরাজ হিমালয়ও তেমনি নিয়মবতী মেনার গর্ভে সতীকে লাভ করলেন। ২২

তার সেই জন্মদিন সকলের পক্ষেই পরম সুখকর হয়ে উঠেছিল। দশ দিক আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করলো—সর্বত্র ধূলিমুক্ত নির্মল সমীরণে ছেয়ে গেল ; দেবগণের শঙ্খ-ধ্বনিতে পূর্ণ হলো আকাশ, অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। স্থাবর-জঙ্গম সকলের পক্ষেই সেই দিন ছিল আনন্দদায়ক। ২৩

নবমেঘের মন্দ্রধ্বনিতে পর্বতের প্রান্তভূমি থেকে উদ্গত রত্নশলাকার দীপ্তিতে যেমন সেই স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেইরূপ জ্যোতির্ময়ী নবকুমারীর দেহলাবণ্যেও প্রসূতি মেনকাদেবী অতুল দীপ্তিতে শোভিত হলেন। ২৪

চন্দ্রলেখা যেমন দিনের পর দিন অধিকতর জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব নব কলার সংযোগে অধিক সুন্দর দেখায়, সেইরূপ সেই নবকুমারীর দেহ দিন দিন বাড়তে লাগলো, তাতে অধিকতর লাবণ্যও বিকশিত হতে লাগলো। ২৫

পিতৃকুলের প্রিয় সেই কুমারীকে পিতা হিমালয় প্রভৃতি বংশানুসরণ অর্থাৎ 'পার্বতী' (পর্বত-কন্যা) নামে ডাকতেন। পরে (যখন মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য পার্বতী তপস্যায় উদ্যতা) উ—ওগো, মা—যেয়ো না, এইভাবে মাতা বার বার তপস্যা থেকে নিষিদ্ধ করায় তার নাম হয়েছিল 'উমা'। ২৬

পুত্র থাকা সত্ত্বেও পার্বতীর উপরেই হিমালয়ের অধিক স্নেহ—তার দিকে চেয়ে তাঁর যেন তৃপ্তি হতো না। বসন্তে অনেক ফুল ফোটে, তবু আম্রমুকুলেই থাকে ভ্রমরের আকর্ষণ। ২৭

উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত শিখায় যেমন প্রদীপ অলংকৃত হয়, মন্দাকিনীর স্পর্শে যেমন স্বর্গের পথ পবিত্র হয়, বিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা যেমন পণ্ডিত ভূষিত হন—পার্বতীর দ্বারাও তেমনি হিমালয় অলংকৃত, পবিত্র ও বিভূষিত হলেন। ২৮

বাল্যে ক্রীড়ারস আস্বাদন করার জন্যই যেন তিনি কখনও মন্দাকিনীর তীরে বালুকার বেদী নির্মাণ করে কখনও কন্দুক* (ঘুঁটি) নিয়ে আবার কখনও বা পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলা করতেন। ২৯

শরৎকালে হংসমালা যেমন আপনি এসে উপস্থিত হয়, রাত্রিকালে লতাসমূহে যেমন তাদের নিজের দীপ্তি আপনিই জ্বলে ওঠে, তেমনি মেধাবিনী পার্বতীর শিক্ষাকালে তাঁর পূর্বজন্মের বিদ্যা সংস্কার আপনি এসে তাঁকে আশ্রয় করলো। ৩০

ক্রমে পার্বতীর যৌবন দেখা দিল। যৌবন (নরনারীর) অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার, যৌবন মদ্য না হয়েও হৃদয়ের মত্ততাজনক, যৌবন কামদেবের পঞ্চপুষ্পের অতিরিক্ত ষষ্ঠ বাণ†—বাল্যকালের পরে এই যৌবনই পার্বতীকে অলংকৃত করলো। ৩১

নব যৌবনের আবির্ভাবে তাঁর দেহ নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত চিত্রের ন্যায়, সূর্যের কিরণে বিকশিত পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্যে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। ৩২

তাঁর প্রতি পদক্ষেপে উত্তোলিত চরণপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি ভূমিতে নিহিত হবার সময়ে যেন নখের দীপ্তি থেকে একটা রক্তিম আভা ফুটে উঠতো—মনে হতো তিনি যেন এখানে-ওখানে স্থলপদ্ম ছড়াতে ছড়াতে চলেছেন। ৩৩

নূপুর পরে তিনি যখন মন্থর পদে চলে যেতেন তখন মনে হতো তাঁর ঐ নূপুরের ধ্বনি প্রতিদানরূপে ফিরে পাবার জন্যেই বুঝি রাজহংসীরা তাঁকে ঐ মন্দগমন শিক্ষা দিয়েছে। (তা না হলে ঐ মরালগতি তিনি পেলেন কোথা থেকে ?)। ৩৪

সুবর্তুল, গোপুচ্ছাকার, অনতিদীর্ঘ তাঁর জঙ্ঘাদ্বয় বিধাতা এতই সুন্দর করে গড়েছিলেন যে মনে হয় তাঁর সৌন্দর্যভাণ্ডারের সবটুকু সৌন্দর্য ঐ জঙ্ঘানির্মাণেই নিঃশেষিত হয়েছিল ; পার্বতীর অন্যান্য অঙ্গ নির্মাণের সময়ে বিধাতাকে লাবণ্য-সংগ্রহে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ৩৫

হস্তিশুণ্ডের ত্বক কর্কশ আর কদলীতরু শীতল সুতরাং তারা (সৌন্দর্যে সাধারণ উরুর উপমানযোগ্য হলেও) পার্বতীর নাতিশীতোষ্ণ অসাধারণ সুন্দর উরুর উপমান হতে পারলো না (অর্থাৎ বাইরেই থেকে গেল, ত্রিসীমাতেও আসতে পারলো না)। ৩৬

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতীর কাঞ্চীগুণের স্থান অর্থাৎ নিতম্ব কতদূর অনুপম শোভায় মণ্ডিত ছিল তা শুধু এইটুকু বললেই অনুমান করা যাবে যে পরে পার্বতীর এই নিতম্ব মহেশ্বরের ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েছিল যা অন্য কোন রমণী স্বপ্নেও কামনা করতে পারে না। ৩৭

নিম্ননাভি পার্বতীর নাভির চারিদিকে নবোদ্গত অতি সূক্ষ্ম রোমাবলী ! সেই রোমাবলী তার নাভিগর্তে ঈষৎ প্রবিষ্ট হয়ে এমন শোভা সৃষ্টি করেছিল যে মনে হতো, বুঝি তারা মেখলার মধ্যস্থিত নীলকান্ত-মণির স্নিগ্ধ আভা নাভির উপরের বসনগ্রন্থি ভেদ করে নাভিগর্তে প্রবেশ করেছে। ৩৮

পার্বতীর কৃশ কটিদেশ যেন একটি বেদির মত ; সেই বেদির নিচে তিনটি সুন্দর ত্রিবলীরেখা ! দেখে মনে হতো যেন নবযৌবন ঐ সিঁড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে—যাতে মদনদেবতা ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে পারেন। ৩৯

কমলনয়না পার্বতীর পাণ্ডুবর্ণ স্তন দুইটি পরস্পরকে পীড়িত করে এমনি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সেই শ্যাম-মুখ স্তনদ্বয়ের মধ্যে এতটুক স্থান ছিল না যে মধ্যে এক সূক্ষ্ম মৃণালসূত্র প্রবেশ করতে পারে। ৪০

আমার মনে হয়, পার্বতীর বাহু দুইটি শিরীষ কুসুমের চেয়েও অনেক বেশি কোমল ছিল[৮]—তা না হলে, পরাজিত হয়েও মদন ত্রিলোচনের কণ্ঠে পার্বতীর বাহুপাশে বাঁধতে পারলেন কি ভাবে ? ৪১

পার্বতী যখন তার পীনস্তনোন্নত কণ্ঠে সুগোল মুক্তাহার পরতেন—তখন মুক্তাহারে কণ্ঠের যেমন শোভা হতো, মুক্তাহারও সৌন্দর্যময় হয়ে উঠতো। তারা হতো পরস্পর পরস্পরের ভূষণ। ৪২

(সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চঞ্চলা) লক্ষ্মী রাত্রিতে চন্দ্রকে আশ্রয় করে বিকশিত পদ্মের শোভা ভোগ করতে পারতেন না, (আবার দিনে) পদ্মে অধিষ্ঠিত থেকে চন্দ্র-শোভা থেকে বঞ্চিত হতেন ; এখন পার্বতীর মুখ আশ্রয় করে চন্দ্র ও পদ্ম—দুইয়েরই প্রীতিলাভ করলেন। (অর্থাৎ পার্বতীর মুখ যুগপৎ চন্দ্র ও পদ্মের তুল্য)। ৪৩

শ্বেতপুষ্পকে (পুণ্ডরীক প্রভৃতি) যদি নবপল্লবের উপরে স্থাপন করা যায় অথবা মুক্তাবন যদি ঈষৎ রক্তাভ প্রবালের উপরে নিহিত হয়, তাহলে হয়তো তাঁর আরক্ত অধর প্লাবিত করে বিচ্ছুরিত যে স্মিতহাসি—তার সঙ্গে তারা উপমিত হতে পারে। ৪৪

মধুরভাষিণী পার্বতী যখন অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বরে কথা বলতেন তখন পরপুষ্টা

কোকিলার কুহুস্বরও বিষমবন্ধা (সুরহীনা) বীণার ধ্বনির মত কর্কশ মনে হতো। ৪৫

বায়ুর বেগে চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায় আয়তনয়না পার্বতীর সেই অধীর দৃষ্টি কি তিনি চঞ্চলনেত্রা মৃগীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন ? না, মৃগীরাই তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল ? ৪৬

পার্বতীর আকর্ণদীর্ঘ ভ্রূলতা যেন অঞ্জনশলাকার দ্বারা অঙ্কিত ! এই ভ্রূলতার সৌন্দর্য দেখেই পুষ্পধনুর (নিজের বাঁকা এবং) ত্রিভুবনজয়ী গর্ব ত্যাগ করেছিলেন। ৪৭

ইতর প্রাণীদের হৃদয়ে[৯] যদি বিন্দুমাত্রও লজ্জা থাকতো তাহলে গিরিরাজ-কন্যার সেই কেশকলাপ দেখে নিশ্চয়ই চমরী মৃগ আপন পুচ্ছের মমতা ত্যাগ করতো। ৪৮

বিশ্বস্রষ্টা বোধ হয় জগতের সমস্ত সৌন্দর্য একটি স্থানে দেখবার ইচ্ছাতেই[১০], বিশ্বের সমস্ত উপমানবস্তু (চাঁদ, চাঁপা, পদ্ম, কোকিল প্রভৃতি) একত্র সংগ্রহ করে—যেখানে যেটি সন্নিবিষ্ট করলে ঠিক মানায় সেইভাবেই সাজিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দরী পার্বতীকে নির্মাণ করেছেন। (তা না হলে এমন নিখুঁত সৌন্দর্য কিরূপে সম্ভব ?) ? ৪৯

একদিন ইচ্ছাবিহারী দেবর্ষি নারদ সেই কন্যাকে (পার্বতীকে) পিতার কাছে দেখতে পেয়ে এই ঘোষণা করলেন—ইনি আপন প্রেমের প্রভাবে মহেশ্বরের একপত্নী এবং অর্ধাঙ্গভাগিনী হবেন। ৫০

এই জন্যই পিতা হিমালয় কন্যার বিবাহোচিত বয়স হলেও অন্য পাত্রের কোন অভিলাষ করেন নি। কেননা, মন্ত্রপূত হবি একমাত্র অগ্নি ছাড়া আর কেউ লাভ করার যোগ্য নয়। ৫১

মহেশ্বর নিজে প্রার্থনা করেন নি, তাই গিরিরাজ নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলেন না। প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় এই ভয়ে ঈপ্সিত বিষয়েও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ উদাসীন হয়ে থাকেন। ৫২

সুন্দরী পার্বতী পূর্বজন্মে এসেছিলেন সতীরূপে। পিতা দক্ষের ক্রোধে যেদিন তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন সেইদিন থেকে সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আর ভার্যা গ্রহণ করেন নি। ৫৩

তপস্যার জন্য হিমালয়েরই কোন নিভৃত সানুদেশে চর্মপরিহিত[১১] সেই পশুপতি শিব বাস করছেন ; সেখানে দেবদারু বন গঙ্গার প্রবাহধারায় অভিষিক্ত, মৃগনাভির সুগন্ধে আমোদিত আর কিন্নরের কণ্ঠসঙ্গীতে মুখরিত। ৫৪

তাঁর অনুচরগণ শিলাজতু দ্বারা সুরভিত শিলাতলে উপবেশন করে থাকেন—তাঁদের কর্ণে নমেরু পুষ্পের অলঙ্কার, পরিধানে সুখস্পর্শ ভূর্জপত্রের বসন এবং দেহ সুগন্ধি গৈরিকচূর্ণে বিলিপ্ত। ৫৫

তাঁর বৃষ সদর্পে যখন খুরের অগ্রভাগ দিয়ে তুষারশিখা খনন করতে থাকে তখন গবয়জাতীয় পশুরা সভয়ে তার দিকে কোনপ্রকারে চেয়ে থাকে। বৃষ সিংহধ্বনি সহ্য করতে না পেরেই যেন উচ্চকণ্ঠে গর্জন করতে থাকে। ৫৬

তপস্যার ফলের যিনি নিজেই বিধাতা সেই অষ্টমূর্তি শিব[১২] অরণির সাহায্যে নিজেরই অন্যমূর্তি অগ্নি স্থাপন করে কোন এক কামনায় তপস্যায় রত। ৫৭

গিরিরাজ হিমালয় দেবগণের পূজ্য। তিনি পরমপূজ্য শিবকে অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা

করবার জন্য তাঁর সংযতা কন্যাকে আদেশ করলেন, তিনি সখীর সঙ্গে গিয়ে তার আরাধনা করবেন। ৫৮

সমাধির প্রতিকূল হলেও শিব পার্বতীকে শুশ্রূষার অনুমতি দিলেন, কারণ, বিকারের কারণ থাকা সত্ত্বেও যাঁদের হৃদয় বিকৃত হয় না তারাই তো প্রকৃত ধীর। ৫৯

সুকেশী পার্বতী পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতেন, আসনবেদি পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন, পূজা ও অভিষেকের জন্য ফুল তুলে কুশ সংগ্রহ করে আনতেন। শিবের ললাটস্থ চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে নিজের ক্লান্তি দূর করতেন। এই ভাবেই পার্বতী শিবের সেবা করতে লাগলেন। ৬০

॥ 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে 'উমার জন্ম' নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

দ্বিতীয় সর্গে বিষয়বস্তুর বিন্যাসক্রম—

দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব—৪-১৫ ; তারকাসুরের উৎপীড়ন-কাহিনী— ৩১-৫১

ব্রহ্মা কর্তৃক অসুরনিধনের উপায়নির্দেশ ৫৪-৬১।

সেই সময়ে তারকাসুর বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছিলেন দেবগণকে ; দেবগণ ইন্দ্রকে পুরোভাগে রেখে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হলেন। ১

ম্লানমুখ দেবগণের সামনে ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন ; যে সরোবরে পদ্ম এখনও ফোটেনি সেই সরোবরের সামনে কিরণমালী সূর্যের মত এই আবির্ভাব ! ২

ব্রহ্মা চতুর্মুখ বাক-পতি এবং সর্বস্রষ্টা। দেবগণ তাকে প্রণাম ক'রে সার্থক বাক্যের দ্বারা তাঁর বন্দনায় প্রবৃত্ত হলেন। ৩

সৃষ্টির আগে তুমি কেবল আত্মরূপে বিরাজিত ছিলে ; পরে সত্ব, রজঃ তম—এই তিনটি গুণের বিভাগ ক'রে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র) এই তিন মূর্তি ধারণ করলে ; হে ত্রিমূর্তিধারী, তোমাকে নমস্কার ! ৪

তুমি জন্মরহিত ! তোমারই সৃষ্টি কারণসলিলে তুমি যে অব্যর্থ বীজ নিক্ষেপ করেছিলে, সেই বীজ থেকেই হয়েছে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি ! সুতরাং তুমিই বিশ্ব-সৃষ্টির মূল ব'লে কীর্তিত। ৫

একমাত্র তুমি ত্রিবিধ অবস্থায় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে) আপনার মহিমা ব্যক্ত ক'রে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হয়েছ। ৬

সৃষ্টিকামনায় তুমিই তোমাকে স্ত্রী এবং পুরুষরূপে বিভক্ত করেছ ; সেই বিভক্ত অংশদ্বয় উৎপন্ন এই সৃষ্টির মাতা ও পিতৃস্থানীয়। ৭

তোমার কালের পরিমাণ অনুযায়ী তুমিই তোমার দিনরাত্রির ভাগ করেছ ; সেই ভাগ অনুযায়ী তোমার যখন নিদ্রাবস্থা, জগতে তখন প্রলয়—তোমার যখন জাগরণ তখনই জগৎ ক্রিয়াশীল। ৮

তুমি সৃষ্টির কারণ কিন্তু তোমার কোন কারণ নেই ; তুমি জগতের সংহারকর্তা কিন্তু তোমার সংহারক কেউ নেই ; তুমি জগতের আদি কিন্তু তুমি নিজে আদিরহিত ; তুমি জগতের প্রভু, কিন্তু তোমার প্রভু কেউ নেই ! ৯

তুমি নিজের দ্বারাই তোমার স্বরূপ জানো ; তুমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে থাকো ; আবার প্রলয়কালে নিজের সৃষ্টি নিয়ে নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাও। ১০

তরল পদার্থ, কঠিন পদার্থ, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) স্থূল বস্তু, (ইন্দ্রিয়াতীত) সূক্ষ্ম বস্তু, লঘু ও গুরু পদার্থ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই তুমি। অসীম তোমার বিভূতি। ১১

যে বাক্যের সূচনায় ওঙ্কার, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরযোগে যে বাক্যের উচ্চারণ করতে হয়, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য কর্মযজ্ঞ এবং ফল স্বর্গ, তুমিই সেই বেদবাক্যের রচয়িতা। ১২

তত্ত্বদর্শিগণ ব'লে থাকেন, তুমিই পুরুষার্থপ্রবর্তিনী প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ—আবার তুমিই সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা উদাসীন পুরুষ। ১৩

তুমি পিতৃগণের পিতা, দেবগণেরও তুমি দেবতা। তুমি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (দক্ষ প্রভৃতি) সৃষ্টিকর্তাদেরও তুমিই স্রষ্টা। ১৪

তুমি হবনীয়, তুমিই হবনকর্তা, তুমি ভোজ্য, তুমিই ভোক্তা ; তুমি জ্ঞেয়, তুমিই জ্ঞাতা ; তুমিই একমাত্র ধ্যেয়, আবার ধ্যানকর্তাও তুমিই। ১৫

দেবতাদের এই সঙ্গত ও সুন্দর স্তব শুনে প্রাসাদাভিমুখী হলেন ব্রহ্মা। তিনি দেবতাদের কাছে বলতে লাগলেন— ১৬

আদিকবি চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় থেকে উচ্চারিত হয়ে বাগ্‌দেবতার চতুর্বিধ অবয়ব ধারণ যেন সার্থক হলো। ১৭

হে অমিত বলশালী দেবগণ! তোমার আপন প্রভাবে স্বাধিকার রক্ষা করছো। আজানুলম্বিত বাহুবলে তোমরা বলীয়ান্‌॥ তোমরা সকলে আজ একসঙ্গে এখানে উপস্থিত। তোমাদের অভ্যর্থনা জানাই। ১৮

হিমক্লিষ্ট নক্ষত্রের মত তোমাদের মুখগুলির পূর্বের শোভা আর নেই। এর কারণ কি? ১৯

বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের এই বজ্রের দীপ্তি যেন নির্বাপিত, তার শোভা আজ মলিন! ২০

বরুণের শাপ শত্রুগণের পক্ষে দুঃসহ ; মন্ত্রের প্রভাব শক্তিহীন সর্পের মত আজ তার দৈন্যদশা। ২১

গদাহীন কুবের-হস্ত ভগ্নশাখ বৃক্ষের মত ; তাঁর বাহু যেন তার মানসিক যন্ত্রণার কথাই ব্যক্ত করছে। ২২

যমদণ্ডের জ্যোতি অস্তমিত! সেই দণ্ড দিয়ে ভূমিতে রেখাপাত করে যম সেই অমোঘদণ্ডকে অগ্নিহীন অঙ্গারের ন্যায় ব্যবহার করছেন। ২৩

প্রতাপের ক্ষতি হয়েছে তাই দ্বাদশ আদিত্যও আজ শীতল! তারা যেন চিত্রে অঙ্কিত—সকলের পক্ষেই দর্শনীয়। কিরূপে এমন সম্ভব হলো? ২৪

(উনপঞ্চাশ) বায়ুর অস্থির সঞ্চালনে মনে হয় কে যেন বায়ুবেগ রুদ্ধ করেছে—যেমন জনস্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হলে বুঝা যায় কোথাও তার গতিরোধ হয়েছে। ২৫

(একাদশ) রুদ্রদেবতাগণেরও শিরঃস্থিত জটা বিপর্যস্ত—চন্দ্রলেখা বিলম্বিত, মনে হয় হুঙ্কারের শক্তিও লুপ্ত হয়েছে। ২৬

প্রথম থেকেই তোমরা স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে। (শাস্ত্রে) যেমন বিশেষ বিধি

সামান্য বিধিকে অধিকারচ্যুত করে, তেমনি অন্য কোন অধিকতর বলশালী শত্রু কি তোমাদের অধিকারচ্যুত করেছে ? ২৭

সেই জন্য, হে বৎসগণ ! বল—এখানে উপস্থিত হয়ে আমার কাছে তোমরা কি প্রার্থনা করতে চাও ? লোকসৃষ্টি আমার কাজ, সৃষ্টিরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের। ২৮

তখন ইন্দ্র (উত্তর দানের জন্য) মৃদু সমীরণে কম্পিত পদ্মসরোবরের শোভা-সম্পন্ন তাঁর সহস্র নয়নে দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইঙ্গিত করলেন। ২৯

ইন্দ্রের সহস্র-নয়ন অপেক্ষাও সুদক্ষ, ইন্দ্রের চক্ষুস্বরূপ দুই চক্ষু বিশিষ্ট বৃহস্পতি যুক্তকরে কমলাসন ব্রহ্মাকে বলতে লাগলেন। ৩০

ভগবন্, আপনি যা বলেছেন তা সবই সত্য ! শত্রুকর্তৃক আমাদের অধিকার বিপর্যস্ত হয়েছে। হে প্রভো ! আপনি প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজিত—সুতরাং আপনি জানবেন না কেন ? ৩১

তারক নামে এক মহাসুর আপনার বরলাভে উদ্ধত হয়ে উঠেছে। সে ধূমকেতুরূপে আবির্ভূত হয়েছে জগতের উপদ্রবের কারণ রূপে। ৩২

কেবলমাত্র যতটুকু কিরণে দীঘির পদ্ম বিকশিত হতে পারে, সূর্য তার পুরীতে ততটুকু তাপ বিকিরণ করেন (পাছে তাপ বেশী হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি কম্পিত !) ৩৩

তাকে সকল কলায় পূর্ণ হয়ে সেবা করেন চন্দ্রদেব। শুধু শিবের চূড়ায় স্থিত চন্দ্রলেখাটুকু তিনি আর গ্রহণ করেন না। ৩৪

কুসুম অপহরণের আশঙ্কায় তার উদ্যানে পবনের গতি নাই, তারকের পাশে থেকে তিনি তালবৃন্তের অধিক বায়ু বিতরণ করেন না। ৩৫

ঋতুগুলি পর্যায়ক্রমে সেবা করার রীতি ত্যাগ ক'রে তারা একই সময়ে নানা ঋতুর পুষ্পোপহার দিয়ে উদ্যানপালকের ন্যায় তার সেবা ক'রে থাকে। ৩৬

জলাধিপতি সমুদ্র তাকে উপহার দেবার যোগ্য রত্নগুলি জলের মধ্যে পরিস্ফুট হওয়া পর্যন্ত বহু যত্নে প্রতীক্ষা ক'রে থাকেন। ৩৭

বাসুকি প্রভৃতি সর্পের মস্তকে প্রজ্বলিত মণির শিখা ; তারা নিশ্চল শিখাযুক্ত প্রদীপের ধর্ম গ্রহণ ক'রে তার সেবা করে থাকে। ৩৮

ইন্দ্রও তার অনুগ্রহপ্রার্থী, তিনি সর্বদাই দূতের হাতে কল্পতরুর ফুলের অলঙ্কার পাঠিয়ে তাকে প্রসন্ন করেন। ৩৯

এইভাবে আরাধিত হয়েও সে ত্রিভুবনকে পীড়িত করে। প্রতিবাদে অপকার করলেই দুর্জন শান্ত হয়—উপকার ক'রে তাকে শান্ত করা যায় না। ৪০

সুরবধূগণ যেসব নন্দনতরুর পল্লব অতি সন্তর্পণে তুলতেন—সেইসব তরু এই অসুরের কাছ থেকেই জেনেছে 'ছেদন' ও 'পাতন' কাকে বলে। ৪১

সে যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নিঃশ্বাসে যতটুকু বাতাস, ততটুকু বাতাস যাতে হয়, সেইভাবে সুরকামিনীগণ চামরের সাহায্যে তাকে বীজন করে থাকেন ; তারা বন্দিনী, তাদের অশ্রু চামরে সঞ্চিত হয়, বীজনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জলকণা ঝরতে থাকে। ৪২

সূর্যাশ্বের খুরে আঘাতে যে মেরুর শৃঙ্গ মহিমান্বিত সে তা বাহুবলে উৎপাটন ক'রে এনে নিজের গৃহে বিহারশৈল নির্মাণ করেছে। ৪৩

এখন মন্দাকিনীর জল সামান্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। সে জল দিগ্‌গজগণের মদ-বারিতে কলুষিত। সেখানে যে স্বর্ণপদ্ম ফুটে থাকতো তাদের অবস্থান এখন তারই দীঘিতে। ৪৪

স্বর্গবাসিগণ আর এখন মর্ত্যদর্শনের আনন্দ ভোগ করতে পারেন না, কেননা তাদের আকাশযানের পথ রুদ্ধ, কখন পথে সেই অসুরের আবির্ভাব ঘটে এই আশঙ্কায়। ৪৫

যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের জন্য হবি সঞ্চিত রেখেছেন—সেই মায়াবী আমাদের দৃষ্টির সামনেই তা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ৪৬

অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের নিকটে রত্নস্বরূপ—এই অশ্ব যেন ইন্দ্রের চিরকালার্জিত যশোরাশির প্রতিমূর্তি। এই অশ্বরাজকে সে অপহরণ করেছে। ৪৭

সান্নিপাতিক বিকারে যেমন তেজস্ক্রিয় ওষুধগুলি ব্যর্থ হয়ে যায় তেমনি সেই অসুর সম্পর্কে আমাদের সব ব্যবস্থাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। ৪৮

আমাদের জয়ের আশা ছিল সুদর্শন চক্রে। কিন্তু সেই চক্র তার কণ্ঠে নিক্ষিপ্ত হবার পর যে শিখা উদ্গত হলো তা তার কণ্ঠে মণিহারের মতই শোভিত হলো। ৪৯

তার যেসব হস্তী ইন্দ্রের ঐরাবতকেও পরাজিত করেছে তারা এখন পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি মেঘপুঞ্জে দন্তাঘাত অভ্যাস করছে। ৫০

হে বিভো, মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যেমন সংসারের কর্মবন্ধন ছিন্ন করবার জন্য ধর্ম আশ্রয় করেন, আমরাও তেমনই সেই অসুরকে শান্ত করবার জন্য একজন সেনাপতি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করি। ৫১

এই সেনাপতি হবেন দেবসৈন্যের রক্ষক, একে সামনে রেখে ইন্দ্র জয়লক্ষ্মীতে বন্দিনী রমণীর ন্যায় শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনবেন। ৫২

তাঁর (বৃহস্পতির) বাক্য শেষ হলে ব্রহ্মা বলতে লাগলেন ; তাঁর সে ভাষণ গর্জনের পর বৃষ্টির মতই মনোহর। ৫৩

কিছু সময় প্রতীক্ষা কর—তোমাদের এই কামনা পূর্ণ হবে। এর সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি বিষয়ে আমি নিজে কিছু করবো না। ৫৪

আমার কাছ থেকেই সম্পদ লাভ করেছে যে দৈত্য, আমার হতেই তার ক্ষয় হতে পারে না। বিষবৃক্ষকেও বর্ধিত করে পরে নিজের হাতে তা ছেদন করা অনুচিত। ৫৫

পূর্বে সে (তারকাসুর) এই প্রার্থনাই আমার কাছে করেছিল, আমিও তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ত্রিভুবন দহনে সমর্থ তার তপস্যার তেজকে আমি বরদানে প্রশমিত করেছিলাম। ৫৬

যুদ্ধে উদ্যত সমরকুশল সেই দৈত্যকে একমাত্র মহেশ্বরের নিক্ষিপ্ত বীর্যাংশ ছাড়া আর কে সহ্য করতে পারবে? ৫৭

সেই দেবতা তমোগুণের অতীতলোকে পরম জ্যোতিরূপে অবস্থান করছেন। তাঁর প্রভাব ও ঐশ্বর্য আমি বা বিষ্ণু কেউ নির্ণয় করতে পারছি না। ৫৮

তোমরা শম্ভুর সংযমশান্ত মনকে উমার সৌন্দর্যের দ্বারা আকর্ষণ করতে চেষ্টা করো—অয়স্কান্ত মণির দ্বারা লোহকে যেমন আকর্ষণ করা যায় ঠিক তেমনি। ৫৯

মহেশ্বর এবং আমার—এই দুইজনের নিষিক্ত বীর্য যথাক্রমে উমা এবং শিবেরই অন্যতম মূর্তি জল ধারণ করতে সমর্থ। ৬০

সেই নীলকণ্ঠের আত্মজ পুত্র তোমাদের সেনাপতিত্ব লাভ করে শক্তি প্রভাবে বন্দিনী সুরাঙ্গনাদের বেণী মোচন করবেন। ৬১

জগৎকারণ ব্রহ্মা দেবগণকে এই উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন—দেবগণও মনে মনে কর্তব্য স্থির করে স্বর্গে প্রস্থান করলেন। ৬২

মহেশ্বরের হৃদয়াকর্ষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কন্দর্পকেই স্থির করে কার্যসিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ গতিতে তাঁকে স্মরণ করলেন। ৬৩

তারপর কন্দর্প সখা-বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে এসে যুক্তকরে ইন্দ্রের বন্দনা করলেন। রতির বলয়চিহ্নিত কন্দর্পের কণ্ঠে সুন্দর ধনু—এ-ধনু লাবণ্যময়ী রমণীর রমণীয় ভ্রূলতার তুল্য। বসন্তের হাতে আম্রমুকুল—কন্দর্পের অন্যতম অস্ত্র! ৬৪

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার' নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয় সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

তৃতীয় সর্গে বিষয়বস্তুর বিন্যাসক্রম—

দেবকার্যে মদনের নিয়োগ—২-২১; রুদ্রের তপোবনে অকালবসন্ত—২৪-৫৯
শিবের সেবায় আগতা উমা—৫২-৫৭; মদনভস্ম—৬৪-৭২

দেবগণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রের সহস্র নয়ন একই সঙ্গে মদনের উপর নিবদ্ধ হলো! প্রায়ই প্রয়োজন অনুযায়ী অনুজীবীদের উপর প্রভুদের দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে। ১

'এইখানে উপবেশন করো'—এই কথা বলে ইন্দ্র মদনকে সিংহাসনের নিকটে স্থান ছেড়ে দিলেন। প্রভুর অনুগ্রহকে আনতমস্তকে অভিনন্দিত করে মদন তাঁকে নিভৃতে এই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ২

পুরুষদের বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন; ত্রিভুবনে কোথায় কি আপনার জন্য করণীয় তা আমাকে আদেশ করুন। আপনার স্মরণেই আমার প্রতি যে অনুগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে, আপনার আদেশ পালনের দ্বারা তা গৌরবান্বিত হোক—এই আমার প্রার্থনা। ৩

আপনার পদাকাঙ্ক্ষী কে অত্যন্ত দীর্ঘ তপস্যায় রত হয়ে আপনার ঈর্ষার পাত্র হয়েছে? আমি এক্ষুনি আমার ধনুতে বাণ আরোপ করে তাকে সেই ধনুর আজ্ঞাধীন করবো। ৪

আপনার সম্মতির বিরুদ্ধে কোন্ সে ব্যক্তি, যে পুনর্জন্মের দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মুক্তির পথ আশ্রয় করেছে? সুন্দরী রমণীর আকুঞ্চিত-ভ্রূ-নিপুণ কটাক্ষে সে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাক। ৫

কে আপনার শত্রু, বলুন—স্বয়ং শুক্রাচার্য তাকে নীতিশাস্ত্রে দীক্ষিত করে থাকলেও আমি অনুরাগরূপ চর পাঠিয়ে তার ধর্ম ও অর্থ নাশ করবো—বারিপ্রবাহ যেমন নদীর দুই তীরকেই চূর্ণ করে ঠিক তেমনি। ৬

কোন্ পতিব্রতা নারী তার সৌন্দর্যে আপনার মন মুগ্ধ করেছে? সে লজ্জা ত্যাগ করে বাহুপাশে আপনার কণ্ঠ স্বয়ং আবদ্ধ করুক—এই কি আপনি চান? ৭

হে কামিন্, সুরতব্যাপারে ত্রুটিহেতু পদানত হয়েও আপনি কোপনস্বভাবা কোন্ রমণী কর্তৃক অনাদৃত হয়েছেন ? গভীর অনুতাপে তার শরীরকে জর্জর করে তাকে পল্লব শয্যায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করবো। ৮

হে বীর, প্রসন্ন হোন্। আপনার বজ্র বিশ্রাম লাভ করুক। দেবতাদের এমন কোন্ শত্রু আছে যে আমার শরের আঘাতে বাহুবীর্য ব্যর্থ হওয়ায় সুন্দরীদের রোষকম্পিত অধরের দিকে চেয়েও ভীত না হবে ? ৯

আমি পুষ্পধনু, তবু একমাত্র বসন্তকে সহচর রূপে লাভ করলে আপনার অনুগ্রহে পিনাকপাণি শিবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারি—অন্য ধনুর্ধর আমার কাছে কিছুই নয়। ১০

তখন ইন্দ্র উরু থেকে একটি চরণ নামিয়ে পাদপীঠে রাখলেন, মনে হলো পাঠপীঠ নূতন গৌরবে ভূষিত হয়েছে। ঈপ্সিত বিষয়ে (হবচিত্তাকর্ষণরূপ ব্যাপারে ' মদন নিজের শক্তির কথা বলায় তিনি কামদেবকে এই কথা বললেন। ১১

সখে, তুমি যা বলেছ, তা সব তোমাতেই সম্ভব ; আমার দুইটি অস্ত্র—আমার বজ্র এবং তুমি। তপোবীর্য-মহিমার ক্ষেত্রে বজ্র ব্যর্থ, কিন্তু সর্বত্র তোমার গতিবিধি এবং কার্যসাধনে তুমি সমর্থ ! ১২

তোমার সামর্থ্য আমি জানি। সেই জন্য তোমাকে নিজের মত মনে করে একটি গুরুতর কাজে নিযুক্ত করবো। অনন্তনাগ পৃথিবী ধারণ করতে সমর্থ জেনেই বিষ্ণু তাকে দেহ ধারণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। ১৩

বৃষধ্বজ' মহেশ্বরকেও তুমি শরক্ষেপে চঞ্চল করে তুলতে পার এই উক্তিতেই তুমি আমার কাজের ভার একরকম স্বীকার করে নিয়েছ। এখন যে যজ্ঞভাগী দেবগণ আজ এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন তাদের এই অভিপ্রায় শ্রবণ কর। ১৪

এই দেবগণ শিববীর্য থেকে জাত একজন সেনাপতি কামনা করেন। কিন্তু এখন মন্ত্র জপে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত' পরমাত্মায় লীন শিবের পতন তোমার একটি শরনিক্ষেপেই ঘটানো যেতে পারে। ১৫

হিমালয়ের সংযতচরিত্রা কন্যাকে যাতে স্থিতধী মহেশ্বরের পছন্দ হয় তার জন্য চেষ্টা করো। ব্রহ্মা বলেছেন রমণীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই (পার্বতী) তাঁহার (মহেশ্বরের) নিষিক্ত বীর্য ধারণে সমর্থ। ১৬

আমি অপ্সরাদের মুখ থেকে শুনেছি হিমালয়ের নির্দেশে পার্বতী পর্বতের সানুদেশে তপস্যামগ্ন রুদ্রের সেবা করতে গিয়েছেন। তারা আমারই গুপ্তচর। ৭

সুতরাং কার্যসিদ্ধির জন্য যাত্রা কর, দেবকার্য সম্পন্ন কর। এই প্রয়োজন সিদ্ধি অন্য কারণের উপর নির্ভর করছে ! বীজ অঙ্কুরিত হবার আগে যেমন জলের অপেক্ষা করে—তেমনি এখানেও কার্যসিদ্ধির জন্য তোমার মত উত্তম কারণের প্রয়োজন। ১৮

দেবগণের বিজয়লাভের মূলে রয়েছেন মহেশ্বর ; এই মহেশ্বরকে জয় করবার জন্য তোমার অস্ত্রই প্রযুক্ত হবে—তুমিই কৃতী। তবু সামান্য হলেও কোন অনন্যসাধারণ কর্ম যদি কেউ সম্পন্ন করতে পারে সেটা তার যশের হেতু। ১৯

এই দেবগণ তোমার কৃপাপ্রার্থী ; কাজটিও ত্রিলোকের কল্যাণজনক' আর সেই কাজ নিষ্পন্ন হবে তোমার পুষ্পধনুর সাহায্যে, তাতে হিংস্রতার কোন অবকাশ নেই। তোমার এই বীরত্ব সত্যই স্পৃহণীয়। ২০

হে মন্মথ ! ঋতুরাজ বসন্ত তোমার সহচর, না বললেও তিনি তোমার সহায় হবেন। 'আগুনের উৎসাহদাতা হও'—এই কথা বলে বায়ুকে কি কেউ অনুরোধ করে ? ২১

'তাই হোক'—এই বলে দেবরাজের আদেশ আশীর্বাদী মালার মত মাথায় নিয়ে মদন প্রস্থান করলেন। দেবরাজ হাত দিয়ে স্পর্শ করে মদনকে আপ্যায়িত করলেন—ঐ হাত অবশ্য ঐরাবতের আপ্যায়নহেতু একটু কর্কশ ! ২২

প্রাণের বিনিময়েও কার্যসিদ্ধি করতে হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে মদন হিমালয়ে মহেশ্বরের আশ্রমে প্রস্থান করলেন। প্রিয় বন্ধু বসন্ত এবং পত্নী রতি শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। ২৩

বসন্ত কামদেবতার অভিমানস্বরূপ ; সে সেই বনে নিজেকে স্থাপন করে আত্মপ্রকাশ করলো—সেই বসন্ত বনের সংযমী মুনিদের তপস্যা ও সমাধির অত্যন্ত প্রতিকূল। ২৪

তপোবনে অকাল-বসন্ত

সময় লঙ্ঘন করে সূর্য উত্তর দিকে যেতে প্রবৃত্ত হলেন। (পরিত্যক্ত) দক্ষিণ দিক তার দুঃখময় নিশ্বাসের মত দক্ষিণ-সমীরণ প্রবাহিত করলো। ২৫

অশোকতরু সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধ থেকে শুরু করে পল্লবসহ কুসুম প্রস্ফুটিত করলো—সুন্দরীদের নূপুর মুখর পদাঘাতের* জন্য অপেক্ষা করলো না। ২৬

আম্রতরুতে নূতন উদ্গত পল্লবের সুন্দর পত্র আর কচি আম্রমুকুল ! আম্রমুকুল তো মদনের বাণ—বসন্ত তা দেখে সেখানে ভ্রমরপঙ্‌ক্তি নিবেশিত করলো, যেন মদনের নামের অক্ষর। ২৭

বর্ণের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল কর্ণিকার কুসুম* গন্ধহীন বলে মনকে পীড়িত করতে লাগলো। গুণাবলির পূর্ণতা বিধানে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃতি প্রায়ই উদাসীন। ২৮

পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় নি বলে অপরিণত চাঁদের মত রক্তবর্ণ পলাশের কোরকগুলো—দেখে মনে হলো যেন বসন্তের সঙ্গে সমাগতা বনস্থলীর অঙ্গে সদ্যঃকৃত নখক্ষত ! (বসন্ত নায়ক, বনস্থলী নায়িকা)। ২৯

বসন্তের সৌন্দর্য লক্ষ্মী ভ্রমররূপ কাজল পরেছিলেন তাঁর চোখে, পুষ্পিত তিলক ফুল মুখে পত্রলেখা রচনা করেছেন, নবোদিত সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগের দ্বারা ওষ্ঠকে অলংকৃত করেছেন—সেই ওষ্ঠ আবার চূতমুকুলের মত। ৩০

পিয়াল মঞ্জরীর পরাগ এসে পড়লো মদমত্ত হরিণগুলোর চোখে, তাতে তাদের দৃষ্টি বিঘ্নিত হলো ; তারা শুকনো পাতার মর্মরমুখর সেই বনে বায়ুর প্রতিকূলে ছুটোছুটি করতে লাগলো। ৩১ •

বসন্তের আম্রমুকুলের আস্বাদনে মধুর-কণ্ঠ পুরুষ-কোকিল যে মধুর কূজন করছিল তা মানিনী রমণীদের মানভঙ্গে সক্ষম যেন কামদেবতারই বচন ! ৩২

শীতের অবসানে কিন্নর কামিনীদের শুভ্র ওষ্ঠযুক্ত ঈষৎ রক্তপীত বর্ণের মুখের পত্রলেখায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ৩৩

মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বিগণ সেই অকাল বসন্তের আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন। তাঁরা বিশেষ চেষ্টায় হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া দমন করে মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। ৩৪

ধনুতে পুষ্পবাণ আরোপিত করে রতিকে সঙ্গে নিয়ে মদন সেখানে উপস্থিত হলেন ;

তখন জোড়ায় জোড়ায় স্ত্রী পুরুষ উৎকর্ষপ্রাপ্ত প্রণয়ভাব বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্ত করতে লাগলো। ৩৫

আপনার প্রিয়াকে অনুসরণ করে ভ্রমর একই পুষ্পপাত্রে মধু পান করতে লাগলো; কৃষ্ণসার মৃগও শৃঙ্গের দ্বারা মৃগীকে কণ্ডূয়ন করতে লাগলো। স্পর্শে মৃগীর চক্ষু আবেশে নিমীলিত হয়ে এলো। ৩৬

হস্তিনী প্রেমবশে পদ্মরাগে সুবাসিত জল গণ্ডূষ পরিমাণে হস্তীকে দিল; চক্রবাক অর্ধভুক্ত পদ্মের মৃণাল চক্রবাকীকে দিয়ে তাকে আদর করলো। ৩৭

গীতের শ্রমে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল কিন্নর কামিনীর মুখে, ফলে মুখের পত্রলেখা পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! পুষ্পরসের মদ্যপানে তাদের নয়ন ঈষৎ আবর্তিত হতে লাগলো—একটি গীতের পর আর একটি গীতের মধ্যে কিন্নর তার প্রিয়ামুখ চুম্বন করলো। ৩৮

লতাগুলি প্রভূত পুষ্পস্তবকের ভারে আনত- নবোদ্গত পল্লব তাদের আরক্ত ও কম্পিত অধর! এই লতারূপিণী বন্ধুদের নিকট থেকে তরুগণ আনত শাখার বাহুবন্ধন লাভ করলো। ৩৯

এই সময়ে অপ্সরাদের গীতি শুনেও মহেশ্বর আত্মসন্ধানে মগ্ন রইলেন। কারণ, যাঁরা নিজেই নিজের প্রভু, কোন বিঘ্ন তাঁদের সমাধিভঙ্গ করতে পারে না। ৪০

এদিকে লতাগৃহের দ্বারে নন্দী বাম হস্তের মণিবন্ধ একটি স্বর্ণবেত্রের উপরে রেখে তর্জনী ওষ্ঠে লগ্ন করে জানালেন - 'কোনরূপ চপলতা করো না'। ৪১

তখন তরুরাজি নিষ্কম্প, ভ্রমরপঙ্ক্তি নীরব, পক্ষিকুল মূক, পশুদের বিচরণ সংযমিত। তাঁহার শাসনে সমস্ত বনভূমি অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে রইল। ৪২

কামদেব তার সখা বসন্তর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ঠিক যেমন লোকে যাত্রাকালে শুক্রাধিষ্ঠিত স্থান ত্যাগ করে তেমনি ভাবে মদন মহাদেবের ধ্যানস্থলে উপস্থিত হলো—সেই স্থান ঘননিবদ্ধ নমেরুশাখায় বেষ্টিত। ৪৩

আসন্নমৃত্যু মদন দেবদারুতরুর নিচে বেদির উপরে ব্যাঘ্রচর্মে আসীন সংযমী ত্রিলোচনকে দেখতে পেল। ৪৪

মদন দেখলো—তিনি বীরাসনে উপবিষ্ট, তাঁর দেহের উত্তরভাগ নিশ্চল; সরল, আয়ত এবং উন্নত তাঁর স্কন্ধদ্বয়; হস্তদ্বয় ক্রোড়ে উর্ধ্বমুখী থাকায় মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটি শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। ৪৫

তাঁর জটাপুঞ্জ ভুজঙ্গের দ্বারা উন্নত করে আবদ্ধ দুই কর্ণে দ্বিগুণীকৃত রুদ্রাক্ষমালা অলঙ্কার রূপে শোভিত, গ্রন্থিযুক্ত যে কৃষ্ণ মৃগচর্ম তিনি পরিধান করে আছেন, তা তাঁর কণ্ঠনীলিমার আভায় গাঢ় নীলবর্ণে লিপ্ত। ৪৬

তাঁর নয়নের তারা স্তিমিত ও নিশ্চল! অবশ্য তাতেই তাদের তীব্রতা কিছু ব্যক্ত হচ্ছিল; তাঁর ভ্রূতে কোন বিক্রিয়ার প্রকাশ ছিল না। সেই স্পন্দনহীন স্থির রোমরাজি-যুক্ত নেত্রদ্বয় নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকায়—তা থেকে নিম্নদিকে এক কিরণপ্রবাহ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ৪৭

তিনি তখন দেহস্থ বায়ুসমূহকে নিরুদ্ধ করে রেখেছিলেন বলে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন বৃষ্টিহীন মেঘ কিংবা তরঙ্গহীন সমুদ্র কিংবা বায়ুহীন স্থানে রক্ষিত নিষ্কম্প প্রদীপ। ৪৮

তাঁর শিরোদেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে জ্যোতির শিখাপুঞ্জ ললাটস্থ নেত্রপথে বাইরে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ! সেই শিখা শিরঃস্থিত, মৃণালসূত্র অপেক্ষাও কোমল তার শিরঃস্থিত চন্দ্রকলাকে যেন ঝলসে দিচ্ছিল। ৪৯

তিনি (যোগবলে) নিজের মনকে নবদ্বার থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন[৯]। সমাধি দ্বারা বশযোগ্য সেই মনকে হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থাপন করে—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ যাকে অবিনাশী ও সনাতন বলে জানেন সেই পরমাত্মাকে নিজের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করছিলেন। ৫০

মনের দ্বারাও অপরাজেয় সেই ত্রিলোচনকে সেই অবস্থায় নিকট থেকে দেখে কন্দর্পের হস্ত ভয়ে অবশ হয়ে পড়লো এবং সেখান থেকে ধনু ও শর খসে পড়লো—তিনি তা লক্ষ্য করতে পারলেন না।৫১

এই সময়ে অনুগামিনী দুই বনদেবীর সঙ্গে গিরিরাজকন্যা পার্বতীকে দেখা গেল ; তাঁর দেহসৌন্দর্যে কন্দর্পের নির্বাপিতপ্রায় বীর্যবহ্নি পুনরায় উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। ৫২

যে অশোক পদ্মরাগমণিকেও পরাজিত করেছিল, যে কর্ণিকার কুসুম স্বর্গের দীপ্তি অবকর্ষণ করেছিল, যে সিন্ধুবার মুক্তামালার স্থান পূর্ণ করেছিল, বসন্তকালীন সেই সকল কুসুমে ভূষিতা ছিলেন পার্বতী। ৫৩

স্তনদ্বয়ের ভারে তিনি ছিলেন কিঞ্চিৎ আনতা, তরুণ অরুণরাগের ন্যায় আরক্ত বসন পরিধান করেছিলেন তিনি ; তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল পর্যাপ্ত পুষ্পের ভারে ঈষৎ নতা পল্লবিনী একটি লতা চলে আসছে। ৫৪

নিতম্ব থেকে খসে-পড়া বকুলমালার চন্দ্রহারটি তিনি বার বার হাত দিয়ে তুলে ধরছিলেন—ঐ চন্দ্রহার যেন পুষ্পধনুর দ্বিতীয় গুণ[১০]—বিন্যাসযোগ্য স্থান নির্বাচনের জ্ঞানে নিপুণ কন্দর্প দেবতা যে ঐ গুণ পার্বতীর কটিদেশে গচ্ছিত রেখেছেন। ৫৫

তাঁর সুরভিনিঃশ্বাসে তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি ভ্রমর তাঁর বিম্বফলের ন্যায় রক্তিম অধরের সম্মুখে বিচরণ করছিল ; প্রতি মুহূর্তে ভীত ও চঞ্চল দৃষ্টিতে তিনি হস্তস্থিত লীলাপদ্মের দ্বারা তাকে বারণ করছিলেন। ৫৬

যাকে দেখলে রতিও (সুন্দরী মদনপত্নী) লজ্জিতা হন এরূপ সকল অঙ্গে দোষশূন্যা পার্বতী ; তাকে বিশেষভাবে দেখে পুষ্পধনু জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বর সম্পর্কে নিজের কার্যসিদ্ধি বিষয়ে আশান্বিত হলেন। ৫৭

উমা তাঁর ভাবী পতির ধ্যান-ভূমির দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে শম্ভুও হৃদয়ের মধ্যে পরমাত্মসংজ্ঞক শ্রেষ্ঠ জ্যোতি দর্শন করে ধ্যান থেকে বিরত হলেন। ৫৮

ধ্যানবিরত মহেশ্বর প্রাণায়ামধৃত বায়ু, ধীরে ধীরে ত্যাগ করে বীরাসন শিথিল করে দিলেন ; পূর্বের ন্যায় তিনি ভারযুক্ত হলেন—বাসুকি ফণাগ্রভাগে কোন প্রকারে সেই ভূভাগ ঊর্ধ্বে স্থাপন করলেন। ৫৯

তখন নন্দী তাঁকে প্রণাম করে জানালেন—হিমালয়-কন্যা সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। মহেশ্বর ভ্রূক্ষেপের দ্বারা প্রবেশের অনুমতি দিলেন—পার্বতীও নন্দীর সাহায্যে ধ্যানগৃহে প্রবেশ করলেন। ৬০

তাঁর সখী দুজন প্রণাম করে নিজের হাতে তোলা বসন্তের ফুল ও পল্লব মহেশ্বরের পায়ে অঞ্জলি দিলেন। ৬১

উমাও মস্তক আনত করে বৃষভধ্বজ মহেশ্বরকে প্রণাম করলেন ; তখন তাঁর ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যস্থিত শোভাময় নবীন কর্ণিকার কুসুম শিথিল হয়ে খসে পড়লো এবং তাঁর কর্ণের অলঙ্কারস্বরূপ নবপল্লব ভ্রষ্ট হলো। ৬২

প্রণতা উমাকে মহেশ্বর বললেন—এমন পতি লাভ কর যিনি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত নন। এই আশীর্বাদ সার্থক হয়েছিল ; কেননা, ঈশ্বরের কোন উক্তি কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। ৬৩

কন্দর্পও শরনিক্ষেপের উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন ; পতঙ্গের মত অগ্নিমুখে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়েই যেন তিনি উমার সম্মুখে মহেশ্বরের দিকে লক্ষ্য ঠিক রেখে ধনুকের গুণ বার বার স্পর্শ করতে লাগলেন। ৬৪

তারপর পার্বতী সূর্যকিরণে বিশেষভাবে শুকিয়ে নেওয়া মন্দাকিনীর পদ্মবীজের মালা তাঁর রক্তাভ করে তুলে নিয়ে শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন। ৬৫

ত্রিলোচন ভক্তের প্রতি বাৎসল্যহেতু সে মালা গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। সেই মুহূর্তে পুষ্পধন্বা মদনও ধনুতে বাণ যোজনা করলেন—সে বাণ অব্যর্থ—নাম সম্মোহন। ৬৬

চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভকালে সমুদ্রের মত মহেশ্বরের ধৈর্যও ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো ![১১] সেই ত্রিলোচন বিম্বফলতুল্য ওষ্ঠ ও অধরযুক্ত উমার মুখে তিনটি নয়নই নিবদ্ধ করলেন। ৬৭

নববিকশিত বালকদম্ব তুল্য অঙ্গে ভাববিশেষ প্রকাশ করে পার্বতী লজ্জাবিভ্রান্ত সুন্দরতম নয়নে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৬৮

ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয় ; তিনি সবলে চিত্তের এই বিক্ষোভ দমন করলেন , তারপর নিজের চিত্তের এই বিকৃতির কারণ সন্ধানের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ৬৯

তখন শরনিক্ষেপে উদ্যত অবস্থায় মদনকে তিনি দেখতে পেলেন দক্ষিণ নেত্র-প্রান্তে তাঁর দৃষ্টি নিবিষ্ট স্কন্ধদেশ নত হয়ে পড়েছে, বামপদ ঈষৎ কুঞ্চিত, সুন্দর ধনু তাঁর হস্তে চক্রাকারে ধৃত। ৭০

তপস্যায় বাধাসৃষ্টির জন্য তাঁর ক্রোধ বর্ধিত হয়েছিল—তাঁর ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছিল অসম্ভব! সেই ত্রিলোচনের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন থেকে সহসা প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নি স্ফুরিত হলো। ৭১

তখন আকাশে[১২] দেবতাদের এই আর্তধ্বনি জেগে উঠলো—'হে প্রভো, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন!' কিন্তু তারই মধ্যে সেই রুদ্রনেত্রজাত বহ্নি ভস্মীভূত করে ফেললো মদনকে। ৭২

তীব্র দুঃখজাত মূর্ছার ফলে রতি স্বামীর বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলেন না। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিরোধকারী মূর্ছা স্বামীর বিপদ সম্পর্কে জানতে না দিয়ে রতির উপকারই করলো। ৭৩

অকস্মাৎ পতিত, দ্রুতগতি বজ্র যেমন বনস্পতিকে ভগ্ন করে অদৃশ্য হয়, ঠিক তেমনি তপস্বী ভূতপতি রুদ্র তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ মদনকে ধ্বংস করে, নারীসান্নিধ্য ত্যাগে ইচ্ছুক হয়ে প্রমথগণের সঙ্গে অদৃশ্য হলেন। ৭৪

উন্নতশির[১৩] পিতার অভিলাষ এবং সেইসঙ্গে নিজের দেহের সুকুমার সৌন্দর্য ব্যর্থ হয়ে গেল—আবার এই ব্যর্থতাও সখীদের সমক্ষে! এইজন্য অধিকতর লজ্জিতা

পার্বতী শূন্যহৃদয়ে কোনপ্রকারে গৃহের অভিমুখে যাত্রা করলেন। ৭৫

দন্তলগ্ন মৃণালিনীকে নিয়ে দেবহস্তী যেমন ছুটে যায় তেমনি হিমালয় বাহু বাড়িয়ে তুলে নিলেন তাঁর কন্যাকে—তাঁর কন্যা উমা তখন রুদ্ররোষভীতা, নিমীলিত নয়না, অনুকম্পার পাত্রী। তিনি দীর্ঘপদক্ষেপে নিজের পথ অনুসরণ করলেন। ৭৬

কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'মদনভস্ম' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

× × × × × × × × × × × × × চতুর্থ সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

চতুর্থ সর্গের বিষয়বস্তু—মদনভস্মের পরে রতিবিলাপ।

তারপর মোহাচ্ছন্না বিবশা কামপ্রিয়া রতি অচেতন হয়ে পড়লেন ; কিন্তু তিনি যাতে নববৈধব্যের অসহ্য যাতনা উপলব্ধি করেন তার জন্যই যেন বিধাতা তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। ১

মূর্ছাবসানের পর নয়ন উন্মীলিত করে পতিকে দেখবার জন্য তৎপর হলেন, কিন্তু চারদিন যাঁকে দেখেও তার নয়ন অতৃপ্ত সেই প্রিয়জনের দর্শন যে চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে তা তিনি জানতে পারলেন না। ২

ওগো প্রাণেশ্বর! তুমি কি জীবিত আছো?—এই বলে রতি উঠলেন এবং তাঁর সম্মুখে পুরুষের আকার হর-কোপানলজনিত ভস্মের স্তূপ (অর্থাৎ ভস্মময় পুরুষ) দেখতে পেলেন। ৩

তারপর পুনরায় বিহ্বল হয়ে তিনি ভূলুণ্ঠিত হলেন, তাহার স্তনদ্বয় ধূলিজালে ধূসর হয়ে গেল, কেশপাশ ছড়িয়ে পড়ল। সেই বনস্থলীকে সমদুঃখভাগিনী করেই যেন রতি বিলাপ করতে লাগলেন। ৪

তোমার যে দেহ কমনীয় সৌন্দর্যের জন্য বিলাসীদের উপমান স্থল[১]—সেই দেহ আজ এই দশায় পরিণত। আমি দেখেও বিদীর্ণ হচ্ছি না! স্ত্রীজাতী সত্যি কঠিন। ৫

আমি আমার প্রাণের জন্য তোমার উপর নির্ভরশীল ; জলরাশি যখন সেতুভঙ্গ করে চলে যায় তখন তার মধ্যস্থিতা মৃণালিণীর যে অবস্থা হয়, আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে, দীর্ঘকালের প্রেম মুহূর্তে ত্যাগ করে তুমি কোথায় গেলে ?। ৬

তুমি কোনদিন আমার কোন অপ্রিয় কাজ কর নি। আমিও কোনদিন তোমার বিরুদ্ধাচরণ করি নি! তবে কেন অকারণে বিলাপপরায়ণা রতিকে তুমি দর্শন দিচ্ছ না! ৭

হে কন্দর্প! অন্যমনা হয়ে তুমি যখন আমার কাছে অন্য কোন রমণীর নাম উচ্চারণ করে বসতে[২] তখন আমি মেখলার বন্ধনে তোমাকে বেঁধে রাখতাম! অথবা আমার কর্ণের অলঙ্কার কমলের দ্বারা তোমাকে তাড়না করতাম কমলের পরাগে তোমার দৃষ্টি পীড়িত হতো—এসব কথা তুমি মনে করতে পারো কি? (না, মনে আছে বলেই আমাকে ত্যাগ করলে ?) ৮

তুমি আমার হৃদয়ে বাস করছো—এই রকম প্রিয়বাক্য কত শোনাতে তুমি ! আজ বুঝতে পাচ্ছি—সেসব ছলনা ; তা না হলে তোমার দেহ বিনষ্ট হলো, রতি অক্ষত রইলো কেন ? ৯

আজ তুমি পরলোকের নূতন প্রবাসী—আমিও তোমার অনুগমন করবো ! কিন্তু বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করেছেন, কেননা দেহিগণের সুখ নিশ্চয় তোমারই অধীন । ১০

রাত্রির তমসাচ্ছন্না নগরীর পথে পথে অভিসারিকা দলকে সঙ্কেতস্থানে নিয়ে যেতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ ? ১১

তোমার অভাবে রমণীদের বারুণীমদসেবনজনিত রক্তিম নয়নের ঘূর্ণায়ন এবং পদে পদে বাক্যস্খলন বিড়ম্বনা মাত্র ! (কামহীন হৃদয়ের মত্ততা দুঃখজনক) ১২

তোমার প্রিয় বন্ধু চন্দ্র যখন জানবেন তোমার দেহ এখন শুধু কথার বিষয়, বাস্তবে আর নেই বলেই শুধু আলোচনার বিষয়[৩] তখন কৃষ্ণপক্ষ[৪] চলে গেলেও প্রতিদিন তার ক্ষীণতা অতি দুঃখেই ত্যাগ করবেন । ১৩

শ্যাম ও রক্তিম বর্ণে শোভিত, কোমল বৃন্তে মুঞ্জরিত, মধুরকণ্ঠ কোকিলের দ্বারা সূচিত নবীন চূতমঞ্জরী[৫] এখন আর কার বাণ হবে বল ! ১৪

বহুবার যে ভ্রমরপঙ্ক্তি তোমার ধনুকের গুণরূপে নিয়োজিত হয়েছে আজ সেই ভ্রমরপঙ্ক্তি তোমার অভাবে শোকাগ্রস্তা আমার সঙ্গে গুণ্ গুণ স্বরে কাঁদছে । ১৫

আবার সুন্দর দেহ নিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও আর কোকিলাকে দূতরূপে তোমার রতির কাছে পাঠিয়ে দাও—সে তো মধুর আলাপে স্বভাবতই নিপুণা । ১৬

ওগো কামদেব ! তুমি যে মাথা নত করে প্রণত হয়ে আমার সংকল্প আলিঙ্গন প্রার্থনা করতে (নিভৃত সম্ভোগের) সেই কথা মনে করে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না । ১৭

হে রতিনিপুণ, তুমি নিজেই আমার বিভিন্ন অঙ্গে ঋতুজাত কুসুম দিয়ে যে প্রসাধন রচনা করেছিলে তা আমি ধারণ করে আছি, কিন্তু তোমার সেই সুন্দর দেহ তো দেখতে পাচ্ছি না । ১৮

আমার যে চরণের প্রসাধন অসমাপ্ত থাকতেই নিষ্ঠুর দেবগণ তোমাকে স্মরণ করেছিলেন—আমার সেই বামচরণ[১] তুমি অলক্তকে রক্তিম করবে, এসো । ১৯

পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি অনুগমন করে তোমার অঙ্কে আশ্রয় নেব –হে প্রিয়, তা না হলে চতুর সুরকন্যাগণ স্বর্গে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে । ২০

হে প্রিয়, যদিও আমি এখনও তোমার অনুগমন করছি তবু মদন বিহনে রতি যে একমুহূর্তও জীবিত ছিল, আমার এই অপবাদ চিরস্থায়ী হয়ে রইল । ২১

তুমি পরলোকগত ; তোমার দেহ শেষবারের মতো আমি কিভাবে অলঙ্কৃত করে সাজিয়ে দেব ? অতর্কিতভাবে তোমার দেহ ও প্রাণ একই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে । ২২

তুমি পুষ্পধনু ক্রোড়ে রেখে, শরগুলি ঋজুভাবে স্থাপন করে বসন্তের সঙ্গে স্মিতমুখে যেসব কথা বলতে এবং বঙ্কিম নয়নে যে দৃষ্টিপাত করতে—সেসব কথাই আজ আমি স্মরণ করছি । ২৩

পুষ্প দিয়ে যে তোমার ধনু সাজিয়ে দিত তোমার সেই প্রাণ-প্রিয়া সখা বসন্ত কোথায় ? উগ্র ক্রোধসম্পন্ন মহেশ্বর কি বন্ধুর মতো তাকেও ভস্মসাৎ করেছে ? ২৪

রতির হাহাকার বিষদিগ্ধ শরের ন্যায় বসন্তকে আঘাত করলো। ব্যাকুল রতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বসন্ত তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলো। ২৫

তাকে দেখে রতি উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। তিনি বক্ষঃস্থলে আঘাত করতে লাগলেন—তাতে স্তনদ্বয় ক্লিষ্ট হলো। স্বজনকে সম্মুখে দেখলে দুঃখের দ্বার যেন মুক্ত হয়ে যায়। ২৬

শোকার্তা রতি বসন্তকে এই কথা বললেন—বসন্ত! তোমার বন্ধুর কি দশা হয়েছে দেখ, তার দেহের কপোতের মতো ধূসর ভস্ম বাতাস কণায় কণায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ২৭

ওগো কন্দর্প, এখন দেখা দাও, এই বসন্ত তোমার জন্য ব্যাকুল! প্রিয়ার উপর মানুষের প্রেম চঞ্চল হলেও বন্ধুর উপরে সেই প্রেম কখনও চঞ্চল হয় না। ২৮

তোমার ধনু মৃণাল সূত্রের গুণবিশিষ্ট এবং কোমল কুসুমের শরযুক্ত, কিন্তু দেবতা ও দানব সমন্বিত এই জগতকে সেই ধনুই আজ্ঞাধীন করত এই পার্শ্ববর্তী বসন্ত। ২৯

বসন্ত, তোমার সেই বন্ধু বায়ুতাড়িত প্রদীপের মতো নিভে গেছে, আর সে ফিরে আসবে না। আমি এই দশাতেই রয়েছি, অসহ্য বিরহধূমে আচ্ছন্ন আমাকে দেখ। ৩০

ওগো বসন্ত, মদনবধের ব্যাপারে আমাকে বাদ দিয়ে বিধাতা অর্ধ-বধ করেছেন। হস্তী যদি অচল আশ্রয় ভেঙ্গে দেয় তবে লতা তো আপনিই ভূমিসাৎ হবে। ৩১

এরপর তুমি একটি বন্ধুর কাজ কর। জ্বলন্ত অগ্নিতে আমাকে উৎসর্গ করে তুমি আমাকে পতির নিকটে নিয়ে যাও। ৩২

জ্যোৎস্না চাঁদের সঙ্গে অস্তমিত হয়, বিদ্যুৎ মেঘের সঙ্গেই অদৃশ্য হয়। নারী যে পতির অনুগামিনী অচেতন বস্তুই তো এই সত্য প্রমাণ করেছে। ৩৩

ঐ রমণীয় প্রিয় দেহের ভস্ম দিয়েই আমি আমার বক্ষ রঞ্জিত করবো নবপল্লব-শয্যার মত সুখকর অগ্নিতে দেহ সমর্পণ করবো। ৩৪

ওগো প্রিয়দর্শন, তুমি আমাদের পুষ্পশয্যা রচনায় বহুবার সাহায্য করেছ, আজ যুক্তকরে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্র আমাব চিতাশয্যা রচনা করে দাও। ৩৫

তারপর আমার চিতার আগুন দিয়ে তুমি তোমার মলয় সমীরণ সঞ্চালিত করো। তুমি তো জানোই, কন্দর্পদেবতা আমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারবেন না। ৩৬

এইভাবে সব কাজ শেষ করে তুমি আমাদের দুজনের জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ো—সে জলের অঞ্জলি তোমারই সখা পরলোকে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পান করবেন। ৩৭

পারলৌকিক কাজের সময়ে তুমি কন্দর্পের উদ্দেশ্যে চঞ্চল নব পল্লবযুক্ত আম্রমুকুল উৎসর্গ কোরো—কেননা এই আম্রমকুল ছিল তোমার সখার প্রিয়। ৩৮

এই ভাবে রতি যখন দেহত্যাগে সঙ্কল্প করলেন তখন আকাশজাত এক অশরীরী বাণী সদয়ভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করলে। এই বাণী ছিল শুষ্ক সরোবরে অসহায় শফরীর (পুঁটিমাছ) কাছে প্রথম বারিবর্ষণের মতো। ৩৯

হে কন্দর্পপত্নী! তোমার পতি দীর্ঘকালের জন্য তোমার নিকট দুর্লভ থাকবে না। যে কর্মের জন্য মদন হরকোপানলে ভস্মীভুত হয়েছেন তা শ্রবণ কর। ৪০

একদা কন্দর্প প্রজাপতি ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করেছিল—তিনি নিজের কন্যা

সরস্বতীর প্রতি অনুরাগ অনুভব করেছিলেন। পরে ইন্দ্রিয়ের বিকার নিগৃহীত করে তিনি মদনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ; তাই তাকে এই মারাত্মক কর্মভোগ ভোগ করতে হয়েছে। ৪১

যেদিন পার্বতীর তপস্যায় অনুকূল হয়ে মহেশ্বর তাঁকে বিবাহ করবেন, তখন মিলনের আনন্দ অনুভব করে তিনি মদনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। ৪২

ধর্মরাজের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে ব্রহ্মা পূর্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে মদনশাপের সীমা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। ৪৩

সুতরাং হে সুন্দরি, তোমার এই দেহ রক্ষা কর, তোমার প্রিয়ের সঙ্গে মিলন অবশ্যই হবে। যে নদীর জল সূর্যতাপে শুকিয়েছে গ্রীষ্মের শেষে আবার সে প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়। ৪৪

এইভাবে অন্তরালে কি যেন ঘটলো যাতে রতির মৃত্যুসঙ্কল্প নিবৃত্ত হলো। ঐ বাক্যে বিশ্বাসহেতু বসন্তও নানাবিধ কথা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। ৪৫

এরপর কামপত্নী বিপদের শেষদিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বিরহ দুঃখে তাঁর দেহ শীর্ণ হতে লাগলো। দিনের বেলা কিরণের ক্ষয়ে চাঁদের ম্লান রেখা যেমন রাত্রির প্রতীক্ষা করে, তিনিও সেইরূপ পুনর্মিলনের আশায় প্রাণ ধারণ করে রইলেন। ৪৬

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'রতিবিলাপ' নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চম সর্গ × × × × × × × × × × × ×

পঞ্চম সর্গে বিষয়বস্তুর বিন্যাসক্রম—

উমার তপস্যা—৮-২৯ ; উমা ও ছদ্মবেশী চন্দ্রশেখরের কথোপকথন—৩৩-৮২

চন্দ্রশেখরের আত্মপ্রকাশ—৮৪-৮৬

পার্বতীর দৃষ্টির সম্মুখেই মদন ভস্মীভূত হলেন পিনাকীর রোষে ; ভগ্ন-মনোরথ হয়ে পার্বতী মনে মনে নিজের রূপের নিন্দা করতে লাগলেন—কেননা, প্রিয়তমের অনুগ্রহতেই তো রূপ সার্থকতা লাভ করে। ১

তিনি সমাধি আশ্রয় করে তপস্যার শক্তিতে সৌন্দর্যের সফলতা লাভ করবেন—এই সংকল্প করলেন। তা না হলে দুই-ই কি করে লাভ করা যায়—সেই প্রেম আর সেই পতি ? ২

মহেশ্বরের প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে কন্যা তপশ্চরণে উদ্যোগী হয়েছেন শুনে মাতা মেনকা তাঁকে বক্ষে আলিঙ্গন করে মুনিদের পালনীয় এই কঠিন ব্রত থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য বললেন। ৩

বৎসে, বাঞ্ছিত দেবগণ গৃহেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। কঠিন তপস্যা কোথায় আর তোমার এই সুকুমার দেহ-ই বা কোথায় ? কোমল শিরীষ ফুল ভ্রমরের পদভার সইতে পারে, কিন্তু কোন পাখির ভার সইতে পারে না। ৪

এইভাবে উপদেশ দিয়েও মেনকা স্থিরচিত্তা পার্বতীকে তপস্যার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। ঈপ্সিত বস্তুতে স্থিরনিশ্চয় মন আর নিম্নাভিমুখী জলের ধারা—এদের কে ফেরাতে পারে ? ৫

স্থির-সঙ্কল্পা পার্বতী একদিন সন্নিহিতা সহচরীর মুখে পিতাকে জানালেন—কেননা তিনি পার্বতীর মনোবাসনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তিনি জানালেন—যতদিন ঈপ্সিত লাভ না হয় ততদিন তপস্যার জন্য তিনি বনবাসিনী হবেন । ৬

তারপর কন্যার যোগ্য অভিলাষে প্রসন্ন হয়ে জগৎপূজ্য পিতা তপস্যার অনুমতি দিলেন। পার্বতীও ময়ূরসেবিত পর্বতশিখরে প্রস্থান করলেন—পরে ঐ শিখর তাঁরই নামে 'গৌরীশিখর' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিল। ৭

স্থির-সঙ্কল্পা পার্বতী তাঁর যে চঞ্চল হারলতা বক্ষের চন্দন লুপ্ত ক'রে দিত—সেই হার খুলে ফেললেন—তার পরিবর্তে কণ্ঠে জড়ালেন নবোদিত সূর্যের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বল্কল। স্তনের উপরে আহত হয়ে হয়ে সেই বল্কলের ধারগুলি শীর্ণ হতে লাগলো। ৮

পূর্ব-প্রসিদ্ধ কেশপাশে তাঁর মুখ যেমন মধুর দেখাত, জটাজালেও সেইরূপই মধুর মনে হতে লাগলো ; কেবল ভ্রমরপঙ্‌ক্তিতেই পদ্ম শোভা পায় না, শৈবালদলে জড়িত থাকলেও তাকে সুন্দর দেখায়। ৯

ব্রতের জন্য তিনি তিন লহর মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করলেন। প্রথম বন্ধনে[২] তাঁর নিতম্বদেশ রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং দেহ প্রতিক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে লাগলো। ১০

যে হাতে তিনি অধর ও ওষ্ঠ বিভিন্নরাগে রঞ্জিত করতেন এবং ক্রীড়াকালে রাগরঞ্জিত স্তনের উপর পড়ে কন্দুক[৩] রক্তিম হলে তিনি তাই নিয়ে খেলা করতেন সেই হাত এখন কুশাংকুর সংগ্রহে ক্ষতবিক্ষত আর সকল সময়েই সেখানে অক্ষমালা বিরাজিত ! ১১

মহামূল্য শয্যায় একদিন যিনি শয়ন করতেন, কবরীচ্যুত পুষ্পের আঘাতেও যিনি বেদনা বোধ করতেন, আজ তিনি নিজের বাহুলতায় মস্তক রেখে যজ্ঞভূমিতেই শয়ন করেন কিংবা উপবিষ্ট থাকেন। ১২

তপস্যার নিয়মে থাকার পর ফিরিয়ে নেবেন এই ভেবে তিনি দুজনের কাছে দু'টি জিনিস গচ্ছিত রেখেছিলেন ; কোমল লতার কাছে তার বিলাসকলা, হরিণীদের কাছে তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি ! ১৩

তিনি নেজেই অলসভাবে স্তনরূপ ঘটের জলসিঞ্চনে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলির পরিচর্যা করতেন—পরে কুমার কার্তিকেয়[৪] পর্যন্ত তাঁর পূর্বজাত এই বৃক্ষগুলির উপর পার্বতীর বাৎসল্য হ্রাস করতে পারেন নি। ১৪

অরণ্যজাত ধান্যাদি শস্যের উপহারে লালিত হয়ে মৃগগুলি তাঁকে এত বিশ্বাস করতো যে তিনি কৌতুহলবশতঃ তাদের চক্ষু আকর্ষণ করে[৫] সম্মুখস্থিত সখীদের চক্ষুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করতেন। ১৫

তিনি যখন স্নানের পর বল্কলের উত্তরীয় ধারণ ক'রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করতেন এবং স্তবপাঠ করতেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হতেন। ধর্মাচরণে যিনি প্রবীণ তার বয়স বিচার করা হয় না। ১৬

সেখানে পরস্পরবিরোধী প্রাণিগণ হিংসা ত্যাগ করলো ; তরুগণ বাঞ্ছিত ফলের দ্বারা অতিথিদের সেবা করতো, নূতন নির্মিত পর্ণশালায় হোমাগ্নি সঞ্চিত থাকতো—এর ফলে সেই তপোবন পবিত্র হয়ে উঠলো। ১৭

যখন তিনি উপলব্ধি করলেন পূর্বের তপস্যা ও সমাধির দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাবে না তখন তিনি নিজের দেহের কমনীয়তা তুচ্ছ ক'রে কঠোরতর তপস্যা সুরু করলেন। ১৮

যিনি কন্দুক নিয়ে খেলতে গিয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তিনি মুনিগণের আচরিত সাধনায় মগ্ন হলেন। মনে হয় নিশ্চয়ই তাঁর দেহ স্বর্ণপদ্মে নির্মিত[৬]; প্রকৃতির দিক দিয়ে মৃদু, সারাংশের দিক দিয়ে দৃঢ়। ১৯

পবিত্রা, হাস্যমুখী, সুন্দরী পার্বতী গ্রীষ্মকালে[৭] চারদিকে চারপ্রকারের অগ্নি জেলে তাদের মধ্যে থেকে চোখঝলসানো জ্যোতিকে উপেক্ষা করে স্থিরদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতেন। ২০

সেইভাবে সূর্যের তাপে অত্যন্ত তপ্ত হয়ে তাঁর মুখ রক্তবর্ণ পদ্মের শোভা ধারণ করলো; কেবল সেই মুখের আয়ত নয়নের প্রান্তে ক্রমে একটি শ্যাম রেখার আবির্ভাব ঘটলো। ২১

অযাচিত মেঘবারি এবং চন্দ্রকিরণ—এই ছিল তাঁর ব্রতান্তপারণ; বৃক্ষের মতই অতিরিক্ত কোন খাদ্যের উপকরণ পার্বতীরও ছিল না। ২২

আকাশচারী আদিত্যরূপী অগ্নি এবং কাষ্ঠসমিদ্ধ বিবিধ অগ্নির তাপে[৮] অত্যন্ত তপ্ত হয়ে তিনি গ্রীষ্মের অবসানে নববর্ষার জলে সিক্ত হবার পর যেন ঊর্ধ্বগামী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—গ্রীষ্মের অবসানে তপ্ত পৃথিবী থেকেও একটি তাপের ভাব উপরের দিকে উঠে। ২৩

বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তাঁর চক্ষুর রোমে কিছুকাল থেকে অধরে পড়তো—তাতে অধর আহত হতো। তারপর সেই বিন্দুগুলি তাঁর স্তনের উপরে পড়েই একেবারে চূর্ণ হয়ে যেতো—তারপর সেই চূর্ণ বিন্দুগুলি গড়িয়ে পড়তো পার্বতীর উদররেখায়—এই-ভাবে নাভিরন্ধ্রে পৌঁছুতে বিন্দুগুলির কিছু দেরী হতো। ২৪

সেই গৌরীশিখরে অবিচ্ছিন্ন শীতল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা! তারই মধ্যে তিনি অনাবৃত শিলার উপরে শয়ন ক'রে থাকতেন। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিত হতো, মনে হতো যেন তাঁর মহতী তপস্যার সাক্ষীরূপে আছেন যে অন্ধকার রজনী—তিনি তাঁকে বিদ্যুতের নয়নে লক্ষ্য করছেন। ২৫

শীতল বাতাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তুষারপাত! তার মধ্যে পৌষমাসের শীতের রাত্রিগুলিতে[৯] তিনি জলে বসে তপস্যা করতেন। কিন্তু কোথায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাক-চক্রবাকী মিলিত হ'তে না পেরে ক্রন্দন করছে—তাদের জন্য তিনি করুণাবোধ করতেন। ২৬

দারুণ শীতে তাঁর পদ্মসুগন্ধি মুখের অধরপত্র কাঁপছে! জলাশয়ের যে পদ্মসম্পদ তুষার-বর্ষণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে—নিজের মুখের শোভা দিয়ে নিজেই তা পূরণ করে নিচ্ছেন। ২৭

স্বয়ংচ্যুত শীর্ণ পত্রের রসপান করে জীবনধারণ—তপস্যার চরম উৎকর্ষ; কিন্তু তাও তিনি ত্যাগ করলেন। এই কারণেই পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই প্রিয় ভাষিণী পার্বতীকে 'অপর্ণা'[১০] এই নামে অভিহিত করতেন। ২৮

এইরূপ ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের মৃণাল কোমল দেহলতাকে যখন দিনরাত্রি পীড়ন করতে লাগলেন তখন কঠিন সাধনায় তপস্বিগণ যে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন তাকেও পার্বতীর তপস্যার কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। ২৯

তারপর একদিন এক জটাধারী তপস্বী তপোবনে প্রবেশ করলেন—তাঁর পরিধানে

মৃগচর্ম, হাতে পলাশ দণ্ড ; তিনি বাক্‌পটু, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত—দেখে মনে হয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মূর্ত বিগ্রহ। ৩০

অতিথি সৎকারপরায়ণা পার্বতী প্রভূত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অর্চনা করে অভ্যর্থনা জানালেন। কেননা, সাম্যের মধ্যে অবস্থান করলেও যাঁরা স্থিরচিত্ত তাঁরা ব্যক্তি-বিশেষের অভ্যর্থনা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই করে থাকেন। ৩১

উমা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী অতিথির সৎকার করলেন ; ব্রহ্মচারী সেই আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুকাল বিশ্রাম করলেন তারপর সরলদৃষ্টিতে উমার দিকে তাকিয়ে পূর্বাপর ক্রম অক্ষুণ্ণ রেখে বলতে লাগলেন— । ৩২

তোমার হোমাদি ক্রিয়ার জন্য সমিৎ ও কুশ এখানে সহজলভ্য তো ? জল কি তোমার স্নানবিধির যোগ্য ? তুমি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তপস্যায় ব্রতী হয়েছ কি ? কেননা, ধর্মচর্যায় প্রথম কথাই হলো দেহরক্ষা। ৩৩

তোমার স্বহস্তের জলসেচনে এই যে লতাগুলিতে নূতন পল্লব উদ্গত হয়েছে তা কি অবিচ্ছিন্নভাবে এই রকমই হয় ? তুমি দীর্ঘকাল অধরে অলক্তক প্রয়োগ কর না, তবু সেই অধর এমন রক্তবর্ণ যে এর সঙ্গে নবোদ্গত পল্লবের উপমা দেওয়া যেতে পারে। ৩৪

হে কমলনয়নে ! যে সকল হরিণ চঞ্চল নয়নের দ্বারা তোমার নয়নের সাদৃশ্য অনুকরণ করে এবং প্রণয়বশে তোমার হাতের কুশগুচ্ছ কেড়ে নেয়—সেই হরিণগুলির উপরে তোমার মন প্রসন্ন তো ? ৩৫

হে পার্বতি ! সুন্দর রূপ কখনও পাপানুষ্ঠানে রত হতে পারে না—একথা যে বলা হয় তা সত্য। হে আয়তলোচনে ! তোমার এই চরিত্র তপস্বিগণেরও শিক্ষার-স্থল। ৩৬

গঙ্গার পবিত্রধারা হিমালয়শীর্ষে প্রবাহিত, কুসুমরাশি সেই স্রোতে প্রবহমান—দেখে মনে হয়, স্বর্গ থেকে সপ্তর্ষিগণ মহেশ্বরের উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য দান করেছেন—জলের ধারায় ভেসে-যাওয়া পুষ্প যেন তাঁদের শুভ্র হাস্য। কিন্তু এই পুষ্পরাশির উপহারেও হিমালয় ততটা পবিত্র হন নি—যতটা সবংশে পবিত্র হয়েছেন তোমার চরিত্রে। ৩৭

হে উদারহৃদয়ে ! ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মধ্যে একমাত্র ধর্মকেই আমার সার বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু তুমি নিষ্কামহৃদয়ে একমাত্র তাকেই গ্রহণ করে সেবা করছো। ৩৮

আমার প্রতি বিশেষ আতিথ্য প্রদর্শন করে এখন আর তুমি আমাকে পর বলে ভাবতে পারো না। হে সঙ্কুচিতাঙ্গি ! মনীষিগণ বলেছেন, সাতটি কথাতেই[১১] সজ্জনের সঙ্গে প্রণয় জন্মে। (আমাদের মধ্যে সেই সংখ্যক কথা তো হয়েই গেছে)। ৩৯

তাপসি, তুমি ক্ষমাশীলা। এই ব্রাহ্মণকুলজাত চঞ্চল যুবক তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক—যদি গোপনীয় না হয়, দয়া করে উত্তর দাও। ৪০

আদি বিধাতা—হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম ; ত্রিলোকের সৌন্দর্য একত্র চয়ন করে তোমার দেহ নির্মিত ; কোন ঐশ্বর্য সুখই অপ্রাপ্য নয়—সর্বোপরি এই নবীন বয়স ; বল, এর পর তপস্যার ফল আর কি থাকতে পারে ? ৪১

অসহনীয় দুঃখ থেকেই মনস্বিনীদের এইরূপ তপস্যায় প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। হে সুমধ্যমে ! আমি মনে মনে অনেক বিচার করে দেখলাম তোমার ক্ষেত্রে তো এইরকম দুঃখের কোন সম্ভাবনা নেই। ৪২

অয়ি শুভ্রে! তোমার যে আকৃতি তাতে শোকের তাপ লেগেছে বলে মনে হয় না। পিতৃগৃহে মর্যাদাহানি—তা-ই কেমন করে সম্ভব? তোমার সঙ্গে কোন দুর্বৃত্তের স্পর্শও সম্ভব নয়; কেননা, ফণিনীর মণির লোভে কে হাত বাড়াবে? ৪৩

কোন্ কারণে তুমি যৌবনে অলঙ্কার ত্যাগ করে বল্কল ধারণ করেছ—যা একমাত্র বার্ধক্যেই শোভা পায়? সন্ধ্যায় চন্দ্র-তারকায় শোভিতা রাত্রি যদি প্রভাতসূর্যের ধ্যান করে তাহলে কি হয় বল! ৪৪

যদি তুমি স্বর্গ প্রার্থনা করে থাক তা হলে এই পরিশ্রম ব্যর্থ, কেননা তোমার পিতৃগৃহই তো দেবভূমি। যদি পতির কামনা থাকে তাহলেও সমাধির কোন প্রয়োজন নেই। রত্ন নিজে কারও সন্ধান করে না—রত্নকেই লোকে সন্ধান করে নেয়। ৪৫

তোমার উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসেই সব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মন আরও অধিক সংশয়ে ডুবে যাচ্ছে। তোমার প্রার্থনীয় কাকেও দেখা যাচ্ছে না, তুমি যা প্রার্থনা করছো তা কি দুর্লভ হবে? ৪৬

তোমার প্রার্থিত সেই যুবার হৃদয় নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন; দীর্ঘকাল তোমার কানে কোন পদ্মের অলঙ্কার নেই—সেই অলঙ্কারশূন্য গণ্ডস্থলে শালিধান্যের অগ্রভাগের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটা বিলম্বিত! এসব দেখেও সে তোমাকে উপেক্ষা করছে। ৪৭

মুনিজনের অনুষ্ঠেয় কঠিন ব্রতের পালনে তুমি অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে পড়েছ—তোমার অলঙ্কার ধারণের স্থানগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে। দিনের আলোকে চন্দ্রলেখা যেমন পাণ্ডুর ও কৃশ তুমিও তারই মতো, তোমাকে দেখে কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তির মন ব্যথিত না হবে? ৪৮

তোমার সেই প্রিয় ব্যক্তিকে সৌভাগ্যগর্ব থেকে বঞ্চিত বলে মনে করি—যে নিজের মুখখানিকে তোমার মধুর দৃষ্টিসম্পন্ন কুঞ্চিত পক্ষ্মযুক্ত চক্ষুর বিষয়ীভূত করতে পারে নি। ৪৯

হে গৌরি! আর কতকাল এইরূপ বৃথা পরিশ্রম করবে? আমারও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কত তপস্যা সঞ্চিত আছে, তারই অর্ধাংশ দিয়ে তুমি তোমার ঈপ্সিত প্রিয়কে লাভ কর। আমি সেই বরের পরিচয় সুষ্ঠুভাবে জানতে ইচ্ছুক। ৫০

এইভাবে ব্রহ্মচারী অন্তরঙ্গভাবে কথা বললেন—তবু তিনি মনের কথা ব্যক্ত করতে পারলেন না! তখন তিনি পার্শ্ববর্তিনী সখীর দিকে তাঁর অঞ্জনহীন চক্ষুর দৃষ্টি ফেরালেন। ৫১

তাঁর সখী তখন সেই ব্রহ্মচারীকে বললো—হে সাধো! পদ্মের ছত্রে রৌদ্রনিবারণ আর সখীর কোমল দেহে তপস্যার দুঃখবরণ—দুই-ই এক। কিসের জন্য সখী তাঁর দেহকে তপস্যায় নিযুক্ত করেছেন, যদি কৌতূহল থাকে—শুনুন। ৫২

চতুর্দিকের অধিপতি,[১২] মহেন্দ্র প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্যশালী দেবগণকে তুচ্ছ করে—যিনি মদনকে ভস্মীভূত করে দেখিয়েছেন রূপে তাঁর হৃদয় বিচলিত হয় না—সেই পিনাকপাণি মহেশ্বরকেই তিনি পতিরূপে লাভ করতে চান। ৫৩

পূর্বে মদন-নিক্ষিপ্ত বাণ মহেশ্বরের এক অসহ্য হুঙ্কারে নিবর্তিত হয়েছিল, লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি—মদনের দেহ ভস্মীভূত হলেও সেই বাণ যেন আরও দীর্ঘ হয়ে সখির হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে ক্ষয় করছে। ৫৪

সেই দিন থেকে উমা প্রেমে জর্জরিতা হয়ে পিতৃগৃহে বাস করেছিলেন; তিনি

ললাটে যে চন্দনের তিলক[১৩] পরতেন তাতে তাঁর চূর্ণ কুন্তলগুলিও ধূসর হয়ে যেতো। কঠিন শিলাতলে শয়ন করেও তিনি শান্তি পেতেন না। ৫৫

পিনাকীর চরিতকথা গান করবার সময়ে তাঁর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে অনেকবার সঙ্গীতের পদগুলি স্খলিত হতো। বন প্রান্তে বাসকালে যে সকল কিন্নররাজপুত্রী তাঁর সখীরূপে গণ্য হয়েছিলেন তাঁরাও অশ্রু বিসর্জন করতেন। ৫৬

রাত্রির অবশিষ্ট তৃতীয় যামে হয়তো তিনি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জেগে উঠতেন এই কথা বলে, হে নীলকণ্ঠ, তুমি কোথায় যাও ? এই কথাগুলি কোন দৃশ্য লক্ষ্যের প্রতি উচ্চারিত হতো না ; তিনি তখন তাঁর বাহু দুটিও বাড়িয়ে দিতেন অসত্য কোন কণ্ঠের উদ্দেশে। ৫৭

সরলা বালিকা স্বহস্তে অঙ্কিত[১৪] চিত্রগত চন্দ্রশেখরকে নিভৃতে কত অনুযোগ করে বলতেন—'পণ্ডিতগণ বলেন, তুমি সকলেরই মধ্যে বিরাজিত, তবে আমি যে তোমাতে অনুরক্ত একথা তুমি বুঝতে পারো না কেন ?' ৫৮

যখন তিনি সন্ধান করেও সেই জগৎপতিকে লাভ করবার অন্য কোন উপায় পেলেন না, তখন পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যার জন্য আমাদের সঙ্গে বনে উপস্থিত হয়েছেন। ৫৯

এই বৃক্ষগুলি সখীর তপস্যার প্রত্যক্ষদর্শী, সখী নিজের হাতেই এইগুলি রোপণ করেছিলেন। এই বৃক্ষগুলিতেও ফল দেখা দিয়েছে ; কিন্তু মহেশ্বরসম্পর্কিত উমার সাধনায় অংকুরমাত্রও দেখাও যাচ্ছে না। ৬০

বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক ভূমিতে জলবর্ষণ করে ইন্দ্র যেমন স্নিগ্ধ করেন, সেইরূপ প্রার্থিতদুর্লভ চন্দ্রশেখর কবে যে সখীকে অনুগ্রহ করবেন তা জানি না। আমরা (সখীরা) আর ওঁর দিকে তাকাতে পারি না, চোখের জলে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আসে। ৬১

ইঙ্গিতজ্ঞা সখী প্রকৃত অবস্থা অকপটে নিবেদন করলেন ; সেই সুন্দর, নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী হর্ষের কোন চিহ্ন প্রকাশ করলেন না ; তিনি উমাকে প্রশ্ন করলেন—একি সত্য, না পরিহাস ? ৬২

তখন হাতের অগ্রভাগে স্ফটিকের জপমালা তুলে নিলেন পর্বততনয়া, তাঁর হাতে অঙ্গুলি মুকুলের মতো পুটীকৃত॥ তিনি বাক্য সংযত করে সংক্ষেপে বললেন—। ৬৩

হে বেদবিদ্যাবিৎ আপনি যা জেনেছেন তাই সত্য। আমি উচ্চ স্থান লঙ্ঘন করতে উৎসুক ; আমার এই তপস্যাও তাঁকে লাভ করার জন্যই। কামনার গতি সর্বত্র—সেখানে সম্ভব বা অসম্ভব বলে কিছু নেই। ৬৪

ব্রহ্মচারী[১৫] বললেন—মহেশ্বরকে আমি জানি। তুমি (একবার ব্যর্থ হয়ে) পুনরায় তাঁকে প্রার্থনা করছো। নানাপ্রকার কুক্রিয়ায় যাঁর আসক্তি সেই মহেশ্বরের কথা ভেবে তোমার এই অভিলাষ অনুমোদন করতে কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। ৬৫

হে তপস্বিনী! তুমি তুচ্ছ বস্তুতে আগ্রহশীলা। তোমার এই হস্ত যখন বিবাহ-সূত্রে শোভিত হবে, তখন সর্পবেষ্টিত শম্ভুর হস্ত কিভাবে সর্বপ্রথম অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে ? ৬৬

তুমিই নিজে চিন্তা করে দেখ—তোমার বিবাহের কলহংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র আর মহেশের রক্তবিন্দুবর্ষী গজচর্ম—এই দুইয়ের মধ্যে যোগ কোথায় ? ৬৭

বিবাহের পর পুষ্পবিকীর্ণ চতুঃস্তম্ভ গৃহে[১৬] তোমার অলক্তক রঞ্জিত পায়ের

চিহ্ন না পড়ে—পড়বে শ্মশানে, যেখানে মৃতদেহের কেশে চারিদিক আচ্ছন্ন—তোমার কোন্ শত্রু এটি অনুমোদন করবে ? ৬৮

ত্রিলোচনের বক্ষ তোমার কাছে সুলভ হলেও হরিচন্দনের[১৭] যোগ্য তোমার এই স্তনদ্বয়ে শ্মশানের চিতাভস্ম স্থান পাবে—এর চেয়ে অনুচিত আর কি হতে পারে বল। ৬৯

তোমার সামনে আর একটি লাঞ্ছনা রয়েছে। তুমি গজরাজের বহনযোগ্যা, বিবাহের পর তোমাকে বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে যেতে দেখে সজ্জনেরা নিশ্চয়ই উপহাসের হাসি হাসবেন। ৭০

পিনাকীর সঙ্গে মিলন প্রার্থনায় দুইটির অবস্থা শোচনীয়—চন্দ্রের কমনীয় কলা আর জগতের নয়নানন্দিনী তুমি। ৭১

যাঁর অঙ্গে তিনটি নয়ন, জন্মের কোন স্থিরতা নেই,[১৮] এদিকে দিগম্বর, তাতে বুঝা যায় ঐশ্বর্যের পরিমাণ কিরূপ! ওগো বালহরিণনয়নে! তুমিই বল, বরের বিষয়ে মানুষ যা-যা কামনা করে তাদের একটিও কি পৃথকভাবে ত্রিলোচনে আছে ? ৭২

এই অসৎ ইচ্ছা থেকে মনকে নিবৃত্ত কর। তাঁহার মতো ব্যক্তিই বা কোথায়—তোমার মত পুণ্যলক্ষণা কন্যাই বা কোথায় ? সৎপুরুষ শ্মশানের শূলকে[১৯] বেদবিহিত পশুবন্ধনের যূপের মতো অর্চনা করেন না। ৭৩

সেই ব্রাহ্মণ এইভাবে বিরুদ্ধ ভাষণ করতে লাগলেন। তা শুনে উমার অধর কাঁপতে লাগলো—বুঝা গেল তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন; তাঁর নয়নপ্রান্ত রক্তিম হলো; তিনি ভ্রূকুটি করে বক্রদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের দিকে তাকালেন। ৭৪

তিনি তাঁকে বললেন—আপনি শিবের সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানেন না, তাই আমাকে এইভাবে বলছেন। যারা অজ্ঞ তারাই অলোকসামান্য মহাত্মাদের অচিন্তনীয় চরিত্রের নিন্দা করে থাকে। ৭৫

যিনি বিপদ থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল, যিনি সাংসারিক সুখের জন্য উৎসুক, তিনিই মঙ্গলের সন্ধান করেন; যিনি জগতের আশ্রয়, যিনি নিষ্কাম, তিনি এই সব তৃষ্ণা কলুষিত বস্তু দিয়ে কি করবেন ? ৭৬

তিনি দরিদ্র হয়েও সকল সম্পদের উৎস, শ্মশানবাসী হয়েও ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁর রূপ যতই ভীষণ হোক, তিনি 'শিব' রূপেই বর্ণিত। পিনাকপাণিকে যথার্থভাবে জানতে পেরেছেন এমন কেউ নেই। ৭৭

সেই বিশ্বমূর্তি শিবের দেহ বিশিষ্ট অলঙ্কারে সজ্জিত হোক বা সর্পের মালাই তিনি পরিধান করুন; তাঁর পরিধেয় গজচর্মই হোক বা পট্টবস্ত্রই হোক, হাতে নরকপাল থাক্ অথবা কপালে চন্দ্রকলা থাক—তাঁর স্বরূপ বুঝা যায় না। ৭৮

তাঁর অঙ্গস্পর্শে চিতাভস্মও পবিত্র বলে মনে করা হয়। তিনি যখন তাণ্ডব নৃত্য করেন তখন তাঁর অঙ্গচ্যুত ঐ চিতাভস্ম দেবগণও মস্তকে লেপন করে থাকেন। ৭৯

সম্পদহীন শিব যখন বৃষের স্কন্ধে বিচরণ করেন, তখন মদস্রাবী দিগ্গজে বিচরণরত ইন্দ্র নেমে এসে তাঁর চরণে মস্তক রেখে প্রণতি জানান; সেই সময়ে তাঁর মস্তকের বিকশিত মন্দার কুসুমের পরাগে শিবের চরণের অঙ্গুলি রঞ্জিত হয়ে থাকে। ৮০

আপনি অসৎ প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও দোষকীর্তন করতে গিয়ে শিবের সম্পর্কে একটি

সত্য কথা বলেছেন—যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মারও উদ্ভবের কারণ তাঁর জন্মের বৃত্তান্ত কিভাবে জানা যাবে ? ৮১

বাদানুবাদে প্রয়োজন নেই। আপনি যেমন তাঁর সম্পর্কে শুনেছেন তিনি সর্বাংশে সেইরূপই হোন্—তাঁর অনুরাগে আমার মন স্থির। স্বেচ্ছাব্যবহারী কখনও নিন্দায় বিচলিত হয় না। ৮২

সখি, এই ব্রহ্মচারীকে বারণ কর—ও'র ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে, আবার কি যেন বলতে চাচ্ছেন। মহাপুরুষের নিন্দা যে করে সে-ই যে কেবল পাপী তা নয়, সে নিন্দা যে শোনে সে-ও পাপভাগী। ৮৩

'অথবা আমিই এখান থেকে চলে যাব'–এই বলে পার্বতী চলতে আরম্ভ করলেন। ব্যস্ততার জন্য তাঁর স্তনাবরণ স্খলিত হয়ে পড়লো—সেই মুহূর্তে ব্রহ্মচারীরূপী[২০] বৃষভধ্বজও স্মিতমুখে তাঁকে দুইহাতে গ্রহণ করলেন। ৮৪

তাঁকে দেখে উমা কাঁপতে লাগলেন—তাঁর ক্ষীণদেহ ঘর্মজলে সিক্ত হয়ে উঠলো। নিক্ষেপ করার জন্য তিনি যে চরণ উর্ধ্বে তুলেছিলেন তা উর্ধ্বেই রয়ে গেল। জলের ধারা পথের কোন পর্বতে বাধা পেলে যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে—অগ্রসর হতে পারে না, পেছনেও যেতে পারে না—সেইরূপ পর্বতরাজতনযা উমাও সামনে যেতে পারলেন না, পেছনেও যেতে পারলেন না—তিনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ৮৫

চন্দ্রশেখর বললেন—'ওগো অবনতাঙ্গি! তুমি তোমার তপস্যার বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করেছ—আমি তোমার দাস।' চন্দ্রশেখরের এই কথা শুনে তপস্বিনী পার্বতী তাঁর তপস্যার সকল ক্লেশ ভুলে গেলেন। ফললাভের পরে ক্লেশও নূতন শক্তি সঞ্চয় করে[২১]। ৮৬

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'তপঃফলোদয়' নামক
পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠ সর্গ × × × × × × × × × × × × × ×

ষষ্ঠ সর্গের বিষয়বস্তুর বিন্যাসক্রম—

সপ্তর্ষির বর্ণনা—৫-২০ ; সপ্তর্ষির শিববন্দনা—১৬-২৩ ;
ওষধিপ্রস্থের বর্ণনা ৩৭-৪৬ ; শিবের সহিত উমার
বিবাহ-প্রস্তাব ও হিমালয়ের অনুমোদন—৭৪-৮৮

এরপর একদিন গৌরী গোপনে তাঁর এক সখীকে দিয়ে শিবকে বলে পাঠালেন—'গিরিরাজ যে আমার দাতা তা প্রমাণ করুন।' ১

বসন্তে সহকারলতা কোকিলার কুহুধ্বনিতে ঋতুরাজকে নিবেদন করে আনন্দে বিরাজ করে, সেইরূপ সখীমুখে সবকথা বলে প্রিয়বিষয়ে স্থির হয়ে আনন্দে পূর্ণ হয়ে রইলেন। ২

মদনদর্পহারী শিব শপথ করলেন—'তাই হবে' ; তারপর কোনরকমে উমাকে বিদায় দিয়ে তিনি জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে[১] স্মরণ করলেন। ৩

সেই তপস্বিগণ জ্যোতির্মণ্ডলের দ্বারা আকাশ উদ্ভাসিত করে অরুন্ধতীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনাথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ৪

তীরস্থিত মন্দারের কুসুমরাশি যার ঊর্মিমালায় উৎকীর্ণ এবং দিঙ্‌নাগের মদবারি গন্ধে সুরভিত যে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী, তার প্রবাহে স্নাত হয়ে ঋষিগণ বিশ্বনাথের সম্মুখে এলেন। ৫

তাঁদের যজ্ঞোপবীত মুক্তাময়, পরিধানে স্বর্ণময় বল্কল, হাতে রত্নময় জপমালা। তাঁরা পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ধর্ম অবলম্বন করেছেন ; তাঁরা কল্পবৃক্ষের ন্যায় দানশীল। ৬

সহস্ররশ্মি সূর্যদেব তাঁর রথের অশ্ব নিম্নদিকে চালনা করতে করতে স্থির করে রেখেছেন এবং রথের পতাকা সম্পূর্ণ অবনমিত করে প্রণামপূর্বক ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে[২] তাঁদের দিকে চেয়ে আছেন। ৭

প্রলয়ের সঙ্কটে ধরণী বাহুলতার দ্বারা মহাবরাহের দন্ত আশ্রয় করেন এবং সেই দন্তে উদ্ধৃত হয়ে তাতেই বিশ্রাম করেন[৩]—এই ঋষিগণও সেইরূপ এই ধরণীর সঙ্গে দণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (অর্থাৎ প্রলয়েও তাঁদের বিনাশ নেই)। ৮

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টির পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার সমস্তই এই সপ্তর্ষিগণ সৃষ্টি করেছিলেন—এইজন্যে পুরাবিদ্‌গণ এদের 'প্রাচীন ধাতা' এই আখ্যায় কীর্তিত করেছেন। ৯

যাঁদের তপস্যা কামনাযুক্ত, ফললাভের পরেই তাঁরা তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু সপ্তর্ষিগণ জন্মান্তর সঞ্চিত নির্মল তপস্যার ফলভোগ করতে থাকলেও তপস্যাতেই মগ্ন থাকেন। ১০

তাঁদের মধ্যস্থিতা সাধ্বী অরুন্ধতী পতি বশিষ্ঠের চরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন—দেখলে মনে হয় যেন মূর্তিমতী তপস্যার সিদ্ধি অনন্ত শোভায় মণ্ডিতা। ১১

মহেশ্বর অরুন্ধতীকে এবং সপ্তর্ষিকে সমান গৌরবের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ—এই ভেদ অবিচারপ্রসূত। সজ্জনের চরিত্রই পূজার যোগ্য। ১২

সপ্তর্ষিগণের সঙ্গে অরুন্ধতীকে দেখে মহেশ্বরের দারপরিগ্রহের জন্য গভীর আগ্রহ হলো—কেননা সাধ্বী সহধর্মিণীই ধর্মাচরণের প্রধান সহায়। ১৩

ধর্মবোধের দ্বারা মহেশ্বরের হৃদয়ে পার্বতীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্বাপরাধ-ভীত[৪] কামদেবের হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ১৪

এরপর সাঙ্গবেদাধ্যেতা[৫] ঋষিগণের দেহ আনন্দে কণ্টকিত হয়ে উঠলো- তাঁরা জগদ্‌গুরু শিবকে অর্চনা করে এই কথা বললেন। ১৫

আমরা নিয়মপূর্বক যে বেদ পাঠ করেছিলাম হোমাগ্নিতে যথাবিধি যে আহুতি দিয়েছিলাম এবং কঠোর তপস্যা করেছিলাম—তার ফল এতদিনে পরিণত হয়েছে—নইলে আপনার দর্শনলাভ হতো না। ১৬

আপনি ত্রিলোকের প্রভু ; মনোরথের অতীত আপনার মনে যখন আমাদের কথা উদিত হয়েছে তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হবে আমাদের তপস্যার ফল পরিপক্ক হয়েছে। ১৭

আপনি যার হৃদয়ে আবির্ভূত হন—সে কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনার হৃদয় বেদের উৎপত্তিস্থল, আপনার এই হৃদয়ে যার চিন্তা জাগে তার কথা আর কি বলবো ? ১৮

একথা সত্য যে আমরা সূর্য কি চন্দ্র উভয়েরই ঊর্ধ্বলোকে বাস করি ; কিন্তু আজ

আপনার এই স্মরণের অনুগ্রহে সম্মানের দিক থেকেও তাদের উর্ধ্বলোকে স্থাপিত হলাম। ১৯

আপনার স্মরণের সম্মাননায় আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি। সাধারণত মহাপুরুষের আদরে নিজের গুণ সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে থাকে। ২০

হে বিরূপাক্ষ! আপনার এই স্মরণের অনুগ্রহে আমাদের যে আনন্দ তা আপনার কাছে কিভাবে ব্যক্ত করবো? আপনি তো প্রাণীদের অন্তর্যামী পুরুষ—(নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারবেন)। ২১

আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছি, কিন্তু যথার্থভাবে আমরা আপনাকে বুঝতে পারছি না। আপনি প্রসন্ন হোন, আপনার স্বরূপ বিবৃত করুন- আপনি তো বুদ্ধির পথে আপনিও আষক্তি নহেন। ২২

এ আপনার কোন্ রূপ? এই বিশ্ব যে রূপ সৃষ্টি করে থাকেন, এ কি তাই? অথবা যে রূপে বিশ্ব পালন করেন—কিংবা ইনিই কি বিশ্বের সংহারকর্তা? ২৩

অথবা এই মহতী প্রার্থনা থাক—আপান স্মরণমাত্রেই আমরা উপস্থিত হয়েছি, এখন আদেশ করুন কি করবো? ২৪

এরপর পরমেশ্বর প্রত্যুত্তর দিলেন—দেওয়ার সময় তাঁর শুভ্রদন্তের প্রভায় ললাট-চন্দ্রের ক্ষীণ কান্তি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ২৫

ঋষিগণ! আপনারা জানেন, আমি নিজের প্রয়োজনে কোন প্রবৃত্ত নিয়োজিত করি না। আমি যে এরূপ—তার পরিচয় আমার অষ্ট মূর্তি—এই অষ্ট মূর্তিং— সমস্তই পরার্থে নিযুক্ত। ২৬

তৃষ্ণার চাতক যেমন মেঘের নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করে—শত্রুপীড়িত দেবগণও শত্রুনাশের জন্য আমার নিকটে সন্তান প্রার্থনা করেছেন। ২৭

সুতরাং যজমান যেমন হোমাগ্নি উৎপাদনের জন্য 'অরণি' কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে আগ্রহী হন, আমি তেমনি পুত্রকামনায় পার্বতীকে লাভ করতে ইচ্ছুক। ২৮

আমার এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আপনারা হিমালয়ের নিকটে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করুন। কেননা, সৎপুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত সম্বন্ধ কখনও কুফলপ্রসূ হয় না! ২৯

হিমালয় সমুন্নত, প্রতিষ্ঠাবান ও পৃথিবীর ভার বহনকারী। আপনারা জানবেন তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পাদিত হলে আমিও কোনক্রমে বঞ্চিত হবো না। ৩০

কন্যার জন্য হিমালয়কে এরূপ বলতে হবে—এ সম্পর্কে আপনাদের কোন নির্দেশ দিলাম না। আপনাদের রচিত আচার-পদ্ধতিই সাধুজনেরা সাধারণকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। ৩১

সেই বিবাহ ব্যাপারে মাননীয়া অরুন্ধতী দেবীও সাহায্য করতে পারেন; এই জাতীয় কাজে গৃহিণীদের নৈপুণ্য সকলেই জানেন। ৩২

কার্যসিদ্ধির জন্য আপনারা হিমালয়ের 'ওষধিপ্রস্থ' নামক নগরে যাত্রা করুন। সেই-খানে মহাকোশী-প্রপাত নামক স্থানে আবার আমাদের দেখা হবে। ৩৩

সংযমীদের প্রধান সেই মহেশ্বর পরিণয়ের জন্য আগ্রহী হয়েছেন দেখে প্রজাপতি পুত্র সপ্তর্ষি নিজেদের পত্নী সম্পর্কিত সঙ্কোচ ত্যাগ করলেন। ৩৪

তারপর ঋষিগণ 'আচ্ছা'—এই কথা বলে প্রস্থান করলেন। ভগবান ত্রিলোকনাথও পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ মহাকোশী প্রপাতে উপস্থিত হলেন। ৩৫

মনোরথের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন সেই মহর্ষিগণ সুনীল আকাশপথে উত্থিত হয়ে ওষধিপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। ৩৬

রত্ন সম্পদে পূর্ণ অলকানগরীকে যেন তুলে এনে অথবা স্বর্গের অতিরিক্ত অংশ নিয়ে এসে যেন এই উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছে। ৩৭

চারদিকে গঙ্গার প্রবাহে বেষ্টিত, প্রাকার পর্যন্ত জ্যোতির্ময় ওষধিবৃক্ষে শোভিত এবং বৃহৎ মণিশিলার প্রাচীরে সে নগর সুরক্ষিত—অপ্রকাশিত থেকেও সুন্দর। ৩৮

এখানে হস্তীরা সিংহের ভয় জয় করেছে, সমস্ত অশ্বই গুহাসম্ভূত, যক্ষ ও কিন্নরেরা এখানকার পুরবাসী এবং বনদেবতাগণ এখানকার পুরকামিনী। ৩৯

এখানে প্রাসাদগুলির শিখরে লগ্ন মেঘের গুরুগর্জন প্রাসাদের মধ্যে ধ্বনিত হওয়ায় মনে হয় তালে তালে মৃদঙ্গ বাজছে। ৪০

এখানে কল্পবৃক্ষের শাখায় চঞ্চল পল্লবসমূহ পতাকার মতো উড়তে থাকে; পুরবাসীদের বিনা প্রয়াসে গৃহস্থিত ধ্বজদণ্ডও পতাকায় শোভিত হয়ে থাকে। ৪১

এখানে রাত্রিতে স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে সুরাপানের স্থানগুলিতে তারকার উজ্জ্বল আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে—সেই প্রতিবিম্বগুলি যেন তারকার উপহার বলে মনে হতে থাকে। ৪২

এখানে বর্ষাকালে রাত্রিতে ঔষধির দীপ্তি অভিসারিকাদের পথ প্রদর্শন করে—তাই অভিসারিকাগণ অন্ধকার বুঝতে পারেন না। ৪৩

এখানে যৌবন পর্যন্ত বয়স, পুষ্পধনু ভিন্ন অন্য কোন প্রহারক নেই, রতি-খেদ সমুৎপন্ন নিদ্রা ব্যতীত অন্য কোন ধরনের সংজ্ঞা লোপ নেই। ৪৪

এখানে কুপিতা মানিনীগণ অপরাধী প্রিয়তমকে ভ্রূ-কুঞ্চনপূর্বক ওষ্ঠ কম্পিত করে এবং কোমল তর্জনী তুলে শাসন করে মানভঙ্গ পর্যন্ত এই শাসন চলে। ৪৫

এই নগরের বাইরে 'গন্ধমাদন' নামে সুগন্ধি এক উপবন—সন্তান তরুর ছায়ায় শীতল—পথিক বিদ্যাধরগণ পথ চলতে চলতে সেই ছায়ায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে। ৪৬

তারপর দিব্য মুনিগণ হিমালয়ের সেই নগর দেখে ভাববেন—স্বর্গকামনায় তাঁরা যেসব পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন সবই ব্যর্থ হয়েছে। ৪৭

সেই ঋষিগণ যখন হিমালয় গৃহে সবেগে নেমে আসছিলেন, তোরণরক্ষী দৌবারিকগণ তখন ঊর্ধ্বমুখে তাঁদের দেখছিল—তাঁদের জটাভার যেন চিত্রাঙ্কিত অনলশিখার ন্যায় নিশ্চল। ৪৮

আকাশ থেকে নেমে এলেন মুনিগণ বার্ধক্য অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে—মনে হলো তাঁরা যেন জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য![১০] (অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু দাহিকা শক্তি নেই!) ৪৯

হিমালয় অর্ঘ্য নিয়ে জগৎপূজ্য ঋষিগণকে দূর থেকে অভ্যর্থনা জানালেন; তাঁর দ্রুত নিক্ষিপ্ত পদভারে বসুন্ধরা যেন ঈষৎ কম্পিত হলেন। ৫০

অভ্যন্তরস্থ বিচিত্র ধাতু যাঁর তাম্রবর্ণ অধর, দেবদারু তরু যাঁর বিশাল বাহু, স্বভাবতই শিলাময় ছিল যাঁর বক্ষ—সেই হিমালয় হলেন প্রকাশিত। ৫১

এরপর তিনি তাঁদের যথাবিধি অর্চনা করলেন এবং সেই পূতচরিত্র ঋষিদের পথ দেখিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করালেন। ৫২

অন্তঃপুরে ঋষিগণ বেত্রনির্মিত আসনে উপবেশন করলেন; তারপর নিজে আসন

গ্রহণ করে গিরিরাজ হিমালয় সর্বশক্তিমান মুনিদের বলতে লাগলেন— ৫৩

আপনাদের এই আকস্মিক দর্শনে মনে হচ্ছে যেন বিনামেঘে বারিবর্ষণ হলো—ফলের উদ্ভব হলো বিনা কুসুমে। ৫৪

আপনাদের এই অনুগ্রহে আমার মনে হলো মূঢ় আমি যেন জ্ঞানে সার্থক হলাম, লৌহের ন্যায় কঠিন আমি, যেন স্বর্গে রূপান্তরিত হলাম ; যেন মর্ত্য থেকে স্বর্গে আরোহণ করলাম। ৫৫

(সপ্তর্ষিমণ্ডলের পদার্পণে হিমালয় তীর্থভূমি !) আজ থেকে কত প্রাণী পবিত্রতার জন্য এখানে আসবে ! সাধু ব্যক্তিগণ যেখানে পদার্পণ করেন তাকেই তো তীর্থ বলা হয় ! ৫৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আজ দুটি বিষয়ে আমি নিজেকে পবিত্র বলে মনে করছি—আমার শীর্ষদেশে গঙ্গার পতন এবং আমার বক্ষে এই পদপ্রক্ষালনের বারি। ৫৭

আমার দুইটি রূপেই আপনাদের দ্বিধাবিভক্ত অনুগ্রহে কৃতার্থ ; আমার গতিশীল দেহ আপনাদের সেবাকর্মে উৎসুক, আমার স্থিতিশীল দেহ আপনাদের পদার্পণে পবিত্র। ৫৮

আমার অঙ্গের দ্বারা আমি দিগন্ত ব্যাপ্ত করে আছি, তবু আপনাদের শুভ আবির্ভাবে আমার যে আনন্দের উদয় হচ্ছে তা আমি ধরে রাখতে পারছি না। ৫৯

আপনাদের দর্শনে শুধু যে আমার গুহাগত অন্ধকারই দূরীভূত হলো তা নয়, আমার রজোরূপ অন্ধকার অপেক্ষাও গাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকার আজ দূরীভূত হলো। ৬০

আপনাদের তো কোন প্রয়োজনই দেখতে পাচ্ছি না ; যদি প্রয়োজন থাকতো তবে কেন তা সিদ্ধ হচ্ছে না ? মনে হয়, আমাকে পবিত্র করবার জন্যই আপনারা এখানে এসেছেন। ৬১

তবু কোন একটি বিষয়ে অনুগ্রহ করে আমাকে আদেশ করুন ; ভৃত্যেরা প্রভুদের নিকটে কার্যে নিযুক্ত হলেই প্রসন্ন হয়ে থাকে। ৬২

এই আমি, এই আমার পত্নী, এই আমার বংশের প্রাণস্বরূপ কন্যা—এদের মধ্যে আপনাদের কাজে যার প্রয়োজন, বলুন ; বাইরের বস্তু তো তুচ্ছ ! ৬৩

হিমালয় যখন এই কথা বলছিলেন তখন তাঁর সেই উক্তিই গুহামুখে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, তাতে মনে হলো তিনি যেন একই কথা দু'বার উচ্চারণ করলেন। ৬৪

তারপর কথাপ্রসঙ্গে ঋষিগণ প্রতিভায় অগ্রগণ্য অঙ্গিরা ঋষিকে উত্তর দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি হিমালয়কে এই বলে উত্তর দিলেন— ৬৫

এইমাত্র আপনি যা বললেন এবং এ ছাড়াও অনেক কিছু আপনাতেই সম্ভব, কারণ আপনার মনের ও শিখরের সমুন্নতি একই প্রকারের। ৬৬

আপনাকে যে পুরোবিদগণ বিষ্ণুর স্থিতিশীল স্বরূপ বলে বর্ণনা করেন তা যথার্থ ; কেননা, আপনার কুক্ষি বিষ্ণুর কুক্ষির ন্যায় স্থাবর এবং কিছু জঙ্গম পদার্থের আধার। ৬৭

শেষনাগ তার মৃণালের ন্যায় কোমল ফণায় ধরণীকে কি করে ধারণ করতেন, যদি আপনি পাতাল মূল থেকে অবলম্বন না করে থাকতেন ? ৬৮

আপনার অবিচ্ছিন্ন শুভ্র কীর্তিরাশি সমুদ্রের তরঙ্গ ভেদ করে দেশদেশান্তরে প্রসারিত হচ্ছে আপনার স্রোতস্বিনীগুলিও সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করে তাতে লীন হয়ে যাচ্ছে—এইভাবে আপনার কীর্তি ও স্রোতস্বিনী সমভাবে ত্রিলোককে পুণ্যময় করছে। ৬৯

বিষ্ণুর চরণ থেকে উদ্ভূত বলে গঙ্গা গৌরবান্বিতা ; উন্নত শীর্ষ আপনিও তার দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থল—এই জন্যেও তিনি গৌরব করে থাকেন। ৭০

ত্রিবিক্রমরূপে[১১] বিষ্ণু যখন তির্যকভাবে, উর্ধ্বে ও নিম্নে পদক্ষেপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখনই লক্ষিত হয়েছিল তাঁর সর্বব্যাপী মহিমা ; কিন্তু আপনার এই ব্যাপক মহিমা স্বভাবতই বর্তমান। ৭১

যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের মধ্যে আপনিও পরিগণিত—তাই উচ্চ সুমেরু পর্বতের স্বর্ণময় শৃঙ্গও আপনার গৌরবের নিকটে ব্যর্থ। ৭২

যত কিছু কাঠিন্য সবই আপনি আপনার শিলাময়, অর্থাৎ স্থাবর দেহে আবদ্ধ রেখেছেন, আবার আপনার এই ভক্তিনত জঙ্গম দেহ সজ্জনদের আরাধনার স্থল। ৭৩

এখন আমাদের আগমনের কারণ শুনুন। এ কাজ আপনারই, আমরা শুধু শুভ কর্তব্যের উপদেশ দিচ্ছি বলেই এর অংশভাগী। ৭৪

অণিমা প্রভৃতি যে অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের যিনি অধিকারী—অন্য কোন পুরুষে সেসব প্রত্যক্ষ হয় না ; যিনি অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে 'ঈশ্বর' এই শব্দটি ধারণ করে থাকেন ; ৭৫

পৃথিবী, বায়ু, জল, অনিল প্রভৃতি যাঁর নিজের অষ্টবিধ মূর্তি পরস্পরের সহায়করূপে সর্বদা যুক্ত এবং অশ্বগণ যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যান আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, তেমনি অষ্টবিধ মূর্তি দ্বারা যিনি এই বিশ্বকে বহন করছেন ; ৭৬

সর্বভূতের অন্তর্যামী পুরুষরূপে যোগিগণ যাঁকে ধ্যানে সন্ধান করেন, যাঁর আশ্রয়ে সংসারে পুনর্জন্মের ভয় থাকে না বলে মনীষিগণ মনে করেন ; ৭৭

জগতের সকল কার্যের স্রষ্টা, বরদাতা সেই শম্ভু আমাদের মুখে উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা স্বয়ং আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করছেন। ৭৮

বাক্য যেমন অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যার সংযোগ বিধান করুন ; কেননা সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হলে পিতার আনন্দের কারণ হয়ে থাকে। ৭৯

স্থাবর ও জঙ্গম—সকল প্রাণীই আপনার এই কন্যাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করুক ; কেননা, শম্ভু জগতের পিতা। ৮০

দেবগণ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করে তারপর আপনার কন্যার চরণ যুগল মস্তকের কিরীটস্থ মণির প্রভায় রঞ্জিত করুন। ৮১

আপনার কন্যা উমা হবেন বধূ, আপনি হবে সম্প্রদানকর্তা, আমরা প্রার্থী ; আর শম্ভু হবেন বর ; সুতরাং এই শুভ কার্য আপনার কুলের কল্যাণজনক। ৮২

যাঁকে সকলেই স্তব করে, অথচ তাঁর স্তবযোগ্য কেউ নেই ; যিনি সকলের পূজ্য অথচ তাঁর পূজনীয় কেউ নেই—সেই জগদ্‌গুরু শঙ্করকে কন্যা দান করে আপনিও তাঁর গুরুস্থানীয় হোন। ৮৩

দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন হিমালয়কে এই সব কথা বলছিলেন, পার্বতী তখন নতমুখে ক্রীড়ার জন্য সংগৃহীত পদ্মের[১২] পাপড়ি গুণছিলেন। ৮৪

সার্থককাম হয়েও হিমালয় মেনকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কন্যার বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে গৃহস্থগণ প্রায়ই গৃহিণীদের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়ে থাকেন। ৮৫

মেনকাও পতির সেই সব ঈপ্সিত কার্য অনুমোদন করলেন, কেননা পতিব্রতা রমণী কখনও পতির ইচ্ছার বিরোধিতা করেন না। ৮৬

ঋষিদের বাক্যের অবসানে—'এই হবে এদের কথার যথার্থ উত্তর'—এই ভেবে হিমালয় মঙ্গলভূষণে সজ্জিতা কন্যাকে গ্রহণ করলেন। ৮৭

'এসো বৎসে, বিশ্বরূপ মহেশ্বরের হস্তে তুমি ভিক্ষারূপে পরিকল্পিতা। মুনিগণ প্রার্থী হয়ে এসেছেন; গৃহাশ্রমীর পরম সার্থকতা আজ আমি লাভ করলাম।' ৮৮

গিরিরাজ কন্যাকে এই কথা বলে ঋষিদের বললেন—এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করছে। ৮৯

তাঁদের অভিপ্রায়েরই অনুরূপ গিরিরাজের সেই উদারবাক্য! সেই বাক্যকে তাঁরা অভিনন্দিত করলেন এবং ফলোন্মুখী আশীর্বাদের দ্বারা পার্বতীকে সংবর্ধনা জানালেন। ৯০

পার্বতী যখন সাগ্রহে প্রণাম করছিলেন, তখন তাঁর কর্ণের স্বর্ণালঙ্কার খসে পড়ে গেল। লজ্জিতা পার্বতীকে দেবী অরুন্ধতী কোলে তুলে নিলেন। ৯১

কন্যাস্নেহে বিহ্বলা পার্বতীর জননীকেও দেবী অরুন্ধতী সেই অনন্যসাধারণ বরের গুণাবলী ব্যাখ্যা করে আশ্বস্ত করলেন। ৯২

তখনই শিবের আত্মীয় হিমালয় ঋষিগণকে বিবাহের তিথি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। 'আর তিনদিন পরে'—এই কথা বলে সেই চীরধারী ঋষিগণ প্রস্থান করলেন। ৯৩

হিমালয়কে অভিনন্দিত করে আবার শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন; তারপর 'কার্য সফল হয়েছে' একথা তাঁকে নিবেদন করে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে যাত্রা করলেন। ৯৪

হিমালয়-কন্যাকে লাভ করবার জন্য পশুপতির আগ্রহ হলো—সেই কয়টি দিন তিনি অতিকষ্টে যাপন করলেন। যদি ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাব জিতেন্দ্রিয় মহেশ্বরকেও স্পর্শ করে তবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সাধারণ মানুষের মনে তারা বিকার সৃষ্টি করবে না কেন? ৯৫

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমাপ্রদান' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × × সপ্তম সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

সপ্তম সর্গের বিষয় বিন্যাস—

উমা মহেশ্বরের বিবাহের আয়োজন হিমালয় ভবনে ১-২৯
উমা মহেশ্বরের বিবাহের আয়োজন কৈলাসে ৩০-৫৩
শিবদর্শনোৎসুক পুরনারীদের বর্ণনা ৫৭-৬৬
পরিণয়-অনুষ্ঠান ৭২-৯১

তারপর হিমালয় শুক্লপক্ষের 'জামিত্র গুণযুক্ত'[১] তিথিতে গৃহাগত আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কন্যার বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন। ১

উমার প্রতি স্নেহ ছিল বলেই গৃহে গৃহে রমণীগণ[২] বিবাহের মাঙ্গল্য রচনার[৩] উৎসবে এতই মেতে উঠলেন যে সেই নগর আর হিমালয়ের অন্তঃপুর যেন একই গৃহ বলে মনে হতে লাগলো। ২

দিব্য সন্তানক[৪] তরুর কুসুমে আচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকায় সজ্জিত রাজ-

পথগুলি মাঝে মাঝে স্বর্ণতোরণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল! দেখে মনে হতে লাগলো, স্বর্গকেই তুলে এনে এখানে বসানো হয়েছে। ৩

উমার বিবাহ আসন্ন—এই জন্য আরও পুত্রকন্যা থাকা সত্ত্বেও উমা মাতা-পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হতে লাগলো যেন দীর্ঘকাল পরে উমাকে তাঁরা দেখছেন, যেন মৃত্যুর পর আবার তিনি ফিরে এসেছেন। ৪

সবাই তাঁর প্রতি আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি এক ক্রোড় ছেড়ে অন্য ক্রোড়ে যেতে লাগলেন। একটি অলঙ্কার ছেড়ে অন্য অলঙ্কারে সজ্জিত হতে লাগলেন। হিমালয়ের বিশাল বংশের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই স্নেহ যেন একমাত্র উমাকেই আশ্রয় করলো—যদিও তাঁদের স্নেহের পাত্রী অনেকেই ছিলেন। ৫

মৈত্র মুহূর্তে[৫] (অর্থাৎ সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকে তৃতীয় মুহূর্তে; মুহূর্ত= ৪৮ মিনিট) যখন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলো—সেই শুভলগ্নে পতি পুত্রবতী[৬] কুলরমণীগণ উমার দেহ প্রসাধন করতে শুরু করলেন। ৬

শ্বেতসর্ষপযুক্ত[৭] নবীন দূর্বাঙ্কুরে তাঁর সিঁথি শোভিত হলো, নাভিদেশ[৮] আবৃত করে কৌশেয় বস্ত্র পরানো হলো—তিনি হাতে নিলেন একটি বাণ। এই সজ্জায় উমা যেন তাঁর অভ্যঙ্গ বেশকেও[৯] অলঙ্কৃত করেছিলেন। ৭

দীক্ষাবিধিসম্পর্কিত সেই বাণ হাতে নিয়ে উমার শোভা হলো কৃষ্ণপক্ষের[১০] অবসানে ক্রমবর্ধমান চন্দ্রলেখার মতো। ৮

রমণীগণ লোধ্রফুলের[১১] শ্বেত পরাগে উমার দেহের স্নিগ্ধ তৈল মুছে নিলেন, 'কালেয়'[১২] নামক গন্ধদ্রব্যে (কালো চন্দনে) তাঁর অঙ্গরাগ সম্পাদন করলেন— তারপর তাঁকে স্নানকালোচিত একটি শাড়ি পরিয়ে চারি স্তম্ভযুক্ত স্নানগৃহে নিয়ে গেলেন। ৯

সেই স্নানগৃহ বৈদূর্য-শিলাময় এবং বিচিত্র মণিমুক্তাখচিত; এখানে তাঁরা উমাকে স্বর্ণঘটের[১৩] জল দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। স্নানের সময়ে মঙ্গলবাদ্য বেজে উঠলো। ১০

মঙ্গলস্নানের পর নির্মল দেহে উমা যখন পতির সমীপে যাবার উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করলেন তখন তাঁর শোভা হলো যেন মেঘবর্ষণের পর প্রফুল্ল কাশফুলে সজ্জিতা পৃথিবীর মতো। ১১

তারপর পুরকামিনীগণ সাগ্রহে উমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটি মণ্ডপের মধ্যবর্তী প্রসাধন-বেদির উপরে প্রসারিত আসনে; সেই মণ্ডপ চন্দ্রাতাপ-সজ্জিত, মণিময় চারিটি স্তম্ভে শোভিত। ১২

সেই আসনে তাঁরা তন্বী উমাকে পূর্বমুখী করে বসালেন। প্রসাধন দ্রব্য হাতের কাছে থাকলেও তাঁরা তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন।[১৪] ১৩

একজন তাঁর কুসুম খচিত কুঞ্চিত কেশপাশ দূর্বাযুক্ত হরিৎ বর্ণের মধূক ফুলের মালায় বেঁধে দিলেন—বাঁধবার আগে তার আর্দ্রভাব দূর করে নিলেন ধূপের ধোঁয়ায়। ১৪

তাঁরাও উমার অঙ্গ শ্বেত অগুরু এবং গোরোচনা[১৫] দ্বারা সাজিয়ে দিলেন; তাতে মনে হলো তিনি যেন চক্রবাকশোভিত, সৈকতশালিনী, ত্রিস্রোতা[১৬] গঙ্গার সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করেছেন। ১৫

তাঁর সেই দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশপাশে মুখখানি এমন অপূর্ব শ্রী ধারণ করলো তার কাছে ভ্রমরযুক্ত পদ্ম বা কৃষ্ণমেঘচিহ্নিত চন্দ্রও পরাজিত হলো—ওদের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য প্রসঙ্গের সম্ভাবনাও দূরে হয়ে গেল। ১৬

উমার কপোলে লোধ্রপরাগের লেপনে ছিল শ্বেতবর্ণ গোরোচনার বিন্যাস, তাতে এলো রক্তিমা! এই শ্বেত-রক্তাভ কপোলে লগ্ন হলো তাঁর কর্ণে অর্পিত শ্যামল যবাঙ্কুর—তাতে এমন বর্ণের উৎকর্ষ লাভ হলো যে দর্শকের দৃষ্টিকে বেঁধে রাখলো[১৭]। ১৭

অনুপম অঙ্গ উমার! অধরোষ্ঠ আরও বেশি নির্মল হয়েছে মধু প্রলেপে - মধ্যে একটি রেখা অধর ও ওষ্ঠকে দুইভাগে ভাগ করেছে। তাঁর ওষ্ঠের লাবণ্যকাল আসন্ন![১৮] শিব-সমাগমের আসন্ন সৌভাগ্যে তাঁর অধরোষ্ঠ কাঁপছিল! ১৮

উমার চরণ দুটি আলতায় রঞ্জিত করে—'এই চরণে তোমার পতির মস্তকের চন্দ্র-কলা স্পর্শ করো'—এই বলে তাঁকে পরিহাসচ্ছলে আশীর্বাদ করলো—উমা কোন কথা না বলে হাতের মালা দিয়ে তাকে প্রহার করলেন। ১৯

প্রসাধিকা রমণীর দল তাঁর পূর্ণ প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো সুন্দর দুইটি নয়নের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হবে এই ভেবে অঞ্জন পরালেন না, শুভকার্যের অঙ্গ ভেবেই পরালেন। ২০

তাঁকে যখন অলঙ্কার পরানো হচ্ছিল তখন তিনি কুসুমভারে-নতা লতার ন্যায়, নক্ষত্র-খচিত রাত্রির ন্যায় এবং চক্রবাকশোভিত তটিনীর ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন। ২১

দর্পণে নিজের দেহ প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চল ও আয়তলোচনে তিনি শিবসকাশে যাবার জন্য উন্মুখ হলেন—কেননা, প্রিয়তম দেখলেই হয় নারীর সাজসজ্জার সার্থকতা। ২২

তারপর তাঁর মাতা এলেন মঙ্গলদ্রব্য নিয়ে—পীতবর্ণের হরিতাল দ্রব্য আর রক্তবর্ণ মনঃশিলা। তিনি দুই অঙ্গুলিতে তাই নিয়ে নির্মল কুন্দফুলের কর্ণালঙ্কার শোভিত কন্যার মুখখানি একটু তুলে, কোনরূপে তাঁর কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পরিয়ে দিলেন। উমার স্তনমুকুলের প্রথম উদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে যে মনোরথ তাঁর মনে জেগে-ছিল এবং সেই মুকুলের বিকাশের সঙ্গে যে মনোরথ পুষ্ট হচ্ছিল—এই তিলকেই তার পূর্ণ সার্থকতা। ২৩-২৪

মেনকার দৃষ্টি অশ্রুসজল! উমার হাতে বিবাহসূত্র বন্ধনের স্থানটি তিনি দেখতে না পেয়ে অন্য-স্থানে বেঁধে দিতে উদ্যত হলেন—ধাত্রী এসে তাঁর অঙ্গুলির সাহায্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করলেন—মেনকাও তখন ঊর্ণময় সেই সূত্র উমার হাতে বেঁধে দিলেন। ২৫

উমার অঙ্গে নূতন ক্ষৌমবসন; তিনি যখন হাতে স্বচ্ছ দর্পণ তুলে ধরলেন, তখন তাঁকে মনে হলো ক্ষীরসিন্ধুর যেন পুঞ্জিত বেলাভূমির মতো, কিংবা পূর্ণচন্দ্র শোভিত শারদ রাত্রির মতো! ২৬

মাতা মেনকা ছিলেন স্ত্রী-আচারে অভিজ্ঞা[২]; তিনি কুলের অবলম্বরূপা কন্যাকে গৃহে যথারীতি অর্চিতা গৃহদেবতাদের প্রণাম করালেন, তারপর একে একে সতী রমণীদের পাদবন্দনা করালেন। ২৭

প্রণতা উমাকে সেই সতী রমণীগণ—'পতির অখণ্ড প্রেম লাভ করো'—এই বলে

আশীর্বাদ করলেন। উমা কিন্তু পতির অর্ধাঙ্গভাগিনী হয়ে স্নিগ্ধজনের সেই আশীর্বাদকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ২৮

নম্র কর্মকুশল হিমালয় নিজের ইচ্ছা ও ঐশ্বর্য অনুযায়ী কন্যার বিবাহসম্পর্কিত প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করলেন, তারপর বন্ধু-বান্ধবপূর্ণ সম্প্রদান সভায় চন্দ্রশেখরের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ২৯

ওদিকে কৈলাস পর্বতেও প্রথম বিবাহোৎসবের[২১] মতোই সমারোহ! অনুরূপ সাজসজ্জা ও অলঙ্কার প্রভৃতি এনে মাতৃকামণ্ডলী[২২] ত্রিপুরবিজয়ী শঙ্করের সামনে রাখলেন। ৩০

তাঁদের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যেই শঙ্কর সেই মঙ্গলদ্রব্য ও প্রসাধন একবার স্পর্শ করলেন; কিন্তু পরিণয়োন্মুখ শঙ্করের অভিলাষ অনুযায়ী যেন তাঁর স্বাভাবিক বেশভূষাই রূপান্তরিত হয়ে অলঙ্কারে পরিণত হলো। ৩১

তখন তাঁর কাছে ভস্মই হলো শ্বেতবর্ণের অঙ্গরাগ, নরকপাল হলো অমল শিরোভূষণ; পরিধানে হস্তিচর্ম, কিন্তু রোচনারাগে রঞ্জিত হয়ে তা-ই গ্রহণ করলো ক্ষৌমবসনের রূপ! ৩২

ললাটাস্থির মধ্যে তৃতীয় নয়ন—তাঁর নিশ্চল ও উজ্জ্বল তারা! সেই তৃতীয় নয়ন এমন ধ্রুব ও জ্যোতির্ময় যে তাকেই মনে হলো হরিতালরচিত তিলক। ৩৩

প্রকোষ্ঠে, বাহুতে যেখানে যে সকল জড়িত থাকত তারা সেই সেই স্থানেই রইল—শুধু তাদের দেহ বিশেষ স্থানের বিশেষ অলঙ্কারে পরিণত হলো—ফণাস্থিত মণির শোভা সেই রকমই থাকলো, কোন বিকৃতি ঘটলো না। ৩৪

স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রের দ্বারা তাঁর মস্তক শোভিত বালচন্দ্রলেখা বলেই তা কলঙ্কহীন। দিনের বেলাতেও এই চন্দ্রলেখায় তাঁর ললাট নিত্য শোভিত থাকায় অন্য মণিমাণিক্যের কিরীটে কি প্রয়োজন? ৩৫

নিজের প্রভাবে বিবাহ-কালোচিত অলঙ্কার ও বেশভূষার সৃষ্টি করলেন অমিত প্রভাবশালী মহেশ্বর। এই সব প্রসাধনেই তিনি সজ্জিত হলেন। একটি স্বচ্ছ খড়্গ এনে দিলেন সন্নিহিত প্রমথগণ—মহেশ্বর তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন[২৩]। ৩৬

নন্দীর বাহু আশ্রয় করে মহেশ্বর বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন—বৃষপৃষ্ঠ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। মহেশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতু বৃষ তার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করলো, মনে হলো কৈলাসনাথ তাঁর প্রিয় কৈলাসপর্বতে আরোহণ করলেন। এরপর মহেশ্বর যাত্রা করলেন। ৩৭

মাতৃকাগণ[২৪] নিজের নিজের বাহনে তাঁর অনুগমন করলেন, বাহনের আন্দোলনে তাঁদের কর্ণভূষণগুলি কাঁপতে লাগলো, মুখের দীপ্তিতে মনে হলো তাঁরা মুখে প্রচুর পুষ্পের রেণু লেপন করেছেন। তাঁরা যখন যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন আকাশ ফুল্ল-শতদল-পূর্ণ সরোবরের শোভা ধারণ করেছে। ৩৮

তাঁদের পশ্চাতে রইলেন নরকপালভূষণা মহাকালী! যেন শ্বেতবর্ণের বলাকায় শোভিত হয়ে কৃষ্ণা মহাকালী চলেছেন আর তাঁর সামনে স্বর্ণকান্তি বিদ্যুৎ ঝলসিত হচ্ছে[২৫]। ৩৯

এরপর শূলী শম্ভুর অগ্রগামী প্রমথগণের তূরী প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত হলো; সেই ধ্বনি দেবরথগুলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে রথবিহারী দেবগণকে জানিয়ে দিল—(শোভাযাত্রা

শুরু হয়েছে শিবসেবার এই অবসর) । ৪০

তখন সূর্য একটি নূতন ছত্র শিবের মস্তকে ধারণ করলেন—সেই ছত্র দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত। সেই ছত্রের সূক্ষ্মশ্বেত বস্ত্র যখন তাঁর মাথার উপরে উড়তে লাগলো, মনে হলো যেন গঙ্গার ধারা ঝরে পড়ছে । ৪১

মূর্তিমতী রমণীরূপে এলেন গঙ্গা ও যমুনা—তাঁরা চামর বীজন করে শিবের সেবা করতে লাগলেন। তাঁদের সমুদ্রগামিনী মূর্তি, অর্থাৎ নদীমূর্তি না থাকলেও তাঁদের চামরের আন্দোলনে মনে হলো যেন গঙ্গা-যমুনায় হংসমালা উড়ে এসে পড়ছে । ৪২

ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন অগ্নির মহিমা বর্ধিত হয়, তেমনি 'জয় হোক্' এই উক্তির দ্বারা শিবের মহিমা বর্ধিত করতে করতে জগতের আদি বিধাতা ব্রহ্মা এবং শ্রীবৎস চিহ্নিত পুরাণ পুরুষ[২৬] বিষ্ণু সাক্ষাতভাবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন । ৪৩

একই মূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই তিন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন—এঁদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয়, বড় বা ছোট ভেদ করা চলে না। কখনও শিব বিষ্ণুর পুরোবর্তী, কখনও সেই বিষ্ণুই শিবের পুরোবর্তী; কখনও ব্রহ্মা বিষ্ণুও শিবের পূর্ববর্তী, কখনও শিব বিষ্ণু ব্রহ্মারও পূর্ববর্তীরূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন । ৪৪

ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপাল দেবগণ মহিমার চিহ্ন ত্যাগ করে[২৭] বিনীতবেশে শিবের নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দৃষ্টি-সঙ্কেতে নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন. নন্দী পরিচয় করিয়ে দেবার পরে তাঁরা যুক্তকরে শিবকে প্রণাম করলেন । ৪৫

তখন শিব মস্তক কম্পিত করে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুকে, স্মিত হাস্যের দ্বারা ইন্দ্রকে এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা অন্য দেবগণকে প্রাধান্য অনুসারে অভ্যর্থনা জানালেন । ৪৬

সপ্তর্ষিগণ সামনে এসে জয়াশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন। শিব স্মিতহেসে বললেন—'এই আরব্ধ বিবাহযজ্ঞে পূর্বেই আপনাদের অধ্বর্যুপদে[২৮] বরণ করেছি । ৪৭

বিশ্বাবসু প্রমুখ দক্ষ, প্রবীণ ও বীণাবাদক গন্ধর্বগণ শিবের ত্রিপুরবিজয় প্রভৃতি কীর্তিকথা গান করতে লাগলেন—তামসান্ধকারের অতীত চন্দ্রশেখর[২৯] হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। ৪৮

অবলীলাক্রমে শিবকে বহন করে বৃষভ শূন্যপথে অগ্রসর হল। তার গলার স্বর্ণঘন্টা থেকে কিঙ্কিণী শব্দ[৩০] শোনা গেল, তার শৃঙ্গদ্বয় মেঘে বিদ্ধ হতে লাগলো—কিছু শৃঙ্গে লগ্ন হলো, মনে হলো তটভূমিতে উৎখাতকেলি করেছিল বলেই তাতে কিছু পঙ্ক লেগে আছে। বাহন চলার কালে সেই মেঘখণ্ডশোভিত শৃঙ্গদ্বয় ঘন ঘন কাঁপতে লাগলো। ৪৯

সেই বাহন মুহূর্তের মধ্যে গিরিরাজ কর্তৃক সংরক্ষিত হিমালয়নগরে উপস্থিত হলো। এই নগর শত্রুকর্তৃক কখনও আক্রান্ত হয় নি। শিব সেই নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে যাচ্ছিলেন। মনে হল যেন তাঁর দৃষ্টির স্বর্ণছত্রে দূরের নগরকে আকর্ষণ করে যেন কাছে আনা হয়েছে। ৫০

মেঘের মতো নীলকণ্ঠ শিব নিজের বাণচিহ্নিত[৩১] আকাশ পথে গিয়ে হিমালয় নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করলেন—কৌতূহলবশত পুরবাসিগণ উন্মুখদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। ৫১

শিবের আগমন সংবাদে হৃষ্ট হয়ে গিরিরাজ হিমালয় এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। সমৃদ্ধিসম্পন্ন আত্মীয় পরিজনও হৃষ্টপৃষ্ঠে তাঁর অনুগমন করলেন; মনে হলো

প্রফুল্ল পুষ্প শোভিত বৃক্ষসহ গিরিমধ্যভাগই অগ্রসর হচ্ছে। ৫২

নগরীর তোরণ দ্বারের অর্গল উন্মোচিত হলো—দেবতা ও পর্বতের দল পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। দুই দলের উচ্চরোল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো, মনে হলো দুটি জলধারা একই সেতু ভেঙে মিলিত হয়েছে। ৫৩

ত্রিলোকপূজ্য শিব যখন হিমালয়কে প্রণাম করলেন, তখন হিমালয় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন—শিবের মহিমাপ্রভাবে দূর থেকেই তাঁর মাথা যে প্রথমে আনতে হয়েছিল তা তিনি জানতে পারেন নি। ৫৪

আনন্দে তাঁর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো; জামাতার সামনে যাঁরা আসছিলেন তিনি তাঁদের কাছে এগিয়ে এলেন। নগরের পথে এত ফুল ছড়ানো হয়েছিল যে তাতে পায়ের গোড়ালি[৩২] পর্যন্ত ডুবে যায়। তিনি জামাতাকে এক সুন্দর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। ৫৫

সেই সময়ে পুরসুন্দরীগণ শিবদর্শনের আগ্রহে অন্য কাজ ফেলে রেখে এইভাবে প্রাসাদশীর্ষে নানারকম কাজে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। ৫৬

দর্শনপথে দ্রুত আসতে গিয়ে কোন রমণীর কবরীবন্ধন মুক্ত হয়ে মালা খসে পড়লো—তিনি কেশপাশ এক হাতে ধরেই ছুটলেন। বাঁধবার আর সময় হলো না। ৫৭

কোন রমণী প্রসাধনকারিণীর কাছে পায়ে আলতা পরছিলেন—তিনি পা টেনে নিলেন এবং লীলামন্থর গতি ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলেন জানালার কাছে - জানালা পর্যন্ত আলতার রাগে রঞ্জিত হয়ে গেল। ৫৮

কোন কামিনী ডানচোখে কাজল পরেছেন, কিন্তু বঞ্চিত করতে হলো বাঁ চোখকে; তিনি কাজল পরবার শলাকা হাতে নিয়েই ছুটে এসে দাঁড়ালেন জানালার কাছে। ৫৯

অন্য কোন রমণী জানালার দিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন—দ্রুত যাওয়ার জন্য তাঁর নিতম্বের বসন খসে পড়লো, নীবিবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। হাতে বসন ধরে রইলেন তিনি, হাতের অলঙ্কারের দীপ্তিতে তাঁর নাভিগহ্বর উদ্ভাসিত হলো। ৬০

চন্দ্রাহার মেয়েদের কটিভূষণ:[৩৩] কোন রমণী হয়তো চন্দ্রহার রচনায় ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু অর্ধেক গাঁথা না হতেই তিনিও ছুটলেন! এদিকে গতির স্খলনে তাঁর অর্ধগ্রথিত হার থেকে মণিগুলি ঝরে পড়তে লাগলো, তাঁর অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে কেবল সূত্রটিই রয়ে গেল। ৬১

গবাক্ষগুলি ভরে গেল পুরসুন্দরীদের মুখের সারিতে—সেই মুখগুলি মদের গন্ধে মধুর! মনে হলো জানালাগুলি পদ্মের শ্রেণীতে অলঙ্কৃত হয়েছে, তাঁদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন ভ্রমরের সারি। ৬২

এদিকে দিবসেও চন্দ্রশেখর ললাট-চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্রাসাদের দীপ্তি দ্বিগুণিত করে অসংখ্য পতাকা ও তোরণশোভিত রাজপথে উপস্থিত হলেন। ৬৩

পুরনারীগণ তাঁকে একমাত্র দর্শনীয় মনে করে তাঁর রূপসুধা একাগ্রদৃষ্টিতে পান করতে লাগলেন। তাঁদের কাছে তিনি ছাড়া আর কিছু সত্য বলে মনে হলো না—মনে হলো তাঁদের অন্য সব ইন্দ্রিয় চক্ষুতে প্রবেশ করেছে। ৬৪

কোমলাঙ্গী অপর্ণা[৩৪] (পার্বতী) যে এঁর জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যে নারী এঁর দাসীত্ব লাভ করবে তার জীবন সার্থক; আর যে এঁর অঙ্কশয্যায় আশ্রয় পাবে সে যে কৃতার্থ হবে তা কি আর বলতে হয়? ৬৫

উমার নিকটে মহেশ্বরের এবং মহেশ্বরের নিকটে উমার রূপ স্পৃহণীয়। প্রজাপতি যদি এদের দুজনকে বিবাহসূত্রে যুক্ত না করতেন তবে এদের রূপসৃষ্টিতে তিনি যে যত্ন নিয়েছেন তা ব্যর্থ হয়ে যেত। ৬৬

ক্রোধের বশে ইনি নিশ্চয়ই মদনের দেহ দগ্ধ করেন নি; মনে হয়, এই দেবতার সৌন্দর্য দেখে মদন লজ্জায় নিজেই নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন। ৬৭

ওগো সখি[৩৫], পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন বলেই তো হিমালয়ের মস্তক উন্নত; সৌভাগ্যবশত দীর্ঘকালের ঈপ্সিত মহেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে তাঁর সেই মস্তক আরও উন্নত হলো। ৬৮

ওষধিপ্রস্থের বিলাসিনীদের এই রকম শ্রুতিসুখকর আলাপ শুনতে শুনতে ত্রিলোচন হিমালয়ের গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর উপরে লাজবর্ষণ হচ্ছিল আর কেয়ূরের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ৬৯

সেখানে বিষ্ণুর হাতে ভর দিয়ে ত্রিলোচন তাঁর শ্বেতকায় বৃষ থেকে নেমে এলেন—যেন শরতের শুভ্র মেঘখণ্ড থেকে সূর্যদেব সরে এলেন। কমলাসন ব্রহ্মা পুরোবর্তী হলেন—তাঁর পশ্চাতে ত্রিলোচন হিমালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ৭০

শিবের অনুগমন করলেন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং শিবের অনুচরবর্গ। সকলেই হিমালয়ভবনে প্রবেশ করবেন মনে হলো, ঈপ্সিত লক্ষ্যের এ এক অনুকূল সূচনা। ৭১

সেখানে যথারীতি আসনে উপবিষ্ট হয়ে ত্রিলোচন হিমালয় কর্তৃক আনীত রত্নসহ অর্ঘ্যাদিক, মধুমিশ্রিত মধুপর্কীয় দ্রব্য, দধি, ঘৃত এবং নূতন দুটি ক্ষৌমবসন—সবই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গ্রহণ করলেন। ৭২

বিনীত ও নিপুণ অন্তঃপুর রক্ষিগণ ক্ষৌমবসনধারী ত্রিলোচনকে বধূ উমার নিকটে নিয়ে গেল—ফেনোজ্জ্বল সিন্ধু যেন আজ চন্দ্রের কিরণে বেলাভূমির আকর্ষণে চঞ্চল। ৭৩

শরতের সঙ্গে মিলিত হলে জগৎ যেমন শোভিত হয়, চন্দ্রমুখী কুমারী উমার সঙ্গে মিলিত হয়ে শিবের নয়ন কুমুদের ন্যায় বিকশিত এবং তাঁর হৃদয় নদীর জলের ন্যায় প্রসন্ন হয়ে উঠলো। ৭৪

দুজনেই পরস্পরের দর্শন কামনায় অধীর! মিলনের মুহূর্তে দুজনের দৃষ্টি যেন কোনরূপে সংযত হয়ে ফিরে এলো! এইভাবেই তখন উমা-মহেশ্বরের নয়ন লজ্জা-বশত সঙ্কোচের যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। ৭৫

রক্তাভ অঙ্গুলির শোভাযুক্ত উমার হাত তুলে ধরলেন গিরিরাজ হিমালয়—অষ্টমূর্তি[৩৬] শিব তা গ্রহণ করলেন। উমার হাত দেখে মনে হলো, শিবের ভয়ে ভীত মদন এতকাল উমার দেহে প্রচ্ছন্ন ছিল—ঐ হাত যেন সেই প্রচ্ছন্ন মদনের প্রথম অঙ্কুর। ৭৬

উমার দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠলো, বৃষকেতু শিবের অঙ্গুলিও স্বেদাক্ত হলো[৩৭]। এই পাণিগ্রহণ যেন মদনের প্রভাবকে দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিল। ৭৭

অন্যান্য সাধারণ বিবাহে উমা-মহেশ্বরের উপস্থিতি থাকলে বধূ ও বর শ্রেষ্ঠ শোভা ধারণ করে—সেই উমা-শঙ্কর স্বয়ং যখন মিলনের জন্য উপস্থিত তখন তাঁদের বিবাহ-সভার মহিমা কি ব্যক্ত করা যায়? ৭৮

পরস্পর লগ্ন দিনরাত্রি যেমন জ্যোতির্ময় মেরুপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি সেই মিলিত দম্পতি প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে দীপ্তিময় হয়ে উঠতেন। ৭৯

সেই দম্পতির নয়ন পরস্পরের স্পর্শে নিমীলিত হলো ; পুরোহিত দম্পতিকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ[৩৮] করিয়ে উমাকে দিয়ে প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত অগ্নিতে লাজবর্ষণ করালেন। ৮০

পুরোহিতের নির্দেশে উমা সেই সুগন্ধ লাজধূমের অঞ্জলি মুখে নিতে লাগলেন ; ধূমশিখা তাঁর কপোল আচ্ছন্ন করে মুহূর্তকালের জন্য কর্ণের অলঙ্কারস্বরূপ পদ্মের মতো শোভিত হলো। ৮১

আচার-ধূম মুখে নেওয়ার ফলে বধূর মুখের রূপান্তর ঘটলো তাঁর গণ্ডস্থল নবারুণের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠলো, নয়নের কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনরাগ ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হলো এবং কর্ণের যবাঙ্কুর নির্মিত অলঙ্কার ম্লান হয়ে এলো। ৮২

ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বধূকে বললেন—বৎসে, তোমার এই বিবাহ-কর্মের সাক্ষী রইলেন অগ্নিদেব। কোন বিচার না করে তুমি তোমার পতি শিবের সঙ্গে ধর্ম পালন করবে। ৮৩

ভবপত্নী উমা (ভবানী) অপাঙ্গ পর্যন্ত কর্ণ প্রসারিত করে পুরোহিতের বাক্যসুধা পান করলেন—যেন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তপ্ত পৃথিবী ইন্দ্রের বারিবর্ষণের প্রথম ধারা পান করে তৃপ্ত হলেন। ৮৪

সুদর্শন ধ্রুবপতি যখন বললেন—'ঐ ধ্রুবনক্ষত্র দর্শন কর।' উমা মুখ তুলে লজ্জা-জড়িতকণ্ঠে কোনরূপে বললেন—'দেখেছি'[৩৯]। ৮৫

বিবাহবিধিজ্ঞ পুরোহিতের নির্দেশে এইভাবে তাঁদেব পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। জগতের মাতাপিতৃস্বরূপ পার্বতী-পরমেশ্বর কমলাসনে স্থিত পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। ৮৬

ব্রহ্মা বধূকে আশীর্বাদ করলেন, 'কল্যাণি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও!' কিন্তু নিজে বাচস্পতি হয়েও অষ্টমূর্তি শিবকে কি বলে আশীর্বাদ করবেন তাই ভেবে নিশ্চল হয়ে রইলেন। ৮৭

তারপর বর-বধূ সুসজ্জিত চতুষ্কোণ বেদীর উপরে স্বর্ণাসনে গিয়ে বসলেন—তাঁদের উপরে সিক্ত আতপ ও দূর্বা প্রভৃতির বর্ষণ শুরু হলো ; সেও এক লৌকিক স্পৃহণীয় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠান তাঁরা উপভোগ করলেন। ৮৮

লক্ষ্মী তাঁদের মস্তকে পদ্মের ছত্র ধারণ করলেন—সেই ছত্র দীর্ঘ নালদণ্ডে নির্মিত, পদ্মদলের প্রান্তে লগ্ন জলবিন্দুগুলি মুক্তা জালের ন্যায় শোভিত। ৮৯

সরস্বতী সেই দম্পতির স্তব করলেন দ্বিবিধ শব্দ গঠিত ভাষায়—বরেণ্য বর শিবকে সংস্কারপূত সংস্কৃত ভাষায়, উমাকে শ্রুতিমধুর প্রাকৃতে। ৯০

তারপর তাঁরা কিছুকাল অপ্সরাগণের দ্বারা প্রযোজিত জগতের আদিতম এক অভিনয় দেখলেন ; সেই অভিনয়ে যেখানে যে রস বা রাগ প্রয়োজন তা রীতি অনুযায়ী পালিত হয়েছিল—পঞ্চসন্ধিস্থলে বিভিন্ন বৃত্তি[৪০] প্রযুক্ত হয়েছিল, অভিনয়ে অপ্সরাদের সুললিত অঙ্গভঙ্গী উপভোগ্য হয়েছিল। ৯১

অভিনয়ের শেষে দেবগণ নিজ নিজ শিরোভূষণে অঞ্জলি যুক্ত করে সবিনয়ে প্রার্থনা

জানালেন—শাপাবসানে মদন[১] পূর্বদেহ ধারণ করে দম্পতির সেবা করুন। ৯২

ত্রিলোচন এখন ক্রোধহীন তিনি নিজের প্রতিও সেই পঞ্চশরের শরনিক্ষেপ অনুমোদন করলেন। যাঁরা কর্মরত তাঁরা সুযোগ বুঝে প্রার্থনা করেন বলেই তা সিদ্ধ হয়ে থাকে। ৯৩

এরপর চন্দ্রশেখর দেবগণকে বিদায় দিলেন। তিনি গিরিরাজ-কন্যা উমার হাত ধরে বাসরগৃহে গেলেন—সেই গৃহের দ্বারে পূর্ণ স্বর্ণ কুম্ভ, বিচিত্র পুষ্প ও আলপনায় সেই গৃহ শোভিত, ভূমিতলে রচিত হয়েছে বরবধূর শয্যা। ৯৪

নবপরিণয়ের লজ্জায় উমার মুখ সুন্দর! সেই মুখ তুলে ধরতে গেলেই উমা তা সরিয়ে নেন শয়ন সহচরীরা প্রশ্ন করলে কোনরকমে উত্তর দেন–তাও অস্পষ্ট। তখন ভুতনাথ তাঁর অনুচর ভুতগণকে ইঙ্গিত করতেই তারা এমন বিকৃত মুখভঙ্গী করতে লাগলো যে উমা হেসে উঠলেন। ৯৫

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমা-পরিণয়' নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥

× × × × × × × × × × × × × অষ্টম সর্গ × × × × × × × × × × × × ×

অষ্টম সর্গের বিষয়বস্তু—উমাশঙ্করের বিহার বর্ণনা

বিবাহের পর শিবের সম্পর্কে গিরিরাজকন্যা উমার মনে এক ভাবময় ভীতির সঞ্চার হলো। তাঁর সেই মনোহর রূপ দেখে শিবের হৃদয়ে নিত্য-নূতন কামনার[১] সঞ্চার হতে লাগলো। ১

শিব কথা বলেন, উমা উত্তর দেন না; অঞ্চল আকর্ষণ করলে চলে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। শয্যায় উমা পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন। তবু এই উমা সম্পর্কেই মহেশ্বরের রতিভাব জেগে ওঠে। ২

কৌতুকবশত মহেশ্বর কপট নিদ্রার ভান করে শুয়ে থাকলে উমা তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। সেই মুহূর্তেই মৃদু হেসে তিনি তাঁর নয়ন (তিনটি) উন্মীলিত করতেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদাহতার ন্যায় উমা তাঁর নয়ন নিমীলিত করে ফেলতেন। ৩

নাভিদেশে নিহিত শঙ্করের কর উমা কম্পিত দেহে রোধ করতে যান, কিন্তু সেই দুকূলের নীবিবন্ধন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আপনিই মুক্ত হয়ে যায়। ৪

'সখি,[২] সমস্ত ভয় দূর করে শঙ্করকে নির্জ্জনে এইভাবে সেবা করো'—এই বলে সখীরা তাঁকে উপদেশ দেয়। কিন্তু শঙ্কর কাছে এলে ব্যাকুল হয়ে কোন কথাই মনে রাখতে পারেন না। ৫

উমাকে কথা বলাবার জন্য স্মরজিৎ শঙ্কর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। উমা তখন পতির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে শুধু মাথা নেড়ে[৩] তার উত্তর দিতেন। ৬

নির্জ্জনে শঙ্কর যখন উমার পরিধেয় বসন হরণ করতেন, তখন তিনি দুই হাতে তাঁর দু'নয়ন চেপে ধরতেন। কিন্তু শিবের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন চেয়ে থাকতো বলে উমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতো, তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। ৭

চুম্বনকালে উমার প্রতিদানে অধরদানের অভাব গাঢ় আলিঙ্গনে হস্তের শিথিলতা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া রতিভাবের জাগরণে সহায়ক না হলেও নববধূর ঐ সকল ভাব শঙ্করের খুব প্রিয় ছিল। ৮

অধর ক্ষত বর্জিত চুম্বন, ক্ষতচিহ্ন নখাদির উৎপীড়ন এবং প্রিয়ের যে সব কাম-ক্রীড়া মৃদুভাবে সম্পন্ন হতো সবই উমা সহ্য করতেন, কিন্তু অন্য কিছুই নহে। (অর্থাৎ বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না)। ৯

প্রভাতে রাত্রির ঘটনা জানবার জন্য সখীরা যখন প্রশ্ন করতো তখন লজ্জায় তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতেন, কিন্তু বলবার জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠতো! ১০

পতিদেবতার পরিভোগ চিহ্ন দেখবার জন্য উমা যখন দর্পণের কাছে বসতেন তখন নিজের বিম্বের পশ্চাতে প্রণয়ীর প্রতিবিম্ব দেখে লজ্জায় তিনি কী যে না করতেন! ১১

পতির দ্বারা পরিভুক্তযৌবনা উমাকে দেখে জননী মেনকা আশ্বস্তা হলেন; কন্যা পতির আদরিণী হতে পারলেই মাতার দুঃখ দূর হয়ে থাকে। ১২

মহেশ্বর উমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই বশীভূত করলেন! রতিরসে অভিজ্ঞা উমাও ক্রমে ক্রমে রতিব্যাপারে বিরোধিতা ত্যাগ করলেন। ১৩

(তখন) বক্ষঃস্থল পীড়িত হয় এমনভাবেই তিনি প্রিয়কে আলিঙ্গন করতেন; প্রিয় প্রার্থনা করলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না; মেখলালোভী পতির হস্ত অনেকটা শিথিল-ভাবেই রোধ করতেন। ১৪

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের পরস্পরের হৃদয়ভাব গভীর অনুরাগে পরিণত হলো, কটাক্ষ প্রভৃতির মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে লাগলো। দুজনের মধ্যে আর প্রতিকূল ভাব দেখা গেল না, আনন্দজনক আলাপের জন্য দুজনেই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ক্ষণকালের জন্যও একে অন্যের বিচ্ছেদ সইতে পারতেন না। ১৫

ঈপ্সিত বরলাভে উমার অনুরাগ যেমন নিবিড় হয়েছিল বর শঙ্করও সেইভাবেই উমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। জাহ্নবীব গতি সাগরের দিকে অবচালিত[৫] থাকে, সাগরও তার জলোচ্ছ্বাস পানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। ১৬

নির্জন রতিক্রিয়ায়[৬] উমার উপদেষ্টা ছিলেন শংকর—শংকরের শিষ্যারূপে উমা অনেক কিছুই শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে তিনি যে 'যুবতি নৈপুণ্য' অর্জন করে-ছিলেন তাই তিনি শংকরকে দান করেছিলেন গুরুদক্ষিণারূপে। ১৭

প্রথমে অধর দংশন, পরে মুক্তি! কিন্তু দংশনের জ্বালা তো আছেই! উমা বেদনাবিধুর হস্তে নিজের 'দন্ত-মুক্ত' অধর-পল্লব শূলী শম্ভুর ললাটচন্দ্রের শীতল কিরণে মুহূর্তকালের জন্য জুড়িয়ে নিতেন। ১৮

চুম্বনকালে পার্বতীর অলকাস্থিত গন্ধচূর্ণে শংকরের ললাটনেত্র দূষিত হতো—পার্বতীর পদ্মগন্ধপূর্ণ মুখ-মারুতের দ্বারা শঙ্কর তা শোধন করিয়ে নিতেন। ১৯

এইভাবে ইন্দ্রিয় সুখভোগে পরিতৃপ্ত শঙ্কর পূর্বদগ্ধ মদনকে উজ্জীবিত করে—উমার সঙ্গে গিরিরাজ হিমালয়ের ভবনে একমাস বাস করলেন। ২০

কন্যাবিচ্ছেদদুঃখে ব্যাকুল হিমালয়কে সম্মত করিয়ে স্বয়ম্ভু উমাসহ অপ্রতিহত গতি বৃষে আরোহণ করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ২১

পবনতুল্য দ্রুতগামী বাহনে পার্বতীকে সামনে বসিয়ে কৃতী শঙ্কর মেরু পর্বতে

উপস্থিত হলেন এবং সেখানে স্বর্ণপল্লবে রচিত শয্যার রতিক্রিয়ায় রাত্রি যাপন করলেন। ২২

পার্বতীর মুখপদ্মের ভ্রমর শঙ্কর মন্দর পর্বতের মধ্যভাগে বাস করলেন ; সেই পর্বত-নিতম্বের শিলায় তখনও পদ্মনাভ বিষ্ণুর করধৃত বলয়ের চিহ্ন বর্তমান ছিল—নূতন সুধাবিন্দুর স্পর্শে সুশীতল। ২৩

এক পিঙ্গল গিরিতে[৩] অর্থাৎ কৈলাস পর্বতে যখন উমা-মহেশ্বর বাস করেছিলেন তখন রাবণের হুঙ্কারে ভীত হয়ে তিনি দুই বাহুতে নীলকণ্ঠকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ; সেই সময়ে জগৎপিতা মহেশ্বর চন্দ্রের জ্যোৎস্না আরও গভীরভাবে উপভোগ করেছিলেন। ২৪

উমাকে নিয়ে শঙ্কর যখন মলয় পর্বতে বিহার করেছিলেন তখন চন্দনবন-বিহারী দক্ষিণ সমীরণ লবঙ্গ কেশর তুলে এনে যেন চাটুকারের মতোই তাঁর প্রিয়ার ক্লান্তি দূর করেছিল। ২৫

স্বর্ণপদ্ম' দিয়ে উমা শঙ্করকে তাড়না করতেন, শঙ্কর হাতে জল দিয়ে ছিটিয়ে দিতেন, উমার নয়ন নিমীলিত হয়ে আসতো ! উমা সুরতরঙ্গিণীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, মৎস্য-পঙ্‌ক্তি লাফিয়ে উঠতো · মনে হতো যেন তিনি আর এক ছড়া মেখলা পরেছেন। ২৬

নন্দনকাননের পারিজাত পুলোমনন্দিনী[৮] শচীর কেশভূষণ ; এই পারিজাত দিয়ে ত্রিলোচন যখন উমার প্রসাধন করে দিতেন তখন সুরবধূগণ দীর্ঘকাল সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতো। ২৭

স্ত্রী উমার সঙ্গে মহেশ্বর এইভাবে পার্থিব ও অপার্থিব সুখভোগ করলেন ; তারপর একদিন সূর্যাস্তকালে সূর্য রক্তবর্ণ ধারণ করলো—মহেশ্বর গন্ধমাদন পর্বতের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। ২৮

তখন সূর্যের প্রখর তেজ আর নেই, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে চক্ষু পীড়িত হয় না। স্বর্ণশিলাতলে উপবিষ্ট রয়েছেন শঙ্কর. পার্বতীও তাঁর বাম বাহু আশ্রয় করে উপবিষ্টা। শঙ্কর তখন সহধর্মিণীকে বললেন—২৯

তোমার নয়নের তৃতীয়াংশ রক্তবর্ণ, দেখতে পদ্মের মতো। মনে হয়, দিননাথ সূর্য তাঁর পদ্মের সৌন্দর্য তোমার দুটি নয়নে গচ্ছিত রেখে অস্তাচলে যাচ্ছেন—যেন প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎ সংহরণ করছেন। ৩০

সূর্য অস্তমিত, তাই নির্ঝরের জলকণায় আর সূর্যকিরণের স্পর্শ ঘটছে না। সূর্য এখন দূরবর্তী, তাই তোমার পিতার (হিমালয়ের) নির্ঝরগুলির চারদিকে আর ইন্দ্রধনুর সেই শোভা দেখা যাচ্ছে না। ৩১

সরোবরে চক্রবাক ও চক্রবাকী একটি পদ্মেরই কেশর ভক্ষণে মত্ত, এমন সময়ে রাত্রি আগত দেখে কাঁদতে কাঁদতে কেশর ত্যাগ করে তারা দুজনেই বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়েছে—উভয়ের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল রাত্রি সমাগমে তা আরও বর্ধিত হয়েছে। ৩২

বন্য হস্তীর দল দিবসে যে স্থানে ছিল সেই স্থান শল্লকীতরুর ভগ্ন শাখার নির্যাসে সুরভিত—সেই স্থান ত্যাগ করে তারা প্রভাতকাল পর্যন্ত তৃষ্ণায় কষ্ট না হয় তার জন্য জল সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় জলে জলের পদ্মকলি নিমীলিত হওয়ায় মধ্যস্থিত ভ্রমরগুলি কেমন আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ৩৩

হে মিতভাষিণি[৯] ! ঐ দেখ পশ্চিম দিকপ্রান্তে স্থিত সূর্যের প্রতিবিম্ব সরোবরে

প্রতিফলিত হয়েছে—সূর্য যেন সবার উপরে স্বর্ণময় সেতুবন্ধ করেছেন। ৩৪

দংষ্ট্রাযুক্ত বিশাল বন্যবরাহের দল গায় পঙ্কময় সরোবরের বক্ষ আলোড়িত করতে করতে দিনের তাপ নিবারণ করেছে—এখন ওরা উপরে উঠে আসছে। ওদের শাদা ও বাঁকা দাঁত দেখে মনে হচ্ছে যেন শাদা মৃণালের খণ্ড। ৩৫

ওগো পীনস্তনি সুন্দরি! ঐ গাছের চূড়ায় ময়ূর এসে বসেছে; অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে ওর পুচ্ছে, সেখানে যেন তরল সোনার রূপ! দিন-শেষের মধুর তাপ ওরা নীরবে পান করছে। ৩৬

সমস্ত আকাশটাই যেন সূর্যের তাপে শুষ্ক এক বিশাল সরোবর। পূব দিক অন্ধকারে ঢাকা—যেন পাঁকে ভরা, পশ্চিমে সামান্য আলো—মনে হয় সেখানে সামান্য জল এখনও রয়েছে। ৩৭

হরিণের দল কুটিরের অঙ্গনে প্রবেশ করছে; মূলে জলসেচন করা হয়েছে, তাই আশ্রমতরু সরস; শ্রেষ্ঠ হোমধেনুগুলি ফিরে আসছে, হোমের অগ্নি জ্বলে উঠেছে—সব মিলে আশ্রমগুলির কি অপূর্ব শোভা! ৩৮

সূর্য অস্তাচলে, তাই পদ্ম মুদিত; কিন্তু মুদিত হলেও ভ্রমর আশ্রয় নিতে আসবে বলে প্রীতিবশত তার অন্তর দান করবার জন্য হৃদয়-দুয়ার সামান্য উন্মুক্ত রেখেছে। ৩৯

সূর্য প্রায় অস্তমিত; যেটুকু কিরণ অবশিষ্ট আছে তাতে পশ্চিম দিক নূতন শোভায় সজ্জিতা—যেন কেশরমালায় শোভিত 'বন্ধুজীব' ফুলের তিলকে মণ্ডিত হয়ে কোন কন্যা শোভা পাচ্ছে। ৪০

অগ্নিতে নিজের তেজ গচ্ছিত রেখে সূর্যদেব এখন অস্তাচলগামী। তাঁর কিরণের উষ্ণধারা পান করে সহস্র সহস্র (বালখিল্য ঋষি) সহচর সামগানে সূর্যের স্তব করছেন—সেই স্তবের সুরে সূর্যরথের অশ্বগুলিও কেমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। ৪১

সেই সূর্যদেব দিবসকে সমুদ্রবক্ষে নিহিত রেখে অস্তাচলে নেমে যাচ্ছেন। অধোমুখ অশ্বের স্কন্ধস্থ রোমরাজি চক্ষুতে পড়ে দৃষ্টি রোধ করছে এবং রথের দণ্ডে তাদের কেশর জড়িয়ে যাচ্ছে। ৪২

সূর্য অস্তমিত হওয়ায় আকাশকে প্রসুপ্ত মনে হচ্ছে। মহতের দীপ্তির এইরূপই পরিণাম হয়ে থাকে—তাঁরা আবির্ভূত হয়ে যে স্থান আলোকিত করেন, তাঁদের তিরোভাবে সে স্থান শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ৪৩

উদয়শিখরে সূর্যের আরাধ্য দেহ যখন স্থাপিত হলো তখন সন্ধ্যাও সেখানে উপস্থিত হলেন। উদয়ে তিনি সন্ধ্যাকে পুরোভাগে রেখেই আবির্ভূত হলেন অস্তকালে কেন তিনি তার অনুগমন করবেন না? ৪৪

হে কুঞ্চিতকেশি! রক্ত, পীত, কপিশ প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে ঐ মেঘের প্রান্তগুলি কেমন সুন্দর! তুমি দেখবে বলেই যেন সন্ধ্যা তুলিকা দিয়ে মেঘের প্রান্তগুলি রঞ্জিত করে রেখেছে। ৪৫

দেখ, পর্বত নিজেই অস্তকালের সূর্যালোক বিভক্ত করে দিয়েছেন সিংহের জটিল জটায়, নবপল্লব শোভিত বৃক্ষে এবং ধাতুময় শিখরে। ৪৬

শাস্ত্রবিধিজ্ঞ পূজ্য তপস্বিগণ পাদাগ্রে ভর দিয়ে'' 'দাঁড়িয়ে পবিত্র জলে অঞ্জলি দিয়ে শুদ্ধির জন্য নিভৃতে সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করছেন। ৪৭

যথাবিহিত সন্ধ্যাবন্দনা করবার জন্য মুহূর্তকাল তুমি আমাকে অনুমতি দাও—

তোমার মধুরভাষিণী সখীগণ তোমার চিত্ত বিনোদন করবে। ৪৮

তখন স্বামীর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই যেন ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে গিরিরাজ কন্যা সমীপবর্তিনী সখী বিজয়ার সঙ্গে অহেতুক আলাপ করতে লাগলেন। ৪৯

মহেশ্বরও মন্ত্র উচ্চারণ করে সন্ধ্যাকৃত্য যথাবিধি শেষ করলেন—ফিরে এসে দেখলেন পার্বতী রোষে বাক্যহীনা। তখন তিনি স্মিতমুখে বললেন— ৫০

ওগো কোপপরায়ণে ! অকারণে কোপ[১১] ত্যাগ কর। আমি সন্ধ্যাকালীন নিত্যকর্মে নিযুক্ত ছিলাম—অন্য কোথাও নয়। আমি তোমার সহধর্মচারী, চক্রবাকের মতোই আমার যে অন্য সঙ্গী নেই, তা কি তুমি জানো না ? ৫১

ওগো সুতনু ! পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃপুরুষগণকে সৃষ্টি করে তাঁর যে তনু পিতৃগণে ন্যস্ত করেছিলেন সেই তনুই তো সূর্যের উদয়ে ও অস্তকালে পূজিত হয়ে থাকে। ওগো মানিনি, পিতামহের এই সন্ধ্যামূর্তিতে এই কারণেই আমার গৌরব। ৫২

দেখ, পূর্বদিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসছে ; যেন ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে তিমিরপীড়িতা সন্ধ্যা। মনে হচ্ছে, যেন গৈরিক ধাতুর ধারা যেন নদীর মতো বয়ে চলেছে —তার এক তীরে তমাল তরুর শ্রেণী। ৫৩

পশ্চিমদিকে সন্ধ্যার শেষরশ্মি রক্ত রেখার মতো একটু বাঁকাভাবে দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধভূমি রক্তাক্ত কৃপাণ হাতে নিয়েছে। ৫৪

ওগো আয়তলোচনে ! দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে সন্ধ্যার শেষ আভা সুমেরু পর্বতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই গভীর অন্ধকার এখন অবাধভাবে ছড়িয়ে পড়েছে দশদিকে। ৫৫

উপরে, নিচে, সামনে, পিছনে সকল দিকেই দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত। মনে হয় রাত্রিতে জগৎ অন্ধকারের জরায়ুতে গর্ভবাস করছে। ৫৬

নির্মল, পঙ্কিল, স্থাবর, জঙ্গম, সরল এবং বক্র—সব কিছুই অন্ধকারে সমান হয়ে গেছে। ভেদ বিনাশকারী অসতের বুদ্ধিতে ধিক্‌। ৫৭

ওগো পদ্মমুখি ! রাত্রির অন্ধকার নিষিদ্ধ করবার জন্যই যজমানের প্রিয় চন্দ্র উঠছেন আকাশে ; কে যেন কেতকী ফুলের পরাগে আচ্ছন্ন করেছে পূর্বদিগ্‌বধূর মুখ ! ৫৮

তারকাশোভিত রাত্রি আর তার পিছনে মন্দার পর্বতের অন্তরালবর্তী চন্দ্র ! মনে হয় তুমি প্রিয় সখীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বিরাজিতা—আমি তোমার কথা শুনবার জন্য তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি। ৫৯

পূর্বদিগ্‌বধূ নায়িকা—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপ্রকাশিত চন্দ্র যেন নায়িকার রহস্য কথা। নায়িকা এই অপ্রকাশিত রহস্যরূপী চন্দ্রকেই এখন রাত্রিরূপিণী সখি দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে দিচ্ছে। ৬০

দেখ পার্বতী, নবোদিত চন্দ্র প্রিয়ঙ্গুলতার সুপক্ক ফলের ন্যায় ঈষৎ তাম্রাভ—তারই প্রতিবিম্ব পড়ে আকাশ ও সরোবর বক্ষ দুই-ই সমান বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে, এই চক্রবাক-যুথের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই আরও দূরবর্তী হচ্ছে। ৬১

চন্দ্রের কিরণ নবোদ্গত সুকুমার যবাঙ্কুরের ন্যায় কোমল ; এই কিরণ এতই ঘনীভূত যে মনে হচ্ছে নখাগ্রের দ্বারা এর খানিকটা ছিন্ন করে নিয়ে তোমার কর্ণের অলঙ্কার করা চলে। ৬২

চন্দ্রের প্রিয়া রজনী—অন্ধকার রজনীর কেশপাশ। চন্দ্র যেন তাঁর অঙ্গুলিতুল্য

কিরণজালের দ্বারা সেই কেশপাশ আকর্ষণ করে রজনীর মুখচুম্বন করছে আর রজনীর কমলনয়ন ক্রমেই নিমীলিত হয়ে আসছে। ৬৩

চেয়ে দেখ পার্বতী, নবোদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আকাশের অন্ধকার অর্ধেক মিলিয়ে গেছে। আকাশের এই অর্ধতিমিরাচ্ছন্ন মূর্তি—এক অংশে গজক্রীড়া দূষিত, অন্য অংশে নির্মল সলিল মানস সরোবরের স্মৃতি মনে এনে দেবে। ৬৪

চন্দ্র এখন উদয়কালীন রক্তবর্ণ ত্যাগ করে নির্মল আলোক-পরিধি দ্বারা বেষ্টিত হয়েছেন। যাঁরা শুদ্ধ প্রকৃতি—কালদোষে তাঁদের কোন বিকৃতি ঘটলেও তা স্থায়ী হয় না। ৬৫

উন্নত স্থানের উপর চন্দ্রের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে—আর রাত্রির অন্ধকার নিম্নস্থানে লগ্ন হয়ে আছে। গুণ ও দোষের বিচারেই বিধাতা তাদের যোগ্য পরিণাম নির্দেশ করে দিয়েছেন। ৬৬

হিমালয়ের সানুদেশে তরুর শাখায় চন্দ্রের কিরণে স্নাত হয়ে ময়ূরের দল ঘুমিয়ে পড়েছে ; এদিকে চন্দ্রের কিরণে চন্দ্রকান্ত শিলা থেকে জলধারা ক্ষরিত হচ্ছে -তার ফলে অসময়ে জেগে উঠছে ময়ূরেরা। ৬৭

সুন্দরি[১২], এই দিকে কল্পতরুগুলির উপর চন্দ্রের কিরণ এসে পড়েছে- মনে হচ্ছে যেন চন্দ্র কল্পতরুগুলির কাছ থেকে কিরণরূপ কর প্রসারিত করে শ্বেত-মুক্তাহার গুণে নিতে উৎসুক হয়েছেন। ৬৮

পর্বতের উন্নত ও অবনত স্থানে চন্দ্রের শুভ্র কিরণ কোথাও শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ। মনে হচ্ছে যেন এক মত্তহস্তীর দেহ শ্বেত ও কৃষ্ণ ভস্মরেখায় অলঙ্কৃত হয়েছে। ৬৯

এই কুমুদ ফুলটি চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপ রস এত উচ্ছ্বসিতভাবে পান করেছে যে আর সহ্য করতে পারছে না। মুহূর্তের মধ্যে তার বৃন্ত ছাড়া আর সব অংশই বিকশিত হয়ে উঠেছে। আবদ্ধ ভ্রমর মুক্ত হয়েই কলগুঞ্জন আরম্ভ করেছে। ৭০

ওগো চণ্ডি ! কল্পবৃক্ষ থেকে এক সূক্ষ্ম বস্তু লম্বিত হয়ে শুভ্র জ্যোৎস্নার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে এর পৃথক রূপ সম্পর্কে সংশয় জাগে , কেবল বাতাস বইলেই বোঝা যায়—এটি বস্ত্র। ৭১

তরুমূলে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, মাঝে মাঝে জীর্ণপত্র। মনে হয় রাশি রাশি কোমল ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঐগুলি সংগ্রহ করে তোমার কেশপাশে সজ্জিত করাও চলে। ৭২

ওগো সুমুখি ! ঐ দেখ যোগতারার[১৩] সঙ্গে মিলিত হয়েছে চন্দ্র—যেন সদ্যো-বিবাহিতা কন্যা এসে মিলেছে তার বরের সঙ্গে। তরল জ্যোৎস্নামণ্ডলে বেষ্টিতা যোগতারা, মনে হয় সভয়ে সলজ্জভাবে কাঁপতে কাঁপতে সে পতির কাছে এসেছে। ৭৩

তুমি চন্দ্রবিম্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছ—পরিণত শরতৃণখণ্ডের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তোমার গণ্ডস্থল—সেখানে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে এক অপূর্ব দীপ্তিলাভ করেছে—মনে হচ্ছে, তোমার গণ্ড থেকেই জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ৭৪

চন্দ্রকান্তমণিময় পাত্রে কল্পবৃক্ষের মধু সংগ্রহ করে গন্ধমাদন বনের দেবতা স্বয়ং এসেছেন তোমার সেবা করতে—কেননা তুমি মর্যাদাবতী। ৭৫

অবশ্য, তোমার মুখ স্বভাবতই সরস বকুল ফুলের গন্ধে মধুর—তাই মধু যদি তোমার মুখে স্থান পায় তবে সে নূতন গুণবর্ধন করতে পারবে না। ৭৬

কিন্তু সখীজনের ভক্তিকে সমাদর করা উচিত। (এরা পানীয় হস্তে উপস্থিত) তুমি এই রতি-ভাবোদ্দীপক পানীয় গ্রহণ কর—এই বলে শঙ্কর উমাকে সেই মধু পান করালেন। ৭৭

অলঙ্ঘ্য বিধির বিধানে কোনরূপ তর্ক চলে না[১৪]—এই নিয়মে আম্রতরুর সঙ্গে যেমন রসাললতিকা মিলিত হয়—উমা সেইরূপ শঙ্করের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুরাপান জনিত মত্ততা তখন উমাকে অধিকার করেছে—কিন্তু সেই বিকৃতি শঙ্করের হৃদয়গ্রাহী। ৭৮

সেই মুহূর্তে উমা শূলী শম্ভু এবং সুরা—দুইয়েরই বশীভূতা হয়েছিলেন ; দুইয়ের প্রভাবেই তাঁর লজ্জা পরিত্যক্ত হল এবং বর্ধিত হল অনুরাগ। ৭৯

উমার নয়ন তখন ঈষৎ আঘূর্ণিত, কথা জড়িয়ে আসছে, দেহে দেখা দিয়েছে স্বেদবিন্দু, মুখে ফুটে উঠেছে অকারণ মৃদু হাসি ! উমার মুখের সেই সৌন্দর্য-সুধা শঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে নয়ন দিয়েই পান করলেন, মুখ দিয়ে নয়। ৮০

শঙ্কর তাঁকে বহন করে নিয়ে এলেন মণিময় প্রস্তরখচিত নির্জন রতিমন্দিরে ! উমার নিতম্বস্থ স্বর্ণমেখলা লম্বিত হয়ে পড়েছিল ; তাঁর বিপুল জঘনভার শঙ্করের কাছে দুর্বহ বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সেই রতিমন্দির বিচিত্র ভোগ্যবস্তুতে পূর্ণ হয়েছিল। ৮১

চন্দ্র যেমন প্রিয়া রোহিণীর সঙ্গে শরতের মেঘশয্যায় বিশ্রাম করেন সেইরূপ শঙ্করও উমাকে নিয়ে শয্যায় শয়ন করলেন—সেই শয্যা হংসের ন্যায় শ্বেত আস্তরণে ঢাকা এবং জাহ্নবী পুলিনের ন্যায় সুন্দর। ৮২

রতিক্রীড়ায় কেশাকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রইল, চন্দনচিহ্ন মুছে গেল, অস্থানে আঘাতের সীমা রইল না। উমার মেখলা[১৫] ছিন্ন হয়ে গেল। এইভাবে নানারকমে ভোগের পরেও উমার সঙ্গে রতিযুদ্ধে শঙ্করের তৃপ্তি পূর্ণ হল না। ৮৩

আকাশচারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবনত হলো অর্থাৎ রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল ; শুধু প্রিয়তমার প্রতি দয়ালু হয়েই বক্ষঃপ্রসুপ্তা উমাকে নিয়ে নয়ন মুদ্রিত করে নিদ্রিত হলেন। ৮৪

কিন্নরগণ কৈশিক রাগে[১৬] উমার মঙ্গলগীতি গাইতে আরম্ভ করলো—সেই গীত মূর্ছনায় সমৃদ্ধ ! সরোবরে স্বর্ণকমল[১৭] ফুটতে লাগলো—পণ্ডিতগণের স্তবযোগ্য চন্দ্রশেখরও জেগে উঠলেন। ৮৫

কিছুক্ষণের জন্য আলিঙ্গন শিথিল হল। তখন দম্পতি গন্ধমাদন বনের প্রভাত সমীরণ ভোগ করতে লাগলেন যে সমীরণ মানস সরোবরের তরঙ্গকেও চঞ্চল করে তোলে। ৮৬

উমার উরুমূলে নখক্ষত চিহ্ন প্রভৃতির দিকে শঙ্করের দৃষ্টি পড়লো। উমা তৎক্ষণাৎ শিথিল বস্ত্র সংযত করতে উদ্যত হলেন—শঙ্কর তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন। ৮৭

রাত্রির জাগরণে উমার দুনয়ন রক্তবর্ণ, তাঁর অধর গভীরভাবে দন্তাঘাতে বিক্ষত, কেশ স্রস্ত এবং তিলক স্থানচ্যুত। প্রিয়ার এই মুখ দেখে অনুরাগে শঙ্করের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠলো। ৮৮

রাত্রির অবসানে নির্মল প্রভাত প্রকাশিত হলেও ; শয্যার আবরণ ছিন্ন এবং এলোমেলো—মধ্যস্থলে ছিন্ন মেখলা জড়ীভূত, চরণের আলতায় শয্যা অঙ্কিত—তবু সেই শয্যা তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। ৮৯

হৃদয়ের আনন্দ বর্ধনকারী প্রিয়ার মুখামৃত দিনরাত্রি পান করবার জন্য তাঁর এতই পিপাসা জাগলো যে উমার সখী বিজয়া এসে বললেও তিনি কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। ৯০

এইভাবে নিশিদিন উমার সঙ্গে যুক্তভাবে শঙ্করের, দেড়শত ঋতু এক রাত্রির মতো অতিবাহিত হল, তবু তাঁর আসঙ্গতৃষ্ণা মিটলো না। সমুদ্রগর্ভে নিহিত বাড়বাগ্নি যেমন জলসংঘাতের ফলে বেড়েই চলে—তাঁর রতিলিপ্সাও তেমনি বাড়তে লাগলো। ৯১

॥ কুমারসম্ভব মহাকাব্যে 'উমা-শঙ্কর বিহার' নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম সর্গ

১. পৃথুপদিষ্টাম্—পৃথু সূর্যবংশীয় রাজা। এঁর পিতা বেণের রাজত্বে যজ্ঞ, বেদপাঠ প্রভৃতি ধর্মকর্ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; তার ফলে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বেণকে নিহত করেন। পৃথুর জন্ম হয় বেণের দক্ষিণ বাহু থেকে। ইনি প্রজারক্ষার্থ গো-রূপা পৃথিবী থেকে শস্যাদি দোহন করেন। দোহনকালে স্বায়ম্ভুব মনু বৎসরূপে কল্পিত হয়েছিল ; আলোচ্য শ্লোকে আছে হিমালয় কল্পিত হয়েছিলেন বৎসরূপে। তাৎপর্য এই যে, দোহন-করা দুগ্ধে বৎসেরই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অধিকার। সুতরাং হিমালয় সংগৃহীত ধনরত্নের শ্রেষ্ঠ ভাগের অধিকারী হয়েছিলেন।

একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—পৃথুর শাসনকালে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—পৃথিবী তাঁর শস্যভাণ্ডার প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। কিন্তু প্রজারক্ষার্থে শস্যের ও ধনরত্নের প্রয়োজন—পৃথু তাঁর ধনু গ্রহণ করে পৃথিবীকে বাধ্য করলেন—তাঁর রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে। পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করে এসে বললেন—তাঁকে দোহন করা হোক, কিন্তু একটি বৎস চাই। তখন স্বায়ম্ভুব মনু হলেন বৎস !

বিষ্ণুপুরাণ-১.১৩)

২. অশ্বমুখ্য অশ্বমুখের তুল্য মুখ যাদের ; এক শ্রেণীর কিন্নরী। এদের অশ্বমুখ নরশরীর অথবা নরমুখ অশ্বশরীরও হতে পারে। শ্লোকে বলা হয়েছে দ্রুত চলতে গিয়েও গুরু নিতম্ব ও দুর্বহ স্তনের ভারে অশ্বমুখী কিন্নরীরা ধীরপদেই চলছেন। মেঘদূতের শ্লোক স্মরণীয—'শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্।'

৩. হিমালয়ের গুহাগুলি অন্ধকারে পূর্ণ—মনে হয় এই অন্ধকারগুলি বাইরের সূর্যালোক থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই গুহায় আশ্রয় নিয়েছে ; হিমালয় আশ্রিতবৎসল—তাদের আশ্রয় দিয়েছেন।

আলঙ্কারিক মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে 'অনুচিতার্থ' দোষের উদাহরণ হিসেবে শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মন্তব্য—'অত্র অচেতনস্য তমসঃ দিবাকরাৎ ত্রাসঃ এব ন সম্ভবতি ইতি কুতঃ এব তৎপ্রযোজিতমদ্রিণা পরিত্রাণম্ ?'—অর্থাৎ অচেতন অন্ধকারের দিবালোকভীতি অসম্ভব, সুতরাং হিমালয় কর্তৃক ত্রাণের প্রশ্নও ওঠতে পারে না। কিন্তু মম্মটের এ আপত্তিরও জবাব আছে। অন্ধকারের এই দিবাভীতি কল্পনামূলক এবং উৎপ্রেক্ষাজাত অর্থ—দিবালোক থেকে ভীত হয়েই যেন অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়েছে।

৪. উপরে কিরণ প্রসারিত করে—হিমালয়ের শিখরে আছে সপ্তর্ষিদের সরোবর। এই সরোবর থেকেই সপ্তর্ষিগণ পদ্মফুল সংগ্রহ করে থাকেন।

শ্লোকটিতে হিমালয়ের সমুন্নত রূপের কথাই কবি বলতে চেয়েছেন ; তাঁর বক্তব্য, হিমালয়ের এই পদ্মসরোবর সৌরলোকেরও উর্ধ্বে। সুতরাং সপ্তর্ষি কর্তৃক সংগ্রহের পর অবশিষ্ট ফুলগুলিকে সূর্যদেব প্রস্ফুটিত করেন তাঁর কিরণ উর্ধ্বদিকে

প্রসারিত করে। এ তো আর পৃথিবীর পদ্ম নয় যে নিচের দিকে কিরণ বিতরণ করলেই চলবে!

৫. 'ভবপূর্বপত্নী'—মহাদেবের পূর্বজন্মের পত্নী সতী (ভব = শিব); সতী প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, পিতার মুখে শিবনিন্দা শুনে ইনি যোগে দেহত্যাগ করে হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁর নাম পার্বতী বা উমা। দক্ষের কাহিনী সুপ্রচলিত। এই কাহিনীর উল্লেখ আছে ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত ও কয়েকটি পুরাণে (মৎস্যপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ)।

৬. কন্দুকক্রীড়া—সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনে হয় এই ক্রীড়া রমণীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিতে এই ক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কেও কন্দুকক্রীড়ার উল্লেখ আছে। অভিধানেও অর্থ দেওয়া আছে, কন্দুকক্রীড়া = বলখেলা; কিন্তু ঠিক কি ধরনের খেলা তা বলা হয় নি।

জনৈক টীকাকার লিখেছেন 'কন্দুকতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

৭. ষষ্ঠবাণ প্রেমের দেবতা মদনকে পঞ্চশর বলা হয়—পাঁচটি কুসুম তাঁর পাঁচটি শর—'অরবিন্দমশোকং চ চূতং চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য শায়কাঃ।' এই শ্লোকে পঞ্চপুষ্পের অতিরিক্ত আর একটিকে ষষ্ঠ শর বলা হয়েছে—এর নাম যৌবন।

৮ শ্লোকটির অর্থ এই: 'শিরীষ' কামদেবের অন্যতম শর; এই শরের সাহায্যে মহেশ্বরকে বশীভূত করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়েছে; এখন সে পার্বতীর কোমল বাহুদ্বয়কে তার অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেছে—এই বাহুর বন্ধনে শিবকে ধরা দিতে হয়েছে। সুতরাং পার্বতীর দুই বাহু নিশ্চয়ই শিরীষ কুসুম অপেক্ষাও কোমল।

৯ ইতর প্রাণীদের হৃদয়ে—পার্বতীর কেশকলাপ চমরীর পুচ্ছ অপেক্ষাও সুন্দর। চমরীমৃগ তার পুচ্ছ নিয়ে গর্বিত—কিন্তু পার্বতীর কেশপাশ দেখলে এই গর্ব চূর্ণ হয়ে যেত। তবু যে গর্ব করে—তার কারণ ইতর প্রাণীদের হৃদয়ে কোন লজ্জার বালাই নেই।

১০ বিধাতা চেয়েছিলেন, জগতের যেখানে যেখানে যা কিছু সুন্দর বস্তু রয়েছে তাদের সব একটি স্থানে সঞ্চিত করে দেখবেন। যে সব শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে আমরা উপমা দিয়ে থাকি—সেই সব উপকরণ একত্র সংগ্রহ করে—তাদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে তিনি যে নারীরত্ন সৃষ্টি করেছিলেন—তিনিই 'উমা'। উমা সকল উপমানের একত্রীকৃত রূপ!

১১. কৃত্তিবাসা—কৃত্তি = চর্ম (কৃত্তি) যাঁর বসন—কৃত্তিবাসা = মহাদেব। মহিষাসুরের পুত্র গজাসুরকে মহেশ্বর ত্রিশূলাঘাতে নিহত করেছিলেন। গজাসুর মহেশ্বরকে স্তবে প্রসন্ন করে এই প্রার্থনা করে—আপনি আমার চর্ম বস্ত্ররূপে পরিধান করুন এবং আপনার নাম হোক 'কৃত্তিবাস'। মহেশ্বর গজাসুরের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন।

১২. অষ্টমূর্তি—শিব। শিবের অষ্টমূর্তি—'ভূতার্কচন্দ্রযজ্বানো মূর্তয়োঽষ্টৌ

প্রকীর্তিতাঃ' পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোম্), সূর্য, চন্দ্র, যজমান। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের নান্দীশ্লোকেও অষ্টমূর্তিধর শিবের বন্দনা করেছেন।—('যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং' শ্লোকটি স্মরণীয়)।

দ্বিতীয় সর্গ

১. তুরাসাহ—ইন্দ্র ; যিনি বেগ সহ্য করতে পারেন ; যিনি বলশালীকে অভিভূত করতে পারেন (যঃ তুরং বেগবন্তং সাহয়তি অভিভবতি)। ইন্দ্রের সমার্থবাচক শব্দ বহু আছে—বজ্রপাণি, মেঘবাহন, শচীপতি, বলভিৎ, সুরপতি, দেবরাজ প্রভৃতি ; কিন্তু 'তুরাসাহ' সংস্কৃতেও অপ্রচলিত।

২ চতুষ্টয়ী—চতুর্বিধ অবয়ববিশিষ্ট। মল্লিনাথ এইভাবে এই চার 'অবয়ব' ব্যাখ্যা করেছেন—
(ক) বৈখরী—প্রথম উচ্চারিত ধ্বনি (যেমন নবজাত শিশুর কণ্ঠে শোনা যায় । মধ্যমা—সেই ধ্বনির শ্রুতিগোচরতা। (খ) পশ্যন্তী—শব্দের উপযুক্ত বিন্যাসহেতু অর্থবোধ্যতা। (গ) সূক্ষ্মা—স্থায়ী তাৎপর্য বিশিষ্টা। (ঘ) পরা (সূক্ষ্মা)—এই চতুর্বিধ বাগ্‌বৃত্তি। অবশ্য এই ব্যাখ্যা আলোচ্য ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট নয়। মল্লিনাথ আরও একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন—দ্রব্যগুণক্রিয়াজাতিভেদেন চত্বারো অবয়বো যস্যা। শব্দ চার শ্রেণীর—দ্রব্যবাচক—(পৃথ্বী), গুণবাচক—(শ্বেত, কৃষ্ণ), কর্মবাচক—(পাকঃ, গমনম্), জাতিবাচক—(ব্রাহ্মণঃ, গৌঃ)।

৩. সাংযুগিনং—সংযুগ—যুদ্ধ ; যুদ্ধে যিনি নিপুণ তিনি সাংযুগী (সংযুগে সাধুঃ)।

৪. অয়স্কান্তেন লোহবৎ—লোহাকে আকর্ষণ করে এমন প্রস্তর বিশেষকে বলা হয় অয়স্কান্ত—চুম্বক এদের মধ্যে একটি। এখানে ধ্যানসমাহিত শম্ভুর চিত্ত= লোহা ; উমার রূপ=চুম্বক। শ্লোকে 'বৎ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়েছে 'ইব' অর্থে (লোহমিব) ; মল্লিনাথ এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় সর্গ

১ বৃষাঙ্কে—বৃষ অঙ্ক (চিহ্ন) যার ; বৃষচিহ্ন=শিব।

২. ব্রহ্মাঙ্গভূঃ—ব্রহ্মা অঙ্গভূঃ (পুত্র) যাঁর। বেদবেদাঙ্গের উদ্ভব স্থান। পঞ্চম সর্গের ৮১ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ ধান অঙ্কুরিত হবার আগে জলের প্রয়োজন, এখানেও কার্যসিদ্ধির জন্য তোমাকে চাই। অর্থান্তর—অন্য উপায়ের দ্বারা লভ্য ; এই উপায় 'পার্বতীর সান্নিধ্য'।

৪. বিষ্টপ শব্দটির অর্থ জগৎ, ভুবন (নিবাসস্থান), পাঠান্তর—পিষ্টপ ; একই অর্থ—তুলনীয় – ত্রিপিষ্ট=ত্রিলোক।

৫. তপোবনে অকাল বসন্তের বর্ণনা। সুন্দরী রমণীর পদাঘাতে অশোক বিকশিত হয়—এই হলো কবি প্রসিদ্ধি—'পাদাঘাতাদশোকো বিকশতি'। কিন্তু এ তো মদনের মায়ায় অকাল বসন্তের আবির্ভাব—সুতরাং এখানে সবই সম্ভব! তাই অশোক ফুটে উঠলো, সুন্দরীর পাদতাড়নার আর প্রয়োজন হলো না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে অশোকতরু দেখতে অনেকটা আমগাছের মতোই—গাছের রঙ্

চিরসবুজ কিন্তু ফলের রঙ্ লাল! সংস্কৃত লেখকগণ অবশ্য লাল, হলুদ ও শাদা ফুলের কথা বলেছেন। রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডে অশোককুঞ্জের এক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

৬. কর্ণিকার ফুলের রঙ্ হলদে; উজ্জ্বল হলদে রঙে এই ফুল স্বর্ণকে হার মানায়। (পরবর্তী ৫৩নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)—এই শ্লোকে উমার পুষ্পাভরণের বর্ণনায় বলা হয়েছে—'আকৃষ্ট হেমদ্যুতিকর্ণিকারম্'। কর্ণিকার রমণীদের কানের অলঙ্কার 'কর্ণেষু যোজ্যম্ নব কর্ণিকারম্' কালিদাস, ঋতুসংহার।

৭ রথাঙ্গনামা—রথাঙ্গ=চক্র, চক্রনামক পক্ষী; চক্রবাকপক্ষী। সংস্কৃত সাহিত্যে চক্রবাক চক্রবাকী আদর্শ প্রেমিক দম্পতির উপমান। রাত্রিতে ওরা বিচ্ছিন্ন থাকে।

৮. অকাল বসন্তে তপোবন-সৌন্দর্যের সুন্দর একটি ভাষাচিত্র; মহেশ্বর সমাধিমগ্ন; বসন্তের প্রভাবে সমস্ত তপোবন প্রকৃতির মধ্যে এক চাঞ্চল্যের ভাব জেগে উঠেছে, চেতন-অচেতন সকলের মধ্যেই এক উন্মাদনার সাড়া। লতাগৃহে দাঁড়িয়ে আছেন শিবকিঙ্কর নন্দী; বামহস্তের প্রকোষ্ঠে একটি স্বর্ণবেত্রের উপর স্থাপন করে তিনি সব কিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। তপোবনে এই অকাল বসন্তের আবির্ভাবে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন—তর্জনী ওষ্ঠে লগ্ন করে তিনি প্রমথগণের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—'মা চাপলায়', অর্থাৎ চপলতা প্রকাশ করো না।

৯. নবদ্বারনিষিদ্ধ বৃত্তি—'মন' শব্দের বিশেষণ। যে মনকে নবদ্বার থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকার দুই রন্ধ্র, মুখ, পায়ু (মলদ্বার) এবং উপস্থ (লিঙ্গ)—দেহের এই নয়টি ছিদ্রকে বলা হয় নবদ্বার।

১০ মৌর্বী—মূর্বা তৃণের দ্বারা নির্মিত ধনুর্গুণ। দৃশ্যটি এই: পুষ্পাভরণে ভূষিতা পার্বতী কটিতে পরেছেন বকুল ফুলের মালা। প্রতি পদক্ষেপে সেই মালা নিতম্ব থেকে খসে পড়ার উপক্রম! পার্বতী মাঝে মাঝে সেই মালা হাত দিয়ে তুলে ধরেছেন। কবির কল্পনা ঐ বকুলের মালা যেন মদনের পুষ্পধনুর দ্বিতীয় জ্যা। এটি পার্বতীর কটিদেশে যেন মদন বিশেষ কারণে গচ্ছিত রেখেছেন। শ্লোকে আছে—'স্থানবিদা স্মরেণ ন্যাসীকৃতম্', অর্থাৎ বিন্যাসযোগ্য স্থান নির্বাচনের জ্ঞানে মদন ছিলেন সুনিপুণ!

১১. শঙ্করের বর্ণনায় বলা হয়েছে—'কিঞ্চিৎ পরিবৃত্ত ধৈর্যঃ', অর্থাৎ মদনের শরসন্ধানে শঙ্করের 'ঈষৎ' ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, প্রাকৃত জনের মতো তিনি একেবারে আত্মহারা হন নি!

১২. 'খ'—একাক্ষর শব্দ। অর্থ আকাশ; অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ রূপেই সাধারণত প্রয়োগ হয়ে থাকে। খেচরঃ।

১৩. মূলে আছে—উচ্ছিরসঃ = উৎ + শিরসঃ। অর্থ—উন্নতশীর্ষ পিতার।

চতুর্থ সর্গ

১. যেখানে উপমা সেখানে সাধারণত তিনটি বিষয় থাকা দরকার—উপমান, উপমেয় ও উভয়গত সাধারণ ধর্ম। যার সঙ্গে উপমা সে উপমান, যাকে উপমা দেওয়া হবে সে উপমেয়, আর এ দুটির মধ্যেই আছে এমন সাধারণ গুণই হলো সাধারণ

ধর্ম। এই শ্লোকে রতির বক্তব্য, মদনের সুন্দর দেহকান্তি ছিল বিলাসীদের উপমান,অর্থাৎ বিলাসীরা সুন্দর কোন কিছুর উপমা দিতে হলে বলতো—মদনের মতো সুন্দর! তারা মদনকেই গ্রহণ করতো উপমান হিসেবে।

২ গোত্রস্খলন—নাম বিষয়ে স্খলন। অসতর্কতা হেতু এ জাতীয় নামের ভুল খুবই স্বাভাবিক। রতির বিলাপে জানা গেল মদন এ রকম অপরাধ প্রায়ই করতেন, অর্থাৎ রতির সামনেই অন্য কোন রমণীর নাম করে বসতেন। সেই অপরাধের জন্য মদনকে যে শাস্তি গ্রহণ করতে হতো তা কতটা কঠোর তার বিচার করবেন রসজ্ঞ পাঠক। নামের স্খলনে ক্রুদ্ধ রতি স্বামীকে নিজের মেখলার বন্ধনে বেঁধে রাখতেন। নিজের কটিভূষণে বেঁধে রাখতেন অথবা কর্ণালঙ্কার পদ্ম দিয়ে তাঁকে তাড়না করতেন—পদ্মের পরাগে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যেতো! শকুন্তলা নাটকে আছে -'গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবিলক্ষশ্চিরম্' (ষষ্ঠ অঙ্ক, পঞ্চম শ্লোক)—অনুতপ্ত রাজা দুষ্যন্তেরও অন্তঃপুরিকাদের কাছে এই রকম গোত্রস্খলন ঘটতো, তাঁদের কাউকে হয়তো ভুল করে 'শকুন্তলা' নামে ডেকে বসতেন, আর এইজন্য অনেকক্ষণ তাঁকে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকতে হতো।

৩ রতির বক্তব্য, মদনের দেহ এখন কেবল কথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভস্মীভূত হওয়ায় বাস্তবে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। কথীকৃত—কেবলমাত্র কথায় পর্যবসিত।

৪ বহুল—কৃষ্ণপক্ষ ; 'বহুলঃ কৃষ্ণপক্ষেঽপি'—ভোজঃ।

৫ বাণতাং—মদন ভস্মীভূত হয়েছে, এখন চূতমুকুল কার বাণ হবে? পঞ্চশর মদনের অন্যতম শর 'চূত'।

৬. দক্ষিণেতর চরণ—বামচরণ। মনে রাখতে হবে প্রিয়তমকে দিয়ে প্রেয়সীর অঙ্গসজ্জা রতিকর্মেরই অঙ্গ। এখানে রতির বিলাপ—'আমার চরণের প্রসাধন অসমাপ্ত থাকতেই নিষ্ঠুর দেবগণের আহ্বানে তোমাকে ছুটে যেতে হয়েছিল। ডান পায়ে মাত্র আলতা পরানো হয়েছিল, এখন আমার বাঁ পায়ে আলতা পরাবে, এসো।' এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় সর্গের শেষ শ্লোকটি স্মরণীয়—সেখানে আছে 'রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।' মদন যখন রতির ডান পায়ে আলতা পরাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয়ই রতি প্রেমাবশে বলয়ভূষিত হাতে মদনের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে বসেছিলেন—তাই ইন্দ্রের আহ্বানে হঠাৎ যখন চলে যেতে হয়েছিল তখন তাঁর কণ্ঠে রতির বলয়চিহ্ন ছিল।

৭. বৈশস=বধ ; অর্ধবৈশস=অর্ধবধ ; রতির বক্তব্য, মদন বধের ব্যাপারে রতিকে জীবিত রাখায় বধকার্য অর্ধসমাপ্ত হয়েছে, রতি তো মদনেরই অর্ধভাগ!

পঞ্চম সর্গ

১ 'প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা'—সার্থক রূপের একটি সুন্দর সংজ্ঞা। রূপের কষ্টিপাথর প্রিয়তমের অনুগ্রহলাভ। এই ক্ষেত্রে পার্বতীর দৈহিক রূপ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে।

২. পার্বতী ব্রত পালনের জন্য মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করেছেন। প্রথম বন্ধনে তাঁর কটিদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। এতে কটিদেশের কোমলতাই ব্যঞ্জিত

হচ্ছে। মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন—'সৌকুমার্যাতিশয়াদিতি ভাবঃ।'

৩ কন্দুকক্রীড়া সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা না গেলেও, অনুমান করা যায়, এ খেলা খুবই 'হালকা ধরনের'; কেননা এই শ্লোকে বলা হয়েছে কন্দুকক্রীড়াতেও যিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সেই পার্বতী গ্রহণ করলেন কঠিন মুনিব্রত, কঠোর তপস্যা। উপমার ভাষা প্রয়োগ লক্ষ্য করতে হবে—কবি বলেছেন পার্বতীর দেহ নিশ্চয়ই 'কাঞ্চন-পদ্ম নির্মিতম্'। পদ্মে নির্মিত বটে, তবে সে পদ্ম সোনার, অর্থাৎ স্বভাবে এবং সারাংশে দৃঢ়—পদ্মের স্বভাবে কোমল ও সুন্দর, কাঞ্চনের স্বভাবে দৃঢ়।

৪. গুহ—কার্তিকেয়। শিবপুত্র কার্তিকেয়ের একটি নাম 'গুহ'—গুহায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে এই নাম। 'গুহাবাসাৎ গুহোঽভবৎ।'

৫. বনের চেতন ও অচেতন প্রকৃতির সঙ্গে পার্বতীর সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল তা স্পষ্ট করার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। মৃগগুলির সঙ্গে তাঁর এক মধুর আত্মীয়ভাব গড়ে উঠেছিল। পার্বতী যদি কখনও কোন হরিণকে টেনে নিয়ে চক্ষু আকর্ষণ করে, সখীদের চক্ষুর সঙ্গে 'ছোট বড়' বিচার করতে বসতেন, হরিণ কোন আপত্তি করতো না। চঞ্চল হরিণও স্নেহময়ী পার্বতীকে এত বিশ্বাস করতো! 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকেও আশ্রমের তরুলতা পশু প্রভৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় সম্পর্ক কালিদাস দেখিয়েছেন।

৬. 'স্বর্ণপদ্মে নির্মিত' এই কথায় বোঝাচ্ছে পার্বতী স্বভাবের দিক দিয়ে কোমল কিন্তু সারাংশের দিক দিয়ে কঠিন; কমলের মত কোমল, স্বর্ণের মত দৃঢ়।

৭. শুচৌ—গ্রীষ্মকালে। এই শ্লোকেই 'শুচি' শব্দের দুটি অর্থ লক্ষণীয়—'শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাম্' এবং 'শুচিস্মিতা, মধ্যগতা সুমধ্যমা'! শ্লোকে 'পঞ্চাগ্নি তপস্যার' কথা বলা হয়েছে—চারদিকে যজ্ঞের অগ্নি জ্বলছে—মধ্যে থেকে পার্বতী সূর্যের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে বসে থাকতেন। এই সাধনা পার্বতী করতেন গ্রীষ্মকালে।

৮. মূলে আছে 'বিবিধেন বহ্নিনা'—পঞ্চবিধ বহ্নির দ্বারা। যজ্ঞীয় অগ্নি চারটি এবং আকাশের সূর্য সব মিলিয়া পঞ্চবিধ অগ্নি।

৯. সহস্য—পৌষঃ সহস্যরাত্রি—পৌষমাসের রাত্রি। 'সহস্যো হেমন্তান্ত্যমাসঃ।'

১০. এই শ্লোকে আছে পার্বতীর 'অপর্ণা' নামের ব্যাখ্যা। গাছের যে পাতা আপনা থেকে ঝরে পড়ছে তার রস পান করে জীবন ধারণ—এই তো তপস্যার চরম। কিন্তু পার্বতী সেই পাতার রসও (পর্ণরস) ত্যাগ করেছেন—তাই পণ্ডিতগণ তাকে 'অপর্ণা' নামে ডাকতেন। অপর্ণা—নাই পর্ণ (পত্র) যাঁর।

১১. সাপ্তপদীনম্—সপ্ত পদের উচ্চারণ বা সপ্ত পদক্ষেপের দ্বারা যাহা সাধিত হয়ে থাকে। ছদ্মবেশী শঙ্কর এখানে পার্বতীকে বলছেন—মনীষিগণ বলেছেন, সাতটি কথাতেই সজ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মে। আমাদের মধ্যে তো সেই সংখ্যক কথা হয়েই গেছে—সুতরাং আমরা কেউ কারও পর নই। রসজ্ঞ পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'সাপ্তপদীনম্' কথাটির প্রয়োগে আর একটি ইঙ্গিতও রয়েছে। শঙ্কর যেন বলতে চান—তোমার ও আমার পরিণয়ের প্রধান অনুষ্ঠান—'সপ্তপদীগমন' হয়ে গেছে।

১২. দিগীশ শব্দে অর্থ চারদিকের অধিপতি—ইন্দ্র, (পূর্ব) যম (দক্ষিণ) বরুণ (পশ্চিম) কুবের (উত্তর)।

১৩. ললাটিকা—ললাটের অলঙ্কার, তিলক।

১৪. স্বহস্তোল্লিখিত—নায়ক নায়িকা একে অপরের চিত্র অঙ্কিত করে বিরহাবস্থায় তার কাছে আত্মনিবেদন করছেন—এ ব্যবস্থাটি কাব্য সম্মত। কালিদাস মেঘদূতে কাব্যে এবং শকুন্তলা নাটকেও এই রীতি অনুসরণ করেছেন। চিত্রগত নায়ক-ন্যায়িকাকে তিরস্কার করা চলে, অনুযোগ করা চলে—নিভৃতে সবই চলে।

১৫ বর্ণী শব্দের অর্থ রূপবান। এখানে অর্থ ব্রহ্মচারী।

১৬. চতুষ্ক—মণ্ডপ বিশেষ, গৃহ বিশেষ। চারি স্তম্ভ বিশিষ্ট, তাই নাম চতুষ্ক।

১৭. হরিচন্দন দেবতরু বিশেষ, রক্ত চন্দন, 'পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ সন্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনঃ।'

১৮. অলক্ষ্যজন্মতা—যাঁর জন্ম দুর্জ্ঞেয়।

১৯. যূপসৎক্রিয়া—শ্মশানের শূল আর বেদীবিহিত পশুবন্ধনের যূপ একই সম্মান দাবি করতে পারে না। শ্মশানের শূলকে যজ্ঞীয় যূপের মত অর্চনা যেমন সম্ভব নয়—ত্রিলোচনের পক্ষেও তুমিও তেমনিই অসম্ভব। পার্বতীর মন যাতে ত্রিলোচনের সাধনা থেকে নিবৃত্ত হয়—সেইজন্য ব্রহ্মচারী যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি বলতে চান পার্বতী ও মহেশ্বরের মধ্যে কত অমিল, মিলের প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারে না।

২০. ব্রহ্মচারী রূপী—৩০নং শ্লোকে বলা হয়েছে 'বিবেশ কশ্চিৎ জটিলস্তপোবনম্'—এক জটাধারী তপস্বী তপোবনে প্রবেশ করলেন। অদ্ভুত এক নাটকীয়তার সৃষ্টি করলেন কালিদাস। কে জানতো, ইনিই স্বয়ং চন্দ্রশেখর, তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে পার্বতীর কাছে ধরা দিতে এসেছেন। তারপর অতিথির মুখে শিবনিন্দা শুনেও অবিচলিত পার্বতী স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'সমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ-স্থিতম্' (শ্লোক ৮২)—তাঁর প্রতি অনুরাগে আমার মন স্থির। কিন্তু তিনি আর শিবনিন্দা শুনতে প্রস্তুত নন। যখন চলে যেতে উদ্যত হলেন তখনি ব্রহ্মচারীরূপী চন্দ্রশেখর আত্মপ্রকাশ করলেন। (শ্লোক ৮৪)

২১. এই শ্লোকে একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যার জন্য এত সাধনা, এত দুঃখভোগ সেই চন্দ্রশেখর পার্বতীর সম্মুখে আবির্ভূত। অনুরাগে, আনন্দে, লজ্জায় পার্বতী অভিভূত ; চরণ তুলেছেন যাবার জন্য, কিন্তু সে চরণ তোলা-ই রইল ; সঙ্কোচে থাকবার উপায় নেই, প্রিয়তমকে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে—এই অবস্থা অবর্ণনীয় ! কালিদাস বলেছেন - শৈলাধিরাজতনয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ! উপমাটিও সার্থক ! পার্বত্যপথে প্রবাহিত স্রোতের ধারা প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হয়েছে—সামনে অগ্রসর হতে পারছে না, পেছনেও যাওয়া হচ্ছে না—পার্বতীর অবস্থা ঠিক তেমনি। রসজ্ঞ পাঠকের জন্য এই বর্ণনাটির একটি স্বচ্ছন্দ ইংরেজী অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো—She said, she trembled, like a river's course, checked for a moment in its onword force, by some huge rock amid the torrent hurled one foot uplifted...shall she turn away ? Unmoved the other—shall the maiden stay ? (Griffith)

২২. নূতন শক্তি সঞ্চয় করে—প্রার্থিত বস্তু লাভের পরে ক্লেশ আর থাকে না। যাঁর জন্য কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিলেন পার্বতী—সেই চন্দ্রশেখর আজ তাঁর কাছে ধরা দিলেন—মুখে বললেন, 'তবাস্মি দাসঃ', আজ থেকে আমি তোমার ভৃত্য! এর চেয়ে আনন্দজনক আর কি হতে পারে! পার্বতীর সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূরে চলে গেল, নূতন শক্তিতে তিনি যেন উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সফলতার পরে আর ক্লেশ কোথায়? সফলঃ ক্লেশ ন ক্লেশঃ এব।

ষষ্ঠ সর্গ

১. সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ এঁরা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এঁরাই যাবেন হিমালয়ের কাছে, তাই শিব এঁদের স্মরণ করেছেন।
২. সপ্তর্ষিলোক থেকে অবতরণ করেছেন সপ্তর্ষিগণ। সূর্যদেব তাঁদের দেখে প্রণামপূর্বক ঊর্ধ্বদিকে তাকিয়ে আছেন—কেননা সৌরলোকের অনেক ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিলোক!
৩. এই শ্লোকের তাৎপর্য—প্রলয়েও সপ্তর্ষিদের বিনাশ নেই; তাঁরা ধরণীর সঙ্গে মহাবরাহের দংষ্ট্রায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, অর্থাৎ প্রলয়ের সংকটেও তাঁরা অবিনাশী! পুরাণে আছে প্রলয়সলিলে তখন ধরণী মগ্না তখন বিষ্ণু বরাহের রূপ ধারণ করে তাঁর দংষ্ট্রায় পৃথিবীকে তুলে ধরেছিলেন। তুলনীয়—

   বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না
   শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না —
   কেশব ধৃতশূকররূপ
   জয়জগদীশ হরে। (জয়দেব)

   জনৈক বিদগ্ধ টীকাকার (M R. Kale) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মন্তব্য করেছেন—'শ্লোকে 'বাহুলতা' শব্দটি আছে, এই বাহুলতা নিশ্চয়ই পৃথিবীর কেননা সপ্তর্ষির 'বাহুলতা' অকল্পনীয়, মল্লিনাথও পৃথিবীর সঙ্গে অন্বিত করেছেন।' আমরা বলি, এত শ্রমের প্রয়োজন ছিল না—মূল শ্লোকেই আছে 'আসক্ত বাহুলতয়া ভুবা,' সপ্তর্ষির প্রশ্ন উঠে না।
৪. সপ্তর্ষিদের সঙ্গে অরুন্ধতীকে দেখে শঙ্করের মনে বিবাহের আগ্রহ জেগেছে, কেননা সহধর্মিণী ছাড়া ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। আবার এই ধর্মবোধ থেকেই পার্বতীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করতে তিনি আগ্রহী হয়েছেন। এর আগে মদন কামবোধের সাহায্যে পার্বতীর প্রতি শঙ্করকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন—সেই অপরাধে তাকে ভস্মীভূত হতে হয়েছে। আজ ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন শঙ্কর! তাই মদন আশ্বস্ত হয়ে উঠেছেন! চতুর্থ সর্গের ৪২ সংখ্যক শ্লোকটি স্মরণীয়। সেই শ্লোকে আছে মদনের শাপাবসানের আশ্বাস!
৫. সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং তার ব্যাখ্যায় যিনি সমর্থ তিনিই 'অনূচান'। মল্লিনাথের টীকায় আছে—'অনূচান প্রবচনে সাঙ্গে অধীতী গুরোস্তু যঃ'।
৬. শিবের অষ্টমূর্তি—সর্ব—ক্ষিতিমূর্তি, ভব—জলমূর্তি, রুদ্র—অগ্নিমূর্তি; উগ্র—বায়ুমূর্তি, ভীম—আকাশমূর্তি, পশুপতি—যজমানমূর্তি, মহাদেব—

সোমমূর্তি, ঈশান—সূর্যমূর্তি।

৭. পুরন্ধ্রী—পতিপুত্রবতী নারী। মল্লিনাথ বলেছেন, 'কুটুম্বিনী'। 'কুটুম্বিনী' শব্দের অর্থও তাই—পতিপুত্রাদিমতী গৃহকর্ত্রী।

৮. অভিষ্যন্দ = ক্ষরণ; শ্লোকে আছে অভিষ্যন্দবমণ, অর্থাৎ অতিরিক্ত অংশ।

৯. পাঁচটি দেবতরুর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সন্তান বা সন্তানক সেই পাঁচটির একটি।

১০. ভাস্করালি—(জলে বিম্বিত) সূর্যের পঙ্‌ক্তি।

১১. ত্রিবিক্রম—যাঁর তিনটি পাদক্ষেপ, বামনরূপী বিষ্ণু। বামনরূপী বিষ্ণু বলির নিকটে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি দুই পাদক্ষেপে স্বর্গ ও মর্ত অধিকার করে তৃতীয় পাদ বলির মস্তকে স্থাপন করে তাঁকে পাতালে প্রেরণ করেছিলেন। এই জন্য বিষ্ণুকে বলা হয় ত্রিবিক্রম।

১২. লীলাকমল—ক্রীড়া বা শৃঙ্গার চেষ্টার উদ্দেশ্যে সেকালে নারীদের হাতে যে কমল থাকতো - তাকেই বলা হয়েছে লীলাকমল। আলোচ্য শ্লোকে কিন্তু পার্বতীর হাতের লীলাকমল তাঁকে অন্য একটি বিশেষ কাজে সাহায্য করেছে। দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন ত্রিলোচনের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন তিনিও মাথানিচু করে পিতার কাছেই বসেছিলেন—দেবর্ষির কথা শুনে তাঁহার লজ্জা, আনন্দ দুই-ই হয়েছিল। এই মনোভাব গোপন করতে তিনি হাতের লীলাকমলের সাহায্য নিলেন। তিনি একমনে পদ্মের পাপড়ি গুণে যেতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এখানে গোণাটা মুখ্য নয়—মুখ্য হলো লজ্জা গোপন।

সপ্তম সর্গ

১ জামিত্র গণযুক্ত—জামিত্র = লগ্ন থেকে সপ্তম স্থান। লগ্ন থেকে সপ্তম স্থানের শুদ্ধিযুক্তা শুক্লপক্ষের জামিত্রগুণান্বিত তিথি বিবাহের পক্ষে শুভ।

২ পার্বতীর বিবাহোৎসবে কেবল হিমালয়ের গৃহে নয়, ওষধিপ্রস্থ নগরের গৃহে গৃহে পুরনারীগণ মাঙ্গল্য রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তঃপুর আর ওষধিপ্রস্থ নগর যেন এক হয়ে গেছে—বিবাহ যে শুধু দুটি নরনারীর মিলন নয়, সমগ্র সমাজের মিলনোৎসব তারই এক সুন্দর পরিচয়!

৩ মাঙ্গল্য রচনা—উমার বিবাহোৎসবে ওষধিপ্রস্থ নগরের গৃহে গৃহে পুরনারীগণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছেন—সমগ্র নগরই যেন হিমালয়ের অন্তঃপুরে পরিণত হয়েছে।

৪. সন্তানক তরু—সন্তানক দেবতরু; কিন্তু এখানে সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে; অর্থাৎ সব দেবতরুই কবির লক্ষ্য। মল্লিনাথ অর্থ ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মন্দার কুসুমে আস্তীর্ণ।'

(ষষ্ঠ সর্গের ৪৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

৫. সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে তৃতীয় মুহূর্তে—সূর্যোদয়ের থেকে এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিটের পর মৈত্র মুহূর্তের শুরু।

৬ পার্বতীর পরিণয় উপলক্ষে যাঁরা কন্যার প্রসাধনে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা

সকলেই 'পতিপুত্রবতী'—এ'দেরই অন্যত্র বলা হয়েছে পুরন্ধ্রী বা কুটুম্বিনী। মঙ্গলকর্মে এ'দেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৭-৮-৯ এই কয়টি শ্লোকে কয়েকটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন; গৌরসিদ্ধার্থ=শ্বেত সর্ষপ; দূর্বাঙ্কুর; অভ্যঙ্গ=তৈল প্রভৃতি; নির্ণাভি নাভি পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে।

১০ মূলে আছে 'বহুলাবসানে'। বহুল=কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণপক্ষের অবসানে।

১১. লোধ্রফুল—লাল বা শাদা রঙের এক জাতীয় ফুল—এর রেণু শাদা। সংস্কৃতের এই ফুলটি সম্পর্কে বঙ্গীয় কবি উদাসীন। বাংলা কাব্য একে অভ্যর্থনা করে নি। রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগটি স্মরণীয়—'লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখতো মুখে বালা।' মেঘদূতের শ্লোকটিও নিশ্চয়ই মনে পড়বে—'নীতা লোধ্রপ্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।' লোধ্রকল্ক -কল্ক=চূর্ণ বা পরাগ।

১২. কালেয় গন্ধদ্রব্য বিশেষ; কালো চন্দন। পার্বতীর অঙ্গরাগে এই চন্দনের প্রয়োজন হয়েছিল—শ্লোকে আছে, 'কালেয় কৃতাঙ্গরাগম্।'

১৩. পার্বতীকে স্বর্ণকুম্ভের জলে স্নান করানো হয়েছিল; শ্লোকে আছে,'অষ্টাপদ কুম্ভতোয়ৈঃ'—'অষ্টাপদ' শব্দের অর্থ 'স্বর্ণ", অষ্টধাতুতে যার স্থান। মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, 'কনককলশানাম্'। 'অষ্টাপদ' শব্দের আর একটি অর্থ 'মাকড়শা'—অষ্ট পদ যার। কিন্তু মাকড়শা বিবাহে অপাঙ্‌ক্তেয়।

১৪. পুরনারীগণ এসেছেন বিভিন্ন অঙ্গরাগে উমাকে সাজাতে। তাঁরা উমাকে পূবমুখী করে বসিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন—তাতেই বিলম্ব। তাঁরা ভাবছিলেন, এই স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অঙ্গরাগের কি প্রয়োজন, কৃত্রিম সজ্জায় তার কতটুকু সৌন্দর্য বাড়বে?

১৫. গোরোচনা—গোপিত্তজাত উজ্জ্বল পীত রঙ্; গো রোচনা—গোজাত রোচনা, অর্থাৎ দীপ্তিমান দ্রব্য বিশেষ; গোমূত্র থেকেও কৃত্রিম গোরোচনা প্রস্তুত হয়। গোরোচনা রঞ্জনের জন্য বিবাহের মঙ্গলদ্রব্য।

১৬ গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে ত্রিধারায় প্রবাহিতা—তাই গঙ্গার নাম 'ত্রিস্রোতাঃ'।

১৭. দৃষ্টিকে বেঁধে রাখলো; মূলে আছে, 'ববন্ধ চক্ষূংষি' দৃষ্টিকে বেঁধে রাখার অর্থ—সেই দিক থেকে আর চক্ষু ফেরানো গেল না। কেন? তার কারণ শ্লোকে বলা হয়েছে— পরভাগলাভাৎ', পরভাগ=শ্রেষ্ঠভাগ, উৎকর্ষ অর্থাৎ বর্ণের উৎকর্ষ লাভ হেতু। লোধ্র পরাগে উমার কপোল শুভ্র, তার উপর গোরোচনার রক্তিমা আর কর্ণে অর্পিত যবাঙ্কুরের শ্যামলিমা! কালিদাস শুধু কবি নন, চিত্রশিল্পীও।

১৮ উমার ওষ্ঠের লাবণ্যফল আসন্ন অর্থাৎ অচিরেই শিবসমাগমরূপ সার্থকতা লাভ হবে; এই ভাবীফল সূচনা করার জন্যই বোধ হয় উমার ওষ্ঠ কাঁপছিল। শিব-সমাগমের আসন্ন সৌভাগ্যে উমার ওষ্ঠ যেন অধিক আকর্ষণীয়।

১৯ উমার দুই নয়নে পূর্ণবিকশিত নীল পদ্মের সৌন্দর্য। যিনি সেই চোখে কাজল পরাতে এসেছিলেন, তিনি চোখের সৌন্দর্য বাড়বে বলে কাজল পরালেন না—তিনি পরালেন, মঙ্গলানুষ্ঠানে কাজল পরাতে হয় তাই। মল্লিনাথ

মন্তব্য করেছেন—'নিসর্গসুভগস্য কিমাহার্যকাড়ম্বরেণ ইতি ভাবঃ' যা স্বভাবতই সুন্দর তার কৃত্রিম আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না।

২০. স্ত্রী আচারে অভিজ্ঞা—মূল সংস্কৃতে আছে, 'কারয়িতব্যদক্ষা' অর্থাৎ কি কি করাতে হবে সেই বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞা।

২১. প্রথম বিবাহোৎসব—কৈলাস পর্বতে বিবাহোৎসব শিবের প্রথম বিবাহের মতই; শিবের প্রথম পরিণয় হয়েছিল দক্ষরাজকন্যা সতীর সঙ্গে। আগেকার মতই আড়ম্বর ও সমারোহে উৎসব পালিত হয়েছিল।

২২. মাতৃকামণ্ডলী—অসুর নিধনকালে ব্রহ্মা প্রভৃতি অষ্টশক্তি—ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, ঐন্দ্রী বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চিকা। কেউ বলেছেন সপ্তশক্তির কথা—

ব্রাহ্মী মহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা
মাহেশ্বরী চৈব বারাহী সপ্তৈতাঃ মাতরঃ স্মৃতাঃ।

টীকাকার মল্লিনাথও সপ্তমাতৃকার কথাই বলেছেন—'ব্রাহ্মী প্রভৃতিভিঃ সপ্তমাতৃকাভিঃ'। অবশ্য ষোড়শ মাতৃকারও উল্লেখ আছে, তবে তাঁরা কবির অভিপ্রেত নয়—কেননা সেই তালিকায় গৌরীকেও স্থান দেওয়া হয়েছে।

২৩. প্রসাধন শেষ করে ত্রিলোচন খড়্গে প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন। বীরপুরুষদের পক্ষে এইভাবে খড়্গে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন প্রথাসম্মত। খড়্গস্থলে পাঠান্তর আছে 'টঙ্কে'। 'টঙ্কে পরশৌ, অর্থাৎ টঙ্ক শব্দের অর্থ 'কুঠার'।

২৪ ৩০ সংখ্যক শ্লোকে 'মাতৃকা' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ত্রিলোচন বিবাহে চলেছেন—পরে পরে আছে মাতৃকাগণ নিজের নিজের বাহনে, তারপর মহাকালী। সকলের আগে অবশ্য রয়েছেন প্রমথগণ।

২৫ উপমার বিষয়গুলি বুঝে নেওয়া দরকার। শ্বেতবর্ণের কপালধারিণী কৃষ্ণবর্ণা মহাকালীর সঙ্গে শ্বেত বলাকায় শোভিত কৃষ্ণ মেঘমালার উপমা; মেঘমালার সম্মুখে স্বর্ণকান্তি বিদ্যুৎ ঝলসিত হচ্ছে, মহাকালীর পুরোভাগেও কনককান্তি মাতৃকাগণ বিরাজিত। কেবল উপমা নয়, এখানেও ফুটে উঠছে বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের একটি সুন্দর চিত্র।

২৬. শ্রীবৎসলক্ষ্মা—বিষ্ণু। শ্রীবৎস=কৌস্তুভ মণি; লক্ষ্ম=চিহ্ন। শ্রীবৎস শব্দের অন্য অর্থও হয়—বিষ্ণুবক্ষস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত রোমাবলীরূপ চিহ্ন অথবা বিষ্ণুবক্ষস্থ ভৃগুপদ প্রহারচিহ্ন। এখানে প্রথম অথ টিই গ্রহণযোগ্য।

২৭. ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যম প্রভৃতি লোকপালগণ এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁরা ছত্র, চামর, বাহন প্রভৃতি মহিমার চিহ্ন ত্যাগ করেই এসেছেন। মূল শ্লোকে 'বিনীতবেষাঃ' শব্দটি লক্ষণীয়।

২৮, 'অধ্বর্যু' শব্দের অর্থ বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত। এখানে সাধারণভাবে 'পুরোহিত' অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানও যজ্ঞরূপে কল্পিত।

২৯. রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি তামসিকতার অন্ধকার যাঁকে অভিভূত করতে পারে না—সেই চন্দ্রশেখর হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন।

৩০, বৃষারূঢ় চন্দ্রশেখর হিমালয়ের পথে চলেছেন, বৃষের কণ্ঠে 'কিঙ্কিণী'—অর্থাৎ

ক্ষুদ্র ঘণ্টা। ('কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা' ইত্যমরঃ)—সেই ঘণ্টা স্বর্ণনির্মিত। যাত্রাপথে সেই ঘণ্টা শব্দায়মান।

৩১. নিজের বাণের দ্বারা চিহ্নিত আকাশপথ থেকে ত্রিলোচন অবতরণ করলেন। ত্রিপুর বিজয় উপলক্ষে তিনি আকাশের একটি পথ যাতায়াতের জন্য চিহ্নিত করে রেখেছিলেন—সেই পথে গিয়েই তিনি ওষধিপ্রস্থ নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করলেন।

৩২. গুল্ফ—গোড়ালি, ওষধিপ্রস্থ নগরের রাজপথে এত ফুল ছড়ানো হয়েছিল যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়।

৩৩. কটিভূষণ—কোমরের অলঙ্কার। রমণীদের এই অলঙ্কারের সাহিত্যিক নাম মেখলা, কাঞ্চী, রসনা, চন্দ্রহার।

৩৪. অপর্ণা—পার্বতীর এই নামের ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে পঞ্চম সর্গের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে। তপস্যাকালে তিনি পর্ণের (বৃক্ষপত্রের) রস পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না—এই জন্যই তিনি অপর্ণা (নেই পর্ণ যার)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পার্বতীর 'উমা' নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রথম সর্গের ২৬নং শ্লোকে।

৩৫. আলি সখী, বয়স্যা ('আলিঃ সখী বয়স্যার্থা'—ইত্যমরঃ)। পঞ্চম সর্গের ৮৩ সংখ্যক শ্লোকে শব্দটির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

৩৬. ত্রিলোচনের অষ্টমূর্তির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নান্দী শ্লোকটিই অষ্টমূর্তি শিবের স্তুতি।

৩৭. সাত্ত্বিকভাব আটটি—স্তম্ভ, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, অশ্রু, স্বরভঙ্গ। উমা-শঙ্করের প্রথম সান্নিধ্যে এই আটটি সাত্ত্বিক বিকারের মধ্যে দুইটির প্রকাশ ঘটেছে—স্বেদ ও রোমাঞ্চ।

৩৮. প্রদক্ষিণ—দেবতাদি গুরুজনকে দক্ষিণে রেখে পরিক্রম করার নাম প্রদক্ষিণ। শ্লোকে আছে উমা ও শঙ্কর তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন।

৩৯. দৃশ্যটি কাব্যপাঠক নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন। পতি বললেন উমাকে—ঐ যে ধ্রুবনক্ষত্র, চেয়ে দেখ। উমা কোনরকমে মুখ তুলে লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বললেন—দেখেছি! বলেই চকিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। স্বামীই তো তাঁর ধ্রুবনক্ষত্র—তাকেই তিনি দেখলেন।

৪০. নাটকের পাঁচটি বিভাগকে 'পঞ্চসন্ধি' বলা হয়—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি। এই পাঁচটি সন্ধির ভিত্তি নাটকের আখ্যানভাগ। প্রত্যেক সন্ধিতে পৃথক বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে—যেমন শৃঙ্গারে কৌশিকী, বীরে সাত্বতী ইত্যাদি। এই সব বৃত্তিকে রসের অনুকূল হতে হয়।

৪১. শাপাবসানে—চতুর্থ সর্গের ৪২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেই শ্লোকে মদনের শাপাবসানের কথা বলা হয়েছে; এই শ্লোকে দেবগণ মদনের পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা করেছেন। কেননা, তাঁদের ইষ্টসিদ্ধির জন্যই তো মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

অষ্টম সর্গ

১. দোহদ—সাধারণ অর্থ, ইচ্ছা বা সাধ। গর্ভিনীর সাধ বুঝাতেই শব্দটির প্রয়োগ

হয়ে থাকে। এই শ্লোকে ইচ্ছার্থেই ব্যবহৃত—কামদোহদ=কাম বিষয়ক অভিলাষ।

২. আলী=সখী, সম্বোধনের একবচনে 'আলি'; সপ্তম সর্গের ৬৮নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩. নববিবাহিতা উমা লজ্জায় বাক্যহীনা। শঙ্কর তাঁকে কথা বলাবার জন্য নানারকম প্রশ্ন করতেন—উমা শুধু মাথা নেড়ে তার উত্তর দিতেন।

৪. মূল শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া ভাল। যে (লক্ষ্য থেকে) দূরে সরে আসে (অপগচ্ছতি) সে অপগা (স্ত্রীলিঙ্গ) যে আসে না সে 'অনপগা'। জাহ্নবী সাগরাৎ অনপগা—জাহ্নবীর গতি সাগরের দিকেই স্থির থাকে। সেই লক্ষ্য থেকে সরে আসে না।

৫. নিধুবন—রতিক্রিয়া।

৬. এক পিঙ্গল গিরি—কৈলাস পর্বত। এই পর্বতের প্রভু কুবের, সুতরাং 'কুবের শৈল'ও বলা হয় (সপ্তম সর্গের ৩০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৭. তামরস—পদ্ম! তামর=জল; জলে স্থিতি যার। 'জলজাত পুষ্প'—এই অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। (অষ্টম সর্গের ৩২ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)

৮. পুলোমতনয়া—পুলোমা (পুলোমন্) দনু গর্ভজাত, কশ্যপ পুত্র এক দানব। পুলোমার কন্যা শচী। ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করে পুলোমাকে নিহত করেন। পুলোমার কন্যা—তাই শচীকে বলা হয় পৌলোমী।

৯. মিতকথে—মিত (পরিমিত) কথা যার, অল্পভাষিণী; শঙ্করের উচ্ছ্বসিত নিসর্গ বর্ণনার পরেও উমা কোন কথাই বলেননি, তাই এই সম্বোধন।

১০. পার্ষ্ণি—গোড়ালি। ভূমি থেকে গোড়ালি মুক্ত ক'রে পাদাগ্রে ভর করে দাঁড়ানো; পূজায় জল বা অন্য কিছু অঞ্জলি দিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী। মল্লিনাথ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্মৃতির বিধান উদ্ধৃত করেছেন—'গোশৃঙ্গ-মাত্রমুদ্ধৃত্য মুক্ত পার্ষ্ণিঃক্ষিপেৎ জলম্।'

১১. অকারণ কোপ—শঙ্কর বলতে চেয়েছেন উমাকে—আমার প্রতি অকারণ কোপ ত্যাগ কর—'মুঞ্চ কোপমনিমিত্ত কোপনে!' জয়দেবের বিখ্যাত ছত্রটি মনে পড়বে—প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

১২. অবিকল্পসুন্দরী—অবিকল্প—যার বিকল্প নেই, অর্থাৎ অনন্যসুন্দরী। কালিদাসের রচনায় এই জাতীয় বিশেষণ পদ দুর্লভ। 'অবিকল্প সুন্দরী' স্থলে পাঠান্তর আছে 'ইহ পশ্য সুন্দরী'—এই পাঠই সঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য।

১৩. যোগতারা—তারা সমূহের মধ্যে প্রধান তারকা; মল্লিনাথ বলেছেন 'নিত্যনক্ষত্র,' যার সঙ্গে চন্দ্র প্রত্যহ যুক্ত হন তিনিই যোগতারা।

১৪ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পড়া দরকার। মূলে আছে 'অপ্রতর্ক্য বিধিযোগ নির্মিতাম্' এর অর্থ, যে অলঙ্ঘ্য বিধির বিধানে কোনরূপ তর্ক চলে না।

১৫ 'ছিদুর মেখলা' কথাটি মূল শ্লোকে আছে। মল্লিনাথ অর্থ করেছেন, 'স্বয়মেব ছিদ্যমানা', অর্থাৎ উমার মেখলা বিনা চেষ্টায় নিজ থেকেই ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

১৬. কৈশিক রাগ সম্পর্কে শুধু এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে কৈশিক প্রভাত-কালোচিত একটি রাগ এই রাগে স্বরের আরোহণ অবরোহণ জনিত মূর্ছনার প্রাধান্য রয়েছে।

১৭. শতকুম্ভ—স্বর্ণময়। শতকুম্ভ—স্বর্ণ।

কুমারসম্ভবম্

প্রথমঃ সর্গঃ

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং, মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ, পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্ ॥ ২ ॥

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য, হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ।

যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং, সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্ ॥ ৪ ॥

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য ॥
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৫ ॥

পদং তুষার-স্রুতি-ধৌতরক্তং যস্মিন্নদৃষ্টাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিণাং কিরাতাঃ ॥ ৬ ॥

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দু-শোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণামনঙ্গলেখ-ক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥

যঃ পূরয়ন্ কীচক-রন্ধ্র-ভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তান-প্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥ ৮ ॥

কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥ ৯ ॥

বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥

উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলি-পার্ষ্ণিভাগান্ মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্বহ-শ্রোণি-পয়োধরার্তা ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ ॥

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ-শিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥

লাঙ্গুল-বিক্ষেপ-বিসর্পি-শোভৈ-রিতস্ততশ্চন্দ্র-মরীচি গৌরৈঃ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্বন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্যঃ ॥ ১৩ ॥

যত্রাংশুকাক্ষেপ-বিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্ট-মৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ ॥ ১৫ ॥

সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষা-ন্যধোবিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্ধ্বমুখৈর্ময়ূখৈঃ ॥ ১৬ ॥

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রী-ধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিত-যজ্ঞ-ভাগং শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

স মানসীং মেরু-সখঃ পিতৃণাং কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্তে স্বরূপযোগ্যে সুরতপ্রসঙ্গে।
মনোরমং যৌবনমুদ্বহন্ত্যা গর্ভোঽভবদ্ ভূধররাজপত্ন্যাঃ ॥ ১৯ ॥

অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকমম্ভোনিধি-বদ্ধ-সখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্র-শত্রাববেদনাজ্ঞং কুলিশ-ক্ষতানাম্ ॥ ২০ ॥

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা দক্ষস্য কন্যা ভব-পূর্ব-পত্নী।
সতী সতী যোগ-বিসৃষ্ট-দেহা তাং জন্মনে শৈল-বধূং প্রপেদে ॥ ২১ ॥

সা ভূধরাণামধিপেন তস্যাং সমাধিমত্যামুদপাদি ভব্যা।
সম্যক্-প্রয়োগাদপরিক্ষতায়াং নীতাবিবোৎসাহ-গুণেন সম্পৎ ॥ ২২ ॥

প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খ-স্বনানন্তর-পুষ্প-বৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥ ২৩ ॥

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ২৫ ॥

তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ২৬ ॥

মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টি-স্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফ-মালা সবিশেষ-সঙ্গা ॥ ২৭ ॥

প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥

মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিম-পুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে ॥ ২৯ ॥

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥ ৩০ ॥

অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥

উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নব-যৌবনেন ॥ ৩২ ॥

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভাভির্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্ ॥ ৩৩ ॥

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্চিত-বিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈরাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৩৪ ॥

বৃত্তানুপূর্বে চ ন চাতিদীর্ঘে জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্মাণ-বিধৌ বিধাতু লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ ॥ ৩৫ ॥

নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বা-দেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ ॥
লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্বোরুপমান-বাহ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

আরোপিতং যদ্ গিরিশেন পশ্চাদনন্য-নারী-কমনীয়মঙ্কম্ ॥ ৩৭ ॥
এতাবতা নম্বনুমেয়-শোভি কাঞ্চীগুণ-স্থানমনিন্দিতায়াঃ।

তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবরোম-রাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চিঃ ॥ ৩৮ ॥

মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্যোন্যমুৎপীড়যদুৎপলাক্ষ্যাঃ স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য মৃণাল-সূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্ ॥ ৪০ ॥

শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্যৌ বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন ॥ ৪১ ॥

কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য মুক্তা-কলাপস্য চ নিস্তলস্য।
অন্যোন্য-শোভা-জননাদ্ বভূব সাধারণো ভূষণ-ভূষ্য-ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৩ ॥

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তাফলং বা স্ফুট-বিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্যাদ্ বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠ-পর্যস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥ ৪৪ ॥

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥ ৪৫ ॥

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্মিতেব কান্তির্ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা।
তাং বীক্ষ্য লীলা-চতুরামনঙ্গঃ স্বচাপ-সৌন্দর্য্য-মদং মুমোচ ॥ ৪৭ ॥

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্বতরাজ-পুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্যঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্বোপমাদ্রব্য-সমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ-সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব ॥ ৪৯ ॥

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য ॥ ৫০ ॥

গুরুঃ প্রগল্ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতমর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্ ॥ ৫১ ॥

অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে ॥ ৫২ ॥

যদৈব পূর্বে জননে শরীরং সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্ত-সঙ্গঃ পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ ॥ ৫৩ ॥

স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা গঙ্গা-প্রবাহোক্ষিত-দেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভি-গন্ধি কিঞ্চিৎ ক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস ॥ ৫৪ ॥

গণা নমেরু-প্রসবাবতংসা ভূর্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃ শিলা-বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু ॥ ৫৫ ॥

তুষারসংঘাতশিলাঃ খুরাগ্রৈঃ সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ গবয়ৈর্বিগ্নৈরসোঢ়-সিংহধ্বনিরুন্ননাদ ॥ ৫৬ ॥

তত্রাগ্নিমাধায় সমিৎ-সমিদ্ধং স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তরমষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার ॥ ৫৭ ॥

অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চিতমর্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রযতাং তনূজাম্ ॥ ৫৮ ॥

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ৫৯ ॥

অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী।
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৬০ ॥

॥ ইতি উমোৎপত্তির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × ×

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।
তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ ॥ ১ ॥

তেষামাবিরভূদ্ ব্রহ্মা পরিম্লান-মুখ-শ্রিয়াম্।
সরসাং সুপ্ত-পদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব ॥ ২ ॥

অথ সর্বস্য ধাতারং তে সর্বে সর্বতোমুখম্।
বাগীশং বাগ্ভিরর্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ॥ ৩ ॥

নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে ॥ ৪ ॥

যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ! ত্বয়া।
অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥ ৫ ॥

তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্।
প্রলয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

স্ত্রী-পুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥

স্বকাল-পরিমাণেন ব্যস্ত-রাত্রিন্দিবস্য তে।
যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥

জগদ্যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

আত্মানমাত্মনা বেৎসি সৃজস্যাত্মানমাত্মনা।
আত্মনা কৃতিনা চ ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু ॥ ১১ ॥

উদ্ঘাতঃ প্রণবো যাসাং ন্যায়ৈস্ত্রিভিরুদীরণম্।
কর্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গস্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥

ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ-প্রবর্তিনীম্‌।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

ত্বং পিতৄণামপি পিতা দেবানামপি দেবতা।
পরতোঽপি পরশ্চাসি বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥

ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ।
বেদ্যশ্চ বেদিতা চাসি ধ্যাতা ধ্যেয়ঞ্চ যৎ পরম্‌ ॥ ১৫ ॥

ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ।
প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাণস্য কবেস্তস্য চতুর্মুখসমীরিতা।
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী ॥ ১৭ ॥

স্বাগতং স্বানধীকারান্‌ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ।
যুগপদ্‌ যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

কিমিদং দ্যুতিমাত্মীয়াং ন বিভ্রতি যথা পুরা।
হিমক্লিষ্টপ্রকাশানি জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ ॥ ১৯ ॥

প্রশমাদর্চিষামেতদনুদ্‌গীর্ণসুরায়ুধম্‌।
বৃত্রস্য হন্তুঃ কুলিশং কুণ্ঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

কিঞ্চায়মরিদুর্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ।
মন্ত্রেণ হতবীর্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥

কুবেরস্য মনঃশল্যং শংসতীব পরাভবম্‌।
অপবিদ্ধগদো বাহুর্ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ ॥ ২২ ॥

যমোঽপি বিলিখন্‌ ভূমিং দণ্ডে নাস্তমিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্বাণালাতলাঘবম্‌ ॥ ২৩ ॥

অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ।
চিত্রন্যস্তা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্‌ ॥ ২৪ ॥

পর্যাকুলত্বান্মরুতাং বেগভঙ্গোঽনুমীয়তে।
অম্ভসামোঘসংরোধঃ প্রতীপগমনাদিব ॥ ২৫ ॥

আবর্জিত-জটা-মৌলি-বিলম্বি-শশি-কোটয়ঃ।
রুদ্রাণামপি মূর্ধানঃ ক্ষত-হুঙ্কার-শংসিনঃ ॥ ২৬ ॥

লব্ধপ্রতিষ্ঠাঃ প্রথমং যূয়ং কিং বলবত্তরৈঃ।
অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃত-ব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ ॥

তদ্ ব্রূত বৎসাঃ! কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্বং সমাগতাঃ।
ময়ি সৃষ্টি হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা ॥ ২৮ ॥

ততো মন্দানিলোদ্ধূত-কমলাকর-শোভিনা।
গুরুং নেত্রসহস্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ ॥ ২৯ ॥

স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সহস্র-নয়নাধিকম্।
বাচস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥

এবং যথাত্থ ভগবন্নামৃষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্।
প্রত্যেকং বিনিযুক্তাত্মা কথং ন জ্ঞাস্যসি প্রভো ॥ ৩১ ॥

ভবল্লব্ধ-বরোদীর্ণস্তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্।
দীর্ঘিকাকমলোন্মেষো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সর্বাভিঃ সর্বদা চন্দ্রস্তং কলাভির্নিষেবতে।
নাদত্তে কেবলাং লেখাং হরচূড়ামণী-কৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাবৃত্ত-গতিরুদ্যানে কুসুম-স্তেয়-সাধ্বসাৎ।
ন বাতি বায়ুস্তৎ-পার্শ্বে তালবৃন্তানিলাধিকম্ ॥ ৩৫ ॥

পর্য্যায়-সেবামুৎসৃজ্য পুষ্পসম্ভার-তৎপরাঃ।
উদ্যানপাল সামান্যমৃতবস্তমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

তস্যোপায়ন-যোগ্যানি রত্নানি সরিতাং পতিঃ।
কথমপ্যম্ভসামন্তরা নিষ্পত্তেঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

জ্বলন্মণিশিখাশ্চৈনং বাসুকি-প্রমুখা নিশি।
স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮ ॥

তৎ-কৃতানুগ্রহাপেক্ষী তং মুহুর্দূত-হারিতৈঃ।
অনুকূলয়তীন্দ্রোঽপি কল্পদ্রুম-বিভূষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থমারাধ্যমানোঽপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্।
শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ ॥ ৪০ ॥

তেনামর-বধূ-হস্তৈঃ সদয়ালূনপল্লবাঃ।
অভিজ্ঞাশ্ছেদ-পাতনাং ক্রিয়ন্তে নন্দনদ্রুমাঃ ॥ ৪১ ॥

বীজ্যতে স হি সংসুপ্তঃ শ্বাস-সাধারণানিলৈঃ।
চামরৈঃ সুরবন্দীনাং বাষ্প-শীকর-বর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥

উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ক্ষুণ্নানি হরিতাং খুরৈঃ।
আক্রীড়পর্বতাস্তেন কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু ॥ ৪৩ ॥

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃশেষং দিগ্‌বারণ-মদাবিলম্।
হেমাম্ভোরুহ-শস্যানাং তদ্বাপ্যোধামসাম্প্রতম্ ॥ ৪৪ ॥

ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নানুভূয়তে।
খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাত ভয়াৎ পথি ॥ ৪৫ ॥

যজ্বভিঃ সম্ভৃতং হব্যং বিততেষ্বধ্বরেষু সঃ।
জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ ॥ ৪৬ ॥

উচ্চৈরুচ্চৈঃ-শ্রবাস্তেন হয়রত্নমহারি চ।
দেহবদ্ধমিবেন্দ্রস্য চিরকালার্জিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্মিন্নুপায়াঃ সর্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহত-ক্রিয়াঃ।
বীর্যবন্ত্যোষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥

জয়াশা যত্র চাস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতার্চিষা।
হরিচক্রেণ তেনাস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবার্পিতম্ ॥ ৪৯ ॥

তদীয়াস্তোয়দেষদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু।
অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জিতৈরাবতা গজাঃ ॥ ৫০ ॥

তদিচ্ছামো বিভো। সৃষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্মবন্ধচ্ছিদং ধর্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥

গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ।
প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥

বচস্যবসিতে তস্মিন্ সসর্জ গিরমাত্মভূঃ।
গর্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥

সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥ ৫৪ ॥

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥

বৃতং তেনেদমেব প্রাঙ্ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্।
বরেণ শমিতং লোকানলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৫৬ ॥

সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যন্তং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীল-লোহিত-রেতসঃ ॥ ৫৭ ॥

স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ-পারে ব্যবস্থিতম্ ।
পরিচ্ছিন্ন-প্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫৮ ॥

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযম-স্তিমিতং মনঃ ।
সম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লোহবৎ ॥ ৫৯ ॥

উভে এব ক্ষমে বোঢ়মুভয়োর্বীজমাহিতম্ ।
সা বা শম্ভোস্তদীয়া বা মূর্ত্তির্জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈনাপত্যমুপেত্য বঃ ।
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য-বিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে ।
মনস্যাহিত কর্ত্তব্যাস্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥

তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্পমগমৎ পাকশাসনঃ ।
মনসা কার্য্য-সংসিদ্ধি-ত্বরাদ্বিগুণ-রংহসা ॥ ৬৩ ॥

অথ স ললিত-যোষিদ্ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং
রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে ।
সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

॥ ইতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × তৃতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

তস্মিন্ মঘোনস্ত্রিদশান্ বিহায় সহস্রমক্ষ্ণাং যুগপৎ পপাত ।
প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু ॥ ১ ॥

স বাসবেনাসন-সন্নিকৃষ্টমিতো নিষীদেতি বিসৃষ্টভূমিঃ ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্ ॥ ২ ॥

আজ্ঞাপয় জ্ঞাতবিশেষ ! পুংসাং লোকেষু যত্তে করণীয়মস্তি ।
অনুগ্রহং সংস্মরণ-প্রবৃত্তমিচ্ছামি সংবর্দ্ধিতমাজ্ঞয়া তে ॥ ৩ ॥

কেনাভ্যসূয়া পদকাঙ্ক্ষিণাতে নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা তপোভিঃ ।
যাবদ্ভবত্যাহিত-সায়কস্য মৎকার্মুকস্যাস্য নিদেশবর্ত্তী ॥ ৪ ॥

অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং পুনর্ভবক্লেশভয়াৎ প্রপন্নঃ ।
বধ্যশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীণামারেচিতভ্রূ চতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫ ॥

অধ্যাপিতস্যোশনসাপি নীতিং প্রযুক্ত-রাগপ্রণিধির্দ্বিষস্তে।
কস্যার্থধর্মৌ বদ পীড়য়ামি সিন্ধোস্তটাবোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৬ ॥

কামেকপত্নী-ব্রত-দুঃখশীলাং লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্ত লজ্জাং কণ্ঠে স্বয়ং-গ্রাহনিষক্ত-বাহুম্ ॥ ৭ ॥

কয়াসি কামিন্! সুরতাপরাধাৎ পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
তস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং প্রবাল-শয্যাশরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥

প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর! বজ্রং শরৈর্মদীয়ৈঃ কতমঃ সুরারিঃ।
বিভেতু মোঘীকৃতবাহুবীর্য্যঃ স্ত্রীভ্যোঽপি কোপস্ফুরিতাধরাভ্যঃ ॥ ৯ ॥

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ॥ ১০ ॥

অথোরুদেশাদবতার্য্য পাদমাক্রান্তি-সংভাবিত-পাদপীঠম্।
সংকল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তিমাখণ্ডলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বং সখে! ত্বয্যুপপন্নমেতদুভে মমাস্ত্রে কুলিশং তবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্য-মহৎসু কুণ্ঠং ত্বং সর্বতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ১২ ॥

অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং কার্য্যে গুরুণ্যাত্মসমং নিযোক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ ॥ ১৩ ॥

আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্নকল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশভুজামিদানীমুচ্চৈর্দ্বিষামীপ্সিতমেতদেব ॥ ১৪ ॥

অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য জয়ায় সেনান্যমুশন্তি দেবাঃ।
স চ ত্বদেকেষু নিপাত-সাধ্যো ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা ॥ ১৫ ॥

তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রযতাং তনূজাং যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্যনিষেকভূমিঃ সৈব ক্ষমেত্যাত্মভুবোপদিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

গুরোর্নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্র-কন্যা স্থাণুং তপস্যন্তমধিত্যকায়াম্।
অন্বাস্ত ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ শ্রুতং ময়া মৎপ্রণিধিঃ স বর্গঃ ॥ ১৭ ॥

তদগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যমর্থোঽয়মর্থান্তরভব্যভাব্য এব।
অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্!
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশ স হি পুংসামনন্যসাধারণমেব কর্ম ॥ ১৯ ॥

সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে কার্য্যং ত্রয়াণামপি বিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম, ন চাতিহিংস্রমহো বতাসি স্পৃহনীয়বীর্য্যঃ ॥ ২০ ॥

মধুশ্চ তে মন্মথ ! সাহচর্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব ।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশস্য ? ॥ ২১ ॥

তথেতি শেষামিব ভর্তুরাজ্ঞামাদায় মূর্ধ্না মদনঃ প্রতস্থে ।
ঐরাবতাস্ফালন-কর্কশেন হস্তেন স্পৃষ্ট তদঙ্গমিন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ ।
অঙ্গব্যয়-প্রার্থিত-কার্যসিদ্ধিঃ স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ বনে সংযমিনাং তপঃ-সমাধেঃ প্রতিকূলবর্তী ।
সংকল্পযোনেরভিমানভূতমাত্মানমাধায় মধুর্জজৃম্ভে ॥ ২৪ ॥

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য ।
দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ ॥ ২৫ ॥

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি ।
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাসিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬ ॥

সদ্যঃ প্রবালোদ্‌গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে ।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য ॥ ২৭ ॥

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ ।
প্রায়েন সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥ ২৮ ॥

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি !
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥ ২৯ ॥

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য ।
রাগেণ বালারুণকোমলেন চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥ ৩০ ॥

মৃগঃ পিয়ালদ্রুমমঞ্জরীণাং রজঃকণৈর্বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ ।
মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরুর্বনস্থলীমর্মরপত্রমোক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ পুংস্কোকিলো যন্মধুরং চুকুজ ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষং তদেব জাতং বচনং স্মরস্য ॥ ৩২ ॥

হিমব্যপায়াদ্বিশদাধরাণামাপাণ্ডুরীভূত মুখচ্ছবীনাম্ ।
স্বেদোদ্গমঃ কিম্পুরুষাঙ্গনানাং চক্রে পদং পত্রবিশেষকেষু ॥ ৩৩ ॥

তপস্বিনঃ স্থাণুবনৌকসস্তামাকালিকং বীক্ষ্য মধুপ্রবৃত্তিম্ ।
প্রযত্ন-সংস্তম্ভিত-বিক্রিয়াণাং কথঞ্চিদীশা মনসাং বভুবুঃ ॥ ৩৪ ॥

তং দেশমারোপিত-পুষ্প চাপে রতি-দ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে ।
কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি তাবৎ ক্রিয়য়া বিবব্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩৬ ॥

দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩৭ ॥

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত-পত্র-লেখম্ ।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে ॥ ৩৮ ॥

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্ হরঃ প্রসংখ্যান-পরো-বভুব ।
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধিভেদপ্রভবো ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

লতাগৃহদ্বার-গতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি-সংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১ ॥

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃত-দ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্ ।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃ শুক্রমিব প্রয়াণে ।
প্রান্তেষু সংসক্তনমেরু-শাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩ ॥

স দেবদারু-দ্রুম-বেদিকায়াং শার্দূলচর্মব্যবধান-বত্যাম্ ।
আসীনমাসন্ন-শরীরপাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪ ॥

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্ ।
উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ প্রফুল্ল-রাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫ ॥

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটাকলাপঃ কর্ণাবসক্ত-দ্বিগুণাক্ষ-সূত্রম্ ।
কণ্ঠ-প্রভাসঙ্গ-বিশেষ-নীলাং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূ-বিক্রিয়ায়াং বিরত-প্রসঙ্গৈঃ ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিত-পক্ষ্ম-মালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধো-ময়ূখৈঃ ॥ ৪৭ ॥

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮ ॥

কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃ প্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ ।
মৃণাল-সূত্রাধিক-সৌকুমার্য্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯ ॥

মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্ ।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্ ॥ ৫০ ॥

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্ ।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্ন-হস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১ ॥

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন ।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥ ৫২ ॥

অশোক-নির্ভর্ৎসিত-পদ্মরাগমাকৃষ্ট-হেমদ্যুতি-কর্ণিকারম্ ।
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধুবারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪ ॥

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃ পুনঃ কেশর-দাম-কাঞ্চীম্ ।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য ॥ ৫৫ ॥

সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্ ।
প্রতিক্ষণং সংভ্রম-লোল-দৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

তাং বীক্ষ্য সর্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানম্ ।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংসে ॥ ৫৭ ॥

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্ ।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম ॥ ৫৮ ॥

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ পর্য্যঙ্ক-বন্ধং নিবিড়ং বিভেদ ॥ ৫৯ ॥

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্ ।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপ-মাত্রানুমত-প্রবেশাম্ ॥ ৬০ ॥

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য ।
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বক-পাদ-মূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লব-ভঙ্গ-ভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥

উমাপি নীলালক-মধ্য-শোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্ ।
চকার কর্ণচ্যুত-পল্লবেন মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥

অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন ।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩ ॥

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ ।
উমা-সমক্ষং হর-বদ্ধ-লক্ষ্যং শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪ ॥

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্ম্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫ ॥

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্ত-ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭ ॥

বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

অথেন্দ্রিয়-ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥

স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারু-চাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্ম-যোনিম্ ॥ ৭০ ॥

তপঃ-পরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য-মুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১ ॥

ক্রোধং প্রভো ! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২ ॥

তীব্রাভিষঙ্গপ্রভবেণ বৃত্তিং মোহেন সংস্তম্ভয়তেন্দ্রিয়াণাম্।
অজ্ঞাত-ভর্ত্তৃ-ব্যসনা মুহূর্ত্তং কৃতোপকারেব রতির্বভূব ॥ ৭৩ ॥

তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রী-সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ ৭৪ ॥

শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৭৫ ॥

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা দুহিতরমনুকম্প্যামাদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ ॥ ৭৬ ॥

॥ ইতি মদনদহনোনাম তৃতীয়ঃ সর্গ ॥

× × × × × × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ মোহপরায়ণা সতী বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥ ১ ॥

অবধানপরে চকার সা প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে।
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ প্রিয়মত্যন্ত-বিলুপ্তদর্শনম্ ॥ ২ ॥

অয়ি জীবিতনাথ ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ ।
দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ হরকোপানল-ভস্ম কেবলম্ ॥ ৩ ॥

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী ।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা সমদুঃখামিব কুর্বতী স্থলীম্ ॥ ৪ ॥

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া ।
তদিদং গতমীদৃশং দশাং ন বিদীর্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ? ॥ ৬ ॥

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্ ।
কিমকারণমেব দর্শনং বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে ? ॥ ৭ ॥

স্মরসি স্মর ! মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্ ।
চ্যুতকেশর-দূষিতেক্ষণান্যবতংস সোৎপলতাড়নানি বা ? ॥ ৮ ॥

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্ ।
উপচারপদং ন চেদিদং ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ ॥ ৯ ॥

পরলোক-নবপ্রবাসিনঃ প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব ।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতস্তদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্ ॥ ১০ ॥

রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দ-বিক্লবাঃ ।
বসতিং প্রিয় ! কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ ? ॥ ১১ ॥

নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে ।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা ॥ ১২ ॥

অবগম্য কথাকৃতং বপুঃ প্রিয়বন্ধোস্তব নিষ্ফলোদয়ঃ ।
বহুলেঽপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ ! মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥

হরিতারুণ-চারুবন্ধনঃ কল-পুংস্কোকিল-শব্দ-সূচিতঃ ।
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং নব-চূত-প্রসবো গমিষ্যতি ? ॥ ১৪ ॥

অলিপঙ্ক্তিরনেকশস্ত্বয়া গুণকৃত্যে ধনুষো নিযোজিতা ।
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং গুরুশোকামনুরোদিতীব মাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রতিপদ্য মনোহরং বপুঃ পুনরপ্যাদিশ তাবদুত্থিতঃ ।
রতি-দূতি-পদেষু কোকিলাং মধুরালাপ নিসর্গপণ্ডিতাম্ ॥ ১৬ ॥

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতান্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ স্মর ! সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ ১৭ ॥

রচিতং রতিপণ্ডিত! ত্বয়া স্বয়মঙ্গেষু মমেদমার্ত্তবম্।
ধ্রিয়তে কুসুমপ্রসাধনং তব তচ্চারু বপুর্ন দৃশ্যতে ॥ ১৮ ॥

বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি মে ॥ ১৯ ॥

অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ প্রিয়! যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ২০ ॥

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি ॥ ২১ ॥

ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনং পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া।
সমমেব গতোঽস্যতর্কিতাং গতিমঙ্গেন চ জীবিতেন চ ॥ ২২ ॥

ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে শরমুৎসঙ্গনিষণ্ণধন্বনঃ।
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং নয়নোপান্তবিলোকিতং চ যৎ ॥ ২৩ ॥

ক্ব নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা কুসুমাযোজিত-কার্ম্মুকো মধুঃ।
ন খলুগ্ররুষা পিনাকিনা গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিম্ ॥ ২৪ ॥

অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈর্হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ।
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাং মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ ॥ ২৫ ॥

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং স্তনসংবাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ ২৬ ॥

ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত! কিং স্থিতম্।
তদিদং কণশো বিকীর্য্যতে পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্বুরম্ ॥ ২- ॥

অয়ি সংপ্রতি দেহি দর্শনং স্মর! পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥ ২৮ ॥

অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা জগদাজ্ঞাং স-সুরাসুরং তব।
বিস-তন্তুগুণস্য কারিতং ধনুষঃ পেলব-পুষ্প-পত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥ ৩০ ॥

বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসং ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥ ৩১ ॥

তদিদং ক্রিয়তামনন্তরং ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্।
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জ্জনান্নমু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্ ॥ ৩২ ॥

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ৩৩ ॥

অমুনৈব কষায়িতস্তনী সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।
নবপল্লব-সংস্তরে যথা রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥ ৩৪ ॥

কুসুমাস্তরণে সহায়তাং বহুশঃ সৌম্য ! গতস্ত্বমাবয়োঃ।
কুরু সংপ্রতি তাবদাশু মে প্রণিপাতাঞ্জলি-যাচিতশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং ত্বরয়েদ্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ।
বিদিতঃ খলু তে যথা স্মরঃ ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬ ॥

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ।
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া সহিতঃ পস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥

পরলোকবিধৌ চ মাধব ! স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ।
নিবপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ প্রিয়-চূত প্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদ-শোষ-বিক্লবাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

কুসুমায়ুধপত্নি ! দুর্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন স কর্মণা গতঃ শলভত্বং হরলোচনার্চিষি ॥ ৪০ ॥

অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভুৎ ॥ ৪১ ॥

পরিণেষ্যতি পার্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
উপলব্ধসুখস্তদা স্মরং বপুষা স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥

ইতি চাহ স ধর্মযাচিতঃ স্মরশাপাবধিদাং সরস্বতীম্।
অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

তদিদং পরিরক্ষ শোভনে ! ভবিতব্য-প্রিয়-সঙ্গমং বপুঃ।
রবি-পীত-জলা-তপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী ॥ ৪৪ ॥

ইত্থং রতেঃ কিমপি ভূতমদৃশ্যরূপং মন্দীচকার মরণব্যবসায়বুদ্ধিম্।
তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধ-বন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা কিরণ-পরিক্ষয়-ধূসরা প্রদোষম্ ॥ ৪৬ ॥

॥ ইতি রতিবিলাপো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × পঞ্চমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী ।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১ ॥

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥

নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং সুতাং গিরিশ-প্রতিসক্ত-মানসাম্ ।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষস্য নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥ ৩ ॥

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ-পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪ ॥

ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাং শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥ ৫ ॥

কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী ।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ ফলোদয়ান্তায় তপঃ সমাধয়ে ॥ ৬ ॥

অথানুরূপাভিনিবেশ তোষিণা কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা ।
প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ ॥ ৭ ॥

বিমুচ্য সা হারহার্যনিশ্চয়া বিলোলযষ্টি প্রবিলুপ্তচন্দনম্ ।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি ॥ ৮ ॥

যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈর্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্ ।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥

প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্ ।
অকারি তৎ-পূর্বনিবন্ধয়া তয়া সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্ ॥ ১০ ॥

কিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্ত্তিতঃ স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ ।
কুশাঙ্কুরাদান-পরিতাঙ্গুলিঃ কৃতোঽক্ষ-সূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ॥ ১১ ॥

মহার্হ-শয্যা-পরিবর্ত্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে ।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে ॥ ১২ ॥

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্ ।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥ ১৩ ॥

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘট-স্তন-প্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অরণ্য-বীজাঞ্জলি-দান-লালিতাস্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূহলাৎ পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে ॥ ১৫ ॥

কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্ ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১৬ ॥

বিরোধি-সত্ত্বোজ্‌ঝিত-পূর্বমৎসরং দ্রুমৈরভীষ্ট-প্রসবার্চিতাতিথি।
নবোটজাভ্যন্তর-সংভৃতানলং তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্ ॥ ১৭ ॥

যদা ফলং পূর্বতপঃ-সমাধিনা ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাঙ্ক্ষিতম্।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীরং-মার্দ্দবং তপোমহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে ॥ ১৮ ॥

ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যতে।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ স-সারমেব চ ॥ ১৯ ॥

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচি-স্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্র-প্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্য-দৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ ২০ ॥

তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভির্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্ ॥ ২১ ॥

অযাচিতোপস্থিতমম্বু কেবলং রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ।
বভূব তস্যাঃ কিল পারণাবিধি র্ন বৃক্ষবৃত্তিব্যতিরিক্তসাধনঃ। ২২ ॥

নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈর্ভুবা সহোষ্মাণমমুঞ্চদূর্ধ্বগম্ ॥ ২৩ ॥

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ পয়োধরোৎসেধনিপাত-চূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥ ২৪ ॥

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিসু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃ-সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ ২৫ ॥

নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ সহস্য-রাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥ ২৬ ॥

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসংপদাং সরোজ-সন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮ ॥

মৃণালিকা পেলবমেবমাদিভির্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জিতং তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা ॥ ২৯ ॥

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনমং শরীর-বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥ ৩০ ॥

তমাতিথেয়ী বহুমান-পূর্বয়া সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্বতী।
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং বপুর্বিশেষেষ্বতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥

বিধিপ্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ॥ ৩৩ ॥

অপি ত্বদাবর্জিত-বারি সম্ভৃতং প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্।
চিরোজ্ঝিতালক্তক-পাটলেন তে তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা ॥ ৩৪ ॥

অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ করস্থ-দর্ভ-প্রণয়াপহারিষু।
য উৎপলাক্ষি! প্রচলৈর্বিলোচনৈস্তবাক্ষি-সাদৃশ্যমিব প্রযুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥

যদুচ্যতে পার্বতী! পাপবৃত্তয়ে ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদার-দর্শনে! তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ ॥

বিকীর্ণ-সপ্তর্ষি-বলিপ্রহাসিভিস্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর্দিবশ্চ্যুতৈঃ।
যথা ত্বদীয়ৈশ্চরিতৈরনাবিলৈর্মহীধরঃ পাবিত এষ সান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনেন ধর্মঃ সবিশেষমদ্য মে ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি।
ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থকাময়া যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে ॥ ৩৮ ॥

প্রযুক্ত-সৎকার-বিশেষমাত্মনা ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হতি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি? সঙ্গতং মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অতোঽত্র কিঞ্চিদ্ভবতীং বহুক্ষমাং দ্বিজাতিভাবাদুপপন্ন-চাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনাস্তপোধনে! ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হতি ॥ ৪০ ॥

কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধসস্ত্রিলোকসৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্যসুখং নবং বয়স্তপঃ ফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১ ॥

ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।
বিচার-মার্গ-প্রহিতেন চেতসা ন দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি! ত্বয়ি ॥ ৪২ ॥

অলভ্য-শোকাভিভবেয়মাকৃতির্বিমাননা সুভ্রু! কুতঃ পিতুর্গৃহে।
পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং প্রসারয়েৎ পন্নগ-রত্ন-সূচয়ে ॥ ৪৩ ॥

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতং ত্বয়া বার্ধকশোভি বল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুট-চন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৪৫ ॥

নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মনা মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে ভবিষ্যতি প্রার্থিত দুর্লভঃ কথম্ ॥ ৪৬ ॥

অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ ॥ ৪৭ ॥

মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্র কর্শিতাং দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে ॥ ৪৮ ॥

অবৈমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং তব প্রিয়ং যশ্চতুরাবলোকিনঃ।
করোতি লক্ষ্যং চিরমস্য চক্ষুষো ন বক্ত্রমাত্মীয়মরালপক্ষ্মণঃ ॥ ৪৯ ॥

কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরী! বিদ্যতে মমাপি পূর্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ।
তদর্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিজন্মনা মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্।
অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্তিনীং বিবর্তিতানঞ্জন-নেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং নিবোধ সাধো! তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং কৃতং তপঃ সাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥

ইয়ং মহেন্দ্র-প্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপহার্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ পিনাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

অসহ্য-হুংকার-নিবর্তিতঃ পুরা পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়ত-পাতমক্ষিণোদ্বিশীর্ণমূর্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥

তদা প্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে ললাটিকা-চন্দন-ধূসবালকা।
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং তুষারসংঘাতশিলাতলেষ্বপি ॥ ৫৫ ॥

উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ স-বাষ্প-কণ্ঠ-স্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নর-রাজ-কন্যকা বনান্ত-সঙ্গীত-সখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীল-কণ্ঠ! ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥ ৫৭ ॥

যদা বুধৈঃ সর্বগতস্ত্বমুচ্যসে ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্ ॥
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া রহস্যুপালভ্যতে চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদা চ তস্যাধিগমে জগৎপতেরপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিন্বতী।
তদা সহাস্মাভিরনুজ্ঞয়া গুরোরিয়ং প্রপন্না তপসে তপোবনম্ ॥ ৫৯ ॥

দ্রুমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং ফলং তপঃ-সাক্ষিষু দৃষ্টমেষ্বপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে মনোরথোঽস্যাঃ শশি-মৌলিসংশ্রয়ঃ ॥ ৬০ ॥

ন বেদ্মি স প্রার্থিতদুর্লভঃ কদা সখীভিরস্রোত্তরমীক্ষিতামিমাম্।
তপঃকৃশামভ্যুপপৎস্যতে সখীং বৃষেব সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্ ॥ ৬১ ॥

অগূঢ়সদ্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া নিবেদিতো নৈষ্ঠিক-সুন্দরস্তয়া।
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যঞ্জিত-হর্ষলক্ষণঃ ॥ ৬২ ॥

অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত ॥ ৬৩ ॥

যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর! ত্বয়া জনোঽয়মুচ্চৈ-পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে ॥ ৬৪ ॥

অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরস্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে?।
অমঙ্গলাভ্যাসরতিং বিচিন্ত্য তং তদানুবৃত্তিং ন চ কর্তুমুৎসহে ॥ ৬৫ ॥

অবস্তু-নির্বন্ধপরে! কথং নু তে করোঽয়মামুক্ত-বিবাহ-কৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্ ॥ ৬৬ ॥

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ ॥ ৬৭ ॥

চতুষ্কপুষ্পপ্রকরাবকীর্ণয়োঃ পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেত-ভূমিষু ॥ ৬৮ ॥

অযুক্তরূপং কিমতঃপরং বদ ত্রিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তনদ্বয়েঽস্মিন্ হরি-চন্দনাস্পদে পদং চিতাভস্ম-রজঃ করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

ইয়ং চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা যদূঢ়য়া বারণরাজ-হার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগম-প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৭১ ॥

বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্ বালমৃগাক্ষি! মৃগ্যতে তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে? ॥ ৭২ ॥

নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥ ৭৩ ॥

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনী প্রবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া বিলোচনে তির্যগুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪ ॥

উবাচ চৈনং পরার্থতো হরং ন বেৎসি নূনং যত এবমাথ মাম্ ।
অলোকসামান্যাচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ ৭৫ ॥

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা ।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥ ৭৭ ॥

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা ।
কপালি বা স্যাদথ বেন্দুশেখরং ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে বপুঃ ॥ ৭৮ ॥

তদঙ্গসংসর্গ সমাপ্য কল্পতে ধ্রুবং চিতা-ভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে ।
তথাপি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥ ৭৯ ॥

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা ।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্র-মন্দার-রজোহরুণাঙ্গুলী ॥ ৮০ ॥

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্ ।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং কথং স লক্ষ্যপ্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥

নিবার্যতামালি ! কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥ ৮৩ ॥

ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী চচাল বালা স্তন-ভিন্ন-বল্কলা ।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললম্বে বৃষরাজ-কেতনঃ ॥ ৮৪ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী ।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি ! তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥ ৮৬ ॥

॥ ইতি তপঃফলোদয়ো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × ষষ্ঠঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্ ।
দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি ॥ ১ ॥

তয়া ব্যবহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে।
চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী ॥ ২ ॥

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিসৃজ্য কথমপ্যুমাম্।
ঋষীন্ জ্যোতির্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ ॥ ৩ ॥

তে প্রভামণ্ডলৈর্ব্যোম দ্যোতয়ন্তস্তপোধনাঃ।
সারুন্ধতীকাঃ সপদি প্রাদুরাসন্ পুরঃ প্রভোঃ ॥ ৪ ॥

আপ্লুতাস্তীর-মন্দার-কুসুমোৎকর বীচিষু।
ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগ-মদ-গন্ধিষু ॥ ৫ ॥

মুক্তাযজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবল্কলাঃ।
রত্নাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥

অধঃ প্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবর্জিতকেতুনা।
সহস্ররশ্মিনা সাক্ষাৎ সপ্রণামমুদীক্ষিতাঃ ॥ ৭ ।

আসক্ত-বাহুলতয়া সার্দ্ধমুদ্ধৃতয়া ভুবা।
মহাবরাহদংষ্ট্রায়াং বিশ্রান্তাঃ প্রলয়াপদি ॥ ৮ ॥

সর্গশেষ-প্রণয়নাদ্বিশ্বযোনেরনন্তরম্।
পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥

প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকমুপেয়ুষাম্।
তপসামুপভুঞ্জানাঃ ফলান্যপি তপস্বিনঃ ॥ ১০ ॥

তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা।
সাক্ষাদিব তপঃ-সিদ্ধির্বভাসে বহ্বরুন্ধতী ॥ ১১ ॥

তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ।
স্ত্রী পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্ ॥ ১২ ॥

তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্ দারার্থমাদরঃ।
ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্ ॥ ১৩ ॥

ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।
পূর্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥ ১৪ ॥

অথ তে মুনয়ঃ সর্বে মানয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
ইদমূচুরনূচানাঃ প্রীতি-কন্টকিত-ত্বচঃ ॥ ১৫ ॥

যদ্ ব্রহ্মনি সম্যগাম্নাতং যদগ্নৌ বিধিনা হুতম্।
যচ্চ তপ্তং তপস্তস্য বিপক্বং ফলমদ্য নঃ ॥ ১৬ ॥

যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতস্ত্বয়া ।
মনোরথস্যাবিষয়ং মনোবিষয়মাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

যস্য চেতসি বর্ত্তেথাঃ স তাবৎ কৃতিনাং বরঃ ।
কিং পুনর্ব্রহ্মযোনের্যস্তব চেতসি বর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

সত্যমর্কাচ্চ সোমাচ্চ পরমধ্যাস্মহে পদম্ ।
অদ্য তূচ্চৈস্তরং তাভ্যাং স্মরণানুগ্রহাত্তব ॥ ১৯ ॥

ত্বৎসম্ভাবিতমাত্মানং বহু মন্যামহে বয়ম্ ।
প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ ॥ ২০ ॥

যা নঃ প্রীতির্বিরূপাক্ষ ! ত্বদনুধ্যানসম্ভবা ।
সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২১ ॥

সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা ।
প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে ॥ ২২ ॥

কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ ।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ কতম এষ তে ॥ ২৩ ॥

অথবা সুমহত্যেষা প্রার্থনা দেব ! তিষ্ঠতু ।
চিন্তিতোপস্থিতাংস্তাবচ্ছাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৪ ॥

অথ মৌলিগতস্যেন্দোর্বিশদৈর্দশনাংশুভিঃ ।
উপচিন্বন্ প্রভাং তন্বী প্রত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ ।
ননু মূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোঽস্মি সূচিতঃ ॥ ২৬ ॥

সোঽহং তৃষ্ণাতুরৈর্বৃষ্টির্বিদ্যুত্বানিব চাতকৈঃ ।
অরি-বিপ্রকৃতৈর্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ ॥ ২৭ ॥

অত আহর্ত্তুমিচ্ছামি পার্বতীমাত্মজন্মনে ।
উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্ ॥ ২৮ ॥

তামস্মদর্থে যুষ্মাভির্যাচিতব্যো হিমালয়ঃ ।
বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ ॥ ২৯ ॥

উন্নতেন স্থিতিমতা ধুরমুদ্বহতা ভুবঃ ।
তেন যোজিতসম্বন্ধং বিত্ত মামপ্যবঞ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥

এবং বাচ্যঃ স কন্যার্থমিতি বো মোপদিশ্যতে ।
ভবৎ প্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধবঃ ॥ ৩১ ॥

আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি ।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা ॥ ৩২ ॥

তৎ প্রয়াতৌষধিপ্রস্থং সিদ্ধয়ে হিমবৎপুরম্‌ ।
মহাকোশী-প্রপাতেঽস্মিন্‌ সঙ্গমঃ পুনরেব নঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্‌ সংযমিনামাদ্যে জাতে পরিণয়োন্মুখে ।
জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং প্রাজাপত্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ পরমমিত্যুক্ত্বা প্রতস্থে মুনিমণ্ডলম্‌ ।
ভগবানপি সংপ্রাপ্তঃ প্রথমোদ্দিষ্টমাস্পদম্‌ ॥ ৩৫ ॥

তে চাকাশমসিশ্যামমুৎপত্য পরমর্ষয়ঃ ।
আসেদুরোষধিপ্রস্থং মনসা সমরংহসঃ ॥ ৩৬ ॥

অলকামতিবাহ্যেব বসতিং বসুসম্পদাম্‌ ।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্‌ ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাস্রোতঃ-পরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি ।
বৃহন্মণি-শিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্‌ ॥ ৩৮ ॥

জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥

শিখরাসক্তমেঘানাং ব্যজ্যন্তে যত্র বেশ্মনাম্‌ ।
অনুগর্জিতসন্দিগ্ধাঃ করণৈর্ম্মুরজস্বনাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র কল্পদ্রুমৈরেব বিলোল-বিটপাংশুকৈঃ ।
গৃহযন্ত্র-পতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্ম্মিতা ॥ ৪১ ॥

যত্র স্ফটিকহর্ম্মেষু নক্তমাপান-ভূমিষু ।
জ্যোতিষাং প্রতিবিম্বানি প্রাপ্নুবন্ত্যুপহারতাম্‌ ॥ ৪২ ॥

যত্রৌষধি প্রকাশেন নক্তং দর্শিত সঞ্চরাঃ ।
অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দিনেষ্বভিসারিকাঃ ॥ ৪৩ ॥

যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নান্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ ।
রতিখেদ-সমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞা-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈর্ল্ললিতাঙ্গুলি-তর্জ্জনৈঃ ।
যত্র কোপৈঃ কৃতাঃ স্ত্রীণামপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

সন্তানকতরুচ্ছায়া সুপ্ত বিদ্যাধরাধ্বগম্‌ ।
যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদগন্ধমাদনম্‌ ॥ ৪৬ ॥

অথ তে মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্ ।
স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে ॥ ৪৭ ॥

তে সদ্মনি গিরের্বেগাদুন্মুখ-দ্বাঃস্থ-বীক্ষিতাঃ ।
অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ ॥

গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা ।
তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥ ৪৯ ॥

তানর্ঘ্যানর্ঘ্যমাদায় দূরাৎ প্রত্যুদযযৌ গিরিঃ ।
নময়ন্ সার-গুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্ ॥ ৫০ ॥

ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ ।
প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি ॥ ৫১ ॥

বিধি-প্রযুক্ত-সৎকারৈঃ স্বয়ং মার্গস্য দর্শকঃ ।
স তৈরাক্রময়ামাস শুদ্ধান্তং শুদ্ধকর্মভিঃ ॥ ৫২ ॥

তত্র বেত্রাসনাসীনান্ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ ।
ইত্যুবাচেশ্বরান্ বাচং প্রাঞ্জলির্ভূধরেশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥

অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্ ।
অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে ॥ ৫৪ ॥

মূঢ়ং বুদ্ধমিবাত্মানং হৈমীভূতমিবায়সম্ ।
ভূমের্দিবমিবারূঢ়ং মন্যে ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৫৫ ॥

অদ্য প্রভৃতি ভূতানামধিগম্যোঽস্মি শুদ্ধয়ে ।
যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥

অবৈমি পূতমাত্মানং দ্বয়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ ।
মূর্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপাদাম্ভসা চ বঃ ॥ ৫৭ ॥

জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্ ।
বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ ॥ ৫৮ ॥

ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে ।
অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে ॥ ৫৯ ॥

ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ ।
অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ ॥ ৬০ ॥

কর্তব্যং বো ন পশ্যামি স্যাচ্চেৎ কিং নোপপদ্যতে ।
মন্যে মৎপাবনায়ৈব প্রস্থানং ভবতামিহ ॥ ৬১ ॥

তথাপি তাবৎ কস্মিংশ্চিদাজ্ঞাং মে দাতুমর্হথ।
বিনিয়োগপ্রসাদা হি কিঙ্করাঃ প্রভবিষ্ণুষু ॥ ৬২ ॥

এতে বয়মমী দারাঃ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্ ।
ব্রূত যেনাত্র বঃ কার্য্যমনাস্থা বাহ্যবস্তুষু ॥ ৬৩ ॥

ইত্যূচিবাংস্তমেবার্থং গুহামুখ-বিসর্পিণা।
দ্বিরিব প্রতিশব্দেন ব্যাজহার হিমালয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

অথাঙ্গিরসমগ্রণ্যমুদাহরণবস্তুষু।
ঋষয়ো নোদয়ামাসুঃ প্রত্যুবাচ স ভূধরম্ ॥ ৬৫ ॥

উপপন্নমিদং সর্বমতঃ পরমপি ত্বয়ি।
মনসঃ শিখরাণাং চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ ॥ ৬৬ ॥

স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমাহুস্তথাহি তে।
চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥

গামধাস্যৎ কথং নাগো মৃণালমৃদুভিঃ ফণৈঃ।
আ রসাতলমূলাত্ত্বমবালম্বিষ্যথা ন চেৎ ॥ ৬৮ ॥

অচ্ছিন্নামলসন্তানাঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যনিবারিতাঃ।
পুনন্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্ত্তয়ঃ সরিতশ্চ তে ॥ ৬৯ ॥

যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ।
প্রভবেণ দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া ॥ ৭০ ॥

তির্য্যগূর্ধ্বমধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা হরেঃ।
ত্রিবিক্রমোদ্যতস্যাসীৎ স তু স্বাভাবিকস্তব ॥ ৭১ ॥

যজ্ঞভাগভুজাং মধ্যে পদমাতস্থুষা ত্বয়া।
উচ্চৈর্হিরণ্ময়ং শৃঙ্গং সুমেরোর্বিতথীকৃতম্ ॥ ৭২ ॥

কাঠিন্যং স্থাবরে কায়ে ভবতা সর্বমর্পিতম্।
ইদং তু তে ভক্তিনম্রং সতামারাধনং বপুঃ ॥ ৭৩ ॥

তদাগম-কার্য্যং নঃ শৃণু কার্য্যং তবৈব তৎ।
শ্রেয়সামুপদেশাত্তু বয়মত্রাংশ-ভাগিনঃ ॥ ৭৪ ॥

অণিমাদি-গুণোপেতমস্পৃষ্ট-পুরুষান্তরম্ ।
শব্দমীশ্বর ইত্যুচ্চৈঃ সার্ধচন্দ্রং বিভর্ত্তি যঃ ॥ ৭৫ ॥

কল্পিতান্যোন্যসামর্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিরাত্মভিঃ।
যেনেদং ধ্রিয়তে বিশ্বং ধুর্য্যৈর্যানমিবাধ্বনি ॥ ৭৬ ॥

যোগিনো যং বিচিন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনম্ ।
অনাবৃত্তিভয়ং যস্য পদমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭৭ ॥

স তে দুহিতরং সাক্ষাৎ সাক্ষী বিশ্বস্য কর্মণাম ।
বৃণুতে বরদঃ শম্ভুরস্মৎ-সংক্রামিতৈঃ পদৈঃ ॥ ৭৮ ॥

তদর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি ।
অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সদ্ভর্ত্তৃ-প্রতিপাদিতা ॥ ৭৯ ॥

যাবন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।
মাতরং কল্পয়ন্ত্বেনামীশো হি জগতঃ পিতা ॥ ৮০ ॥

প্রণম্য শিতিকণ্ঠায় বিবুধাস্তদনন্তরম্ ।
চরণৌ রঞ্জয়ন্ত্বস্যাশ্চূড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ৮১ ॥

উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্ ।
বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ ॥ ৮২ ॥

অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য বন্দ্যস্যানন্যবন্দিনঃ ।
সুতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী ।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ ৮৪ ॥

শৈলঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মেনামুখমুদৈক্ষত ।
প্রায়েণ গৃহিণী-নেত্রা কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥

মেনে মেনাপি তৎসর্বং পত্যুঃ কার্য্যমভীপ্সিতম্ ।
ভবন্ত্যব্যভিচারিণ্যো ভর্ত্তুরিষ্টে পতিব্রতাঃ ॥ ৮৬ ॥

ইদমত্রোত্তরং ন্যায্যমিতি বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য সঃ ।
আদদে বচসামন্তে মঙ্গলালংকৃতাং সুতাম্ ॥ ৮৭ ॥

এহি বিশ্বাত্মনে বৎসে ! ভিক্ষাসি পরিকল্পিতা ।
আর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া ॥ ৮৮ ॥

এতাবদুক্তা তনয়ামৃষীনাহ মহীধরঃ ।
ইয়ং নমতি বঃ সর্বাংস্ত্রিলোচনবধূরিতি ॥ ৮৯ ॥

ঈপ্সিতার্থক্রিয়োদারং তেঽভিনন্দ্য গিরের্বচঃ ।
আশীর্ভিরেধয়ামাসুঃ পুরঃপাকাভিরম্বিকাম্ ॥ ৯০ ॥

তাং প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদবতংসকাম্ ।
অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানামরুন্ধতী ॥ ৯১ ॥

তস্মাতরণ্যাপ্রমুখীং দুহিতৃস্নেহ-বিক্লবাম্ ।
বরস্যানন্যপূর্বস্য বিশোকামকরোদ্ গুণৈঃ ॥ ৯২ ॥

বৈবাহিকীং তিথিঃ পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা।
তে ত্র্যহাদূর্ধ্বমাখ্যায় চেরুশ্চীরপরিগ্রহাঃ ॥ ৯৩ ॥

তে হিমালয়মামন্ত্র্য পুনঃ প্রাপ্য চ শূলিনম্ ।
সিদ্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদ্যার্থং তদ্বিসৃষ্টাঃ খমুদ্যযুঃ ॥ ৯৪ ॥

পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ ।
কমপরমবশং ন বিপ্রকুর্য্যুর্বিভুমপি তং যদমী স্পৃশন্তি ভাবাঃ ॥ ৯৫ ॥

॥ ইতি উমাপ্রদানো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × × সপ্তমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × × × ×

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথৌ চ জামিত্রগুণান্বিতায়াম্ ।
সমেত-বন্ধুর্হিমবান্ সুতায়া বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥

বৈবাহিকৈঃ কৌতুকসংবিধানৈর্গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরন্ধ্রিবর্গম্ ।
আসীৎ পুরং সানুমতোঽনুরাগদন্তঃ পুরং চৈককুলোপমেয়ম্ ॥ ২ ॥

সন্তানককীর্ণ-মহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিত-কেতুমালম্ ।
ভাসোজ্জ্বলং কাঞ্চনতোরণানাং স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাবভাসে ॥ ৩ ॥

একৈব সত্যামপি পুত্রপঙ্‌ক্তৌ চিরস্য দৃষ্টেব মৃতোত্থিতেব ।
আসন্নপাণিগ্রহণেতি পিত্রোরুমা বিশেষোচ্ছ্বসিতং বভূব ॥ ৪ ॥

অঙ্কাদ্ যযাবঙ্কমুদীরিতাশীঃ সা মণ্ডনাণ্ডনমন্ব ভুঙ্‌ক্ত !
সম্বন্ধিভিন্নোঽপি গিরেঃ কুলস্য স্নেহস্তদেকায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু ।
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম চক্রুর্বন্ধুস্ত্রিয়ো যাঃ পতিপুত্রবতাঃ ॥ ৬ ॥

সা গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভির্দূর্বাবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্ ।
নির্নাভি-কৌশেয়মুপাত্তবাণমভ্যঙ্গনেপথ্যমলঞ্চকার ॥ ৭ ॥

বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা নবেন দীক্ষাবিধি-সায়কেন ।
করেন ভানোর্বহুলাবসানে সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলামশ্যানকালেয় কৃতাঙ্গরাগাম্ ।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখং বানৈষুঃ ॥ ৯ ॥

বিন্যস্তবৈদূর্য্যশিলাতলেঽস্মিন্নাবদ্ধমুক্তা-ফল-ভক্তি-চিত্রে।
আবর্জিতাষ্টাপদকুম্ভতোয়ৈঃ সতূর্য্যমেনাং স্নপয়াম্বভূবুঃ ॥ ১০ ॥

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা।
নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতানবন্তং যুক্তং মণিস্তম্ভচতুষ্টয়েন।
পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিন্যে কৢপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যম্ ॥ ১২ ॥

তৎ প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং ক্ষণং ব্যলম্বন্ত পুরো নিষণ্ণাঃ।
ভূতার্থশোভাহ্রিয়মাণনেত্রাঃ প্রসাধনে সন্নিহিতেঽপি নার্য্যঃ ॥ ১৩ ॥

ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তমন্তঃ কুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না ॥ ১৪ ॥

বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্রুরঙ্গং গোরোচনাপত্রবিভক্তমস্যাঃ ॥
সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াস্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ ॥ ১৫ ॥

লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥

কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রূক্ষে গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে।
তস্যাকপোলে পরভাগলাভাদ্ ববন্ধ চক্ষূংষি যবপ্ররোহঃ ॥ ১৭ ॥

রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ কিঞ্চিন্মধূচ্ছিষ্টবিমৃষ্ট রাগঃ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যদসন্নলাবণ্যফলোঽধরোষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥ ১৯ ॥

তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য।
ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০ ॥

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা!
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ ২১ ॥

আত্মানমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ ॥ ২২ ॥

অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাঞ্চ।
কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং মাতা তদীয়ং মুখমুন্নময্য ॥ ২৩ ॥

উমাস্তনোদ্ভেদমনু প্রবৃদ্ধো মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চিদ্বিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥ ২৪ ॥

ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্‌ ।
ধাত্রঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণম্ূর্ণময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্‌ ॥ ২৫ ॥

ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরৎত্রিযামা ।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥ ২৬ ॥

তামর্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ কুলপ্রতিষ্ঠাং প্রণময্য মাতা ।
অকারয়ৎ কারয়িতব্যদক্ষা ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্‌ ॥ ২৭ ॥

অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুরিত্যুচ্যতে তাভিরুমা স্ম নম্রা ।
তয়া তু তস্যার্ধশরীরভাজা পশ্চাৎকৃতাঃ স্নিগ্ধজনাশিষোঽপি ॥ ২৮ ॥

ইচ্ছাবিভূত্যোরনুরূপমদ্রিস্তস্যাঃ কৃতী কৃত্যমশেষয়িত্বা ।
সভ্যঃ সভায়াং সুহৃদাস্থিতায়াং তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমন-প্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥

তাবদ্ভবস্যাপি কুবেরশৈলে তৎপূর্বপাণিগ্রহণানুরূপম্‌ ।
প্রসাধনং মাতৃভিরাদৃতাভির্ন্যস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥

তদ্‌গৌরবান্মঙ্গলমণ্ডনশ্রীঃ সা পস্পৃশে কেবলমীশ্বরেণ ।
স এব বেশঃ পরিণেতুরিষ্টং ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥

বভূব তস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ কপালমেবামলশেখরশ্রীঃ !
উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কো গজাজিনস্যৈব দুকূলভাবঃ ॥ ৩২ ॥

শংখান্তরদ্যোতি বিলোচনং যদন্তর্নিবিষ্টামলপিঙ্গতারম্‌ ।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালময্যাস্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

যথাপ্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং করিষ্যতামাভরণান্তরত্বম্‌ ।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে তথৈব তস্থুঃ ফণরত্নশোভাঃ ৩৪ ॥

দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা বাল্যাদনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন ।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য ॥ ৩৫ ॥

ইত্যদ্ভুতৈকপ্রভবাৎ প্রসিদ্ধ-নেপথ্যবিধের্বিধাতা ।
আত্মানমাসন্নগণোপণীতে খড়্গে নিষিক্তপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী শার্দূলচর্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠম্‌ ।
তদ্ভক্তিসংক্ষিপ্তবৃহৎ প্রমাণমারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥

তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ স্ববাহনক্ষোভ-চলাবতংসাঃ ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডলরেণুগৌরৈঃ পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্‌ ॥ ৩৮ ॥

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে ।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃক্ষিপ্ত-শতহ্রদেব ॥ ৩৯ ॥

ততোগণৈঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈরুদীরিতো মঙ্গলতূর্যঘোষঃ।
বিমানশৃঙ্গাণ্যবগাহমানঃ শশংস সেবাবসরং সুরেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

উপাদদে তস্য সহস্ররশ্মিস্ত্বষ্ট্রা নবং নির্মিতমাতপত্রম্‌।
স তদ্দুকূলাদবিদূরমৌলির্বভৌ পতদ্গঙ্গ ইবোত্তমাঙ্গে ॥ ৪১ ॥

মূর্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং সচামরে দেবমসেবিষাতাম্‌।
সমুদ্রগারূপবিপর্যয়েঽপি সহংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে ॥ ৪২ ॥

তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ।
জয়েতি বাচা মহিমানমস্য সংবর্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্‌ ॥ ৪৩ ॥

একৈব মূর্তির্বিভিদে ত্রিধা সা সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্‌।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥ ৪৪ ॥

তং লোকপালাঃ পুরুহূতমুখ্যাঃ শ্রীলক্ষণোৎসর্গবিনীতবেশাঃ।
দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞাস্তদ্দর্শিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৪৫ ॥

কম্পেন মূর্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন।
আলোকমাত্রেণ সুরানশেষান্‌ সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্‌ ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ সপ্তর্ষিভিস্তান্‌ স্মিতপূর্বমাহ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র যূয়মধ্বর্যবঃ পূর্ববৃতা ময়েতি ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্ত-বিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ড-ধারী ॥ ৪৮ ॥

খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ সশব্দ-চামীকরকিঙ্কিণীকঃ।
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে ধুন্বন্মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাণে ॥ ৪৯ ॥

স প্রাপদপ্রাপ্তপরাভিযোগং নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্তাৎ।
পুরোবিলগ্নৈর্হরদৃষ্টিপাতৈঃ সুবর্ণসূত্রৈরিব কৃষ্যমাণঃ ॥ ৫০ ॥

তস্যোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ কুতূহলাদুন্মুখপৌরদৃষ্টঃ।
স্ববাণচিহ্নাদবতীর্য মার্গাদাসন্নভূপৃষ্ঠমিয়ায় দেবঃ ॥৫১ ॥

তমৃদ্ধিমদ্বন্ধুজনাধিরূঢৈর্বৃন্দৈর্গজানাং গিরিচক্রবর্তী।
প্রত্যুজ্জগামাগমনপ্রতীতঃ প্রফুল্লবৃক্ষৈঃ কটকৈরিব স্বৈঃ ॥ ৫২ ॥

বর্গাবুভৌ দেবমহীধরাণাং দ্বারে পুরস্যোদ্ঘাটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্দূরবিসর্পিঘোষৌ ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘৌ ॥ ৫৩ ॥

হ্রীমানভূদ্ভূমিধরো হরেণ ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃতপ্রণামঃ।
পূর্বং মহিম্না স হি তস্য দূরমাবর্জিতং নাত্মশিরো বিবেদ ॥ ৫৪ ॥

স প্রীতিযোগাদ্বিকসন্মুখশ্রীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য ।
প্রাবেশয়ন্মন্দিরমৃদ্ধমেনমাগুল্ফ-কীর্ণাপণ-মার্গপুষ্পম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্মুহূর্তে পুরসুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্ ।
প্রাসাদমালাসু বভূবুরিত্থং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬ ॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্ দ্রবরাগমেব ।
উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরাগবাক্ষাদলক্তকারঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৫৮ ॥

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত-বামনেত্রা ।
তথৈব বাতায়নসন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামরা বহন্তী ॥ ৫৯ ॥

জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্ ।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৬০ ॥

অর্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতয়োঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী ।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥ ৬১ ॥

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্ ।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ৬২ ॥

তাবৎ পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে ।
প্রাসাদশৃঙ্গানি দিবাপি কুর্বন্ জ্যোৎস্নাভিষেকদ্বিগুণদ্যুতীনি ॥ ৬৩ ॥

তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি ।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ৬৪ ॥

স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্ ।
যা দাস্যমপাস্য লভেত নারী সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্ ॥ ৬৫ ॥

পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভবিষ্যৎ ॥ ৬৬ ॥

ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য ।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে সংন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ ॥ ৬৭ ॥

অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ ।
মূর্ধানমালি ! ক্ষিতিধারণোচ্চমুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ ॥ ৬৮ ॥

ইত্যোষধিপ্রস্থবিলাসিনীনাং শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ ।
কেয়ূর-চূর্ণীকৃত-লাজমুষ্টিং হিমালয়স্যালয়মাসসাদ ॥ ৬৯ ॥

তত্রাবতীর্য্যাচ্যুতদত্তহস্তঃ শরদ্ঘনাদ্দীধিতিমানিবোক্ষ্ণঃ।
ক্রান্তানি পূর্বং কমলাসনেন কক্ষ্যান্তরাণ্যদ্রিপতের্বিবেশ ॥ ৭০ ॥

তমন্বগিন্দ্রপ্রমুখাশ্চ দেবাঃ সপ্তর্ষিপূর্বাঃ পরমর্ষয়শ্চ।
গণাশ্চ গির্য্যালয়মভ্যগচ্ছন্ প্রশস্তমারম্ভমিবোত্তমার্থাঃ ॥ ৭১ ॥

তত্রেশ্বরো বিষ্টরভাগ্ যথাবৎ সরত্নমর্ঘ্যং মধুমচ্চ গব্যম্।
নবে দুকূলে চ নগোপনীতং প্রত্যগ্রহীৎ সর্বমমন্ত্রবর্জম্ ॥ ৭২ ॥

দুকূলবাসাঃ স বধূ সমীপং নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।
বেলা-সমীপং স্ফুট-ফেনরাজিনবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্র-কান্ত্যা প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃ সলিলঃ শিরোঽভূৎ সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ ॥ ৭৪ ॥

তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি কিঞ্চিদ্ব্যবস্থাপিত-সংহৃতানি।
হ্রীযন্ত্রাণাং তৎক্ষণমন্বভুবনন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ৭৫ ॥

তস্যাঃ করং শৈলগুরূপনীতং জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ।
উমাতনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্বমিব প্ররোহম্ ॥ ৭৬ ॥

রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণি-সমাগমেন সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ ৭৭ ॥

প্রযুক্তপাণিগ্রহণং যদন্যদ্বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্।
সান্নিধ্যযোগাদনয়োস্তদানীং কিং কথ্যতে শ্রীরুভয়স্য তস্য ॥ ৭৮ ॥

প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্য-সংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ৭৯ ॥

তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নিমন্যোন্যসংস্পর্শনিমীলিতাক্ষৌ।
স কারয়ামাস বধূং পুরোধাস্তস্মিন্ সমিদ্ধার্চিষি লাজমোক্ষম্ ॥ ৮০

সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং গুরূপদেশাদ্বদনং নিনায়।
কপোল-সংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ৮১ ॥

তদীযদার্দ্রারুণগণ্ডলেখমুচ্ছ্বাসি-কালাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ।
বধূমুখং ক্লান্ত-যবাবতংসমাচার ধূম-গ্রহণাদ্বভূব ॥ ৮২ ॥

বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বৎসে! বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্মসাক্ষী।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা।
নিদাঘ-কালোল্বণতাপয়েব মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥

ধ্রুবেণ ভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন।
স দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য হ্রী-সন্ন-কণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥ ৮৫ ॥

ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন প্রযুক্ত-পাণিগ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥

বধূর্বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতিঃ সন্নপি সোঽষ্টমূর্তৌ ত্বাশাস্য-চিন্তা স্তিমিতো বভূব ॥ ৮৭ ॥

ক্লৃপ্তোপচারাং চতুরস্রবেদীং তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ।
জায়াপতী লৌকিকমেষণীয়মার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ৮৮ ॥

পত্রান্তলগ্নৈর্জলবিন্দু-জালৈরাকৃষ্টমুক্তাফল-জালশোভম্।
তয়োরুপর্য্যায়ত-নালদণ্ডমাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্ ॥ ৮৯ ॥

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন ॥ ৯০ ॥

তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তিভেদং রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্।
অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্তং প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্ ॥ ৯১ ॥

দেবাস্তদন্তে হরমূঢ়ভার্য্যং কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য।
শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্তের্যযাচিরে পঞ্চশরস্য সেবাম্ ॥ ৯২ ॥

তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমন্যুর্ব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম্।
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিদ্ভি র্বিজ্ঞাপনা ভর্তৃষু সিদ্ধিমেতি ॥ ৯৩ ॥

অথ বিবুধগণাংস্তানিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য
ক্ষিতিধরপতিকন্যামাদদানঃ করেণ।
কনককলসযুক্তং ভক্তি-শোভা-সনাথং
ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকাগারমাগাৎ ॥ ৯৪ ॥

নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং
বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাপেক্ষমীশঃ।
অপি শয়নসখীভ্যো দত্তবাচং কথঞ্চিৎ
প্রথমমুখবিকারৈর্হাসয়ামাস গূঢ়ম্ ॥ ৯৫ ॥

॥ ইতি উমাপরিণয়ো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × × × অষ্টমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × × ×

পাণিপীড়নবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি।
ভাব-সাধ্বস-পরিগ্রহাদভূৎ কামদোহদসুখং মনোহরম্ ॥ ১ ॥

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা ।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ ॥ ২ ॥

কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাৎ পার্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্ ।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে বিদ্যুদাহতমিব ন্যমীলয়ৎ ॥ ৩ ॥

নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং দূরমুচ্ছ্বসিত নীবিবন্ধনম্ ॥ ৪ ॥

এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসং শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি ।
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকুলা নাস্মরৎ প্রমুখবর্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

অপ্যবস্তুনি কথাপ্রবৃত্তয়ে প্রশ্নতৎপরমনঙ্গশাসনম্ ।
বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্বতী মূর্ধকম্পময়মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥

শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা সংনিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা ।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥ ৭ ॥

চুম্বনেম্বধরদানবর্জিতং সন্নহস্তমদয়োপগূহনে ।
ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্দুর্লভপ্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥ ৮ ॥

যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং দানমব্রণপদং নখস্য যৎ ।
যদ্রতং সদয়ং প্রিয়স্য তৎ পার্বতী বিষহতে স্ম নেতরৎ ॥ ৯ ॥

রাত্রিবৃত্তমনুযোক্তুমুদ্যং সা প্রভাতসময়ে সখীজনম্ ।
নাকরোদপকুতূহলং হ্রিয়া শংসিতুং তু হৃদয়েন তত্বরে ॥ ১০ ॥

দর্পণে চ পরিভোগদর্শিনী পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমনু বিম্বমাত্মনঃ কানি কানি ন চকার লজ্জয়া ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠপরিভুক্ত যৌবনাং তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসৎ ।
ভর্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ ॥ ১২ ॥

বাসরাণি কতিচিৎ কথঞ্চন স্থাণুনা পদমকার্যত প্রিয়া ।
জ্ঞাতমন্মথরসা শনৈঃ শনৈঃ সা মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্ ॥ ১৩ ॥

সস্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়নং প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ ।
মেখলা প্রণয়লোলতাং গতং হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা ॥ ১৪ ॥

ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতরম্ ।
কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তদা তয়োঃ প্রেমগূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥

তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্ ।
সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী সোঽপি তন্মুখরসৈকনিবৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

শিষ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া।
শিক্ষিতং যুবতিনৈপুণ্যং তয়া যত্তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্ ॥ ১৭ ॥

দষ্টমুক্তমধরোষ্ঠমম্বিকা বেদনাবিধুরহস্তপল্লবা।
শীতলেন নিরবাপয়ৎ ক্ষণং মৌলিচন্দ্রশকলেন শূলিনঃ ॥ ১৮ ॥

চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধয়ে দদৌ পার্বতীবদনগন্ধবাহিনে ॥ ১৯ ॥

এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্মনঃ সেবাদনুগৃহীতমন্মথঃ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া মাসমাত্রমবসদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥

সোঽনুমান্য হিমবন্তমাত্মভূরাত্মজাবিরহদুঃখদেতিম্।
তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরন্নপ্রমেয়গতিনা ককুদ্মতা ॥ ২১ ॥

মেরুমেত্য মরুদাশুবাহনঃ পার্বতীস্তনপুরস্কৃতঃ কৃতী।
হেমপল্লববিভঙ্গসংস্তরামন্বভূৎ সুরত-তৎপরঃ ক্ষপাম্ ॥ ২২ ॥

পদ্মনাভ-বলয়াঙ্কিতাশ্মসু প্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রুষো নবাঃ।
মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ পার্বতী-বদন-পদ্ম-ষট্পদঃ ॥ ২৩ ॥

রাবণধ্বনিত-ভীতয়া তয়া কণ্ঠসক্ত দৃঢ়বাহুবন্ধনঃ।
একপিঙ্গলগিরৌ জগদ্গুরুর্নির্বিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ॥ ২৪ ॥

তস্য জাতু মলয়স্থলীরতেধূর্তচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ ॥ ২৫ ॥

হেম-তামরস-তাড়িতপ্রিয়া তৎকাম্বু-বিনিমীলিতেক্ষণা।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা মীনপঙ্ক্তি-পুনরুক্তমেখলা ॥ ২৬ ॥

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্।
নন্দনে চিরময়ুগ্মলোচনঃ সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যভৌমমনুভূয় শংকরঃ পার্থিবঞ্চ বনিতাসখঃ সুখম্।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত ॥ ২৮ ॥

তত্র কাঞ্চনশিলাতলাশ্রয়ো নেত্রগম্যমবলোক্য ভাস্করম্।
দক্ষিণেতরভুজব্যাপাশ্রয়াং ব্যাজহার সহধর্মচারিণীম্ ॥ ২৯ ॥

পদ্মকান্তিমরুণ-ত্রিভাগয়োঃ সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ ॥ ৩০ ॥

শীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দূরয়ত্যবনতে বিবস্বতি।
ইন্দ্রচাপপরিবেশশূন্যতাং নির্ঝরাস্তব পিতুর্ব্রজন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥

দষ্টতামরসকেশরত্যজোঃ ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ।
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥

স্থানমাহ্নিকমপাস্য দন্তিনঃ সল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্।
আবিভাত-চরণায় গৃহ্নতে বারি বারিরুহবন্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥

পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা নির্মিতং মিতকথে! বিবস্বতা।
দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোম্ভসাং তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

উত্তরন্তি বিনিকীর্য পল্বলং গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতাতপঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাদযূথপা দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব ॥ ৩৫ ॥

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদো জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মানমহরত্যয়াতপং পীবরোরু! পিবতীব বর্হিণঃ ॥ ৩৬ ॥

পূর্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্ব্যক্ত পঙ্কমিব জাতমেকতঃ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎসরঃ ॥ ৩৭ ॥

আবিশদ্ভিরুটজাঙ্গনং মৃগৈর্মূলসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ।
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্ন্যধেনবো বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্নয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং সাবশেষবিবরং কুশেশয়ম্।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে প্রীতিপূর্বমিব দাতুমন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥

দূরলগ্নপরিমেয়রশ্মিনা বারুণী দিগরুণেন ভানুনা।
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা বন্ধুজীব-তিলকেন কন্যকা ॥ ৪০ ॥

সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ স্যন্দনাশ্বহৃদয়ঙ্গমস্বনৈঃ।
ভানুমগ্নিপরিকীর্ণতেজসং সংস্তুবন্তি কিরণোষ্মপায়িনঃ ॥ ৪১ ॥

সোঽয়মানতশিরোধরৈর্হয়ৈঃ কর্ণচামর-বিঘট্টিতেক্ষণৈঃ।
অস্তমেতি যুগভুগ্নকেশরৈঃ সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ ॥ ৪২ ॥

খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ।
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুত্থিতং মীলনায় খলু তাবতশ্চ্যুতম্ ॥ ৪৩ ॥

সন্ধ্যয়াপ্যনুগতং রবের্বপুর্বন্দ্যমস্তশিখরে সমর্পিতম্।
প্রাক্ তথৈয়মুদয়ে পুরস্কৃতা নানুযাস্যতি কথং তমাপদি ॥ ৪৪ ॥

রক্ত-পীত-কপিশাঃ পয়োমুচাং কোটয়ঃ কুটিলকেশি! ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সন্ধ্যয়ানয়া বর্তিকাভিরিব সাধু মণ্ডিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

সিংহকেশরসটাসু ভূভৃতাং পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু ভানুনা সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্ ॥ ৪৬ ॥

পার্শ্ব-মন্ত্র-বসুধাস্তপস্বিনঃ পাবনাম্বুবিহিতাঞ্জলিক্রিয়াঃ।
ব্রহ্ম গূঢ়মভিসন্ধ্যমাদৃতাঃ শুদ্ধয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী ॥ ৪৭ ॥

তন্মুহূর্ত্তমনুমন্তুমর্হসি প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি।
ত্বাং বিনোদনিপুণঃ সখীজনো বল্গুবাদিনি ! বিনোদয়িষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

নির্বিভুজ্য দশনচ্ছদং ততো বাচি ভর্ত্তুরবধীরণাপরা।
শৈলরাজতনয়া সমীপগামাললাপ বিজয়ামহেতুকম্ ॥ ৪৯ ॥

ঈশ্বরোঽপি দিবসাত্যয়োচিতং মন্ত্রপূর্বমনুতস্থিবান্ বিধিম্।
পার্বতীমবচনামসূয়য়া প্রত্যুপেত্য পুনরাহ সস্মিতম্ ॥ ৫০ ॥

মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে ! সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যথা।
কিং ন বেৎসি সহধর্মচারিণং চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥

নির্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা যা তনুঃ সুতনু ! পূর্বমুজ্ঝিতা।
সেয়মস্তমুদয়ঞ্চ সেব্যতে তেন মানিনি মমাত্র গৌরবম্ ॥ ৫২ ॥

তামিমাং তিমিরবৃদ্ধিপীড়িতাং ভূমিলগ্নমিব সম্প্রতি স্থিতাম্।
একতস্তটতমালমালিনীং পশ্য ধাতুরসানিম্নগামিব ॥ ৫৩ ॥

সান্ধ্যমস্তমিতশেষমাতপং রক্তলেখনপরা বিভর্তি দিক্।
সম্পরায়-বসুধা সশোণিতং মণ্ডলাগ্রমিব তির্যগুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥

যামিনীদিবসসন্ধিসম্ভবে তেজসি ব্যবহিতে সুমেরুণা।
এতদন্ধতমসং নিরর্গলং দিক্ষু দীর্ঘনয়নে ! বিজৃম্ভতে ॥ ৫৫ ॥

নোর্দ্ধমীক্ষণগতির্ন চাপ্যধো নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ।
লোক এব তিমিরোল্বরেষ্টিতো গর্ভবাস ইব বর্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥

শুদ্ধমাবিলমবস্থিতং চলং বক্রমার্জবগুণান্বিতং চ বৎ।
সর্বমেব তমসা সমীকৃতং ধিঙ্মহত্ত্বমসতাং হতান্তরম্ ॥ ৫৭ ॥

নূনমুন্নমতি যজ্বনাং প্রিয় শার্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি ! পূর্বদিঙ্মুখং কৈতকৈরিব রজোভিরাহতম্ ॥ ৫৮ ॥

মন্দরান্তমূর্তিনা নিশা লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা।
ত্বং ময়া প্রিয়সখী সমাগতা শ্রোষ্যতেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫৯ ॥

রুদ্ধনির্গমনমা-দিনক্ষয়াৎ পূর্বদৃষ্টতনুচন্দ্রিকাস্মিতম্।
এতদুদ্গিরতি চন্দ্রমণ্ডলং দিগ্রহস্যমিব রাত্রিচোদিতা ॥ ৬০ ॥

পশ্য পক্কফলিনীফলত্বিষা বিম্বলাঞ্ছিতবিয়ৎ-সরোঽম্ভসা।
বিপ্রকৃষ্টবিবরং হিমাংশুনা চক্রবাক-মিথুনং বিড়ম্ব্যতে ॥ ৬১

শক্যমোষধিপতের্নবোদয়াঃ কর্ণপূর-রচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্‌ভ যবসূচিকোমলাশ্ছেত্তুমগ্রনখসম্পুটৈঃ করাঃ ॥ ৬২ ।

অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্‌মলীকৃতসরোজলোচনং চুম্বতীব রজনীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥

পশ্য পার্বতী ! নবেন্দুরশ্মিভিঃ সামিভিন্ন-তিমিরং নভস্তলম্‌।
লক্ষ্যতে দ্বিরদভোগদূষিতং সপ্রসাদমিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥

রক্তভাবমপহায় চন্দ্রমা জাত এষ, পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ।
বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা নির্মলপ্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ।
নূনমাত্মসদৃশী প্রকল্পিতা বেধসা হি গুণদোষয়োর্গতিঃ ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রপাদজনিতপ্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকান্তজলবিন্দুভির্গিরিঃ।
মেখলাতরুষু নিদ্রিতানমূন্‌ বোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥

কল্পবৃক্ষশিখরেষু সম্প্রতি প্রস্ফুরদ্ভিরবিকল্পসুন্দরি !
হারযষ্টিগণনামিবাংশুভিঃ কর্তুমুদ্যতকুতূহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥

উন্নতাবনতভাগবত্তয়া চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্‌।
ভক্তিভির্বহুবিধাভিরর্পিতা ভাতি ভূতিরিব মত্তদন্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

এতদুচ্ছ্বসিতপীতমৈন্দবং সোঢুমক্ষমমিব প্রভারসম্‌।
মুক্তষট্‌পদবিরামঞ্জসা ভিদ্যতে কুমুদমানিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥

পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া জ্যোৎস্নয়া জনিতরূপসংশয়ম্‌ !
মারুতে চলতি চণ্ডি ! কেবলং ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্তমংশুকম্‌ ॥ ৭১ ॥

শক্যমঙ্গুলিভিরুদ্ধৃতৈরধঃ শাখিনাং পতিতপুষ্পপেশলৈঃ।
পত্রজর্জর-শশিপ্রভালবৈরেভিরুৎকচয়িতুং তবালকান্‌ ॥ ৭২ ॥

এষ চারুমুখি ! যোগতারয়া যুজ্যতে তরলবিম্বয়া শশী।
সাধ্বসাদুপগতপ্রকম্পয়া কন্যয়েব নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩ ॥

পাকভিন্নশরকাণ্ডগৌরয়োরুল্লসৎপ্রতিকৃতি-প্রদীপ্তয়োঃ।
রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োশ্চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষি ! চন্দ্রিকা ॥ ৭৪ ॥

লোহিতেন্দুমণিভাজনার্পিতং কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্‌।
ত্বামিয়ং স্থিতিমতীমুপাগতা গন্ধমাদনবনাধিদেবতা ॥ ৭৫ ॥

আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ।
তত্র লব্ধবসতির্গুণান্তরং কিং বিলাসিনি ! মধুঃ করিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥

মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ সেব্যতামিদমনঙ্গদীপনম্ ।
ইত্যুদারমভিধায় শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমম্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥

পার্বতী তদুপযোগসম্ভবাং বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্ ।
অপ্রতর্ক্যবিধিযোগনির্মিতামাম্রতেব সহকারতাং যযৌ ॥ ৭৮ ॥

তৎক্ষণং বিপরিবর্ত্তিতহ্রিয়োর্নেষ্যতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ ।
সা বভূব বশবর্ত্তিনী দ্বয়োঃ শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ ॥ ৭৯ ॥

ঘূর্ণমাননয়নং স্খলৎকথং স্বেদবিন্দু মদকারণস্মিতম্ ।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ ॥ ৮০ ॥

তাং বিলম্বি-তপনীয়মেখলামুদ্বহঞ্জঘনভারদুর্বহাম ।
ধ্যানসম্ভৃতবিভূতি-সম্ভৃতং প্রাবিশন্ মণিশিলাগৃহং রহঃ ॥ ৮১ ॥

তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং জাহ্নবীপুলিনচারুদর্শনম্ ।
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ শারদাভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥

ক্লিষ্টকেশমবলুপ্তচন্দনং উৎপথার্পিতনখং সমৎসরম্ ।
তস্য তচ্ছিদুরমেখলাগুণং পার্বতীরতমভূন্ন তৃপ্তয়ে ॥ ৮৩ ॥

কেবলং প্রিয়তমা-দয়ালুনা জ্যোতিষামবনতাসু পঙ্‌ক্তিষু ।
তেন তৎপ্রতিগৃহীতবক্ষসা নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥

স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্ ।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ কিন্নরৈরুষসি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥

তৌ ক্ষণং শিথিলতোপগূহনৌ দম্পতী চলিতমানসোর্ময়ঃ ।
পদ্মভেদপিশুনাঃ সিষেবিরে গন্ধমাদনবনান্তমারুতাঃ ॥ ৮৬ ॥

উরুমূলনখমার্গরাজিভিস্তৎক্ষণং হৃতবিলোচনো হরঃ ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং কুর্বতীং প্রিয়তমামবারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

স প্রজাগরকষায়লোচনং গাঢ়দন্ত-পরিতাড়িতাধরম্ ।
আকুলালকমরংস্ত রাগবান্ প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥ ৮৮ ॥

তেন ভিন্নবিষমোত্তরচ্ছদং মধ্যপিণ্ডিতবিসূত্রমেখলম্ ।
নির্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ছিতম্ ॥ ৮৯ ॥

স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতামাজগাম বিজয়া-নিবেদিতঃ ॥ ৯০ ॥

সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ
শতমগমদৃতূনাং সাগ্রমেকো নিশেব ।
ন তু সুরতসুখেভ্যশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভূব
জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ ॥ ৯১ ॥

॥ ইতি উমাসুরতবর্ণনং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

অনুচিন্তন

মেঘদূত : শকুন্তলা : কুমারসম্ভব

এক

তুলনামূলক আলোচনা যা সমালোচনার কোন প্রশ্নই এখানে তোলার দরকার নেই—এ শুধু গ্রন্থপাঠের শেষে কি পেলাম তাই নিয়ে একটু রোমন্থন। সমগ্রভাবেই তাজমহলের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করা যাক, কোথায় কোন্ গম্বুজে সামান্য ফাটল ধরেছে কোথায় কোন্ খিলান একটু ভেঙেছে সেই হিসেবটাকে আপাতত বাদ দিই।

চোখে পড়ছে মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলাব মধ্যে একটা দৃঢ় যোগসূত্র! এই যোগসূত্র আবিষ্কার করেই রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—'কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলার কাব্যের বিষয় একই।'

কিন্তু কবির ভাবনায় সেদিন মেঘদূতের প্রসঙ্গটিও ছিল। তিনি বলতে চেয়েছিলেন কালিদাস এই তিনটি রচনাতেই একই বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সে বক্তব্যটি এই যে অন্ধ, অসংযত ও বন্ধনহীন প্রেম জয়যুক্ত হয় না; যে প্রেমের সঙ্গে কল্যাণের কোন সম্পর্ক নেই তা নিজের সর্বনাশকেই ডেকে আনে। তিনটি রচনাতেই কালিদাসীয় প্রেমদর্শনের এক বলিষ্ঠ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। মেঘদূতের যক্ষ তার প্রিয়াকে নিশ্চয়ই ভালবাসতো; কিন্তু সেই ভালবাসা ছিল অন্ধ সম্ভোগের চঞ্চল ভিত্তিই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন—সেই প্রিয়াসর্বস্ব প্রেম তাকে 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' করে তুলেছিল; তাই তাদের ভোগমুখী ভালোবাসায় নেমে এলো প্রভুর অভিশাপ! কবি নিজেই তাকে বলেছেন 'কামী' (তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ স কামী—শ্লোক ২); যক্ষের এই কামীরূপ ফুটে উঠেছে প্রিয়ার উদ্দেশে তার নিবেদিত বার্তায়; এই আত্মসর্বস্ব ভোগ-কেন্দ্রিক প্রেম অভিশপ্ত হয়েছে। সার্থক প্রেমের চেতনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হলো রামগিরির আশ্রমে। উদ্দেশ্য রামসীতার দাম্পত্য জীবনের পুণ্য-মধুর স্মৃতির জগতে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া। বর্ষাকালের প্রিয়াবিরহিত জীবনে সে বাস্তব ভোগের সীমায় প্রিয়াকে পায় নি বলেই ধ্যানের জগতে মানসসঙ্গিনীরূপে নূতন রূপে দেখতে পেয়েছে; এ হারানো নূতন ক'রে পাওয়ার জন্যই!

এই ছিল কালিদাসের প্রেমদর্শন! প্রেম যখন উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল তখন প্রেমিক প্রিয়জনকে ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে যায়। মেঘদূতের যক্ষও এই বিস্মৃতির অপরাধে অপরাধী—সে মোহগ্রস্ত, তাই নিজের কর্তব্যকর্মেও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। নির্বাসিত যক্ষকে রামগিরির আশ্রমগুলিতে দিন কাটাতে হবে। এখানকার সরোবর জনকদুহিতা সীতার স্নানে পবিত্র, এখানকার আশ্রম রাম-সীতার পুণ্য সাহচর্যে ধন্য। এখানে থেকেই যক্ষকে তার পত্নীর ধ্যান করতে হবে। যক্ষের মনোব্যাধির এ এক বিচিত্র ব্যবস্থাপত্র।

কিন্তু এই একই জীবনদর্শন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে কালিদাসের ভাবনা নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেখানে কবি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপন মিলনকে অভিশপ্ত করেছেন। দুর্বাসার অভিশাপ এসেছে কখন? যখন শকুন্তলার জগতে দুষ্যন্তই সব-কিছু, আতিথ্য-ধর্ম কিছুই নয়—ঠিক তখনই প্রেমের সঙ্গে কল্যাণধর্মের বিরোধ

বাধলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মতো অভিশাপ নেমে এলো 'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা' ইত্যাদি অর্থাৎ যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তুমি আমার মতো অতিথিকেও অনাদর করলে—স্মরণ করিয়ে দিলেও সে তোমাকে আর স্মরণ করতে পারবে না। ফলে, পতিগৃহে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর দিব্য আশ্রমে শুরু হলো তাঁর দীর্ঘ-দিনের প্রতীক্ষা। তখন তাঁর তাপসীর বেশ; দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে তিনি নির্মল হলেন, এদিকে অনুতাপের অনলে দুষ্যন্তও নিজেকে শোধন করে নিয়েছেন—তখনই স্বর্গের তপোবনে দুষ্যন্তর সঙ্গে শকুন্তলার সার্থক-মিলন সম্ভব হলো। প্রথম অঙ্কের প্রেয়সীর সঙ্গে ক্ষণিক পরিচয়—সপ্তম অঙ্কে তাপসীর সঙ্গে পূর্ণ মিলন। প্রথম মিলনের মন্ত্র ছিল মোহ ও বিভ্রম এবং সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল মদন; সপ্তম অঙ্কের মিলনোৎসবে পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বয়ং ধর্ম!

এই একই সত্য কি কুমারসম্ভবেও নেই? বিষয়বিরাগী তপস্বী শঙ্করের চরণে আত্ম-নিবেদন করেছেন হিমালয়-কন্যা উমা। তপস্যারত যোগীর পরিচর্যার ভার নিয়েছেন তিনি। এদিকে উমার প্রতি এই যোগীর মন অনুকূল করে তুলতে হবে এ ভার নেবেন মদন; কিন্তু দেবরোষে মদন ভস্মীভূত হলেন। উমা নিজের রূপের ব্যর্থতা উপলব্ধি করলেন। তারপর সাধনা শুরু হলো—কঠিন দুশ্চর সাধনা।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের পঞ্চম সর্গে বলা হয়েছে উমার সাধনা ও সিদ্ধির কথা। যে শঙ্কর পুষ্পাভরণা যৌবনময়ী উমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি দুঃখক্লিষ্টা জটাধারিণী তপস্বিনীর কাছে ধরা দিলেন। এখন ধর্মই উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করলেন; কাব্যে আছে—'ধর্মেণাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি।'

দুই

বুঝতে পারছি - মেঘদূত, শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে এক। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য শৃঙ্গার রস—হয়তো এই কারণেই একে বলা হয়েছে 'আদিরস'। সংস্কৃতে শৃঙ্গাররসের অপ্রাচুর্য সম্পর্কে কেউ অভিযোগ করবেন না—কিন্তু একথা মানতেই হবে, প্রেমের এই ধ্যান সংস্কৃত সাহিত্যে (এবং বোধ হয় বিশ্বসাহিত্যেই) দুর্লভ। প্রেমের পরে প্রকৃতির কথায় আসা যাক।

আমরা নিসর্গজগতের কথা বলছি। এ জগতে প্রত্যেক শিল্পীকেই বিচরণ করতে হয়—কোন্ বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিচরণ করেছেন তারই মাপকাঠিতে তাঁর শিল্পি-সত্তার একটা মূল্যায়নও করা হয়ে থাকে। নিসর্গ জগতে চেতন অচেতন সবাই সমান মর্যাদায় বিরাজিত—পশুপাখি, মেঘ, নদী সবাই। বলা বাহুল্য, মূক প্রকৃতি নিয়ে শিল্পীদের চলে না, তাঁরা অনায়াসেই অচেতনে চেতন ধর্ম আরোপ করে থাকেন। কিন্তু কালিদাসের 'প্রকৃতি' কিছু স্বতন্ত্র; একথা যদি বলি কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি সজীব তাহলে কিছুই বলা হবে না; বলতে হবে তাঁর রচনায় প্রকৃতিই যেন মানুষ, নতুন 'মানবধর্ম' লাভ করেই সে যেন মানুষেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—তার সুখে দুঃখে হাত মিলিয়েছে। মেঘদূত-শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে একই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে! মেঘদূত পড়তে পড়তে মনে হবে একে তো কুমারসম্ভবেই দেখে এসেছি, শকুন্তলা পড়তে পড়তেও মনে হবে এ প্রকৃতি আমার অনেকদিনের চেনা, অন্তত

কুমারসম্ভব-মেঘদূতে এর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনটি রচনা থেকেই কিছু উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখা যায়।

কুমারসম্ভব

১. এই বৃক্ষগুলি সখীর তপস্যার প্রত্যক্ষদর্শী, সখী নিজের হাতেই এইগুলি রোপণ করিয়াছিলেন। ৫ম সর্গ—৬০
২. এখানে বর্ষার রাত্রিতে ঔষধির দীপ্তি অভিসারিকাদের পথ প্রদর্শন করে, তাই অভিসারিকাগণ অন্ধকার বুঝতে পারেন না। ৬ষ্ঠ সর্গ—৪৩
৩. এখানে গুহাগৃহের মধ্যে কিন্নরদল যখন কিন্নরীদের বস্ত্র আকর্ষণ করে, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে জলভরা কালো মেঘ গুহাদ্বারে এসে পর্দার মতো বিলম্বিত হয়, রমণীরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! ১ম সর্গ—১৪

মেঘদূত

১. হয়তো সে পিঞ্জরস্থা মধুরবচনা সারিকাকে প্রশ্ন করছে—ওগো রসিকে! তুমি তো তার প্রিয় ছিলে, তার কথা তোমার মনে পড়ে কি? উত্তরমেঘ—২৪
২. রমণীদের স্তুতিনিপুণ প্রিয়তমের মতো সেই শিপ্রাবায়ু রাত্রির রতিশ্রমে ক্লান্ত প্রিয়ার গ্লানি দূর করে দিচ্ছে। পূর্বমেঘ—৩২
৩. উমা এই ময়ূরকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন—চন্দ্রক-আঁকা তার পালক আপনিই খ'সে পড়লে পদ্মফুলের অলঙ্কার ফেলে দিয়ে তিনি কর্ণে পরিধান করেন! পূর্বমেঘ—৪৫

শকুন্তলা

১. হে মধুকর! কোন্ দুটো চঞ্চল এমন কম্পান্বিত চোখ দুটো বার বার স্পর্শ করছো তুমি, কানের কাছে উড়ে উড়ে মৃদু গুঞ্জন করছো—যেন গোপন কথা বলছ কিছু, হাত নেড়ে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর রতিসর্বস্ব অধরসুধা পান করছো! আমরা বৃথাই তত্ত্ব খুঁজে মরি, তুমিই কৃতকৃত্য।—১ম অঙ্ক
২. শকুন্তলা—…আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা উঠছে না!
প্রিয়ংবদা—তুই-ই যে তপোবন বিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনের কি অবস্থা হয়েছে দেখ্। হরিণের মুখ থেকে কুশতৃণের গ্রাস গলে পড়ছে, ময়ূরেরা আর নাচছে না, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে দেখে মনে হচ্ছে লতারা যেন চোখের জল ফেলছে। —৪র্থ অঙ্ক
৩. হলা অনসূয়ে, ন কেবলং তাতনিয়োগ এব
অস্তি মে সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু। —১ম অঙ্ক

'সোদরস্নেহ' ছিল বলেই শকুন্তলা একটি লতার নামকরণ করেছিলেন 'বনজ্যোৎস্না'।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই! কালিদাসের সমস্ত রচনায় যেখানে প্রকৃতির প্রসঙ্গ সেখানেই প্রকৃতির এই মানুষী রূপ ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অন্তঃপুরবাসী এই মূক

মানুষগুলিই শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছিল নিঃশব্দ প্রতিবাদে ; কেউ শকুন্তলার আঁচল ধরে টেনেছিল, কেউ বা পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল, অন্যেরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছিল। কালিদাসের যে প্রকৃতিচেতনা কুমারসম্ভব ও মেঘদূতে অঙ্কুররূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল তা-ই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে শকুন্তলায়। এখানে প্রকৃতি শুধু প্রাণময়ী বললে যথেষ্ট হবে না, কেননা মানুষের জীবনলীলাতেও তার অবাধ সাহচর্য !

তিন

কথা প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে 'মানব-প্রকাশ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি থেকে কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করি :

১. আমি বরাবর বলে আসছি, মানুষেব এই আত্মসৃজন-পদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানব-কল্পনার স্পর্শমাত্র সমস্ত জিনিস মানুষ হয়ে উঠতো !

২ নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক—প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্য-চরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে।...প্রকৃতি বর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তাই নিয়ে সাহিত্যে কোনো মাথা-ব্যথাই নেই, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারিদিকে কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় তাই দেখায়। এমন কি ভাষা ছাড়া অন্য কিছু পারে না।

৩ সৌন্দর্য কি গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিস যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এইজন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানব আপনাকে অনুভব করে।

ভাবতে বিস্ময় জাগে যে বিংশ শতকের কবির কণ্ঠে সাহিত্যের যে সংজ্ঞা শুনলাম, শিল্পীর সঙ্গে নিসর্গের যে নিগূঢ় সম্পর্কের কথা বুঝলাম—তা কি সেই চতুর্থ শতকের কবি কালিদাসও ঠিক এমনি করেই বুঝেছিলেন ? তা না হলে শকুন্তলার আশ্রম প্রকৃতি, শঙ্করের তপোভূমির প্রকৃতি বা উমার তপোবনেব প্রকৃতি এবং মেঘদূতের দীর্ঘপথের নিসর্গরূপ একই মূর্তিতে আমাদের কাছে উপস্থিত হবে কেন ? এরা তো পদে পদে মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রুর অংশ গ্রহণ করেছে। মেঘদূতের মেঘের কথা ছেড়েই দিলাম, তার কাছেই তো মেঘের যত কিছু নিবেদন, তার কাছেই তো বিরহী অকপটে ব্যক্ত করেছে তার দাম্পত্যজীবনের গূঢ়তম কথাটি পর্যন্ত। এই নিসর্গজগতে রামগিরি পর্বত মেঘের প্রিয় বন্ধু, তাকে আলিঙ্গন না করে মেঘের যাত্রা করা চলবে না ; এই দীর্ঘ যাত্রাপথে, চাতক ও বলাকা মেঘের সঙ্গী পথক্লান্ত মেঘকে আশ্রয় দেয় আম্রকূট, ময়ূরের দল স্বাগত সম্ভাষণ জানায়, বেত্রবতী বিলাসিনী নায়িকার মতো মেঘের সান্নিধ্যে রতিকূজনে মুখর হয়ে ওঠে।

কেবল মানুষ নয়—চেতন অচেতন সব কিছুরই এই বিস্ময়কর 'মানবীকরণ' কালিদাসের রচনার এক অমূল্য সম্পদ। এই যাদুমন্ত্রের শক্তিতে দেবতাও তাঁর কাব্যে

মানবরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। যক্ষ আমরা দেখি নি—ঠিক দেবতা না হলেও এরা অন্তত 'অর্ধদেবতা'—কিন্তু কালিদাসের কাব্যে যক্ষ একেবারে সাধারণ মানুষ, অভিশপ্ত জীবনে সে সব দিক দিয়ে 'অস্তংগমিতমহিমা'—তার নিবেদনে আমরা সাধারণ মানুষের আর্তকণ্ঠই শুনতে পাই। খুবই সৌভাগ্যের কথা, কালিদাস যক্ষের নামকরণ করেন নি—করেন নি এই জন্য যে তাঁর যক্ষ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি নয়, সাধারণ মানুষের প্রতীক।

শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কেও দেবকল্প মহর্ষি কণ্ব কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদে সাধারণ গৃহীদের মতই 'বৈক্লব্যে পীড়িত'; কুমারসম্ভবের ত্রিলোচন পঞ্চম সর্গে উমার কাছে ধরা দেবার পর থেকেই প্রেমিক নায়কমাত্র। এক কথায় কালিদাসের কল্পনায় চেতন-অচেতন সকলেই পেয়েছে মানুষের মর্যাদা—দেবতাও দূরে থাকেন নি, তাঁরাও নেমে এসেছেন মানুষের জগতে, দেবতার এই মানুষী রূপ দেখেই আমরা মুগ্ধ হই।

কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও শকুন্তলায় অসংখ্য চরিত্রের ভিড়—দেবতা, অপ্সরা, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ থেকে শুরু করে, ঋষি, রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী, রক্ষী, দৌবারিক, জেলে পর্যন্ত কেউ বাদ নেই। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-ভেদ যতই থাক, কালিদাসের কল্প-জগতে তারা মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন—আলোচ্য তিনটি গ্রন্থে তার অজস্র নিদর্শন দেখে বলতে ইচ্ছে হয় এই তিনটি রচনাতেই আমরা সেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসকেই পেয়েছি যিনি স্বর্গ আর মর্ত্যকে একসূত্রে বেঁধে দিতে পারেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী
মুরারিমোহন সেন

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চন্দ্রনাথ বসু
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘদূত

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কত দিন নীরবে হৃদয়ের জ্বালা বহন করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তৃষিতনেত্রে বিরহী যখন নবীন মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার বিরহকাতর হৃদয়ে না জানি, কোন্ স্মৃতিময়ী মায়াপুরীর সুখদুঃখের কথা উদয় হয়! সারা বৎসরের মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম মেঘে বিরহের এমন কি স্মৃতি আছে যে, এত দিন প্রবাসের তীব্র যন্ত্রণায় যাহার বিরহ সহিয়া আসিতেছি, আজ সহসা তাহার জন্য প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে—আজই তাহার বিরহ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। কি আছে কে জানে, কিন্তু আষাঢ়ে বিরহকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; প্রাবৃটের নবীন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর হৃদয়েও প্রিয়-বিরহ জাগিয়া উঠে। বিরহিণীরা প্রিয়তমের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকেন। প্রবাসক্লিষ্ট প্রিয়তমেরা প্রবাসের বিজন অরণ্যে বসিয়া মেঘকে বিরহিণীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে বলেন! মেঘই বর্ষার বিরহে প্রাণ।

অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষার দিন আর কাটে না। মুহূর্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয়—বিরহের বন্ধনে সময় যেন গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। কুবেরশাপে অভিশপ্ত যক্ষ তাই বুঝি, আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরিশিখরে শ্যাম মেঘ দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না—তাহার মনে সম্মুখের দীর্ঘ বিরহদুঃখ উথলিয়া উঠিতেছে। এক বৎসর প্রবাসের কয় মাস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, যক্ষের শরীর এমনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খসিয়া পড়ে। এই দীর্ঘ বর্ষা প্রিয়ার সংবাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সে জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? নব পল্লবসজ্জিত বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী নিশির দারুণ বিরহও প্রণয়িণীর সংবাদ বিনা কাটান যায়; কারণ, মিলনেচ্ছার প্রভাবেই বিরহ তখন গুরুতর, তাহাতে বিভীষিকার ছায়া নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ অন্ধকার বর্ষায় বিরহিণীর কথা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা অতীব দুরূহ। যক্ষের বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে, বিরহিণী কান্তার এই দীর্ঘ কাল আশাপথ চাহিয়াই দিন কাটিবে, কিন্তু যক্ষ প্রবাস হইতে ফিরিতে পারিবে না।

চিরদিন প্রবাসের তাপ ভোগ করিতেও যক্ষ কাতর নহে, যদি এই বর্ষার সময় প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পায়। কিন্তু কি করিবে, কান্তাদর্শনস্পৃহা যতই বলবতী হোক্ না, তাহাকে গুমরিয়া থাকিতে হইবে; কুবেরের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। যক্ষ ভাবিল, দর্শনলাভ কপালে না ঘটে, একবার মেঘের দ্বারা প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করি, তবুও তাহার ব্যথার কিছু উপশম হইবে। এই স্থির করিয়া যক্ষ একদিন মেঘকে দৌত্যকার্য করিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মেঘ দূত হইল।

কালিদাসের মেঘদূতে ঘটনা এইটুকু। কুবেরের শাপে অভিশপ্ত একজন যক্ষ মেঘের দ্বারা কান্তার নিকটে সংবাদ পাঠাইতে চাহে। কিন্তু ঘটনা এইটুকু বলিয়া মেঘদূত উপেক্ষণীয় নহে। মেঘদূতে ঘটনার আর আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা নাটক অথবা উপন্যাস নহে যে, বিরহনিশ্বাসের মর্মস্পর্শিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য সখীর অশ্রু-সিক্ত সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্য লইতে হইবে। মেঘদূত গীতিকাব্য—কালিদাস ইহাতে

বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখাইতেছেন। বাহ্য জগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য তাঁহার সফলও হইয়াছে। যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে বিরহ জ্বলজ্বল করিতেছে। ভাবের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি কথাও লেখনীমুখে বাহির হয় নাই। ভাবের ঠিক রাগিনী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের এত গৌরব।

কালিদাস অপেক্ষা মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ গভীর চিন্তাশীল অনেক কবি আছেন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার মতো বিরহের কবি আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ! তিনি যেন বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিরহ ঔৎসুক্যের কোন স্থানই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। কালিদাস বুঝিতেন, মেঘকে সংবাদ লইয়া যাইতে বলা সচেতন প্রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যে তিনি মেঘকেই যক্ষের সংবাদবাহী ঠাহরাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যক্ষ বিরহে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার চৈতন্যভ্রংশ হইয়াছে বলা যায়। যক্ষের কতকটা উন্মাদাবস্থা। তাই সে মেঘকে ধরিয়াছে—হে মেঘ, তুমি আমাব সংবাদ লইয়া যাও। কাজটা বেহিসাবী সন্দেহ নাই কিন্তু কালিদাস যক্ষকে পাকা হিসাবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না। সেইজন্য এই বেহিসাবী কাজেই মেঘদূতের কবিত্ব।

মেঘদূত বিরহের কাব্য; এবং বোধ হয়, বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়দেব বল, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বল, বিরহজ্বালা অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিতে সক্ষমও হইয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের মতো সংক্ষেপে অথচ সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বিরহীকে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন বোধ হয না। মেঘদূতের প্রথম গুটিকয়েক শ্লোকেই কালিদাস যক্ষের অবস্থা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু এক-একটি কথায় তাঁহার বলা হইয়াছে অনেক। যক্ষেব শরীরের অবস্থা তিনি এককথায় বলিয়াছেন—কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ। কনকবলয় কথাটিতে যক্ষ যে কুবেরের অনুচর তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকে তিনি মেঘ সন্দর্শনে বিরহীর মনের ভাব লিখিয়াছেন; আর, একটি বিশেষণে যক্ষেব সমস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন—অন্তর্বাষ্পঃ। তাহার পর যক্ষ যখন মেঘের স্তব করিতেছে, তখন বেশ বুঝা যায় যে, যক্ষ আপনার কাজ ভুলে নাই, এদিকে জ্ঞানহারা হইলেও কিরূপে আপনার কার্য উদ্ধার করিতে হয় জানে। মেঘকে সে কেমন গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছে, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।'

যক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিবার, তাহা কালিদাস এইটুকুর মধ্যেই একরকম সব ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যক্ষ মেঘকে অলকার পথের কথা বলিয়া দিতেছে, তাহা না হইলে প্রিয়ার নিকট সন্দেশ পঁহুছিবে কিরূপে? পথের বর্ণনার মধ্যে মধ্যে যক্ষের ভাব বেশ ধরা দেয়। সে বর্ণনা বিরহীর মতো হইয়াছে। বর্ষাও তাহার মধ্যে এমনি পরিস্ফুট যে, পড়িতে পড়িতে চোখের সম্মুখে কদম্ব ফুটিয়া উঠে, ধরণী হইতে বৃষ্টি-বারিসিক্ত একপ্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতে থাকে, চারি দিকে আনন্দোৎফুল্ল ময়ূর ময়ূরী বর্ষার তালে তালে নাচিয়া উঠে। পথের বর্ণনা করিতে করিতে ফাঁক পাইলেই যক্ষ বিরহকাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। অথবা অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। কিন্তু যাহাই হোক, কালিদাস যক্ষকে বর্ণনার স্রোতের

মধ্যেও বিরহী রাখিতে পারিয়াছেন, মেঘদূতের সকল বর্ণনার মধ্যেই বিরহের ভাবের বরাবর কেমন একটা স্ফূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে, 'কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং।' এখন কি আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায়? তাহার পর বুঝাইতেছে—তুমি সংবাদ লইয়া যাও, অনুকূল বায়ু তোমার সহায় হইবে, চাতকেরা গান গাহিবে, কোন সুখেরই ত্রুটি হইবে না। যাও ভাই, তুমি গিয়া সেই দিবসগণনতৎপরা, কেবল আমার প্রত্যাগমনাশায় জীবিতা বিরহিণীকে সান্ত্বনা দাও; নহিলে সে কি আর বাঁচিবে? পথে, ঐ রঘুপতি-পদাঙ্কিত শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া তোমারও বিরহ যাতনার উপশম হইবে। তাহার পর কত গিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, কত সভ্রূভঙ্গ নদীর অধর পানে পরিতৃপ্ত হইয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবে। উজ্জয়িনী না দর্শন করিলে জীবনই বৃথা। বিরহ-কৃশদেহ সিন্ধুর কার্শ্য ঘুচাইতেও চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। যাও মেঘ, আরও যাও। রজনীতে সূচীভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভবনা-ভিমুখগামিনী যোষিৎদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিও, কিন্তু তোমার গম্ভীর গর্জনে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিও না। যাও মেঘ, আরও যাও। যাও, হিমাচল ছাড়াইয়া, মানস সরোবর পার হইয়া যাও। কৈলাসগিরিবক্ষে জ্যোৎস্নাময়ী অলকার রমণীয় শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

এইবারে যক্ষ অলকার বর্ণনা করিতেছে; অলকা বিলাসের লীলাক্ষেত্র। না হইবেই বা কেন, ধনপতির অনুচরেরা বিলাসী হইবে না ত হইবে কে? কালিদাস যক্ষকে বরাবর এই বিলাসের লীলাক্ষেত্রজাত রাখিয়াছেন। যক্ষের কথায় বিলাসলালসা সুব্যক্ত। অলকার বর্ণনা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি, কালিদাস যক্ষের মুখে যে সকল কথা বসাইয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে—তাঁহার যক্ষের চিত্র কত দূর নিখুঁত। যক্ষকে বিলাসপ্রিয় দেখিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা কালিদাসকে দোষ দিতে পারেন। কিন্তু বুঝা উচিত, কালিদাস আদর্শ মনুষ্য খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে মেঘদূত কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।

বায়রনের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ একটি বিলাসীর চিত্র—বায়রনের নিজের সৃষ্টি। চাইল্ড হ্যারল্ডকে ইচ্ছা করিলে বায়রন আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁচে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তাহাতে আবশ্যক কি? তিনি ত বিলাসীই আঁকিতে চাহেন। শিব গড়িতে বানর গড়িলে কবি নিন্দার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে বানর গড়াই উদ্দেশ্য, সেখানে নিন্দা কিসের? তবে উদ্দেশ্যের কেহ নিন্দা করেন, করুন—আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কালিদাসের যক্ষ বিলাসপ্রিয় বটে কিন্তু চাইল্ড হ্যারল্ডের মতো উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি নহে। আর এরূপ হইলেও কালিদাস যক্ষকে আপনার ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে পারেন না। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে। তাঁহার নিকট আমরা যক্ষের প্রকৃত চিত্র দেখিবার আশা করি, যক্ষকে বাল্মীকি মুনির মতো দেখিতে চাহি না।

মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটি গম্ভীর সৌন্দর্য দেখা যায়। বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই মেঘদূত এত উচ্চ অঙ্গের কাব্য। তাহাতে অনুপ্রাস আছে,

কিন্তু অনুপ্রাসবাহুল্যে কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য ভাবের কোথাও হানি হয় নাই। এক কথার পাশাপাশি দুই বার ব্যবহার আছে, কিন্তু ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে বে বিরক্তিকর পুনরুক্তি কখনও হয় নাই। বর্ণনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি নাই; যাহা আছে, তাহা স্বভাবের সুন্দর চিত্র। বাস্তবিক মেঘদূত পড়িতে পড়িতে আষাঢ় মাস হইয়া আসে, আকাশে নবীন মেঘ দেখা যায়।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, মেঘদূত হইতে গুটিকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দি, কিন্তু কোন্‌টিকে রাখিয়া যে কোন্‌টি উঠাইয়া দিব, তাহা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অগত্যা এ কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও কালিদাসের ভাবপ্রকাশক কথানির্বাচন-শক্তির পরিচয়স্বরূপ দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উত্তরমেঘে প্রথমেই সঙ্গীতপূর্ণ অলকার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন—'সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।' মৃদঙ্গ বাজিতেছে—তাহার শব্দ কিরূপ? না, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর। কথাগুলি এমনি বসিয়াছে যে, শুনিলেই মৃদঙ্গধ্বনি মনে পড়ে। যেন মেঘগর্জন হইতেছে। রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের রথের গম্ভীর নিনাদপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক আছে,—

'স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাশ্রিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥'

এখানেও স্যন্দন কথাটিতে কালিদাসের ভাবপ্রকাশ শব্দনির্বাচন-শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। অন্য কোনও প্রতিশব্দ বোধ হয় এমন বসিত না। আর স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষের ভাব প্রকাশত্বের ত কথাই নাই। সমস্ত শ্লোকটি গম্‌গম্ করিতেছে। পূর্বমেঘে এক স্থানে আছে, 'তন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ।' ইহার মধ্যে বৃষ্টির ভাব কেমন জাগ্রত—কি যেন ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্যন্দ ও উচ্ছ্বসিত, এই দুইটি কথা উঠাইয়া লইলে সমস্ত ভাবই যেন মারা যায়। নিষ্যন্দ শব্দে যেমন বৃষ্টির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত শব্দে সেইরূপ বসুধাগন্ধের ব্যাপ্তির ভাব অনুভব হয়। এইরূপ কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দনির্বাচন শক্তির পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়; এবং বোধ হয়, এই ভাবময় শব্দনির্বাচনের জন্য তাঁহার কাব্যে এত সৌন্দর্য।

যক্ষের অলকাবর্ণনা এমন পরিষ্কার যে, তাহার আলয় খুঁজিয়া লইতে মেঘের কিছু-মাত্র বিলম্ব হইবে না। তাহার পর যক্ষ বিরহিণীর বর্ণনা করিতেছে। সে বর্ণনায় কান্তার প্রতি যক্ষের প্রেম সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। বাস্তবিক, সে বর্ণনা পড়িলে যক্ষের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যক্ষ স্ত্রীর সৌন্দর্যের কথা বলিতেছে, 'যা তত্র সাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ। কান্তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যক্ষ বলিতেছে -

'তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে.ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥'

মেঘদূতের এইখানকার শ্লোকগুলি বড়ই মধুর—ভাবপ্রকাশক। বিরহীর বেদনা

এইখানে বড় চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। যক্ষ মেঘের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিতেছে, কিছুমাত্র সে গোপন রাখিতে চাহে না। যক্ষ বলিতেছে, তুমি যখন অলকায় গিয়া উপস্থিত হইবে, তখন হয় ত দেখিবে, প্রিয়া আমার বিরহকৃশ চিত্র আঁকিতেছে, কিম্বা আমার মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে। হয় ত দেখিবে, মলিনবসন উৎসঙ্গে বীণা রাখিয়া আমার নামসংযুক্ত কোনও পদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে, নেত্রনীরে বীণার তন্ত্রী আর্দ্র। হয় ত দেখিবে, উদয়গিরিপ্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মতো তাহার দেহ বিরহে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, চোখের জলেই তাহার নিশিদিন কাটিয়া যায়। ভাই মেঘ! তুমি আমাকে বাচাল মনে করিতে পার, কিন্তু শীঘ্রই এ সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। দেখিবে, আমার বিরহে তাহার কি কষ্টে দিন কাটে।

প্রিয়াকে কিরূপে কি বলিতে হইবে, তাহাও যক্ষ বলিয়া দিল। মেঘ বলিবে, আমার দ্বারা তিনি বলিয়া দিয়াছেন—

'শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্তুচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাম্ বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি॥
ত্বাম্যালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥'

তোমার তুলনা কোথাও পাই না; চিত্র আঁকিয়া যে তোমার মিলনসুখ অনুভব করিব, তাহাতেও বাধা, চোখের জলে দৃষ্টি আবৃত হইয়া আসে। প্রিয়াকে সান্ত্বনাও আছে। হে কল্যাণি, তুমি নিতান্ত কাতর হইও না, চিরসুখী বা চিরদুঃখী সংসারে কেহই নয়। নয়ন মুদিয়া এই কয় মাস কাটাইয়া দাও,

'পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষম্
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥'

জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া নিশিতে আমাদের আবার মিলন হইবে।

কাব্যের শেষে যক্ষ মেঘকে আশীর্বাদ করিতেছে,—

'ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥'

যাও মেঘ, বর্ষায় সম্ভৃতশ্রী হইয়া অভিলষিত প্রদেশে বিচরণ কর, বিদ্যুতের সহিত তোমার যেন ক্ষণমাত্রও বিরহ না হয়। বিরহ-কাতরের হৃদয়ের আশীর্বাদে মেঘদূত সমাপ্ত হইল। আমরা বিদায় গ্রহণ করি। প্রার্থনা এই যে, কালিদাসের সৌন্দর্যে আমাদের হৃদয় যেন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়—তাঁহার সৌন্দর্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। ['ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬]

অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ

চন্দ্রনাথ বসু

দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ ; কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধার্মিক নন। তিনি বহু-স্ত্রীসত্ত্বেও শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেচ্ছাচারী দুরাচারের আসক্তি নয়।…রিপুস্মত্ত দুষ্মন্ত অসাধারণ চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।…শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার রিপু এবং ধর্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে তাঁহার ধর্মভাব জয়ী হইয়াছিল। ধর্মভাব জয়ী হইয়া দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়াছিল। সে পরিণয়ের অর্থ—ঘৃণাস্পদ কামোন্মত্ত যথেচ্ছাচারীর কদর্য বাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণিক সম্বন্ধ নয়। সে পরিণয়ের অর্থ—জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের ফল কি হইল ?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদ। পতি কর্তৃক অপমানিত হইয়া শকুন্তলা কাশ্যপাশ্রমে থাকিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনার ন্যায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়া অনাথিনীর ন্যায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুষ্মন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্বলোকোপেক্ষিতা অধমতমা কাঙ্গালিনীর ন্যায় ধূলিধূসরিত অঙ্গ মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়াছিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত। নিরপরাধা সতী-সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুর বাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্মিকপ্রধান দুষ্মন্ত অনুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্র পরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়ক-নায়িকার আত্মীয়-বন্ধুগণের যন্ত্রণা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী, শারদ্বতপ্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোকভারে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুষ্মন্তের অবস্থানকালে শকুন্তলার যে পীড়া হয়, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ কথা জ্ঞাপন করিলেন, তখন যে পবিত্র ব্রহ্মচিন্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপস্যাশ্রম অকিঞ্চিৎকর সংসারাশ্রমের ন্যায় মোহমুগ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কণ্বের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল ! শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু - 'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' আর প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া যে কি করিয়াছিল, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কন্যার নিমিত্ত যারপরনাই কাতর এবং শোকাকুল। তিনি কন্যার দুঃখে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তের

মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সানুমতীকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভালবাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল, শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুষ্মন্তের রাজপুরীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাতুর। রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চিরপ্রচলিত বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনাপুরের রাজবাটী যেন একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ!

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল।...দুষ্মন্ত মহাপরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য ভুলেন নাই।...সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।...অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্তন হয়, বৃদ্ধ কঞ্চুকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধৃত করিলেই চলিবে—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে।

তিনি এখন পূর্বের মতো মনোহর বস্তুতে প্রীত হন না এবং অমাত্যবর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, দুষ্মন্তের যন্ত্রণা রাজকার্যবিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়েই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্টসাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলত, অমাত্যবর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থাভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য-বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুষ্মন্তের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থাভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার যন্ত্রণা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়াছিল। তিনি ধর্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর, সে কোন অবস্থাতেই চিত্তধর্ম একেবারে হারায় না। দুষ্মন্তও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্তধর্ম বর্ধিত গৌরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যন্ত্রণাবিহ্বলাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্যের ব্যবস্থা করেন, তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন—

বেত্রবতি মদ্বচনাদমাত্যাপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্যধর্মাসন-মধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্যমার্যেণ তৎপত্রমারোপ্য দীয়তামিতি।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আর্য পিশুনকে গিয়া বল যে, অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধর্মাসনে অধিরূঢ় হইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

যন্ত্রণায় দুষ্মন্তের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই এবং সেইজন্য তিনি আজ বিচারাসনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর, কি লঘুতর সকল কার্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল কাগজপত্র দেখিয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেছেন।

প্রজাবৎসল রাজকার্যনিরত দুষ্মন্ত আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য করিতে বাধ্য। তবে দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান, চিত্তসংযমে অমিতবল, রাজধর্মপ্রতিপালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধানই রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত না হইলে ভারতের কি দুর্দশা ঘটিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিন প্রকার অমঙ্গল ঘটিল—স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার আত্মীয়-স্বজনের অমঙ্গল; ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল; কার্য দুইটি লোকের, কিন্তু তাহার ফল কোটি কোটি লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুলিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেইপ্রকার হইয়াছিল। By the introduction of the Prince in his political power, Shakespeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered. The Prince intercedes between the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution society and the common good.

সেক্সপীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেননা তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নায়কের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে, সেই মহাসত্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে সত্য এই —ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্বাসার শাপ। দুর্বাসা শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল, মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্তব্য, শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তাপসাশ্রমে সর্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুষ্মন্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনসূয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিধিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়আদো ফলমিস্সং অরঘভাঅণং উবহর। ইদম্পি পাদোদঅং ভবিস্সদি।

আপনার ন্যায় অতিথিলাভে অপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে। ওলো শকুন্তলে, উটজে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর! এই পা ধুইবার জল।

আবার শকুন্তলা যখন রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন অনসূয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সখি ণ জুত্তং···অকিদসক্কারং অদিধিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

সখি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।।

শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্যতা এবং উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্মন্ত-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন, অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য নয়॥ কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না, এবং সেইজন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে, হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন উহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। অর্থাৎ অগ্রে সমাজ, পরে আপনি —অগ্রে অপরের চিন্তা, পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দ্বারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয় তবে তাহা অতি অপরিশুদ্ধ, অতিনিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এ কথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন। তিনি পবিত্র মনে, পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন প্রবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ ছিল। সেইজন্য তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিবেন, তাঁহারই অদৃষ্টে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটি অর্থ এই যে, রমণীর ন্যায় যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ, তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ।···অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে, দাম্পত্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অনুচিত। আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দিই না, কেননা আমরা উহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করি যে, এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্যপ্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহমুগ্ধকারী বলিয়া সমাজ-সম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর। এবং সেইজন্যই আমরা বলি যে, দম্পতির প্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অনুকূল করা কর্তব্য। দুষ্মন্ত-নিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই। তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।

শকুন্তলার মোহ দুর্বাসার শাপের একটি কারণ বটে। কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর-একটি কারণ আছে। শকুন্তলা সমস্ত বাহ্যজগৎ ভুলিয়া দুষ্মন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া দুর্বাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, দুষ্মন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন! দুষ্মন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে তাহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন। শুনিয়া দুষ্মন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ।

বেশ কথা।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই। দুষ্মন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গুরীয় ব্যতীত যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না। দুষ্মন্ত নিজেই ত পরে মাধব্যকে বলিয়াছেন—মাধব্য, তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই; এবং প্রখরবুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়াছিলেন যে, আপনি শকুন্তলার বিষয় আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অন্য প্রমাণ থাকিলে দুর্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের অন্য প্রমাণ ছিল না, কেননা সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? না, দুষ্মন্তের দুর্দমনীয় রিপু। দুষ্মন্তের দুর্দমনীয় রিপুই দুর্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ভূত সমস্ত অনিষ্টের অবান্তর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুষ্মন্ত রিপুমত্ত বটে, কিন্তু দুরাচার নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলন প্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতরাজ্যের রাজ্ঞী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দমনীয় রিপুপরবশ হইয়া তিনি কণ্বের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং ভারতরাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয় সকল সময় এককথা কয় না!

অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।

যাহার হৃদয় অপরিজ্ঞাত তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরিতায় পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা। সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্যচরিত্রে যাহা-কিছু ভাল উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে, তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়…আত্মেতর ভাবের কাছে আত্মভাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে, তাহা সমাজসেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতা লাভ করে না। সমাজসেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্ত্ব-সংযুক্ত হয়। নচেৎ পশু-প্রবৃত্তির ন্যায় হেয় হইয়া থাকে। দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে

হীনতা এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেননা তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না। সমাজই উন্নত নীতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্দীপক। এবং সেই জন্যই সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহাঅনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তলা সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য।

কিন্তু দুষ্মন্ত যে চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, ইহা কি ভয়ানক কথা! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই। দুষ্মন্ত সকল গুণের আধার। তিনি রাজা হইয়া, সমগ্র ভারতের রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসবিদ্বেষী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্র বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিতে পারেন এবং বিচিত্র প্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদ-প্রমোদগুলিও পুরুষত্বব্যঞ্জক। বিশাল ধনুর্বাণ হস্তে মধ্যাহ্ন-রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্বতশৃঙ্গ হইতে পর্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়, শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসীমসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অনুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থ আত্মবিসর্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারেন। তিনি গুরুজন-সম্ভ্রমকারী কিন্তু স্বাধীনচিন্তাশীল। তিনি সৎপ্রবৃত্তির প্রশস্ত আধার—বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ; তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্তি; কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে স্খলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপুর কি অসীম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দূষণীয় কার্য! একথা অভিজ্ঞান-শকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও লেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েটেও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্যজগৎ রিপুসেবায় প্রতিকূল বলিয়া রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতেও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহ্যজগৎ পরিবর্তনশীল। অতএব রোমিও এবং জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে, বাহ্যজগৎ অনুকূল থাকিলে রিপুসেবা দূষণীয় নয়। কিন্তু উন্নত নৈতিক নিয়ম-শাসিত আধ্যাত্মিক জগৎ অপরিবর্তনীয়। অপরিবর্তনীয়ের সম্বন্ধে যাহা দূষণীয়, তাহা সকল সময়েই দূষণীয়। বাহ্যশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্বল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল। মানবপ্রধান মনু বলিয়াছেন—

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

এবং বাল্মীকি বলিয়াছেন—

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারোস্তিত বস্ত্রিয়াঃ।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ॥

অতএব বাহ্যশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য করে, তাহাকে প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য করে, তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়ক-নায়িকার জন্য দুঃখিত হই। কিন্তু দুষ্মন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। যখন দেখি যে, রোমিওতে প্রণয় এবং রিপুস্মত্ততা বই আর-কিছুই নাই তখন মনে হয় যে, আর কোন মানসিক শক্তি থাকিলে রোমিওর ন্যায় রিপুস্মত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে হয় না। কিন্তু যখন দেখি যে, দুষ্মন্ত সমস্ত মানসিক শক্তির আধার হইয়াও রিপুস্মত্ততাবশত বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু দুষ্মন্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। এদিকে মানবজাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার উদয় হয়। মানুষমাত্রেই আজিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা বুদ্ধি, উন্নত নীতি, উন্নত চিত্তসংযমশক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শ-স্বরূপ, তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথায় অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকব্বর সা। আকব্বর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নওরোজের কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎও বলেন যে, মানুষের বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে তাহার রতিপ্রবৃত্তি অন্যান্য সকল প্রবৃত্তি অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলত, অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল, কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতি-কৃতি। পুরুষের অর্থ—জগতের সূক্ষ্ম অনপলাপ্য অপরিবর্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অপলাপ্য, পরিবর্তনশীল উপাদান।...দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাহার মনের এমন-একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন-একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে দুষ্মন্তের ন্যায় অন্য কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না। যেন তাহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্তনীয় উপাদান নাই।...শকুন্তলার মন concrete-সম্বন্ধ, দুষ্মন্তের

মন abstract-প্রিয় ; শকুন্তলার হৃদয় জড়জগৎসাপেক্ষ, দুষ্মন্তের হৃদয় তাহার বিপরীত। এই এক কথা। আবার দেখি যে, পবিত্র তাপসাশ্রমে রিপুসেবারূপ জড়জগতের কার্য হইতেছে ; ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মাত্মক ঋষিকুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে সংসারাশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন এবং দেবতুল্য কশ্যপ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে পুনর্মিলিত দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আশীর্বাদ করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্তি। অবার, কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে, কালিদাস সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন এবং কুমারসম্ভবে সাংখ্য-দর্শনে পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন। এবং সেই কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নিস্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং ভস্মাবশেষঃ কথমেবমুষ্ণঃ॥

বোধ হয় আজিও হরকোপানল, সমুদ্রে বাড়বানলের ন্যায়, নিশ্চয়ই তোমাতে জ্বলিতেছে। নচেৎ, হে মন্মথ, তুমি ভস্মাবশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে, কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবে এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিকভাবে মিলন, অভিজ্ঞানশকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদবশত কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়! আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয় ; সংসারাশ্রমে প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখাইলেন, এবং বসুমতী হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীদিগকে দুষ্মন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে স্ত্রী-পুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদগ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদগ্রস্ত। এবং জগতের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যমাত্রই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদগ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্ভবনীয় বিষময় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্বাসার শাপের দ্বারা দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুষ্মন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে, মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয় ; প্রকৃতি যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্। মানুষ চেষ্টা করিলে নিয়মসম্ভবনীয় বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সে চেষ্টা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয়। প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি। সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে। করিলে তবে সংসারাশ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে। সংসারাশ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল। সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ পাপরুধিরে এবং যন্ত্রণার

হাহাকার-রবে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আরো একটি কথা আছে। দুষ্মন্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানসিক শক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দুইটি পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ ; মানসিক শক্তি প্রবল হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই। অতএব ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ না-ও হইতে পারে। সেইজন্য মানসিক শক্তির সহিত সমাজশক্তি যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে, সেই প্রণালী এবং নিয়মের গুণে লোকের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা-দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, গান্ধর্ব বিবাহ দূষণীয় ; এবং বসুমতী হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে, বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী। তিনি দেখাইয়াছেন যে, উভয়প্রকার বিবাহ-ই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির ফল এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রতিপোষক। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিক শক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম এই যে অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সৎ, প্রকৃতি অথবা জড়জগৎ মিথ্যা এবং অসৎ—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাংখ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনি সত্য ; পুরুষও যেমন সৎ, প্রকৃতিও তেমনি সৎ ; পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কার্যবিশিষ্ট দেখা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ—ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন—একটি মহাপ্রভাবশালী—একটি বিষম সত্য অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলত, অভিজ্ঞানশকুন্তলে কাব্যাকারে সাংখ্যদর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে ?

[শকুন্তলাতত্ত্ব, ১২৮৮]

কুমারসম্ভব

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষায় 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনুবাদ করেন। যতদূর জানা যায় বাংলা ভাষায় 'কুমারসম্ভব'-এর এটাই প্রথম অনুবাদ। অনুবাদের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—]

যে সকল কারণে কুমারসম্ভব অনুবাদিত হইল, তাহা এই স্থানে বিজ্ঞাপন করা কর্তব্য :—

১. বাল্যকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য নহে, পূর্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই,—বিষয়কর্মে সমস্ত দিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে যে দুই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় আছে তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ, অথচ অভ্যাস রক্ষার অনুরোধে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখিলাম, নূতন রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ করা অধিকতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কি করি, আরম্ভ করিয়া কোন কর্ম পরিত্যাগ করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়, সুতরাং অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম।

২. অনেকে এইক্ষণে পদ্যময় অনুবাদ গদ্যে সম্পাদন করেন, সুহৃদয়বর্গ কহেন, তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়। চম্পক-পুষ্পের প্রতিকৃতি স্বর্ণসহকারে নির্মিত হইলেই সুন্দর দেখায়, রজতে রচিত হইলে তাদৃশ শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বন্ধু সংস্কৃত প্রধান পদবীস্থ কাব্য-নিচয়ের পদ্যানুবাদকরণে আমাকে অনুরোধ করাতে আমি সেই অনুরোধ রক্ষার প্রথম আদর্শস্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে এই গ্রন্থ সম্প্রদান করিতেছি।

৩. আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনাকরণে স্বদেশহিতৈষীমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষত স্বদেশহিতৈমনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষত স্বদেশীয় পুরাতন কাব্য-কলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপমান রহিয়াছে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদকরণে প্রবৃত্ত হই।

উপরিভাগে অনুবাদ-করণের হেতু প্রদর্শিত হইল ; অনুবাদ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ;—

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি, অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয় ; জলযন্ত্র নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নিদ্রা-

কর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। প্রতি সর্গের সমাপ্তিতে বাদ্যের পরাঙ্গের ন্যায় মহাকবি ২।৪ শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচনা করিয়াছেন, আমি সর্গেক ভিন্ন সমুদয় সর্গে তন্নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

মহাকবি এই কাব্য ঊনবিংশতি সর্গে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এমত কিংবদন্তী, কিন্তু কুমারসম্ভব অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জন্মের পূর্বে হর-পার্বতীর পরিণয়-বর্ণনাত্মক সপ্তম সর্গ পর্যন্তই কালিদাস-রচিত বলিয়া সর্বদেশে প্রসিদ্ধ। অনেকে কহেন, উত্তর সর্গ সকল তাঁহার প্রণীত নহে। তত্তাবৎ ভোজরাজের সভাসদ কালিদাস-খ্যাত অন্য এক কবি-কর্তৃক রচিত, ফলত সপ্তম সর্গ পর্যন্ত যেরূপ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ আছে, তাহার সহিত অবশিষ্ট সর্গ সকলের রচনার তুলনা করিলে এই কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে আবার কহেন, অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর বিশ্রম্ভ-বিহার বর্ণনায় মহাকবি অত্যন্ত অশ্লীলতা অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং ধার্মিকগণ সপ্তম সর্গ পর্যন্তের সমাদর করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, একথাও অতি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দুজাতি যে একান্ত অশ্লীলতার পরবশ নহেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্তৃক এবং বারাণসীতে প্রকটিত পণ্ডিতাস্য পত্রে উত্তরসর্গসমূহ প্রচারিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আমি উৎকলদেশে দুইখানি হস্তলিখিত কুমারসম্ভব গ্রন্থে ঐ সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অষ্টম সর্গে যত অশ্লীলতার আশঙ্কা ছিল, তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা নৈষধ-কাব্যে নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে অষ্টম সর্গের বিহার-বর্ণন-ঢক্কানাদ-সমীপে ডমরু-ধ্বনিবৎ উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ সর্গে সন্ধ্যাবর্ণনাটির স্থানে স্থানে অতি মনোজ্ঞ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহা অনুবাদপূর্বক পুস্তক পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

আমি এই গ্রন্থরচনায় অনুবাদের অনুরোধে কোন কোন স্থানে ২/১টি অতিরিক্ত শব্দ সংযোগ করিয়াছি, কোথাও বা ২/১টি শব্দ পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছি। ফলত সাধ্যমতে মহাকবির ভাব সংরক্ষণ করিতে যত্নের ত্রুটি রাখি নাই।

মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাঁহার মনুষ্য-প্রকৃতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসর্গিক শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি প্রভৃতি সমালোচনা-পূর্বক এইস্থলে দিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তৎ প্রবন্ধ রচনা করিতে করিতে গ্রন্থ প্রমাণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করা যাইবে।

হুগলি, ১লা ভাদ্র, ১২৭৪ শকাব্দ।

* * * * * *

অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য রঙ্গলালের 'কুমারসম্ভব'-এর ভূমিকাতে প্রথম সর্গের প্রথম তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল—

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম।
পূর্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি-গত,
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত ॥ ১ ॥

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি,
যারে শৈলগণ বৎস প্রকল্পন করি।
দীপ্তিমান মণি মহৌষধি সবিশেষ,
দুহিয়াছে ধরণীকে পৃথু উপদেশে ॥ ২ ॥

পরিমাণশূন্য রত্নরাজির প্রভা,
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব।
গুণসমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে ॥ ৩ ॥